1791-55
41

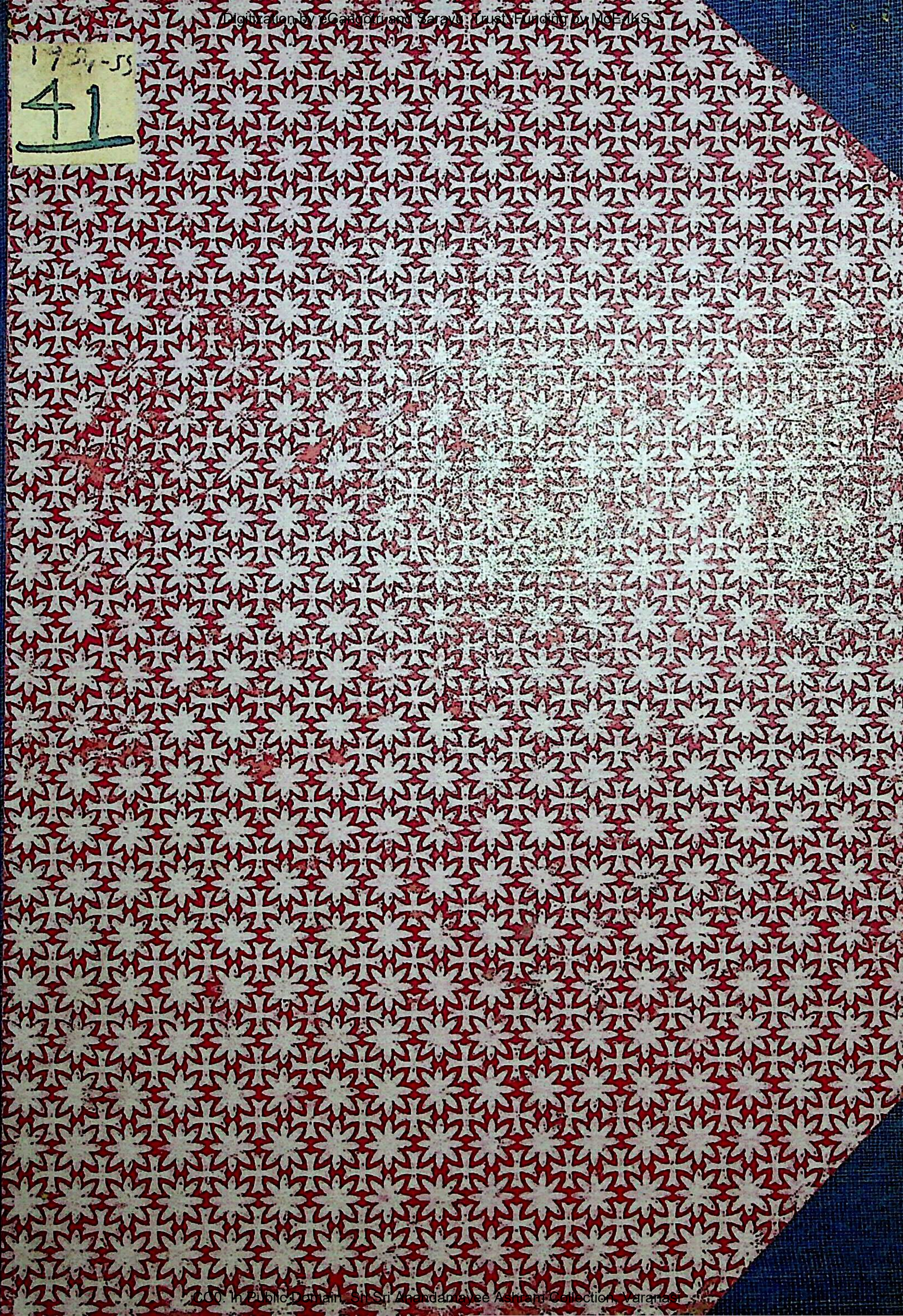

LIBRARY
No. Ananda Vārtā 1954
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

Please return on or before date mentioned below.

Fine for overdue book ten n.P. daily.

16.3.74

# ĀNANDA VĀRTĀ

## BIRTHDAY NUMBER

1954

Vol. 2 ♣ No. 1

श्री आनन्दमयी संघ
ॐ मा

# CONTENTS

Page No.

1. মাতৃবাণী ... ... ... 1
2. শ্রীশ্রীমায়ের অমর বাণী—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ কৃত ব্যাখ্যা সহ ... 3
3. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত ... ... 15
4. অমলার মহাপ্রয়াণ—নিরঞ্জন ... ... ... 20
5. আদিগুরু দত্তাত্রেয়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ... 24
6. প্রয়াগ মহাকুম্ভে মা আনন্দময়ী—জনৈক ভক্ত ... ... 30
7. মা বলেন—"যা আছে তাই"—দাদু ... ... 35
8. मातृवाणी ... ... ... 37
9. श्रीश्री माँ की अमर वाणी—श्री गोपीनाथ कविराज कृत व्याख्या सहित ... 39
10. श्रीश्री माँ आनन्दमयी और संयम की वाणी—श्री विभुपद कीर्ति ... 51
11. भक्तों के प्रति निवेदन—राजमाता आनन्दप्रिया ... ... 57
12. Mother's Words ... ... ... 63
13. Mother's Amara Vani ... ... 66
14. Greetings from a European—Richard Lannoy ... 77
15. Guru-Sanga—S. S. Cohen ... ... 82
16. Mother's Grace Divine—Ganga Charan Das Gupta ... 85
17. The Supreme Teacher I found in Sri Sri Ma Anandamayi—Atmananda ... 93
18. Notes and Comments ... ... 97

Price : Rs. 1/8/-.

Annual subscription ( for four issues ) India Rs 4/-. Foreign Rs. 5/-

*Published by*—Kamal Brahmachari for Shri Shri Anandamayee Sangh, Banaras.

*Printed by*—B. N. Dutt at the Eureka Printing Works Ltd., Banaras.

# ĀNANDA VĀRTĀ

হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।

Vol. II BIRTHDAY NUMBER, 1954 No. 1

## — মাতৃ-বাণী —

( বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীমা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন উহার সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন )

### সৎসঙ্গ

( ২২ )

সৎসঙ্গ মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সৎসঙ্গের দ্বারা সৎ-বুদ্ধির অনুকূল হয়। যত সৎসঙ্গ হয়, ততই কল্যাণ।

( ২৩ )

যতক্ষণ বাহির ভাবে সৎসঙ্গের অনুকূল না পায়, সকলের হৃদয়ে যিনি বাস করেন সেই বাসুদেব ভাবনীয়। সেই সঙ্গের দ্বারা নিজকে তৈয়ার করা। যাহা করিলে সদ্‌ভাবের সঙ্গ হয় সেই অনুকূল কর্ম্মাদি নেওয়া।

### গুরুর প্রয়োজনীয়তা

( ২৪ )

মাষ্টার প্রফেসর না হ'লে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালাভ হয় না, তেমন গুরু না হ'লে ব্রহ্মবিদ্যালাভ হয় না। আধ্যাত্মিক উন্নতি, মুক্তি, যা কিছু, সবের ঐটুকুই যে সমস্যা।

( ২৫ )

যে ভাবেই হোক গুরুর কৃপা প্রয়োজন। যতদিন গুরুলাভ না হয়, মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য— সর্ব্বরূপ তাঁর রূপ, সর্ব্বনাম তাঁর নাম, সর্ব্বভাব তাঁর ভাব, সেই ভাবে তাঁকে ডাকা ও তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করা।

## বিপদে করণীয়

( ২৬ )

বাবাকে লিখে দে উপস্থিত যে এই রকমই তাঁর স্বরূপ প্রকাশ হওয়ার। সকলকেই বলবে কেবল ধৈর্য্যের আশ্রয়ে সর্ব্ববিষয়ে তাঁর চরণে নির্ভর।

( ২৭ )

সর্ব্বরূপে, সর্ব্বভাবে, তিনিই ত। যখন যা হচ্ছে, হয় তিনিই করান, তিনিই করেন, তিনিই শুনেন। সর্ব্ববিষয়ে তাঁর উপর কেবল নির্ভর।

( ২৮ )

বিপদ্ মানুষের উপরেই ত আসে। বীরের মত ধৈর্য্য শৌর্য্যের আশ্রয়। তাঁর বিধান, সেই জ্ঞানে তাঁরই শরণ নেওয়ার চেষ্টা।

( ২৯ )

বাসনাই দুঃখের কারণ, তাঁকে প্রাপ্তির ইচ্ছাই সুখ। ভগবান্ ধুয়ে মুছে তাঁর কোলে নেন কিনা! এই কষ্ট যে সুখের জন্য। সর্ব্বদা তাঁকে স্মরণে রাখা।

( ৩০ )

হঠাৎ একটা কিছু করতে নাই। ধৈর্য্যের আশ্রয় গ্রহণীয়। তিনি যা দেন, তাঁর দান বলে মাথা পেতে লইতে চেষ্টা করা।

( ৩১ )

ভগবান্ অনেক সময় বিপদ্ দিয়ে বিপদ্ নাশেন। সর্ব্বাবস্থায় তাঁর উপর নির্ভর করণীয়।

ভগবানের নামে কখনো কারো খারাপ হয় না। কর্ম্ম যোগাযোগে যতটুকু যা'র ভোগ। ঠাকুরের নাম করলে সব কাজেই মঙ্গল হয়।

( ৩২ )

ভগবান্ যখন যেখানে যে ভাবে রাখেন সবই মঙ্গল ভাবতে হয়। তাঁহার উপর নির্ভর রেখে সর্ব্বদা চলার চেষ্টা। তিনিই যে পালক, চালক, যথাসর্ব্বস্ব।

( ৩৩ )

বিপদের সময় ধৈর্য্য ধরা চাই। আপদ্ বিপদ্ মানুষেরই আছে। উহাতে যে বীর ধীর হতে পারে সেই জিতে যায়। সময় এক রকম থাকে না—এই সময় তাঁহার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া কাটান দরকার। কে জানে তিনি কি বিপদ্ দিয়া কি বিপদ্ কাটাইয়া দেন। কোন কোন সময় তিনি বিপদ্ দিয়াই বিপদ্ হরণ করেন। এই জন্যই তাঁহার নাম বিপদ্ ভঞ্জন।

# শ্রীশ্রীমায়ের অমর বাণী

( মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম. এ., ডি. লিট্‌.-কৃত ব্যাখ্যা সহ )

## চার

প্র—প্রারব্ধজনিত শরীর যতক্ষণ, ততক্ষণ অজ্ঞানের লেশ থাকে কি না ?

মা—সব জ্বালাইতে পারে—আর লেশ জ্বালাইতে পারে না ! হ্যাঁ, কোন স্থানে লেশ থাকে, আবার একটা স্থান আছে যেখানে লেশের প্রশ্নই নাই।

প্রশ্ন—বলা হয় জ্ঞানীর শরীর অন্যের প্রারব্ধ লইয়া অপরের ইচ্ছায় বর্ত্তমান থাকে।

মা—স্ব ইচ্ছা, পর ইচ্ছা, অনিচ্ছা—এই ইচ্ছার বন্ধন নানা ভাবে আলাদা কথা আছেই। যেখানে স্বরূপে স্থিতি সেখানে ইচ্ছা অনিচ্ছা স্পর্শ করিলে কোন না কোন দিকের অধীনতা রহিয়া গেল। ধর না, বিদেহ যেখানে, দেহী দেহ দেখছে। যদি বল শরীর থাকবে না, শরীর কি জ্ঞানের বাধক? যেখানে স্বরূপ প্রকাশ, সেখানে দেহের প্রশ্ন নাই। সেখানে কে বা কিছু কোনটার কথা আসে না।

প্রশ্ন—জ্ঞানে যদি সব জ্বালাতে পারে তবে শরীরও জ্বালান উচিত—কারও এই মত।

মা—নিশ্চয়, শরীর জ্বালায় বই কি, শরীর যা পরিবর্ত্তন হ'য়ে যায়—তাই জ্বলে যায়। তুমি যা বল্লে। যদি মতের কথা বল,—মত যেখানে সেখানে পদ দিবে, পদে দাঁড় করাইবে। কিন্তু যেখানে স্বরূপ প্রকাশ সেখানে দেহ থাকা না থাকার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

প্রশ্ন—নিত্য লীলা কি ?

মা—নিত্য বলিতে কি বুঝ ?

জনৈক—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ইহার কোন অবস্থাতেই যাহার বাধ হয় না, তাহাই নিত্য, এইরূপ শুনিয়াছি।

গঙ্গাদিদি—দ্বৈত-অদ্বৈত সবই নিত্য, শুধু দৃষ্টিভঙ্গির ভেদ—যদি দৃষ্টির ভেদ মানা যায় তবে ভেদের মধ্যে অনিত্য আসিয়া পড়িবে।

মা—এ দৃষ্টি ছাড়িয়া দিলে যেখানে চরম পরম সেখানে দ্বৈত অদ্বৈত এরূপ আলাদা করছ কেন? যিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন তিনি দেখেন দুই, আর যিনি সাধন করিতেছেন, দুই আছেই—লক্ষ্য একেতে। ধর না যিনি দ্বৈত, তিনিই অদ্বৈত—জল আর বরফ।

প্রশ্ন—বরফ জল মাত্রই না, অর্থাৎ বরফে অপর কিছু মিশ্রণেরও দরকার হয়।

মা—উপমা সর্ব্বাংশে এক নয়। সেই জন্যে বলা হয়, গলে গেল যে জল তাতেই মাত্র দৃষ্টি। একটী স্থান আছে যেখানে দ্বৈত অদ্বৈতের প্রশ্নের স্থান নাই। যাহার দৃষ্টিভঙ্গি রহিয়াছে সে যখন যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টিতে বলে। কিন্তু যেখানে 'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি,' সেখানে

অন্য আর কিছুই দাঁড়ায় না। দ্বৈত আর অদ্বৈত ভাগ করিতেছ তোমার দেহ দৃষ্টিতে। দেহ মানে দেও দেও যে স্থানে।

আর একটা কথা, যদি এটা-ওটা পাঁচ-টার দৃষ্টিতে কোনটায়ই মাত্র 'তৎ' ছাড়া আর কিছু আসে তবে সেখানে অবিদ্যা। যদি বল এক বিষ্ণু, আর সর্ব্বত্র বিষ্ণু দর্শন না হয়, তবে হইল কি? আবার বল শব্দ ব্রহ্ম—তা হইলে ব্রহ্ম বল, বিষ্ণু বল, শিব বল, ঐইত স্থানে স্থানে যে প্রকারে প্রকাশ প্রয়োজন আছে। আবার সর্ব্ব নাম তাঁর নাম, সর্ব্ব রূপ তাঁর রূপ, সর্ব্বগুণ তাঁর গুণ। অনামী অরূপীও সেই।

এক স্থিতি আছে তিনি রূপ ধরুন বা না ধরুন—যা তাই। এখানে বাক্যের দ্বারা কি প্রকাশ করিবে? আবার কোনও স্থানে প্রকাশও হইতে পারে নিজেকে নিজে। আবার তিনি প্রকাশ হন না—কার কাছে হবেন? রূপ নাই, গুণ নাই, বাক্যের দ্বারা কি বলিবে? যেখানে এর কোনটাই বাদ যায় না সেখানে অদ্বৈত আটকাইবে কোথায়? সেই স্থিতিতে ঐ ভিন্ন আর কিছুই নাই, যা তা. সেখানে কি বল্‌বে না বল্‌বে—বাক্যেতে অপ্রকাশ যে যে স্থিতিতে আছে সেখান হ'তেই কথা বলে কি না। যাই বলুক, তাঁরই কথা, তাঁরই গান, তাঁরই কাছে। সেখানে যে কোন কিছুই আটকায় না। যদি আটকায় তবে অজ্ঞান রহিয়া গেল—আসলে ত ঐ-ঐ-ঐ। ধরনা মাখনের পুতুল বানাইয়াছ, যেখানে ধর সব জায়গায়ই মাখন—আকার, প্রকার, প্রকাশ যাহা। এক মাখন—ভাগ করিলে কিন্তু ফাঁক হইবে। অতএব ভাগাভাগির প্রশ্ন শূন্য যেখানে। যে নিত্য লীলা বলিলে—ভগবান নিজেকে নিয়া নিজে খেলা কচ্ছেন। ভগবান যেখানে তাঁর খেলান্ত অনিত্য হইতে পারে না। এই যে সর্ব্ব-শক্তি সম্পন্ন ভগবান তাঁহার অনন্ত লীলা, অনন্ত খেলা। অনন্তের মধ্যে অন্ত, অন্তের মধ্যে অনন্ত। তিনি স্বয়ং, সেই যে স্বয়ং, নিজেকে নিয়া নিজে খেলা চলিতেছে ঐ নিত্য লীলা। সেই স্থানে যেখানে যে প্রকাশ। সব চিন্ময় রাজ্যের ব্যাপার কি না। এখানকার ভাগাভাগি-টাও চিন্ময়—অপ্রাকৃত যে। অদ্বৈত যে বলিতেছ, সেত দ্বৈত রাখিয়াই? ওখানে যদি মায়া বল,—হ্যাঁ মায়া, যদি বল মায়া নাই—হ্যাঁ, মায়া নাই। কোনটাই বাদ যাইবে না। অদ্বৈতের ধারণা হয় না তাও সত্য, যা ধারণ হবার হয় তাও সত্য-ঐইত। এই যে দুই, দ্বিধা, এই দ্বিধাটাই ঐখানে না থাকা। মিথ্যাটা মিথ্যা হইয়া যাওয়া। এই যে জীব জগৎ লইয়া অদ্বৈত বল্‌লে যদি অদ্বৈত তবে আবার জীব জগৎ কি? এ দিক্‌টায় এ কথা কোথায়? যেখানে শুদ্ধ অদ্বৈত সেখানে দুইএর আর স্থান কোথায়? আবার এ কথা হয় না? যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী। সেই দৃষ্টিতে এখন ভেবে দেখ। হ্যাঁ, তবে যেখান হ'তে যে যা' বল তার সবই কিন্তু ঠিক। কোনটাই আটকাইবে না। মায়া ভাসে বল, না বল—কথার স্থান নাই। যেখানে কথা হচ্ছে, হচ্ছে না, দেখছ, দেখছ না—

এখানে দৃষ্টি ভঙ্গি। আবার তৎ যেখানে, দৃষ্টির প্রশ্নই নাই। জিজ্ঞাসা হয় অজানা হইতে, আবরণ হেতু। স্বরূপে স্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা আসা স্বাভাবিক।

ভাসে বলিলে উপর, নীচ, সব কথাই আসে। সেখানে যে কি আছে, কি নাই। যেখানে নাবা ওঠার কথা থাকে সেই স্থিতিকে কি বলিবে? 'দিক্ রহিল' বলিবে ত? আবার নাবা ওঠা বলিলে এমন স্থান আছে- কোথায় নাবছে? তাঁর কাছেই তিনি নাবছেন। ওঠাও যা, নাবাও তা। যিনি নাবছেন, তিনিই উঠছেন, নাবা ওঠার ক্রিয়াটাও সেই। অবতরণ যদি বল, তিনি ত আর খণ্ডিত হইতেছেন না। অগ্নিটা এখানে ওখানে দেখিতেছ, কিন্তু সে যা' তাই, অগ্নিত্ব নিত্য যে হিসাবে ধর। উপমাত সর্ব্বাঙ্গীন হয় না। যিনি নাবছেন, যেখান হ'তে নাবছেন, আর যেখানে নাবছেন-সবই এক। ঐ ছাড়া আর কিছুই নাই।

প্রশ্ন—যদি জিনিষটা যে রূপ সেরূপই রইল, তবে আবার নাবা ওঠা কি?

মা—তোমার জাগতিক দিকের একটা দিকের দৃষ্টি বলিয়া একথা। সেই যে চরম পরম, সেখানে এই প্রশ্নই নাই। স্থান বিশেষে নাবা ওঠা আছে—ভগবান্ ত অবতীর্ণ হন তোমরা বলিয়া থাক। আবার অবতরণের প্রশ্নই নাই—যেইখানে সেইখানে। তাতে সবই সম্ভব। বোঝা নিয়েত আর ধরা যায় না।

লাভ আবার করিবে কি, আছেই ত। যাহা পায়, তাহা আবার যায়। যা' নিত্য আছে তার প্রকাশের জন্যই বিধান, বিভিন্ন রাস্তা। কিন্তু দেখ, রাস্তাও খতম হইয়া যায়। অর্থাৎ যে কল্পনা দ্বারা তোমার কল্পনা দূর হইবে তাহা গ্রহণ কর। অর্থাৎ কল্পনাতীত হইলে, তুমি যা তারই প্রকাশ।

আবার চমৎকার এই, চাওয়াটাই স্বভাব,—বাস্তবিক যে স্বরূপ জ্ঞান, আনন্দ, সেই চাওয়া। খেলার পরে ঘরে ফিরিয়া যাওয়াই স্বভাব। খেলার মাঠও তাঁরই, খেলাও তাঁরই, বন্ধু-বান্ধবও তাঁরই, সব কিছু সেই। অজ্ঞান ত চায় না, অমৃত চাওয়া স্বভাব- মৃত্যু কি আর চাওয়া? জগতের গতি অজ্ঞানের জ্ঞান। এখানেও দেখিতে পাওয়া যায়—বাড়ী করে মজবুদ, যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়—স্থিতি চায়, তাও সত্য। মিথ্যা যদিও বা কখন বলিয়া ফেলিলে, কিন্তু ভাল লাগে না।

অভাব যেন না থাকে, এই চাওয়াটাই স্বভাব। একটা কিছু দেখিলে—'এটা কি', খোঁজ করা তোমার স্বভাব।

কাপড় একখানা আনিলে, যেন বেশী দিন টিকে, যেন অন্ত না হয়—অনন্ত চাওয়া স্বভাব। তুমি যা' তাই প্রকাশ হওয়ার জন্য তোমার চাওয়াটা স্বভাব। সেখানে নিত্য, সত্য, অনন্ত-জ্ঞান। সেই জন্য তোমার মন অনিত্যে, অসত্যে, অজ্ঞানে, অন্তে ভাল লাগে না। তুমি যা, তার প্রকাশ চাওয়া স্বভাব।

# ব্যাখ্যা

## ১। স্বরূপস্থিতি ও প্রারব্ধ কর্ম্ম—

সাধারণতঃ বলা হয়, জ্ঞানের উদয় হইলে সঞ্চিত কর্ম্ম দগ্ধ হয় এবং ক্রিয়মাণ কর্ম্ম কর্ত্তাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের খণ্ডন হয় না—উহা একমাত্র ভোগের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ভোগ পূর্ণ হইলে প্রারব্ধকর্ম্ম থাকে না বলিয়া তজ্জনিত দেহও থাকে না। দেহ পতিত হইলে মনুষ্য বিদেহ কৈবল্য লাভ করে। ইহাই বেদান্তাদি শাস্ত্রের সাধারণ সিদ্ধান্ত।

মা বলেন, "স্ব-ইচ্ছা, পর-ইচ্ছা, অনিচ্ছা—এই ইচ্ছার বন্ধন নানাভাবে আলাদা কথা আছেই।" এই স্থানে মা বেদান্তের প্রচলিত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। বেদান্তে আছে—"ইচ্ছানিচ্ছা পরেচ্ছা চ প্রারব্ধং ত্রিবিধং স্মৃতম্" (পঞ্চদশী ৭-১৫২)। কোন প্রারব্ধ ভোগের ইচ্ছা উৎপাদন করিয়া ভোগ করায়, কোন প্রারব্ধ ভোগের ইচ্ছা না থাকিলেও ভোগ করায় এবং এমন প্রারব্ধও আছে যাহা অন্যের ইচ্ছা দ্বারা ভোগ করায়। অপথ্যসেবী রোগী যে অপথ্যসেবনে ইচ্ছা করে তাহা 'অপথ্য—সেবন রোগবৃদ্ধির এবং জীবননাশের কারণ' ইহা জানা সত্ত্বেও করিয়া থাকে। তাহার প্রারব্ধ কর্ম্মই তাহার চিত্তে ঐ জাতীয় কর্ম্ম করার ইচ্ছা উৎপাদন করে। 'চুরি করা অন্যায় ও করিলে দণ্ডভোগ অবশ্যম্ভাবী', ইহা জানা সত্ত্বেও চোরের চৌর্য্য-প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তাহার প্রারব্ধ কর্ম্মই তাহাতে ঐ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা জন্মায়। লম্পট পুরুষ লাম্পট্যের ফলে শূলে আরোপিত হইবে ইহা জানিয়াও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্যভিচারে রত হয়—এই স্থলেও ইচ্ছার মূলে তাহার প্রারব্ধ কর্ম্ম রহিয়াছে জানিতে হইবে। তিন প্রকার প্রারব্ধের মধ্যে এই ইচ্ছা-প্রারব্ধ অতি ভীষণ। বিশিষ্ট আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরও ইহা বারণ করিতে পারেন না।*

গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করেন—যে প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার দেহ রচিত হইয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।" এই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিলেও কোন ফললাভ করা যায় না। পুরাণাদিতে বর্ণিত রাজা নল এবং যুধিষ্ঠিরের জীবন বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে তীব্র প্রারব্ধ অথবা অবশ্যম্ভাবী ভাব সহজে রোধ করা যায় না। নল ও যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়ার পরিণাম অনিষ্টজনক জানিয়াও উহাতে

---

* শ্রীমৎ বিদ্যারণ্য স্বামী এইরূপ মত পোষণ করেন। ইহা একপ্রকার অর্থবাদ বাক্যের মত মনে করিতে হইবে। কারণ পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-সম্পন্ন পরমেশ্বরের ইচ্ছা অপ্রতিহত। তাঁহার ইচ্ছা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'তে' শ্রীভগবান্‌কে 'ভক্তপ্রারব্ধ বিধ্বংসী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইলে তাহার অত্যুৎকট প্রারব্ধও খণ্ডিত হইয়া যায়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। যাহা হউক, ইচ্ছা-প্রারব্ধ যে সাধারণ কোন উপায় দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে না, বিদ্যারণ্য স্বামীর তাহাই তাৎপর্য্য।

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং রামচন্দ্র সুবর্ণ মৃগ অসম্ভব জানিয়াও উহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অনিচ্ছা-প্রারব্ধ ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার। অনেক সময় নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও প্রারব্ধ বশতঃ বাধ্য হইয়া ভোগ করিতে হয় অথবা অভিনব কর্ম্মে রত হইতে হয়।

স্বেচ্ছা এবং অনিচ্ছা এই উভয় প্রারব্ধ হইতেই পরেচ্ছা প্রারব্ধ পৃথক্। এ স্থলে নিজের ব্যক্তিগত ভোগেচ্ছা থাকা এবং না থাকার কোন প্রশ্ন উঠে না—শুধু অন্যের ইচ্ছাতে, অন্যের প্রীতির জন্য বাধ্য হইয়া, সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রানুসারে ইহা পরেচ্ছা-প্রারব্ধের ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এই বিচার-ধারা অনুসারে প্রারব্ধ বশতঃ জ্ঞানী ব্যক্তিরও ইচ্ছা থাকিতে পারে এবং তাহার ফলে ভোগ থাকাও অসম্ভব নহে। তবে ঐ ইচ্ছা ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় জানিতে হইবে। ভর্জ্জিত বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ ঐ ইচ্ছা হইতেও উৎকট ব্যসন জন্মায় না।

সুখ এবং দুঃখের নিমিত্ত কারণ প্রারব্ধ কর্ম্ম, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহার বেগ চারি প্রকার বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্ণয় করিয়াছেন। এই চারিটি বেগের নাম যথাক্রমে তীব্র, মধ্য, মন্দ ও সুপ্ত, এইভাবে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (দ্রষ্টব্য—অনুভূতিপ্রকাশ ৪. ৭৪—৭৮)। যখন বেগ তীব্রতম তখন ঐ প্রারব্ধের ভোগের সময় জীবন্মুক্ত পুরুষও পশু প্রভৃতির ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন। তীব্র প্রারব্ধ স্বেচ্ছা তীব্র, পরেচ্ছা-তীব্র এবং অনিচ্ছা তীব্র ভেদে তিন প্রকার জানিতে হইবে। পৌরাণিক সাহিত্যে ইহার প্রত্যেকটির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে। স্বেচ্ছা-তীব্র প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত সৌভরি। সৌভরি মুনি সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জলের মধ্যে গাঢ় সমাধিতে মগ্ন ছিলেন, পরে যথাসময়ে উত্থিত হইয়া মৎস্য শাবকগণের পরস্পর ক্রীড়া দর্শন করিয়া বিচলিত হইয়া পড়েন। তখন তাহার চিত্তে ঐ প্রকার ক্রীড়ার ভাব জাগিয়া উঠে। কারণ ঐ সময়ে তিনি আত্মবিস্মৃত ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রীতি আচ্ছন্ন ছিল। তখন জল হইতে উত্থিত হইয়া রাজা মান্ধাতার ৫০টি কন্যাকে বিবাহ করেন এবং নিজের অসাধারণ বেগশক্তি-প্রভাবে কায়ব্যূহ রচনা করিয়া ৫০টি পৃথক্ ২ রূপ ধারণ পূর্ব্বক পঞ্চাশটি কন্যার সহিত বিহারে মগ্ন হন। চন্দ্র গুরুর শাপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পুনর্ব্বার গুরুর কৃপায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষ ভেদে তাঁহাকে ক্রমশঃ ক্ষয় ও উপচয় উভয়ই উপলব্ধি করিতে হয়। মাণ্ডব্য ঋষি সমাধিকালেই শূলে আরোপিত হ'ন, ও ব্যুত্থিত হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল অনুভব করেন। ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন পুরাণে দৃষ্টিগোচর হয়।

মধ্যবেগ প্রারব্ধও স্বেচ্ছাদি ভেদে তিন প্রকার। স্বেচ্ছা-প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত রাজপদে অভিষিক্ত রাজা অজাতশত্রু। তিনি রাজ্য ভোগ করিতেন, ইহা সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আত্মচৈতন্যের স্মৃতিতে ডুবিয়া থাকিতেন। পরেচ্ছা-প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত রাজা শিখিধ্বজ। তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভের পরেও রাণী চূড়ালার ইচ্ছায় রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং রাজ্যসুখ ভোগ করিয়াছিলেন। অনিচ্ছা-প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত ভগীরথ। তিনি মুক্ত শ্বেত হস্তী হইতে মাল্য প্রাপ্তির ফলে অপরের রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

মন্দবেগ প্রারব্ধও তিন প্রকার। তন্মধ্যে কবি

প্রভৃতি ঋষভের নয়টি পুত্র স্বেচ্ছা-প্রারব্ধ ভোগের দৃষ্টান্ত। ইঁহারা সকলেই যোগী ছিলেন, তাই রাজোচিত ভোগ-বিলাস ত্যাগ করিয়া আত্মানুসন্ধানে রত হইয়াছিলেন। পরেচ্ছা প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত ধ্রুব। তিনি নারদের ইঙ্গিতে ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া তাহার ফলে আত্মসুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনিচ্ছা-প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত বামদেব প্রভৃতি ঋষি। ইঁহারা মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সুপ্তবেগ প্রারব্ধের মধ্যে পরেচ্ছা ও অনিচ্ছার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি বিন্ধ্য পর্ব্বত, যাঁহার প্রারব্ধবেগ অগস্ত্য মুনির ইচ্ছাতে স্থগিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়টি স্বয়ং পৃথিবী, যাঁহার প্রারব্ধ ভোগ আবির্ভাব কাল হইতেই সুপ্ত রহিয়াছে।

এই যে চতুর্থ প্রকার জীবন্মুক্তগণের কথা বলা হইল ইঁহাদের প্রারব্ধ-বেগ সুপ্ত বলিয়া ইঁহারা অবাধিত ভাবে নিরবচ্ছিন্ন নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ইঁহারা বিদেহমুক্ত না হইলেও বিদেহমুক্তের ন্যায় দ্বৈতহীন।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিবরণ অনুসারে প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বাদশ প্রকারের জানিতে হইবে।

মা ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পরেচ্ছা প্রভৃতি যাবতীয় প্রারব্ধের বিভাগই স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে জীবের এমন একটি স্থিতিও আছে যেখানে প্রারব্ধ কর্ম্মও সঞ্চিত কর্ম্মের ন্যায় জ্ঞানোদয়ের সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রারব্ধ না থাকিলে যদি তজ্জন্য দেহ না থাকে তাহাতেও কোন আপত্তি নাই। কারণ যে মহাজ্ঞানের প্রভাবে প্রারব্ধ পর্য্যন্ত খণ্ডিত হইয়া যায়, তাহার শক্তিতেই দেহ আমুল পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এমন কি উহার সম্পূর্ণ রূপান্তর সঙ্ঘটিত হয়। ইহাকেই এক হিসাবে দেহের নাশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু মা বলেন, এটিও স্বরূপের প্রকাশের স্থিতি নহে। যে স্থিতিতে স্বরূপের প্রকাশ অনবচ্ছিন্ন তাহাতে দেহের অস্তিত্বের প্রশ্নই ওঠে না। শুদ্ধ বা পরিবর্ত্তিত দেহও ত দেহ। সেখানেও দেহ-বোধের প্রশ্ন রহিয়াছে। কিন্তু যথার্থ স্বরূপ প্রকাশে দেহ আছে কি নাই, সে প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কারণ ঐ স্থানে থাকা ও না থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

জ্ঞানের তীব্রতার তারতম্য অনুসারে প্রারব্ধের সত্তা ও ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের মনে হয়, প্রচলিত সিদ্ধান্ত কোন একটি বিশিষ্ট দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জ্ঞান অত্যন্ত তীব্র এবং উৎকট হইলে তাহার তেজে প্রারব্ধ কর্ম্মও যে বিধ্বস্ত হইতে পারে তাহা গীতাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে। কারণ উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে সুসমিদ্ধ জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্মকেই ভস্ম করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, প্রারব্ধও সকল কর্ম্মের অন্তর্গত। সঞ্চিত কর্ম্ম যে অবিদ্যা অথবা অজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে প্রাবব্ধ কর্ম্মের উপজীব্য সেই একই অজ্ঞান। অজ্ঞানের একদিক্ হইতে সঞ্চিত কর্ম্মের উদ্ভব হয় এবং অপর দিক্ হইতে জন্ম, আয়ু, এবং ভোগের নিয়ামক প্রারব্ধের উদয় হয়! প্রথমটি অজ্ঞানের আবরণ অংশ এবং দ্বিতীয়টি উহার বিক্ষেপাংশ। প্রচলিত মতে অজ্ঞানের আবরণাংশ কাটিবার সঙ্গেই মুক্তির পূর্ব্বাভাস জাগিয়া উঠে। প্রারব্ধ কর্ম্ম জীবন্মুক্তের ভোগের নিমিত্ত রূপে বিদ্যমান

থাকে। প্রারব্ধ থাকিলেও এই মতে উহা হইতে জীবন্মুক্তির কোন বাধা জন্মে না। *

জীবন্মুক্তি কেবলমাত্র তত্ত্বদর্শন হইতে আবির্ভূত হয় না। কারণ বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলেও বুদ্ধিক্ষেত্রে স্বরূপ-প্রকাশ সম্ভবপর হয় না। দেহ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল, উহা বিদ্যমান থাকিলেও মনোময় কোশ এবং প্রাণময় কোশ সম্যক্ প্রকারে বিশুদ্ধ হইলে জীবন্মুক্তির উদয় অপরিহার্য্য।

তান্ত্রিক আচার্য্যগণ বলেন, পৌরুষ জ্ঞান এবং বৌদ্ধ জ্ঞান ভেদে জ্ঞান দুই প্রকার। তদ্রূপ অজ্ঞানও পৌরুষ ও বৌদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। জীব অথবা পশু অনাদিকাল হইতে পৌরুষ অজ্ঞানে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। যদিও অদ্বৈত মতে এই অজ্ঞান স্বেচ্ছা-গৃহীত তিরোধান শক্তির খেলা, তথাপি যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছামূলক অনুগ্রহ শক্তির ব্যাপার না ঘটিবে ততক্ষণ ইহা নিবৃত্ত হইতে পারে না। সদ্গুরু যথাবিধি দীক্ষার দ্বারা এই অনুগ্রহ শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন। তাহার ফলে পশু অথবা জীবের পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। জীবের ব্যক্তিগত সাধনা অথবা অন্য কোন প্রকার উপায় অবলম্বনের দ্বারা, পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। ইহা একমাত্র গুরু-কৃপা সাপেক্ষ, কিন্তু পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও, অর্থাৎ পশুত্ব স্বরূপতঃ নিবৃত্ত হইলেও, সাধক নিজেকে 'শিবোঽহং' ভাবে অনুভব করিতে পারে না — অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারে না। কারণ পশুত্ব নিবৃত্ত হইলেও পশুত্ব নিবৃত্তির অনুভূতি চিত্ত অথবা বুদ্ধি নির্ম্মল না হওয়া পর্য্যন্ত হইতে পারে না। তাহার জন্য যথাবিধি সাধনা আবশ্যক। এই সাধনার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং বৌদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়। বৌদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইলে বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন জীব যে বস্তুতঃই শিবরূপী তাহা সে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে, ইহাই জীবন্মুক্তি। তখনও প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকে এবং তাহার ফলস্বরূপ ভোগাভাসও থাকে। ভোগের নিবৃত্তি এবং প্রারব্ধ নিবৃত্তি সম্পন্ন হইলে পৌরুষ জ্ঞানের উদয় হয় এবং সাধক শিবভাবে স্বরূপ-স্থিতি লাভ করে।

বেদান্ত মত ও তান্ত্রিক মত উভয় স্থানেই জীবন্মুক্তির বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্ত মতে তত্ত্বজ্ঞানের পরে চিত্তের পরিকর্ম্ম ও বাসনার নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তি হয় না, কিন্তু বিদেহ মুক্তি অবধারিত, কারণ জীবন্মুক্তি না হইলেও দেহান্তে কৈবল্য অবশ্যম্ভাবী। তান্ত্রিক মতে দীক্ষার দ্বারা পৌরুষ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও অর্থাৎ পশুভাব কাটিয়া গেলেও জীবন্মুক্তির উদয় হয় না। কারণ পশুভাবের নিবৃত্তির অনুভব দেহাবস্থান কালে বুদ্ধিক্ষেত্রেই সম্ভবপর। বুদ্ধি মার্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ অনুভবের উদয় হইতে পারে না। এই জন্য দীক্ষার মহত্ব সত্ত্বেও জীবন্মুক্তির জন্য সাধনা আবশ্যক হয়।

### ২। পূর্ণ সত্যে দ্বৈতাদ্বৈতের বিভাগ নাই—

পূর্ণ সত্যে কল্পনার স্থান নাই। যতক্ষণ দেহ-দৃষ্টি আছে ততক্ষণ গণ্ডীবদ্ধ ভাব আছে বলিয়া মন কার্য্য করে এবং কল্পনার উদয় হয়। এই পূর্ণ সত্যকে মা তাঁহার অনুপম ভাষাতে "চরম পরম"

---

* সিদ্ধাচার্য্যগণ অর্থাৎ রসায়ন-সিদ্ধ, নাথমার্গে সিদ্ধিপ্রাপ্ত অথবা অন্যপ্রকার কায়সিদ্ধগণ জীবন্মুক্তির যে আদর্শ স্বীকার করেন তাহাতে প্রারব্ধের কোন স্থান নাই। ইহা প্রচলিত বেদান্ত মত নহে, ইহা বলাই বাহুল্য।

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে বাহির হইতে এই সম্বন্ধে আলোচনা করে সে দ্বৈত ভূমিতে থাকিয়া অদ্বৈতের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করে। অদ্বৈতের প্রসঙ্গ করিলেও তাহার লক্ষ্য দ্বৈতেই থাকে। দেহাত্মবোধ হইতে মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে অদ্বৈতের সাধক তাহার লক্ষ্য থাকে একে নিবদ্ধ। সে বহুর মধ্যে এককেই দেখিতে চেষ্টা করে—বহুর মধ্যে যে এক অনুস্যূত রহিয়াছে সেই একই তাহার লক্ষ্য। সে দেখিতে পায় একই অনন্তরূপে অনন্তভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার দৃষ্টিতে অনন্ত বা নানা তাহার বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াও বস্তুতঃ একই। কারণ তাহার দৃষ্টিতে ভঙ্গি নাই। তাই সেখানে দ্বৈতাদ্বৈতের প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু জগতের জীব সাধারণতঃ দ্বৈত ভূমিতে থাকে বলিয়া তাহাদের দৃষ্টিতে ভঙ্গি আছে। তাই তাহাদের যখন যেখানে যে প্রকার দৃষ্টি থাকে তখন সেখানে সেই প্রকার দৃশ্য দর্শন হয়—সর্ব্বব্যাপক শাশ্বত একের দর্শন-লাভ ঘটে না—অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না।

সর্ব্বত্র 'তৎ'কে দেখা ইহাই ব্রহ্ম দৃষ্টি। যদি কোন দৃষ্টিতে 'তৎ' ছাড়া অন্য কিছু ভাসে বা প্রতীত হয়, তবে জানিতে হইবে সেখানে অবিদ্যা বা অজ্ঞানের খেলা রহিয়াছে। নাম রূপ গুণ সবই সেই একের, শুধু তাহাই নহে, সবই সেই একই। বস্তুতঃ একমাত্র সেই একই আছে – তাহাই স্বয়ংপ্রকাশ-রূপে আপনাতে আপনি প্রকাশমান, দ্বিতীয়ের ভান নাই। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। দ্বিতীয়ের ভান থাকিলেই বুঝিতে হইবে অজ্ঞান আছে এবং তাহার কার্য্য করিতেছে।

এই যে এক, ইহাকে যেমন স্বপ্রকাশ বলা চলে, তেমনি ইহাকে অব্যক্ত বা অপ্রকাশও বলা চলে। কারণ দ্বিতীয় নাই বলিয়া তিনি কাহার কাছে প্রকাশ হইবেন। তাই তিনি চির অব্যক্ত, চিরদিন 'নিহিতং গুহায়াম্'।

### ৩। নিত্যলীলা কি ?—

ভগবান্ নিরন্তর নিজকে নিয়া নিজে খেলা করিতেছেন। তিনি নিত্য, তাই তাঁহার লীলাও নিত্য। অজ্ঞানের ক্রিয়া থাকিলে এই নিত্য লীলা ধারণা করা যায় না। প্রথমে অদ্বৈত বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। তখন দেখা যায় একই নানা সাজিয়া নিজের সহিত নিজে সর্ব্বদা খেলা করিতেছেন। অনন্ত প্রকারে সেই একই দ্বিতীয় সাজেন এবং অনুরূপ রস আস্বাদন করেন। ভোক্তা তিনি, ভোগ্য তিনি, আর ভোগও তিনি—দ্বিতীয়ের স্থান নাই, অথচ অনন্ত প্রকারে দ্বিতীয় সাজিয়া আছেন। ইহা সাজা দ্বিতীয়—বস্তুতঃ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। অদ্বৈতের একটি দিক্ আছে, সেটি লীলাতীত, নিরঞ্জন, নিষ্ক্রিয়। সেখানে কোন শক্তির ক্রিয়া নাই, পৃথক্ ভাবে শক্তির সত্তাও নাই, সর্ব্বশক্তি সেখানে অন্তর্লীন। তখন তিনি আপনাতে আপনি মগ্ন, সুষুপ্ত। সেটি স্বয়ংপ্রকাশ বা অপ্রকাশ। তাহার আর একটি দিক্ আছে। সেটি নিরন্তর লীলাময়, সক্রিয়। উভয়ই নিত্য এবং উভয়ই সত্য। বস্তুতঃ উভয়ই এক ও অভিন্ন—কারণ অখণ্ডের মধ্যে খণ্ড বা বিভাগ-কল্পনার কোন অবকাশ নাই। ভগবান্ সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন বলিয়াই তাঁহার অনন্ত লীলা। তাঁহার সব লীলাই স্বরূপতঃ চিন্ময়, আনন্দময় এবং অপ্রাকৃত। অবিদ্যার অতীত বলিয়া লীলাকে অপ্রাকৃত বলা হইয়া থাকে। তিনি এক হইয়াও অনন্ত, তাই তাঁহার খেলার ইয়ত্তা নাই। রসরূপে এক হইয়াও তিনি অনন্ত। তাই

তাঁহার রসাস্বাদনের বৈচিত্র্যেও অন্ত নাই। মনে রাখিতে হইবে ভগবানের এই নিত্যলীলায় সঙ্কোচ নাই, বিভাগ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, অজ্ঞান নাই—যাহা আছে বলিয়া প্রতীত হয় তাহা লীলারই অঙ্গ। তাই উহাও চিন্ময় অপ্রাকৃত ও আনন্দময়। লীলা অভিনয় মাত্র, রসাস্বাদনের অছিলাতে বিশ্বনাট্যমঞ্চে উহার আয়োজন হইয়া থাকে। মা বলেন, "তিনি স্বয়ং—সেই যে স্বয়ং নিজেকে নিয়া নিজে খেলা চলিতেছে, ঐ নিত্য লীলা। সেই স্থানে যে স্থানে যে প্রকাশ. সব চিন্ময় রাজ্যের ব্যাপার কি না। এখানকার ভাগাভাগিটাও চিন্ময়, অপ্রাকৃত যে।"

শক্তিসূত্রকার বলিয়াছেন "স্বেচ্ছয়া স্বভিত্তৌ বিশ্বম্ উন্মীলয়তি". অর্থাৎ তিনি স্বয়ং নিজেকে ভিত্তি করিয়া তাহাতে নিজ হইতে অভিন্নরূপে নিত্যস্থিত বিশ্বকে ভিন্নবৎ প্রকট করেন। ইহাতে তাঁহার নিজের ইচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্যই একমাত্র হেতু। ইহা তাঁহার স্বভাব বা লীলা মাত্র। এখানে দ্বিতীয়ের কোন স্থান নাই। নিমিত্ত তিনি, উপাদানও তিনি—কর্ত্তা তিনি, কর্ম্ম তিনি, করণ তিনি, এমন কি, দেশ-কালাদি আধারও তিনি—শুধু তাহাই নহে, ক্রিয়াও তিনি। এক চৈতন্যরূপী তিনি নানা সাজিয়া নানা প্রকারে খেলা করেন, নিজের সঙ্গে নিজেই। আবার সকল খেলার মধ্যেও তিনি লীলাতীত রূপে নিজের খেলা নিজেই দর্শম করেন। খেলা করেনও তিনি, দেখেনও তিনি, আপন খেলার উর্দ্ধেও তিনি। স্থানান্তরে বলা হইয়াছে—"তস্য পুনঃ বিশ্বোত্তীর্ণ-বিশ্বাত্মক-পরমানন্দময় প্রকাশৈকঘনস্য এবংবিধমেব অখিলম্ অভেদেনৈব স্ফুরতি, নতু বস্তুতঃ অন্যৎ কিঞ্চিৎ গ্রাহ্যং গ্রাহকং বা, অপিতু স এব ইত্থং নানা-বৈচিত্র্যসহস্রৈঃ স্ফুরতি।"

অর্থাৎ তিনি বিশ্বের অতীত, তিনি বিশ্বময়, তিনি পরমানন্দময় ঘনীভূত প্রকাশ স্বরূপ, সব কিছু তাঁহাতে অভিন্নরূপে স্ফুরিত হইতেছে, তাঁহা হইতে পৃথক্ কোন জ্ঞাতা নাই, জ্ঞান নাই—সর্ব্বজ্ঞাতা তিনি, যাবতীয় জ্ঞেয়ও তিনি। একমাত্র তিনিই অনন্ত বৈচিত্র্য সহকারে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র প্রতিভাসমান হইতেছেন।

ইহাই তাঁহার নিত্যলীলা।

### ৪। সবই ঠিক—

মা বলেন, "যেখান হইতে যে যা বল তার সবই কিন্তু ঠিক, কোনটাই আটকাইবে না।" আসল কথা, যেখানে অনন্ত বিরোধের সমন্বয় হয়, সেখানে দ্বিধা থাকে না। যেখানে মিথ্যাও মিথ্যা হইয়া যায় সেখানে ভ্রম বা বিপর্য্যয় বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না। যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ভাসে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং তাহার আভাসেই ভাসমান। যে যে দৃষ্টি নিয়া সেদিকে দেখিবে সে তাহাই দেখিবে, এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টকোণ হইতে বিচার করিলে তাহাই সত্য। যাঁহারা বলেন, অদ্বৈতে জীব জগৎ সবই আছে, কিছুই বাদ নাই—দ্বৈত থাকিয়াও অদ্বৈত—তাঁহারাও সত্যই বলেন। আবার ইহাও সত্য, যেখানে বিশুদ্ধ অদ্বৈত সেখানে দ্বৈতের কোন স্থান নাই—জীব ও জগৎ সেখানে কিছুই ভাসে না। একই সময়ে দুইই সত্য, তবে দৃষ্টি অনুসারে। আর দৃষ্টিকে বাদ দিলে কিছুই বলা চলে না। তাহাও সত্য। তাই বলা হয় "প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।" অর্থাৎ জ্ঞানের প্রস্থান বিভিন্ন প্রকারের। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রস্থানই অধিকার অনুসারে কাহারও না কাহারও পক্ষে শ্রেষ্ঠ ও হিতকর। অধিকারগত, রুচিগত এবং সামর্থ্যগত বৈচিত্র্যবশত উপদেশকর্ত্তার ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে।

### ৫। ভগবানের অবতার হয় কি ?—

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই কোন না কোন আকারে অবতারবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সমাজেও Descent of God as Man অর্থাৎ নররূপে ভগবৎ সত্তার অবতরণ, এই সিদ্ধান্ত প্রচলিত রহিয়াছে। ইসলামিক ধর্ম্মেও প্রকারান্তরে অবতারবাদ যে না আছে তাহা নহে। ব্যাখ্যার কৌশলে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও কোন না কোন প্রকারে ভগবৎ শক্তির অবতরণ মানা হইয়াই থাকে। বৌদ্ধগণের মধ্যে, বিশেষতঃ ত্রিকায়াবাদী মহাযান বৌদ্ধদের মধ্যে, নির্ম্মাণ কায়রূপে অবতারবাদ স্থানলাভ করিয়াছে। সুতরাং এক হিসাবে ধর্ম্মমাত্রেই অবতার তত্ত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে উৎক্রমণ বিষয়ক সিদ্ধান্তও অধিকাংশ ধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে স্পষ্ট ভাবেই জ্ঞানী ভক্তের উৎক্রমণেব বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দেবযান গতির প্রসঙ্গেও প্রকারান্তরে উৎক্রমণই সমর্থিত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানী ভক্ত প্রারব্ধ-কর্ম্মের অবসানে দেহত্যাগের সময় সুষুম্না নাড়ী অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া সূর্য্য-রশ্মি আশ্রয় পুর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন এবং তদনন্তর সূর্য্য মণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে বিরজাসলিল পর্য্যন্ত গমন করেন। এই ভাবে ক্রমশঃ প্রাকৃত অথবা জড়সত্তা হইতে তাঁহার স্বরূপগত চিৎসত্তা মুক্তিলাভ করে। তখন তিনি পরব্যোমে অথবা মহাবৈকুণ্ঠে নিজের ভাবানুরূপ ভগবৎ ধামে প্রবেশ করেন। অবতারবাদ ও উৎক্রমণবাদ— নামা ওঠার কথা। সুতরাং বুঝিতে হইবে এমন একটি স্থিতি আছে যেখানে দেহগত ও অবস্থাগত ভেদ বা বৈচিত্র্য স্বীকৃত হয় বলিয়া নামা ওঠার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ-জগৎ অথবা মহাকারণ-জগৎ হইতে কার্য্য জগতে শক্তির অবতরণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কার্য্যক্ষেত্র হইতে শক্তি স্বীয় ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া কারণ অথবা মহাকারণ সত্তাতে আরূঢ় হয়।

এই নামা ওঠার ব্যাপার যাবতীয় সিদ্ধান্তবাদীদের ন্যায় মাও স্বীকার করেন। কিন্তু মা বলেন, যদিও স্থিতি বিশেষে নামা এবং ওঠা উভয়ই সত্য, তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে এমন স্থিতিও আছে যেখানে নামা ওঠার প্রশ্নই থাকে না। উহাই পরিপূর্ণ স্থিতি বা পরমস্থিতি, যাহাকে ‘চরম পরম’ বলিয়া কখনও কখনও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দেহ সত্তার বোধ থাকিলে দেহগত গতির প্রশ্ন সার্থক হয়। কিন্তু যে স্থিতিতে দেহ আছে কি নাই এই প্রশ্নই উদিত হয় না, সেখানে অবতরণ অথবা উৎক্রমণ এই দুইটিরই কোন অর্থ পাওয়া যায় না। যেখানে এক ও অখণ্ড সেখানে দেশের অথবা কালের অথবা আকৃতির কোন প্রকার সীমা বা অবচ্ছেদ থাকিতে পারে না। সেই সত্তা, যাহা বস্তুতঃই নিরবচ্ছিন্ন, কোন বিশিষ্ট দেশ, কাল অথবা আকৃতির সহিত সীমাবদ্ধভাবে সংশ্লিষ্ট না হইয়াও অসঙ্গভাবে প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায়, নামা ওঠা আছে ইহাও যেমন সত্য, তেমনি নামাও নাই, ওঠাও নাই, ইহাও তেমনি সত্য। মূলে যদি এক সত্তাই বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে যে নামে সেই ওঠে, ইহা বলিতেই হইবে এবং যে স্থানে নামা ওঠা হয় তাহাও সেই সত্তা ভিন্ন অপর কিছু নহে। শুধু তাহাই নহে নামা ওঠা ক্রিয়াটাও আপাততঃ পরস্পর

বিরুদ্ধ প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ সেই মূল সত্তারই প্রকাশ ভেদ মাত্র। এই জন্যই মা বলিয়াছেন—"যিনি নাব্‌ছেন, যেখান হতে নাবছেন আর যেখানে নাবছেন সবই এক—ঐ ছাড়া আর কিছু নাই।"

### ৬। তাঁতে সবই সম্ভব—

শাস্ত্র অনুসারে অঘটন ঘটন পটীয়সী মহাশক্তির নাম মায়া। অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা যাহা ঘটিবার কথা নহে তাহা ঘটিয়া থাকে—অর্থাৎ যাহা অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে তাহার নাম মায়া শক্তি। বস্তুতঃ ইহা শ্রীভগবানেরই স্বাতন্ত্র্য শক্তির নামান্তর। জীব ও জগতের দৃষ্টিতে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার নিয়ম অনুসারে নিয়তির অমোঘ সাধন বলিয়া যাহা প্রতীত হয় তাহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ত নহেই, বরং অতি সাধারণ ব্যাপার রূপে পরিগণিত হয়। তাঁহার ইচ্ছাই প্রকৃতির নিয়মের মূল। জগৎ এই নিয়মের অধীন। সুতরাং জগৎ ও জীব এই নিয়মকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। তাই বদ্ধ অবস্থাতে এই নিয়ম নিয়তিরূপেই প্রতীতি-গোচর হয়। কিন্তু যে ইচ্ছা জাগতিক নিয়মের মূল সেই ইচ্ছার নিকট ঐ নিয়মের বন্ধন থাকে না। ইচ্ছা ত্রিকালের মধ্যে নিয়মরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ হইতে কার্য্যের আবির্ভাব তাই সম্ভবপর হয়। কিন্তু যেখানে চৈতন্যময় স্বাতন্ত্র্য বিরাজ করিতেছে—সেখানে অতীত অনাগতের বন্ধন নাই এবং কার্য্য-কারণ ভাবও থাকে না—সেখানে নিত্য বর্ত্তমান। তাই সেখানে সেই ইচ্ছাই অপ্রতিহত স্বাতন্ত্র্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এইজন্য সমগ্র জীব ও জগৎ মায়ার অধীন। কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং মায়ার অধীশ্বর। সম্ভব ও অসম্ভবের সীমারেখা অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি জীবের নিকট প্রতিভাত হয়। কিন্তু ভগবৎ দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া কোন কথাই নাই। একজন ভক্ত বিশ্বজননীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'ক্ব বা বৈধী সৃষ্টিঃ পততি যদি দৃষ্টি স্তব শিবে।" অর্থাৎ তাঁহার কৃপার সঞ্চার হইলে অঘটন ঘটিয়া থাকে। সেই জন্যই বহুস্থানে বহু প্রসঙ্গে মা ভগবৎ কৃপার উপর নির্ভর করিতে বলিয়াছেন। কারণ সেখানে সবই সম্ভব।

### ৭। বুদ্ধি নিয়া ত ধরা যায় না—

মা জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ব বুঝাকে বোঝা বলিয়া অনেক সময় শ্লেষ পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া থাকেন। বোঝা শব্দে ভারকে বুঝায়। মানুষ যতক্ষণ ভারাক্রান্ত থাকে ততক্ষণ জীবনের সহজ ও সরল গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। ভার কাটিয়া গেলে যখন নিজে হাল্কা বোধ করে এবং আগন্তুক আবর্জ্জনা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে না, তখন অতি সহজে অত্যন্ত গভীর তত্ত্বও তাহাতে স্ফুরিত হইয়া উঠে। পূর্ব্ব সংস্কার আশ্রয় করিয়া মন, বুদ্ধি ও চিত্তের যে ব্যাপার তাহারই নাম 'বুঝা'। ব্যক্তিগত সংস্কার, রুচিগত ভেদ, অনন্ত প্রকার বাসনা, নানা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, অধিকার ভেদ, আশা আকাঙ্ক্ষার আকর্ষণ, রাগ-দ্বেষের ক্রিয়া—এই সকল ভাব হইতে নিজের অন্তঃকরণকে পূর্ণভাবে মুক্ত করিতে না পারিলে সত্যের দর্শন অসম্ভব। এক কথায় পূর্ব্বসংস্কার অথবা বাসনার সহজাত দৃষ্টিভঙ্গি (Prejudice and pre-conceived notion) হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিলে অর্থাৎ রঞ্জিত দৃষ্টি হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছ সরল দৃষ্টিলাভ করিতে না পারিলে সত্যের স্বাভাবিক রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। যোগিগণ ও জ্ঞানিগণ নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের যে প্রশংসা করিয়া থাকেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে

বিকল্প হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিলে অবিকৃত সত্যের রূপ দর্শন করিবার সৌভাগ্যলাভ হয় না। এই জন্যই অহংকার ও জ্ঞানের গরিমা পরিহার করিয়া সরল শিশুর ন্যায় স্বচ্ছ ও সংস্কারহীন চিত্তে গুরুর নিকট বিদ্যাগ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞান হইতে conceptual element অর্থাৎ বিকল্পের অংশ অপসারণ না করিতে পারিলে ঐ জ্ঞান বোধরূপ সহজজ্ঞান অথবা pure intution অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। বিকল্পই বুঝার বোঝা। ঐ বোঝা ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই যে জ্ঞানহীন সরল শিশু ভাবের উদয় হয় তাহাই পরমহংসের উপযোগী মহাজ্ঞান ধারণের যোগ্য আধার।

### ৮। চাওয়াই স্বভাব—

মা বলিয়াছেন, "এই চাওয়াটাই স্বভাব। বাস্তবিক যে স্বরূপ জ্ঞান, 'আনন্দ'—সেই চাওয়া।" উপনিষদ্ বলিয়াছেন—'ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই।' ভূমা অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন যাহা কোনপ্রকার গণ্ডিদ্বারা নিবদ্ধ নহে। বস্তুতঃ ইহাই আত্মস্বরূপ, ইহাই আনন্দ,যেখানে পরিচ্ছিন্নতা বা খণ্ডতা অথবা গণ্ডীবদ্ধ ভাব, সেখানে একটি আবরণ রহিয়াছে জানিতে হইবে। মনুষ্যমাত্রের মধ্যেই, শুধু মনুষ্য কেন, জীবমাত্রের মধ্যেই, অনাদিকাল হইতেইএ ই চাওয়ার" প্রবৃত্তিটি রহিয়াছে দেখা যায়। বুঝিয়া হউক বা না বুঝিয়া হউক, যে কোন আকারেই হউক, সকলেই সেই একমাত্র বস্তুই চাহিতেছে। জীবমাত্রই অভাবগ্রস্থ। এই অভাব বোধ স্পষ্ট ভাবেই হউক অথবা অস্পষ্ট ভাবেই হউক সকল জীবের মধ্যেই আছে এবং ইহাই তাহার কর্ম্ম-প্রবৃত্তির উদ্দীপক। বস্তুতঃ আনন্দই একমাত্র প্রাপ্য বস্তু এবং আনন্দ হইতে চ্যুত হইয়াছে বলিয়াই, অথবা চ্যুত না হইয়াও চ্যুত হইয়াছে বলিয়া বোধ করে বলিয়াই, উহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্ব্ব প্রকারে চেষ্টা করিয়া থাকে। অন্য বস্তু আনন্দের সাধন বলিয়া গ্রাহ্য হয়। কিন্তু আনন্দ কিছুর সাধন নহে। আনন্দই একমাত্র সাধ্য। যতক্ষণ আনন্দপ্রাপ্তি না ঘটে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চাওয়ার বিরাম নাই এবং মনের চঞ্চলতারও নিবৃত্তি নাই। বস্তুতঃ মানুষের মন এই আনন্দরূপে অখণ্ডরূপে আত্মসত্তাকে লাভ করিবার জন্যই ভ্রমক্রমে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে। শিশু যেমন ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় চঞ্চল হয়, মনের চঞ্চলতাও সেই প্রকার। শিশুর ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে চঞ্চলতা থাকে না, তদ্রূপ মনও নিজের ভোগ্যবস্তু অর্থাৎ স্বরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইলে আর চঞ্চল হয় না। চাওয়াটা চঞ্চলতারই লক্ষণ এবং এক হিসাবে ইহা দুঃখের হেতু মনে হইলেও ইহার উদ্দেশ্য মঙ্গলময়। কারণ ইহা হইতেই কর্ম্মপথে গতি হয় এবং চরম অবস্থায় প্রাপ্তির আনন্দ অধিকার করা যায়। হারামণির অন্বেষণে অনাদি কাল হইতে মন ঘুরিয়া মরিতেছে—ঠিক যেন মণিহারা ফণী। গুরুকৃপাতে এবং নিজের পৌরুষবলে যখন সেই মণির সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারিবে তখন সে কৃতকৃত্য হইবে এবং তাহার সকল প্রকার চাওয়া এক প্রাপ্তিতেই মিটিয়া যাইবে। মা বলেন, "অভাব যেন না থাকে—এই চাওয়াটাই স্বভাব।" সুতরাং চাওয়া যে পরমমঙ্গলময়ী মহাশক্তির মঙ্গলময় ব্যাপার তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আপাততঃ—ইহা বিরুদ্ধরূপে প্রতীত হইলেও কখনও না কখনও এই চাওয়াই প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিবে। বাস্তবিক পক্ষে যাহার ভিতরে চাওয়া স্পষ্টভাবে জাগে নাই তাহাকে এখনও অনেকটা কালক্ষেপণ করিতে হইবে। কারণ চাহিতে না পারিলে চাওয়া শেষ হয় না।

# শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

## একটি বিনিদ্র রজনী

( শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম. এ., বি. এল )

ঢাকা আশ্রম, সন ১৩৫৩, ৭ই বৈশাখ, শনিবার ( ইং ২০।৪।৪৬ )। শুনিতে পাইলাম আজ সারা রাত মেয়েরা শ্রীশ্রীমাকে লইয়া কীর্ত্তন করিবেন। কিন্তু মায়ের হাবভাব হইতে বুঝিলাম যে রাত্রিতে মেয়েদের কীর্ত্তন হইলেও মা আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবেন। সেইজন্য সন্ধ্যার পর আশ্রমে অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি বাসায় আসিলাম এবং সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া পুনরায় আশ্রমে গেলাম। যতীন, মনোমোহন, বীরেন দাদা প্রভৃতি অনেকেই আশ্রমে ছিলেন।

আশ্রমে পৌছিয়া দেখিলাম শ্রীশ্রীমা স্মৃতি-মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। বীরেন দাদা* এবং আরও কয়েকজন নীচে বসিয়া আছেন। আমি গিয়া মায়ের অতি নিকটে সিঁড়ির উপর বসিলাম। নানা কথা হইতে লাগিল। বীরেন দাদাই কথা বলিতেছিলেন। এমন সময় আমার আত্মীয় শ্রীমান্ যতীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার আসিয়া ঐখানে উপবেশন করিল। মা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই বাবাজীর এক সমস্যা আছে।" ঐ কথা বলিয়াই আমার দিকে তাকাইলেন। "হ্যাঁ, মা, জগতে সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত, না ভগবানের কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে. ইহাই হইল যতীনের সমস্যা।"

বীরেন দাদা বলিলেন "এগুলি দর্শন শাস্ত্রের চিরন্তন প্রশ্ন। সকলই নিয়ন্ত্রিত একথা যদি না মানি তবে ভগবানের সর্ব্বজ্ঞতার হানি হয়, আবার সবই নির্দ্দিষ্ট আছে ইহা যদি মানিয়া লই তবে ভগবানের স্বাতন্ত্র্যের হানি হয়। কাজেই ইহার সমাধান কিছু নাই।"

মা। এমন একটি অবস্থা আছে যখন দেখা যায় যে সবই নিয়ন্ত্রিত হইয়া আছে। আবার এমন এক স্তর আছে যখন দেখা যায় যে কিছুই নিয়ন্ত্রিত নয়। যেখানে ভগবানের কৃপার প্লাবনে সমস্তই উলট-পালট হইয়া যাইতেছে। এগুলি বিভিন্ন স্তরের কথা মাত্র।

বীরেন দাদা। তাহাই। এমন কোন অবস্থা নাই যাহাকে স্থায়ী বলা যাইতে পারে।

মা। সংসারে আমরা যাহা কিছু দেখি কেহ কেহ উহাকে মায়া বলে। জগতের বৈচিত্র্য তাহারা অস্বীকার করে। তাহারা বলে যে একমাত্র সত্তাই আছেন আর যাহা কিছু দেখা যায় সবই মায়া। আবার কেহ কেহ জগতের বৈচিত্র্যকে ভগবানের বিভিন্ন রূপ বলিয়া মনে করে। আবার কেহ খণ্ড ও অখণ্ড দুই-ই যুগপৎ আছে বলিয়া মানিয়া লয়।

বীরেন দাদা। আমি এ সকল গুলিকেই বিভিন্ন অবস্থা বলি; কাজেই স্থায়ী কিছুই নাই।

---

* শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ। ইনি শ্রীযুক্ত গুরুপ্রিয়া দেবীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুনসিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজের ইনি অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি পুরুলিয়ার জগন্নাথ কিশোর কলেজের অধ্যক্ষ পদে আছেন।

মা। তাহা বলিতে পার না। কারণ তোমাদের শাস্ত্র নির্দ্বন্দ্ব অবস্থার কথা বলিতেছে। নির্দ্বন্দ্ব অবস্থা লাভ করিবে অথচ ভিতরে ভিতরে দ্বন্দ্ব থাকিবে তাহা হইতেই পারে না। বাস্তবিক এমন অবস্থা আছে যাহা লাভ করিলে কোন গোলমালই থাকে না। উহাই স্থায়ী অবস্থা।

বীরেন দাদার এসব দার্শনিক আলোচনা ভাল লাগিতেছিল না। তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গী হইতেই উহা বুঝিলাম। মাকে কোন কথাই তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিতে দিতেছিলেন না। কথা কাটাকাটি হইলেই শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলা বন্ধ হইয়া যায়। আজও তাহাই হইল। মা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বীরেন দাদার বলিতে লাগিলেন, "মা, আমাদের দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই এখন নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। চোখের দৃষ্টি কমিয়া গিয়াছে। ইহাত হইবেই। ইহা নিয়া দুঃখ করিবার কিছু নাই। কালের প্রভাবে দেহে যাহা হইবার তাহাত হইবেই। আশা করিবার এখন আমাদের কিছু নাই। অতীত লইয়া আলোচনা করাই এখন আমাদের একমাত্র সুখ। তা'ই এখন শা' বাগের কথা মনে পড়ে। তখন কি যে একদিন গিয়াছে! দিবারাত্র এক উন্মাদনার ভিতর দিয়ে কাটিয়া গিয়াছে। ঝড় বৃষ্টি কিছুতেই তখন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। দিনরাত কেবল তোমার চিন্তা। এই উন্মাদনা অবশ্য তুমিই তখন জাগাইয়াছিলে। আর আজ? আজ যে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। ভিতর হইতে তোমার স্মৃতি যেন ধুইয়া মুছিয়া যাইতে চলিয়াছে। আমি কোনদিনই তোমার চরণ ধরিয়া প্রণাম করি নাই। পায়ে যখন ফুল দিয়াছি তখনও উহা মাটির উপর রাখিয়া দিয়াছি। ইহাই ছিল আমার অভ্যাস। আর সেই আমিই সেদিন তোমার পা ধরিয়া প্রণাম করিলাম, যদিও এখন তোমার পা স্পর্শ করা নিষেধ। ইহা হইতেই বুঝা যায়—যে পূর্ব্বের স্মৃতি কি ভাবে আমার লোপ পাইতেছে।

"আজ মনে পড়ে তোমার সহিত প্রথম সাক্ষাতের কথা। বাবা আমাকে চিঠিতে লিখিলেন, "আমরা এমন এক মা পাইয়াছি যিনি সাক্ষাৎ জগন্মাতা।" উত্তরে আমি বাবাকে লিখিলাম, "মা পাইয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। তবে জগন্মাতার ছড়াছড়ি রাস্তাঘাটে বড় দেখা যায় না।" যাহা হউক, ঢাকা আসিবার সময় একখানা শাড়ী কিনিয়া আনিলাম, কারণ দেবীকে ত দিতে হইবে। ঢাকা পৌঁছিয়া পরদিন সকাল বেলা কাপড় খানা লইয়া শা' বাগ অভিমুখে রওনা হইলাম। নন্দু, খুকুনী, বাবা তখন শা'বাগেই ছিলেন। নন্দু বাসায় যাইতে চাহিতেছিল। আমি শা' বাগে পৌঁছিয়া দেখি এক অবাক্ কাণ্ড! নন্দু তোমার এক হাত এবং ভোলানাথ তোমার অপর হাত ধরিয়াছে। আর তুমি পুকুরের জলে ঝাপাইয়া পড়িবার জন্য হাসিয়া লুটাপুটি খাইতেছ। পরে শুনিলাম, আমি আসিতেছি দেখিয়া তুমি জলে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিলে।

"যাহা হউক আমার কাপড়খানা তোমাকে দিলাম। আমি পুকুরে স্নান করিয়া ঘাটলায় আহ্নিক করিতে বসিলাম। ততক্ষণ তুমি ওখান হইতে চলিয়া গিয়াছ। আহ্নিকের সময় ধ্যান করিতে গিয়া কোন ইষ্ট মূর্ত্তি আর মনে পড়িতেছে না। ইষ্টের স্থান তুমিই অধিকার করিয়া বসিয়া আছ। আহ্নিক শেষ করিয়া তোমাকে নাচ ঘরের সিঁড়ির

নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলাম। তুমি ঐখানে বসিয়াছিলে। সেই সময় তুমি দুইটি কথা বলিয়াছিলে তাহা আজও মনে আছে, "তখন দেখিলে যে আছে, পরে দেখিলে নাই। আবার এখন আসিয়া দেখিতেছ। জগতের সকল জিনিষই এইরূপ।" আমার অন্তরের লুকান ভাব যেন প্রত্যক্ষ করিয়া আবার বলিলে, "বাবা, জানিও যে তিনি বিপদে ফেলিতে পারেন, কিন্তু একেবারে তলাইয়া যাইতে দেন না।"

শ্রীশ্রীমা হাসি মুখে এই সব কথা শুনিতেছেন আর মাঝে মাঝে সায় দিতেছেন। বীরেন দাদার কথা বলিবার ভঙ্গীও অতি সুন্দর উহা শুনিয়া না হাসিয়া থাকা যায় না।

বীরেন দাদা আবার বলিতে লাগিলেন, "যেন কি এক নেশাতেই ছিলাম! সকাল বেলা সামান্য কিছু আহার করিয়া শা' বাগে চলিয়া যাইতাম। আহারও ছিল আলু-সিদ্ধ ভাত আর একটু ঘি। তাহাই মাকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইতাম। একদিন সকাল বেলা ঐ সিদ্ধ ভাত নিয়া বসিয়া আছি। চক্ষু বুজিয়া মাকে নিবেদন করিতেছি। নিবেদন শেষ হইলে চাহিয়া দেখি যে মা হাত পাতিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। মুখে অপূর্ব্ব হাসি, বলিতেছেন, "বাবা, আমাকে একটু দিবে ?" ঐ ভাতই মাকে খাওয়াইয়া দিলাম। কি আনন্দের দিনই না তখন গিয়াছে।

বীরেন দাদা একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আর একদিনের ঘটনা বলিতেছি। ইহা রায়পুরে হইয়াছিল। এক ছুটিতে রায়পুর গিয়াছি। তখন মার শরীর অসুস্থ। শ্রীযুক্ত নরেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও তখন রায়পুরে ছিলেন। একদিন আমাকে দেখাইয়া মা নরেশ বাবুকে বলিলেন, "এই তোমার পূর্ব্বজন্মের গুরু।" সরলপ্রাণ নরেশ বাবু ঐ কথা শুনিবামাত্র আমাকে "গুরুদেব", "গুরুদেব" বলিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। মার দিকে তাকাইয়া দেখি মা হাসিতেছেন। বুঝিলাম আমাকে বিব্রত করিয়া মা আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আমিও মাকে জব্দ করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম। ঘটনাচক্রে সেই শুভ মুহূর্ত্ত একদিন উপস্থিত হইল। আমরা সকলে মাকে নিয়া বসিয়া আছি। মা একটি বাঁধান বেদীর উপর বসিয়া আছেন, আমরা নীচে বসিয়া আছি। মার পা দুখানি ঝুলান আছে। এমন সময় নরেশ বাবু মার চরণে প্রণাম করিতে গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মা পা দুটি বেদীর উপর গুটাইয়া নিলেন। ব্যাপারটা কাকতালীয়বৎ হইয়া গেল। নরেশ বাবু চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে না পারিয়া কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। আমি দেখিলাম মার উপর প্রতিশোধ লইবার এই সুবর্ণ সুযোগ। আমি নরেশ বাবুকে বলিলাম, "বৎস, মা এরূপ করিলেন কেন তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না ? মা পা গুটাইয়া ইহাই তোমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তোমার স্থান চরণে নয়, মায়ের কোলে।" সরল বিশ্বাসে নরেশ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "তাই নাকি গুরুদেব ? তবে আমি মায়ের কোলে গিয়া বসি ?" আমি অনুমতি দিলাম। নরেশ বাবু তাঁহার স্থূল দেহ লইয়া রুগ্ন মায়ের কোলে চাপিয়া বসিলেন। তখন মায়ের যে কি অবস্থা তাহা আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। আমি মনে মনে মাকে বলিতে লাগিলাম, "কেমন, আরও চেলা সাজাইয়া আমার পেছনে লোক লাগাইয়া

দিবে ?" শেষে মায়ের প্রাণান্ত অবস্থা দেখিয়া নরেশ বাবুকে বলিলাম, "বৎস, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন কোল হইতে নামিয়া এস।"

বীরেন বাবুর গল্প শুনিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন আমাদের ত কথাই নাই।

এইরূপে রাত্রি প্রায় ৪টা বাজিয়া গেল। এদিকে নামঘরে মেয়েরা নাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কোনরূপ বিশ্রাম না লইয়াই তাঁহারা প্রায় সমস্ত রাত্রি একটানা কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছিলেন। মা যে তাঁহাদের মধ্যে নাই এজন্য তাঁহাদের উৎসাহের কোন অভাব নাই। নৈশগগণ তাঁহাদের কীর্ত্তন ধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল। এই সময় শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "একবার উহাদের কাছে যাই।" আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাতে সম্মতি দিলাম। কারণ শ্রীশ্রীমাকে লইয়া নাম করিবেন বলিয়াইত তাঁহারা সকলে আসিয়াছেন। মাকে আর আটকাইয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করিয়া আমরা উঠিয়া মাঠে আসিয়া দাঁড়াইলাম। শ্রীশ্রীমা নামঘরে মেয়েদের কাছে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি ছুটাছুটি করিতেছে। ভোরের শীতল বাতাস গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। আমরা অন্ধকারের মধ্যে মাঠে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিলাম। বীরেন দাদা বলিলেন, "আজ তত্ত্বালোচনা ভাল লাগিতেছিল না, সেইজন্য পুরাতন কথা উঠাইয়াছিলাম যাহার মধ্যে একটু homely touch (আপনা-আপনি ভাবের সম্বন্ধ) আছে। তখন মায়ের কত মধুর লীলাই না দেখিয়াছি! আর এখন মা যে কি এক তুরীয় ভাবে থাকেন! তত্ত্বালোচনা শুনিতে শুনিতে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে মাতৃত্বের সেই কোমল পরশ এখন আর পাই না।

"আর এক দিনের ঘটনা আপনাদিগকে বলিতেছি। সে বার আমরা সিমলা হইতে সোলনে চলিয়াছি। সোলনের রাজাসাহেব নামযজ্ঞ করিতেছেন। আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া মাকে লইয়া সদলবলে যাইতেছি। সোলনে পৌছিতে আমাদের সন্ধ্যা হইয়া গেল। পৌছিয়াই সিমলায় ভক্তগণ নামকীর্ত্তনে লাগিয়া গেলেন। আমার উপর ভার পড়িল ভক্তদের আহারের বন্দোবস্ত করা। ভোজনের জায়গাটি ছিল কীর্ত্তন স্থান হইতে অনেকটা দূরে। রাত্রি বেলা ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেছেন আর আমি তাঁহাদিগকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া আনিয়া আহার করাইয়া দিতেছি। তাঁহারা আহারান্তে আবার কীর্ত্তনে গিয়া যোগ দিতেছেন। এইরূপে প্রায় সকলের আহারই শেষ হইয়া আসিয়াছে। শেষ দলে বয়োবৃদ্ধেরা বসিয়াছেন। এদিকে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা কীর্ত্তন আসনে বসিয়া আছেন। ভক্তদের আহার শেষ হইলেও তাঁহারা এই দারুণ বৃষ্টির মধ্যে কীর্ত্তন আসরে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছেন না। আমি তাঁহাদের নিকট শা'বাগের সেই সব পুরাতন কথা বলিতেছি। সিমলার ভক্তগণ মাকে মাত্র নূতন দেখিয়াছেন। কাজেই আমি যে মায়ের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেছি এগুলি তাঁহারা যেন হজম করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় ভক্তদের মধ্যে একজন বলিয়া বসিলেন, "বীরেন বাবু, আপনার সমস্ত কথাই বিশ্বাস করিতে পারি—যদি দেখি যে মা এই সময় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।" কথাটা আমার প্রাণে আঘাত দিল।

আমিও বলিয়া উঠিলাম, "আমি যদি সত্য কথা বলিয়া থাকি তবে মা নিশ্চয় এখনি এখানে আসিবেন।" আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি যে মা এই ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উপস্থিত"—

আমি এতক্ষণ বীরেন দাদার দিকে তাকাইয়া কথা শুনিতেছিলাম। হঠাৎ অন্যদিকে তাকাইয়া দেখি যে একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী আমা হইতে অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছেন। অবগুণ্ঠনের জন্য মুখ দেখা যাইতেছে না। মাঠের আলোও পর্য্যাপ্ত ছিল না যাহা দ্বারা কাহাকেও সহজে চেনা যায়। একটু ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিয়াই আমার মনে হইল যে শ্রীশ্রীমা বোধ হয় আসিয়াছেন। আমি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, "বীরেন দাদা, মা আসিয়াছেন।" আমার কথায় সকলের দৃষ্টি ঐদিকে পড়িল। তখন সকলেই হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলাম। শ্রীশ্রীমা আজ কোন কথা না বলিয়া তখনই আশ্রমে ঢুকিয়া নাম-ঘরে গিয়া খাটের উপর বসিলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে নাম ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

নাম ঘরের বৈদ্যুতিক আলোকে মাকে কি অপূর্ব্বই না দেখাইতেছিল! একখানা গৈরিক রংয়ের শাড়ী পরিয়াছেন, উহার পাড় ও আঁচল বাদলার। মায়ের স্বচ্ছ মুখমণ্ডলের কাপড়ের গৈরিক রং প্রতিফলিত হইয়া মাকে যেন নির্ধূম অগ্নিশিখার মত দেখাইতেছিল। মা সামনে বসিয়া হেলিয়া দুলিয়া অতি মধুর কণ্ঠে গান আরম্ভ করিলেন—

"কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্।
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাম্॥"

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও উত্তেজিত হইয়া গাহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্ফীত বদন ও তৃপ্ত কণ্ঠস্বর হইতে মনে হইতে লাগিল যে তাঁহারা যামিনী ভর নাম সাধন করিয়া উহার ফলস্বরূপ যেন যজ্ঞেশ্বর নারায়ণকে তাঁহাদের মধ্যে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। বাস্তবিক তখনকার মায়ের শ্রীমূর্ত্তি ও কণ্ঠস্বর কিছুই যেন পার্থিব বলিয়া মনে হইতেছিল না। আমরা অনিমেষ লোচনে ঐখানে দাঁড়াইয়া মায়ের গান শুনিতে লাগিলাম। এবার মাকে পূর্ব্বের মত না পাইয়া আমাদের মনে মনে যে একটা অতৃপ্তি ও বেদনার ভাব ছিল, লীলাময়ী মা আজ এক নিমিষে তাহা ধুইয়া মুছিয়া দিয়া গেলেন।

একটু পরেই প্রভাত হইল। কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল। অন্যান্যবার সারারাত কীর্ত্তন হইলে শ্রীশ্রীমা মেয়েদের নিয়া পুকুরে স্নান কবেন। কিন্তু এবার পুকুরের জল ভাল নয় বলিয়া মা এক নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন,—একটি পিতলের টোকনায় জল রাখিয়া পঞ্চবটীর সকল বৃক্ষের পাতা উহার মধ্যে দিয়া ঐ জল সকলকে ছিটাইয়া দিতে বলিয়াছেন। মা নাকি বলিয়াছেন যে ঐ জল এখন গঙ্গাজল হইয়াছে। মেয়েদের মাথায় ও গায়ে ছিটাইয়া দিয়া যে জল অবশিষ্ট থাকিবে উহা যেন পঞ্চবটীর গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। কাহারও পায়ে যেন ঐ জল না লাগে। তাহাই করা হইল। আমরা প্রসাদ পাইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রি জগরণ হেতু দেহে ক্লান্তি বা অবসাদের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না।

# অমলার মহাপ্রয়াণ

**নিরঞ্জন**

একটি প্রচলিত কথা আছে, 'সাধন ভজন যেমন তেমন, মরতে জান্‌লে হয়'। মৃত্যু কালে যখন মানুষের মন বুদ্ধি আদি ইন্দ্রিয় সকল নিজের বশে থাকে না, জীবনে যে বাসনাটি প্রবলতম ভাবে চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকে তাহা তীব্র সংস্কারবশতঃ এই সময় চিত্তে উদিত হইয়া থাকে, এবং শাস্ত্রমতে মৃত্যুর পর জীবাত্মা এই সংস্কার অনুযায়ী গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গীতা বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

৺কাশীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত গোপাল প্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয় এবং তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা অমলা দাশগুপ্তা শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম। সাংসারিক জীবনে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনের উচ্চলক্ষ্যে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হইতে ইঁহাদের উভয়ের মত দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যেদিন ইঁহারা মায়ের সংস্পর্শে আসিয়া মাতৃকরুণা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন সেইদিন হইতে মনে হয় ইঁহাদের জীবনের চিন্তাধারা একমাত্র মাতৃচরণ লক্ষ্য করিয়াই প্রবাহিত হইতেছিল। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ইঁহাদের লক্ষ্য যেন একমাত্র 'মা'।

গত ৯ই ডিসেম্বর (১৯৫৩)—সহসা অতি সামান্য অসুখে অমলা মাতৃলোকে মহাপ্রস্থান করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের এই আসন্ন বিচ্ছেদের আভাস যেন অমলা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—এবং এই সময় হইতেই একমাত্র মাতৃচিন্তাই যেন তীব্রতমভাবে তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন অমলা মাকে যে চিঠি লেখেন তাহাতে মাতৃবিরহের এক করুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"বুনি, তোর চিঠি পেয়েছি। আমি পুরীর ঠিকানায় তোকে তো চিঠি লিখেছি, পাস্ নাই না কি? আমার রাগ হবে কেনো বল্‌তো? তবে অভিমান তো সত্যিই হয়েছে। যারা মার কাছে থাকে ও আছে তারা কি আমাদের কষ্টটা বোঝে? মাও জানেন না, আমাদের কত কষ্ট হচ্ছে। এবার তোমার তরফ থেকে একটাও চিঠি পেলাম না। দিদি তো আগে তবু সময় পেত আর মার কথাগুলো লিখে জানাতো। এবার আমিও আর কাউকে চিঠি লিখে বিরক্ত করি নাই। তোরা তো সকলেই কাজের লোক, সময় অভাব, আমার বড় সংকোচ হলো এবার মনে। দিদি এসেছেন, এসেই সন্ধ্যাবেলা আমাদের এখানে এসেছিলেন। আমরাও তৈরী হচ্ছি যাওয়ার জন্য, দিদি এসে হঠাৎ উপস্থিত। দিদির শরীরটা খুব খারাপ, জ্বরও হয়েছে। তোর দাদা দেখে ওষুধ দিয়েছেন। মাকে জিজ্ঞাসা করিস্ তো সারাদিনের মধ্যে আমাদের একবারটি মনে করেন তো! আমরা যে সব কাজের মাঝখানে, নানান্ অশান্তির

মাঝেও মাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য আড়াল হতে দি'না। মায়ের মুখখানা সর্ব্বক্ষণই চোখের সাম্‌নে। আর যখন পারি না, যাতে কেউ দেখতে না পারে তখন ঠাকুর ঘরে বসে কাঁদি। কি আর করা। দিদির মুখের কথায় যা বুঝলাম মা এ মাসের শেষের দিক্ বা জানুয়ারীর প্রথমে আসবেন। কতদিন ধৈর্য্য ধরে বসে থাকবো বল তো। মায়ের সব গলিতা দিদির মুখে শুনলাম আমি আজ। আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম মায়ের পায়ে পৌঁছে দিস্। তুই আমার আদর ও আশীষ নিস্।

তোর দিদি।

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে 'মা তোমাকে পরীক্ষা কচ্ছেন'—ডাক্তার বাবুর এই কথার উত্তরে অমলা বলিয়া উঠিলেন 'এই পরীক্ষায় পাশ আমি করবই—মা গো মা—।' আর বলার কিছু রহিল না, মাতৃনাম শেষবার উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সকল পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া অমলা চিরতরে মাতৃ-অঙ্কে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

মাতৃসঙ্গ লাভের পর হইতে মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত—অমলার মাতৃগত জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রাণস্পর্শী চিত্র শ্রীযুক্ত গোপাল প্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের লেখনী হইতে আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম—

### —অমলা—

কাশীতেই জন্ম, বিবাহ, সংসারাশ্রম, মাতৃদর্শন,
মহাপ্রয়াণ।

১। ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, ৺বিজয়া দশমী।

শ্রীশ্রীমায়ের ঘর হইতে হাসিমুখে বাহিরে আসিলেন। "মার কাছে কি আশীষ চাহিলে?" "সধবা যেন যেতে পারি, মনে মনে তাই বলছিলাম"। "একথা মাকে বলতে পারলে!" "মা'তো অন্তর্য্যামী' মা সব জানতে পারেন। জান? আমি আমার সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় করে এনেছি, মা'র শ্রীচরণে কৌটা ভরা সিন্দুর ছোঁয়াইয়া নিয়াছি।"

শেষ যাত্রায় এই সিঁন্দুরেরই জয় তিলক নিয়ে গেল।

২। দেহাবসানের প্রায় সাতদিন আগে। রিক্সায় সান্ধ্য ভ্রমণে।

"আমার কিন্তু মরিতে বড় ভয় করে।"

"হঠাৎ এ সব বাজে কথা কেন? আর তোমার মতন ভক্তের মুখে, ভয়ের কথা!"

"নাগো, নিজে মরব বলে নয়—সে তুমি বুঝবে না, তুমি যা হাবা গঙ্গারাম, তোমাকে রেখে যাওয়াই তো ভাবনা। তবে মা'তো আছেনই, তোমাকে দেখবেন'খন।"

"ঠিক মা'র কাছে নালিশ করব—বেশ একটু বকা খাবে।"

উল্টো হ'ল—মা কোলে তুলে নিলেন।

৩। শ্রীশ্রীমার পুরী যাত্রা। আশ্রম হইতে মোটরে ষ্টেশন অবধি মা'র পাশে বসে।

মোটর হইতে নামিয়াছি, "জান গো আজ মোটরে প্রাণের সাধ মিটাইয়া মার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া লইয়াছি। মা, একটুও রাগ করেন নাই। ক-ত যে ভালবেসেছেন।"

কে জানিত ভক্তের শেষ কামনা মা এই ভাবেই পূর্ণ করলেন। অজানিত যাত্রার পথে চরণ ধূলার অক্ষয় কবচ সাথে লইয়া গেল।

৪। দেহাবসানের আগের দিন দুপুরে।

শ্রীশ্রীমার সাতখানা বাঁধানো ফটো নিজের হাতেই দেওয়ালে টাঙ্গাইতেছিলেন।

"ওকি। মা'র ছবিতে তো ঘরের চারিদিক ভরে দিলে, অন্তরে এমনি করে ভরে দিলেই তো হয়?"

"তা তো মা আছেনই অন্তরের অন্তরে। প্রতি মূহুর্ত্তে, কি জেগে, কি ঘুমিয়ে। কিন্তু জান কি? আমি চাই—যে অবস্থাতেই থাকি না কেন মা'কে যেন সব সময়ে সব দিকেই দেখিতে পাই।" ইচ্ছা বোধ হয় পূর্ণ হয়েছিল—এই ঘরেই শেষ নিশ্বাস।

৫। শেষ যাত্রার দিন অপরাহ্নে।

"ধারে টাকাটা পাচ্ছি, বাড়ীভাড়া না গুণে, বাড়ীটা কিনে ফেলি? পরে ধীরে ধীরে শোধ দেব না হয়।"

"তা, কেনো। তবে আমার সর্ত্ত মানতে হবে। যদি বাড়ীই কর তবে আমাদের অবর্ত্তমানে, বাড়ী শিশুকল্যাণের হবে। তোমার বালগোপাল ঠাকুরের সেবায়তন হবে।"

মা গো, এত বড় বোঝা বইতে পারব কি?

৬। সন্ধ্যায় দুর্গা মন্দিরের কাছে।

"বড় সাধ শিশুকল্যাণের সেবায় জীবনটা কাটিয়ে দেব। আচ্ছা, যদি না থাকি, তবে শিশুকল্যাণকে বাঁচিয়ে রাখবে তো?

মা-গো শক্তি দিয়ো।

৭। রাত্রি ১॥০ হইতে সকাল সাতটা পনের।

"আমার কাছ থেকে যেওনা কিন্তু। বড্ড কষ্ট, বড্ড মাথায় যন্ত্রণা।"

"মা'কে তো ডাকছই। মা পরীক্ষা করছেন যে অসহ্য যন্ত্রণাতেও ভক্ত মাকে ভোলে কি না।"

"পাশ আমি করবই—মা-মা মাগো!"

স-ব শান্ত।

"আনন্দময়ী মাতরং শরণং গচ্ছামি।"

"মা গো, তুমি যাহা ভাল বোঝ তাই করিও, তুমি যে মঙ্গলময়ী, তুমি যে স্নেহময়ী, তুমি যে করুণাময়ী, বুঝিতে দিও।"

যে আধ টুকু প'রে রইল আবার মিলিবার প্রতীক্ষায়।

* * *

অমলার মৃত্যুর পর ডাক্তার দাসগুপ্ত মহাশয়ের কন্যাবধূকে সান্ত্বনা দিয়া মা যে একখানি চিঠি লেখান—তাহার কিয়ং অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"………দিন দিনই মনের যত কথা ও যেটুকু ব্যথা এই শরীরকে সব কিছু না জানাইলে যেন শান্তি হইত না। বন্ধুর মতনও এই শরীরের সঙ্গে ব্যবহার ছিল। লক্ষ্মী ভাগ্যবতী—স্বামী, পুত্র, কন্যা সকলকে রাখিয়া আজ সে ঊর্দ্ধগতিতে। তাহার শরীরের জন্য কান্না ও দুঃখ করা উচিত নয়, যদিও কান্না আসা স্বাভাবিক। ধৈর্য্য ধরিতেই হইবে। পিতামাতার যেমন সন্তানেরা যাহাতে আনন্দে শান্তিতে থাকে সেদিকে লক্ষ্য থাকে, সন্তানদেরও বাবা মায়ের জন্য তাহাই কর্ত্তব্য। উহাদের ভাই-বোনদের সকলেরই প্রাণের বেদনায় যে দুঃখ কান্না আসে তাহার ভিতরে ভগবান্‌কে ডাকিয়া প্রার্থনা যেন করে—মা আমার ঊর্দ্ধগতিতে শান্তিধামে।

যাহাদের পরমস্থিতি লাভ না হয়, গতির ভিতরে থাকে, ইহলোকে দেহ লক্ষ্য করিয়া কান্না এবং আকুলি-বিকুলিতে তাহাদের কষ্ট দেয়—বিশেষ

কষ্ট হয়, প্রকাশ পাইতে পারে না, কিন্তু কষ্ট বোধ। প্রিয়জনকে তো কষ্ট দিতে নাই। এইটি মনে করা—আমার মা, আমার আত্মা, যার থেকে সৃষ্ট হইয়াছি—তাঁর শান্তিতেই নিজেদের শান্তি। ভগবানের বিধানেই এই গতি তো? তাঁহার জন যে। তাঁহার যেভাবে ইচ্ছা—যেখানে, সেইখানে, সেই গতিতে, সেই স্থিতিতে রাখিবেন তো!........"

# আদিগুরু দত্তাত্রেয়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

## ( ১ )

ভারতীয় অদ্বৈত সাধনার ইতিহাসে অবধুতশ্রেষ্ঠ আদি গুরু পরমহংস শ্রীদত্তাত্রেয়ের নাম চির প্রসিদ্ধ। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য প্রণেতা শ্রীহর্ষ স্বরচিত নৈষধীয় কাব্যে (২১/৯৪) তাঁহাকে 'অদ্বয়ময়েঽধ্বনি সন্তম্'—অর্থাৎ অদ্বৈতমার্গে স্থিতিশীল বলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়াছেন। শিশুপালবধে (১৪।৭৯) কবিবর মাঘ তাঁহাকে 'অবিনাশি-বিগ্রহ' বা সিদ্ধদেহ-সম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন যে গুরু-পরম্পরার উচ্ছেদ বশতঃ যখন শ্রুতিসকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল তখন ভগবান্ বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, স্বকীয় অপ্রতিহত স্মৃতিশক্তিদ্বারা ঐ সকল লুপ্ত শ্রুতি উদ্ধার করিবার জন্য, অত্রিমুনির ঔরসে দেবী অনসূয়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।*

ক্ষীণপ্রায় বৈদিক ধর্ম্মে প্রাণশক্তির সঞ্চার করাই ভগবান্ বিষ্ণুর দত্তাত্রেয়রূপে আংশিক ভাবে অবতরণের মুখ্য প্রয়োজন ছিল।†

মহাভারত, হরিবংশ. ভাগবতাদি বিভিন্ন পুরাণ, পাঞ্চরাত্র-সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে সর্ব্বত্রই তাঁহার মহিমা উজ্জ্বল ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভগবান্ দত্তাত্রেয় শুধু যে মহাযোগী অথবা মহাজ্ঞানী ছিলেন তাহা নহে, আত্মবিদ্যার উপদেশক-বর্গের মধ্যে তিনি সকলের অগ্রগামী ছিলেন। মদালসা পুত্র অলর্ককে তিনি যোগিচর্য্যা, যোগসিদ্ধি, নিষ্কাম বুদ্ধি প্রভৃতির উপদেশ সহকারে পরম যোগ বা ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছিলেন। কয়াধু পুত্র প্রহ্লাদকে তিনি বৈরাগ্য ও সন্তোষের মহাশিক্ষা দান করিয়া তাঁহার জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। যযাতির সন্তান যদু জীবনের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা শ্রীমৎ দত্তগুরু হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।‡

পুরাণ সকলের আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে হৈহয় বংশীয় রাজা কার্ত্তবীর্য্য গর্গমুনির উপদেশানুসারে দত্তাত্রেয়ের আশ্রমে আসিয়া যথাবিধি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা কার্য্যে নিরত হন। তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রসন্ন হইয়া দত্তগুরু তাঁহাকে কয়েকটি বর ও ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। বরগুলির মধ্যে

---

* অনসূয়া কর্দ্দম ঋষির কন্যা এবং কপিলের ভগিনী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিষ্ণুর অংশে দত্ত, শিবের অংশে দুর্ব্বাসা এবং ব্রহ্মার অংশে চন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

† শ্রীকৃষ্ণযামল তন্ত্রে অন্যান্য বিশিষ্ট অবতার বর্গের সহিত দত্তাত্রেয়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা নামক পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে তাঁহাকে বিষ্ণুর ৩৯ বিভবের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

‡ একনাথ কৃত মহারাষ্ট্রীয় ভাগবতে যদু-অবধূত-সংবাদে দত্তাত্রেয় হইতে যদুর দীক্ষা গ্রহণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ঐ দীক্ষা যোগশাস্ত্রে স্পর্শ-দীক্ষা নামে পরিচিত। কথিত আছে সদ্গুরু দত্তাত্রেয় আবির্ভূত হইয়া যদুকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করেন। সেই আলিঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তমধ্যে যদু প্রপঞ্চ বিস্মৃত হইয়া নিজের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করেন।

যুদ্ধের জন্য সহস্রবাহু লাভ, সমস্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ পদ প্রাপ্তি এবং উপযুক্ত যোদ্ধার হস্তে নিজের নিধন, এই তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তন্ত্রশাস্ত্রে কার্ত্তবীর্য্যের নাম অতি প্রসিদ্ধ। এই প্রসিদ্ধির মূলে শ্রীদত্তগুরুর অনুগ্রহ নিহিত রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দত্তাত্রেয় স্বয়ং অবতার হইলেও পৃথিবীতে আসিয়া লীলাচ্ছলে সাধন-জীবনের অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি পিতা অত্রির আদেশে গৌতমীবন নামক স্থানে দীর্ঘকাল তপস্যা ও যোগচর্য্যাদ্বারা ভগবান্ শঙ্করকে আরাধনা করিয়া প্রসন্ন করেন ও তাঁহার কৃপায় জ্ঞান ও মুক্তি-সম্পদের অধিকারী হন। তাঁহার সিদ্ধিলাভের পর হইতেই তাঁহার এই তপস্যাস্থল আত্মতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হয়। ভাগবতে তাঁহার ২৪টী গুরুর কথা বর্ণিত হইয়াছে ( স্কন্ধ একাদশ ), কিন্তু বর্ত্তমানে এ প্রসঙ্গে উহার আলোচনা অনাবশ্যক।

কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি কামবিলাসে মত্ত হইয়াও বিকারশূন্য, সংসারের মধ্যে অবস্থান করিয়াও সংসারের বাহিরে এবং মত্ত না হইয়াও মত্তের ন্যায় আচরণশীল ছিলেন। *

তিনি যে অব্যক্ত সিদ্ধ ও অব্যক্ত আধার পরমহংস ছিলেন ইহা জাবাল উপনিষদে বর্ণিত আছে। সংবর্ত্ত, আরুণি, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, রৈবতক প্রভৃতিও এই জাতীয় অবধূত পরমহংস ছিলেন। ইহারা 'অনুন্মত্তা উন্মত্তবৎ আচরন্তি', অর্থাৎ বস্তুতঃ উন্মত্ত না হইয়াও লোক সমক্ষে উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করেন।

স্বয়ম্ভু মন্বন্তরের প্রথম সত্যযুগে দত্তাত্রেয় অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রপঞ্চ জনের আর্ত্তি ও তাপ নাশ করার জন্যই তিনি স্বেচ্ছাক্রমে জগতে প্রকট হইয়াছেন। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত জগতে আর্ত্তি ও তাপ বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন তিনি দেহত্যাগ না করিয়া একই ভাবে ও একই দেহে বিদ্যমান থাকিবেন। এই জন্য মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাঁহার স্থিতি স্বীকার করা হয়। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণ ভূভার হরণের জন্য আগমন করেন এবং যথাসময়ে রাবণ, কংস প্রভৃতি বিরুদ্ধশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ সকলকে ধ্বংস করিয়া স্বেচ্ছাময় দেহ বিসর্জন করেন। ভাগবতে আছে (১।১৫।৩০), যে তনুর দ্বারা ভগবান্ ভূভার হরণ করিয়াছিলেন, সেই তনু তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন—'তাং তনুং বিজহৌ'। কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া যেমন কণ্টককে ত্যাগ করা হয় ভগবানের সেই ত্যাগও অনেকটা সেইরূপ। শ্রীদত্ত প্রপন্নের আর্ত্তি হরণের জন্য জগতে আসিয়াছেন, তাই তাঁহাকে কল্পের অবসান পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তিনি স্মরণ মাত্র ভক্তজনকে দর্শন দান করিয়া তাহাদের দুঃখ নিবৃত্তির যথাসম্ভব বিধান করেন। দত্তাত্রেয়তাপিনী উপনিষদে আছে যে সত্যক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সংশয় অপনোদনের জন্য ভগবান্ নারায়ণ নিজেকে দত্ত নামে খ্যাত করিয়া মহাসাম্রাজ্য ও তারকতত্ত্ব সম্বন্ধে সমুচিত উপদেশ দান করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুদত্ত, রাজা আয়ু, সাধ্যদেবগণ, দলাদন নামক মুনি প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সদ্গুরু

---

* অবধূত গীতাতে যে ভাবে মদ্য এবং স্ত্রীসঙ্গ নিন্দিত হইয়াছে তাহা হইতে তিনি যে মদ্যপ্রিয় ছিলেন এরূপ অনুমান করা চলে না।

শ্রীদত্তাত্রেয়ের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। প্রসিদ্ধি আছে ভগবান দত্তাত্রেয় মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী রেণুকা মাতার স্নেহবশতঃ জমদগ্নির ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মের আচার্য্য পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণ কর্ত্তৃক যখন জমদগ্নি নিহত হন তখন রেণুকা দেবীর প্রার্থনাতে তিনি তাঁহাকে সময়োপযোগী পরামর্শ দান করিয়াছিলেন।

জমদগ্নি ও রেণুকার পুত্র পরশুরাম দত্তাত্রেয়ের নিকট হইতে ভগবতী ত্রিপুরাসুন্দরীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার উপাসনা প্রক্রিয়া জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরশুরাম বিধিপূর্ব্বক ত্রিপুরার সাধনে দত্তাত্রেয়ের নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন, এবং দীক্ষার পর গুরুর উপদেশানুসারে দ্বাদশ বর্ষকাল দক্ষিণ প্রদেশে মহেন্দ্র পর্ব্বতের শিখরস্থিত আশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার চিত্তে পরমতত্ত্বের রহস্য জানিবার জন্য চিন্তার উদয় হয়। ঐ বিষয়ে সদুপদেশ ও যথার্থ সমাধানের জন্য গুরুর নিকট গমন করেন। পরশুরাম পূর্ব্বে সংবর্ত্তের নিকট হইতে শ্রীমাতা সম্বন্ধে কিছু-কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংবর্ত্ত অবধূতগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। পরশুরাম রাম কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ার পর অর্থাৎ ত্রেতাযুগে শ্রীমাতার রহস্য সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞান লাভ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং যথাসময়ে ঐ জ্ঞান গুরু কৃপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দত্তাত্রেয় পরশুরামকে যে জ্ঞান দান করেন তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পদ ছিলনা—উহা সংবর্ত্তের প্রাচীন উপদেশেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। এইজন্য বলিতে হইবে ভগবতী ত্রিপুরার রহস্য কীর্ত্তন প্রথমে সংবর্ত্ত করেন, তাহার পর করেন দত্তাত্রেয় এবং দত্তাত্রেয়ের পর পরশুরাম উহা প্রকাশিত করেন।

কথিত আছে দত্তসংহিতা নামে দত্তাত্রেয়ের উপদেশ সংবলিত ১৮,০০০ শ্লোকে নিবদ্ধ একখানি গ্রন্থ ছিল। পরশুরাম স্বয়ং এই গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন ও ৬০০০ সূত্রে ইহার সার সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ ৫০ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। পরশুরামের শিষ্য সুমেধা দত্তাত্রেয়-পরশুরাম-সংবাদরূপে এই সংহিতা ও সূত্রের সার অংশ সঙ্কলন করেন।

মধ্যযুগে নাথ সম্প্রদায়ের নেতা গোরক্ষনাথ দত্তাত্রেয় হইতে বহু শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাথ সম্প্রদায়ে প্রচলিত জ্ঞানদীপ নামক পুঁথিতে ইহার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা হইতে জানা যায় যে দত্তাত্রেয় ও গোরক্ষনাথ উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা করিতেন। দত্তাত্রেয় নারায়ণের রূপ এবং গোরক্ষ শিবের রূপ, সুতরাং উভয়ে যে হরি-হর আত্মা ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। ঐ প্রসঙ্গে দত্তাত্রেয় সহজ সমাধি সম্বন্ধে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়াও দত্তাত্রেয়-গোরক্ষের সংবাদ সম্বন্ধে কিছু-কিছু বিবরণ উপলব্ধ হয়। এখানে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক।

দত্তাত্রেয়ের কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র ভারতবর্ষ। সাধু সমাজে প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি সহ্যাদ্রির অধোভাগে রেণুকাপুরে অথবা মাতৃপুর নামক স্থানে প্রতিদিন রাত্রিবেলা বিশ্রাম করেন। সহ্যাদ্রির শিখর দেশে তাঁহার নিবাসস্থান। এই স্থানে তাঁহার পীঠ আছে। কাশী অথবা বারাণসী ক্ষেত্রে তিনি প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিতে আসেন। বারহাটক নামক স্থানে তিনি অর্ঘ্য দান করেন এবং প্রাতঃ সন্ধ্যা সমাপ্ত করেন। মহালক্ষ্মীর পীঠস্থান কোলাপুর অথবা দক্ষিণ কাশীতে তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পাঞ্চালপুরে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। বিঠ্‌ঠলপুরে অর্থাৎ ভীমানদীর

তটস্থিত পাণ্ডরঙ্গপুরে তিনি পত্র রচনা বা তিলকসেবা করেন। গান্ধর্ব্বপুরে সায়ংকৃত্য সমাধা করিয়া বিশ্রাম করেন। এইভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কোন না কোন কর্ম্ম ব্যপদেশে তিনি সমগ্র ভারতখণ্ডকে পরিক্রমা করেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ সিদ্ধদেহে দেশকালের ব্যবধান গতির বাধক হয় না।

### ( ২ )

দত্তাত্রেয়ের স্বরচিত দত্তসংহিতার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থ এখন উপলব্ধ হয় না। কিন্তু তাহার যে সংক্ষিপ্ত সারাংশ সুমেধা ঋষি সঙ্কলন করিয়াছিলেন তাহা পাওয়া যায়। অবধূতগীতা ও জীবন্মুক্তি-গীতা দত্তাত্রেয় উপদিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দুই গ্রন্থ নানা ভাষাতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থ ৮ অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ ২৩ অধ্যায়ে পূর্ণ। এতদ্‌ব্যতীত কাথবোধ নামে একখানা পুস্তক আছে, যাহা সজনি নামক আচার্য্যের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহাতে দত্তাত্রেয়ের সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ঐ নামে আরও একখানা গ্রন্থ উপলব্ধ হয়—উহাও দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ। উহার উপর নীলকণ্ঠ চতুর্ধরের প্রকাশ নামক টীকা আছে। উহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ছাড়া 'অদ্বৈত শ্রুতিসার' নামে একখানা উৎকৃষ্ট হস্তলিখিত গ্রন্থের সন্ধান আমি পাইয়াছিলাম। ইহা দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থে ১৬টি অধ্যায় আছে, এবং প্রতি অধ্যায়ের শেষে একটি পুষ্পিকা আছে। ইহাতে রচয়িতার নাম নাই। কিন্তু 'শ্রীমৎ আদিগুরু দত্তাত্রেয় দিগম্বর চরণানুচর' বলিয়া নিজের পরিচয় দেওয়া আছে। এই গ্রন্থের প্রকাশন এখনও হয় নাই।

ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস। সাধনা ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে যিনি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাকে দত্তাত্রেয় সম্বন্ধে উপলভ্যমান সকল সামগ্রী সমান আদরে গ্রহণ করিতে হইবে। Wilson, অক্ষয় কুমার দত্ত, ফারকুহর প্রভৃতি কেহই দত্তাত্রেয়মতের আলোচনা করেন নাই। সামগ্রীর অভাবই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।

প্রবাদ আছে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে একজন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী দত্তাত্রেয়ের নামে এক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। নিজামরাজ্যে গঙ্গাপুর নামক স্থানের সঙ্গে ও নরসোবাচী বাদি স্থানের সঙ্গে তাঁহাদের স্মৃতি জড়িত আছে। তাঁহার শিষ্য গঙ্গাধর সরস্বতী 'গুরুচরিত্র' নামক গ্রন্থ রচনা করেন, যাহাতে দত্তাত্রেয়ের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে।

মানভবগণও দত্তাত্রেয়কে আপন সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমানযুগে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবাসুদেবানন্দ সরস্বতী সদ্‌গুরু দত্তাত্রেয়ের একজন সিদ্ধভক্ত ছিলেন। দত্তগুরুর আদেশে তাঁহার রচিত শিক্ষাত্রয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দত্তগুরুর মহিমার কথা প্রসঙ্গত কিছু বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্প্রতি পুনা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রুতিসার অবলম্বন করিয়া দত্তগুরুর দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। পরে প্রকাশিত অন্য গ্রন্থের আলোচনা করা যাইবে।

### ( ৩ )

অবধূত মতে পরমেশ্বরের আত্মস্বরূপে স্থিতি পূর্ণানন্দময়, প্রজ্ঞানময় ও বিকল্পহীন। এই অবস্থাকে

পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করা চলে। এই অবস্থায় শুদ্ধজ্ঞান মাত্রের স্ফুরণ থাকে। বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র স্বপ্রকাশ আত্মাই আপনাতে আপন বিরাজমান থাকেন। এইটি ব্রহ্মের স্বরূপ অবস্থা। 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার নিজের স্বরূপজ্ঞান এই অবস্থায় থাকে না। শুধু তাহাই নহে এই অবস্থায় নিজের স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি বা অজ্ঞানও থাকে না। বস্তুতঃ ইহা জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়েরই অতীত।

সৃষ্টির সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর স্বাতন্ত্র্যবশতঃ উক্ত আনন্দময়ী নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া, বস্তুতঃ ত্যাগ না করিয়াও ত্যাগের অভিনয় করিয়া, প্রজ্ঞান অথবা স্ব-স্বরূপের জ্ঞান অবলম্বন করেন। তখন তিনি 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে নিজেকে বোধ করিতে থাকেন। এক হিসাবে দেখিতে গেলে ইহাই সৃষ্টির আদিম অবস্থা। এই যে 'আমি'-বোধ-রূপে নিজের স্বরূপের জ্ঞান, ইহারই নাম মহামায়া। ইহাই তাঁহার মহাকারণ দেহ। পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ বস্তুতঃ মহামায়ার অতীত। উহাতে দেহ কল্পনা নাই। কিন্তু মহাকারণ দেহের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির সূচনা হয়। এইটি সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থা। ইহা বিশুদ্ধ ব্রহ্মাবস্থা নহে, শুদ্ধ মায়ার সহিত ব্রহ্মের যোগাবস্থা বা শবল অবস্থা। পরব্রহ্মের এই নিজ স্বরূপ-জ্ঞান স্বরূপ-সর্ব্বজ্ঞত্ব নামে অবধূত সমাজে প্রসিদ্ধ। ইহাই মহামায়া এবং তাঁহার স্বরূপের আবরক বলিয়া তাঁহার শরীররূপে কল্পিত। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটি দেহ উৎপন্ন হইবার পর ইহা উহাদের সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান থাকে।

এই মহামায়া শরীর বা মহাকারণ দেহ অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মের সর্ব্বেশ্বরত্ব মায়াময় বিশুদ্ধ সত্ত্বের পরিণাম, যাহা কেবল মাত্র স্ব-স্বরূপকে প্রকাশ করে। যখন নাদের দ্বারা এই মহাকারণ শরীর অভিব্যক্ত হয় তখন ইহা হইতেই প্রণব-পুরুষ উৎপন্ন হন। তাই ইহাকে প্রণব-পুরুষের বীজ বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রণব-পুরুষের তুরীয় পাদ, যাহা যোগি সমাজে অর্দ্ধমাত্রারূপে পরিচিত আছে।

ইহার পর সৃষ্টির অধিক বিকাশের জন্য পরমেশ্বর নিজে নিজেকে আচ্ছাদন করেন, অর্থাৎ নিজে চৈতন্যময় থাকিয়াও যেন নিজেকে নিজে বিস্মৃত হন—নিজের স্বরূপের দিকে তখন তাঁহার অবধান যেন থাকে না। বস্তুতঃ নিজের স্বরূপ-অনুসন্ধান-দশা পূর্ব্ববৎ অকুণ্ঠিতই থাকে। তাঁহার নিত্য স্বরূপ-জ্ঞান বিদ্যমান থাকিতেও তাঁহাতে অচিন্ত্যরূপে স্বরূপের অবধান ভাসিয়া উঠে। ইহারই নাম অব্যক্ত অথবা ঈশ্বরের মায়া-শরীর। এই মায়া-শরীরে যখন তাঁহার পূর্ব্বাপর বৃত্তি লীন হয়, তখন সেই অবস্থাকে প্রলয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই শরীর ও এই অবস্থার অভিমানী ও প্রকাশক যিনি তিনি পরমেশ্বরের রুদ্রমূর্ত্তি। এই তিনটি অপ্রকাশ বা তমোময়। এই তমোগুণ প্রণব-পুরুষের তৃতীয় পাদ বা 'ম্'-কার, মায়া-শরীর বা কারণ-দেহ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত।

অবধূত মতে ভগবানের মায়া-প্রধান জ্ঞানকে মহত্তত্ত্ব বলে। ইহা অব্যক্ত ও নির্ব্বিকল্প। ইহা অহংকারে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ কর্ত্তা, করণ ও কার্য্যরূপ ধারণ করিয়া এবং দেবতারূপ আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইটি অবিকল্প ও ব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় আকার, অবয়ব ও সগুণ ভাবের উদয় হয়। ইহাই পরমাত্মার সূক্ষ্ম

শরীর বা হিরণ্যগর্ভ। পরমাত্মা যখন প্রলয় হইতে উত্থান করেন তখন এই হিরণ্যগর্ভ নামক সূক্ষ্ম দেহেই অবস্থান করেন। এটি নিদ্রা হইতে উত্থানের অনুকূল অবস্থা। হিরণ্যগর্ভ দেহের অভিমানী, কর্ত্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা পরমেশ্বরের বিষ্ণু-মূর্ত্তি। তাই বলা যাইতে পারে, হিরণ্যগর্ভ-শরীর, স্থিতি ও বিষ্ণু মায়াপ্রধান সত্ত্ব বা স্ফুরণ। এইটি প্রপঞ্চোন্মুখ অবস্থা। বিশুদ্ধ সত্ত্ব যখন তমঃ দ্বারা অথবা তমঃকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে প্রকাশ করে তখন এই মায়িক সত্ত্ব উদ্ভূত হয়। প্রপঞ্চ-জ্ঞান ইহারই নামান্তর। মায়িক সত্ত্ব প্রণব-পুরুষের দ্বিতীয় পাদ বা 'উ'-কার।

হিরণ্যগর্ভ প্রপঞ্চোন্মুখ বলিয়া এবং গুণ-ক্রিয়ার স্বভাববশতঃ কর্ত্তা, করণ ও কার্য্যের স্বভাবে স্ফুরিত হন এবং কার্য্যে অন্বয়বশতঃ পাঞ্চভৌতিকরূপ ধারণ করেন। এই রূপে বা দেহে চতুর্দ্দশ ভুবন বিদ্যমান আছে। ইহাকে ভগবানের বিরাট্রূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। পরমেশ্বর এই অবস্থায় 'বিশ্ব'-পদ বাচ্য। এই স্থূল শরীরের অভিমানী বা কর্ত্তা ভগবানের ব্রহ্মা মূর্ত্তি। বিরাট্ শরীর, উৎপত্তি ও ব্রহ্মা ক্রিয়াত্মক ও রজোগুণ,—প্রণব-পুরুষের প্রথম পাদ বা 'অ'-কার। ভগবানের এই স্থূল বিরাট্ শরীরে চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দেহের নাভি হইতে পদতল পর্য্যন্ত সপ্ত পাতাল এবং মস্তক পর্য্যন্ত সপ্ত স্বর্গ কল্পিত হয়। জঠর স্থানে বাড়বানল, দংষ্ট্রা স্থানে যম ও কুক্ষিতে সপ্ত সাগর বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভূমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া ক্রমশঃ জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্বের মণ্ডল সকল বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে আন্তর মণ্ডল হইতে বাহ্যমণ্ডল ক্রমশঃ দশগুণ অধিক বিস্তৃত। পৃথ্বীতত্ত্ব এই প্রকার সপ্ত আবরণে আবৃত, অন্তঃশূন্য ও অণ্ডের আকার বিশিষ্ট জানিতে হইবে। এই পৃথ্বীতত্ত্বে সূক্ষ্ম ২৫টি তত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়। তন্মধ্যে ৫টি তত্ত্ব কর্ত্তারূপে কাজ করে, ১৫টি কাজ করে করণরূপে এবং বাকী ৫টি কাজ করে বাসনাময় বিষয়রূপে - যাহাদিগের গুণকল্পিত কার্য্য স্থূল বিষয় অথবা পঞ্চমহাভূত। এই অণ্ড মধ্যে পাঞ্চভৌতিক কর্দ্দম উৎপন্ন হয়। ইহা অন্তর্নিহিত জলদ্বারা পিণ্ডীভূত হইয়া সহচর অগ্নির তাপে শুষ্ক হয় এবং বাহ্যদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। এইজন্য স্থূল দেহকে যোগিগণ 'ঘট' বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহাতে বায়ু অন্তর্গত আছে এবং ইহা ভিতরে শূন্যস্বরূপ। স্থূল বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য বাহিরের দিকে ইহা সচ্ছিদ্র।

পরমেশ্বরের সূক্ষ্ম দেহ হিরণ্যগর্ভ—ইহাতে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি কর্ত্তা ও করণ আছে—অন্তঃকরণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই পাঁচটি কর্ত্তা। এইগুলি সত্ত্বাত্মক জ্ঞানময় ও পরমসূক্ষ্ম। ইহারা অণ্ডমধ্যে থাকিয়াও অসঙ্গতাবশতঃ পৃথক্ থাকে। শ্রোত্রাদি ৫টি জ্ঞানের করণ, বাগাদি পাঁচটি কর্ম্মের করণ ও প্রাণাদি ৫টি বায়ু চেষ্টার করণ। সমষ্টিতে ১৫টি করণ। ইহারা পূর্ব্বোক্ত ৫টি কর্ত্তা হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ নহে। কর্ত্তা ও করণরূপী তত্ত্বগুলি জ্ঞানাত্মক। ইহারা অব্যক্ত ও স্থূলাংশের আশ্রয় বলিয়া স্থূলাংশ হইতে বিলক্ষণ। অন্তঃকরণ বা সত্ত্বের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, মন বা রজঃ-সত্ত্বের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র, বুদ্ধি বা রজের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, চিত্ত বা রজস্তমের অধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রজ্ঞ ও অহংকার বা তমের অধিষ্ঠাতা রুদ্র। ১৫টি করণেরও অধিষ্ঠাতা আছে—যেমন শ্রোত্রের দিক্, ত্বকের বায়ু ইত্যাদি।

স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ বাস্তবিক পক্ষে মহত্তত্ত্বের অভিব্যক্তরূপ। অর্থাৎ ভগবানের অব্যক্ত ও মায়াপ্রধান নির্ব্বিকল্প জ্ঞান হইতে এইগুলি ফুটিয়া উঠে। একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

# প্রয়াগ মহাকুম্ভে মা আনন্দময়ী

( জনৈক ভক্তের ডাইরী হইতে )

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ সাল—আগামী কল্য কুম্ভ মহাযোগের স্নানের শুভ মুহূর্ত্ত। ভারতের সর্ব্বপ্রান্ত হ'তে অসংখ্য নরনারী ত্রিবেণীর পুণ্য সঙ্গমে স্নানের জন্য এই শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় ত্রিবেণী-ক্ষেত্রে সমবেত হয়েছে।

আমাদের Campএতেও মাতৃভক্ত স্নানার্থীর সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক—স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবক, সকল অবস্থার ভক্ত স্নানার্থী ভারতের সর্ব্বপ্রান্ত হতে মাতৃচরণে আশ্রয় নিয়েছে।

এই বহুসংখ্যক লোকের স্নানের ব্যবস্থা কি ভাবে হতে পারে—মা বল্‌লেন, ছোট ছোট দল বেঁধে যা'র যা'র ব্যবস্থায় স্নান করে আস্‌বে। প্রত্যেক দলে ২।১ জন পুরুষ যেন থাকে—সকলেই ত ইষ্ট-গোষ্ঠী। এই কথাই প্রথমে ছিল, রাত প্রায় ১২টার সময় এই ব্যবস্থা স্থির হল।

এর পরে স্বামী পরমানন্দ এলেন। তিনি বল্‌লেন, দু'টো বজরা নৌকা ভাড়া হয়েছে, বড় বড় দলে সেই বজরা করে সঙ্গমে গিয়ে স্নান করে এলেই ত বেশ হবে। শুনে মা বললেন, তা হ'লে তোমরাই যা' হয় ব্যবস্থা কর। রাত ২টার সময় আবার সকলকে এই নতুন ব্যবস্থার কথা শুনিয়ে দেওয়া হল। স্বামীজী ভাল ব্যবস্থার কল্পনা করেই উপরোক্ত কথা বলেছিলেন, কিন্তু তিনি কি তখন ভাবতে পেরেছিলেন মার কথা সোজাসুজি নিতে না পারলে কি ভয়ানক বিপর্য্যয়ের মুখে পড়তে হবে।

রাত্রি প্রায় ২॥০ বা ৩টার সময় স্বামী পরমানন্দ প্রথম দল—সংখ্যায় প্রায় ১০০—নিয়ে Camp হতে রওনা হলেন। সকলে মাকে প্রণাম ক'রে যখন রওনা হচ্ছে, মা বার বার করে সকলকে বলে দিতে লাগলেন—তোমরা প্রত্যেকেই মুখে একটা নাম রেখো—জয় গুরু, জয় শিব, জয় রাম, যার যেটা ইচ্ছে। ভীড়ের মধ্যে যদি দলের কেহ এদিক ওদিক হয়ে যায় ঐ নাম শুনে আবার একত্রিত হতে পারবে। বিভু বলল, আমরা 'জয় মা' ঠিক করে নিলাম। মা বললেন, ঐ দেখ, আমি যা' যা' বলে দিলাম তার একটাও নিল না। সকলে হেসে উঠল, মাও খুব হাস্‌লেন।

প্রথম দল রওনা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই মা উঠে পড়লেন। Camp-এর ফটকের কাছে এলেন—দেখলেন জনস্রোত চলেছে সঙ্গমের দিকে। মা বল্‌লেন, 'দেখেছ, পিঁপড়ের সারের মত স্নানার্থীরা ছুটেছে, জনসমুদ্র চল্‌ছে। সকলেই মুক্তির যাত্রী।'

মা নিজের কুটিয়ায় ফিরে এসে শুয়ে পড়লেন। একটু পর আবার উঠে এলেন, দেখা গেল মার যেন কেমন একটা অস্বাভাবিক ভাব। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি ক'রে আবার কুটিয়ায় এলেন। জিজ্ঞাসা করায় বল্‌লেন, কীর্ত্তনে যেমন শরীরটা এলান থাকে কতকটা যেন সেইরকম।

খানিক পরে পরমানন্দজী কয়েকজন পুরুষ পাঠিয়ে দিলেন। এদের সঙ্গে দ্বিতীয় দল রওনা হয়ে গেল। এরাও যাবার আগে' মাকে প্রণাম করতে এলে মা পূর্ব্বের মত সকলকেই মুখে নাম

A View of Shree Shree Ma Anandamayee Camp
at Kumbh, Allahabad.

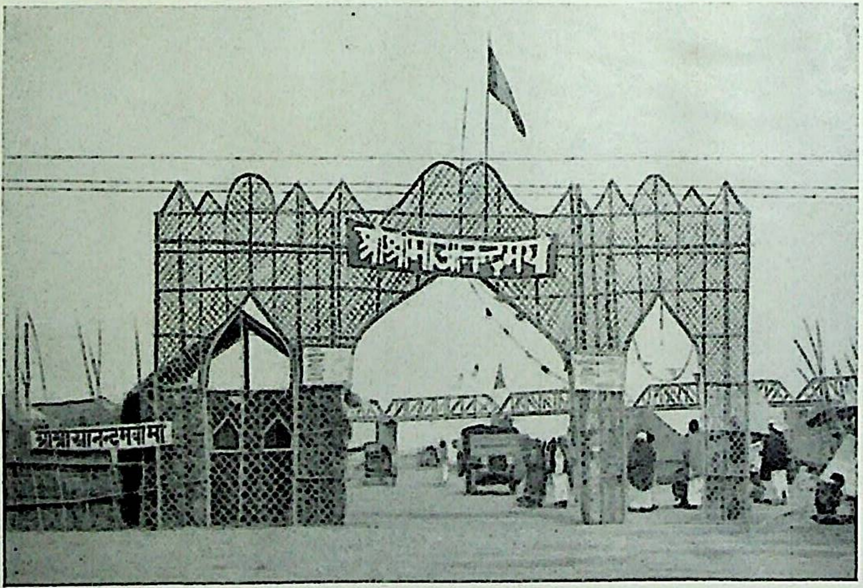
श्रीश्री माआनन्दमय
श्रीश्री आनन्दमयी मा

রাখতে বল্‌লেন। এর পর মা খানিক শুয়ে খানিক ঘোরাঘুরী করে বেলা যখন প্রায় ৯টা তখন কেমন একটা এলান ভাবে শুয়ে পড়লেন। একটু পরেই হঠাৎ বলে উঠলেন—'এই, এই চাপা পড়ল, চাপা পড়ল, শ্বাস বন্ধ! উদাস আর দিদি মার কাছে বসে ছিলেন। মার এ কথা শুনেই দিদি চম্‌কে উঠলেন,—দিদির ভয় এই বিরাট স্ত্রী-পুরুষের দল Camp থেকে স্নানের জন্য রওনা হয়ে গিয়েছে এদের কেউ চাপা পড়ল না ত। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অস্বাভাবিক ভাবে দিদি বলে উঠলেন,—আমাদের পার্টির কারও কিছু হবে না মা! মা বল্‌লেন—কিছু হবে না ত? উত্তরে দিদি জোর দিয়ে বল্‌লেন—না মা, কিছুই হবে না। মা আরও দু'বার এই প্রশ্ন করলেন—কিছু হবে না ত? প্রত্যেকবারেই দিদি উত্তর দিলেন - না মা, আমাদের পার্টির কারও কিছুই হবে না। উত্তর শুনে মা বল্‌লেন, বেশ! আবার চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন। এবার দিদি এঁটে সেঁটে গেঁট হয়ে বস্‌লেন। মা শুয়ে শুয়ে বল্‌ছেন, দিদি, মূর্ত্তি দেখা যায়, কি বিকট! দিদি বল্‌লেন, এ আবার কি? মা উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, দেখা যায় ত। দিদি একটু চিন্তিত হলেন, কারণ মার ঐরূপ মূর্ত্তির কথা বিপদের সূচনা করে। একটু পরেই দিদি বল্‌লেন—মা, তোমার ত বিশ্বময় ভাব, যেখানে যা হয় তোমার কাছে এসে পৌঁছায়, সেই রকমই হবে,—অন্য কোথাকার ব্যাপার বোধ হয়, আমাদের পার্টির কারও কিছু নয়। মা যেন এই কথার সমর্থন করে আস্তে আস্তে বললেন, 'হাঁ, তাই'। এই বলে এলান ভাবে আবার শুয়ে পড়লেন।

ভাবী ভয়ঙ্কর বিপদের মুখ হতে মা কি তাঁর ভক্তদের অভয়ের আশ্বাস দিদির মুখ দিয়ে শুনিয়ে দিলেন?—হলও ত তাই। এই বিরাট্‌ দলের মধ্যে একটি প্রাণীরও এই বিপর্য্যয়ের আঘাত আসে নাই।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪—স্নানের জন্য যারা এগিয়ে গিয়াছে তাদের অবস্থা এবার দেখা যাক্‌। প্রথম দল কিছুদূর চলতেই ভীড়ের চাপে তাদের মধ্যে এক বিশৃঙ্খলার অবস্থা এসে পড়েছে। দলের কেহ কেহ এদিক ওদিক ছট্‌কে পড়েছে। স্বামীজীকেও সকলে খুঁজে পাচ্ছে না। বজরাইবা কোথায়, তার খবরও সকলে পেল না। কয়েকজন বহুকষ্টে বজরার সন্ধান পেয়ে তাতে উঠে পড়ল, তা'ও চড়ায় ঠেকে নৌকা আর এগুতে পারে না। এই রকম নানা দুর্গতির মধ্যে প্রথম দলের কেহ কোন প্রকারে সঙ্গমে স্নান করে, কেহবা তাও না পেরে শুধু গঙ্গায় স্নান সেরে Camp-এ ফিরে এল। অবশিষ্ট যারা তারা তখন পর্য্যন্ত কোথায় পড়ে রইল কোন ঠিকানাই নাই।

দ্বিতীয় দলের মধ্যে যারা বেরিয়েছিল তা'রাত নৌকা দেখতেই পেল না। তাদের মধ্যেও এই একই বিশৃঙ্খলার অবস্থা।

সকালে ১০।১০।।-টার সময় মোটরে দিদি, যোগীভাই, ডাঃ পান্নালাল ইত্যাদি সকলে মিলে Camp হতে মাকে নিয়ে সঙ্গমে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এখন পর্য্যন্তও দ্বিতীয় দলের একজনও কিন্তু ফিরে আসে নাই। এরই মধ্যে পরমানন্দজী ফিরে এলেন। মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, খবর কি? তিনি বল্‌লেন, প্রথম দলের অনেকেই ফিরেছে, দ্বিতীয় দলের সঙ্গে তাঁহার দেখাই হয় নাই।

সমস্তই গোলমাল হয়ে গিয়েছে—সবই ছত্রভঙ্গ অবস্থা! প্রথম দলের মধ্যে পরমানন্দজীর সঙ্গে গঙ্গাদি কন্যাপীঠের মেয়েদের নিয়ে গিয়েছিলেন।

মা স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এরাই বা এখনো ফিরল না কেন? স্বামীজী বললেন—মেয়েরা সাধুদের একটি Procession দেখেছে, আর একটি দেখবে বলে গঙ্গাদি তাদের নিয়ে রয়ে গিয়েছেন। তখন মা স্বামীজীকে মৃদু অভিযোগের সুরে বললেন—এটি তোমার ঠিক হয় নাই, তোমার ব্যবস্থায়ই দুই দলে এত মেয়ে পুরুষকে পাঠান হ'ল। দ্বিতীয় দলের ত খবরই নাই, প্রথম দলের কতক মাত্র ফিরেছে। যা'রা তোমার সঙ্গে ছিল তাদের কেন ফেলে এলে? সব সময় সকলের কথা শুনতে নেই। স্বামীজীও মার এই মৃদু অভিযোগে একটু আশ্চর্য্য হ'লেন। কারণ মা সাধারণতঃ এরূপ ভাবে তাঁকে বলেন না। বোধ হয় ভাবী বিপদের সম্ভাবনায় মা এরূপ বলেছিলেন।

যা' হোক, মাকে যোগী ভাইএর Camp-এ নিয়ে যাওয়া হ'ল। যোগীভাই যদিও মার Camp-এ ছিলেন, তথাপি তাঁহার পার্টির লোকদের জন্য সঙ্গমের নিকট গঙ্গাতীরে পৃথক্‌ভাবে একটি সুন্দর Camp করেছিলেন। মাকে সেখানে গঙ্গাতীরে একটি Chair-এ বসিয়ে দেওয়া হ'ল। পরমানন্দজী এবং ডাঃ পান্নালাল বল্‌লেন—চল মা, সকলে মিলে নৌকায় করে সঙ্গমে যাই। মা দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন—কিছুতেই এখন যাওয়া হবে না। স্বামীজীকে বল্‌লেন, তুমি আগে গিয়ে সকলের খোঁজ কর। মা'র এরকম বলাও আমাদের নিকট অস্বাভাবিক মনে হ'ল। কারণ দেখা যায়, এরা কোন একটা ব্যবস্থার কথা বললে মা সাধারণতঃ সেটা মেনে নেন। মার সাধারণ ব্যবহার হতে মনে হয় এটা যেন অস্বাভাবিক।

যা'ক সে কথা। এই ভীড়ের মধ্যে স্বামীজী আর কাকে খুঁজে পাবেন? তিনি মাকে নিয়ে যাবার জন্য বড় বজরাটি কতক জনকে সঙ্গে নিয়ে খুব টানাটানি আরম্ভ করলেন। চড়ায় নৌকা ঠেকে আছে, এগুনো আর যাচ্ছেনা।

দ্বিতীয় দলের মধ্যে নারায়ণ স্বামী, বেলুদি, পীতা, বিষ্ণু এরা সব ছিল। এরা কয়জন দল ছাড়া হয়ে এক জায়গায় ছটকে পড়েছিল। দূর থেকে মাকে কিভাবে যেন দেখতে পেয়ে ছুটে এল। তাদের দলের আর কারও কিন্তু এখন পর্য্যন্ত খবর নেই। তাদের মুখে দুর্দ্দশার কাহিনী সব শোনা গেল।

ঐদিকে পরমানন্দ স্বামী নৌকা নিয়ে ধস্তাধস্তি কচ্ছেন। তা'র আসতে দেরী দেখে মা বললেন, চল, আমরা এখন যাই। তখন উপস্থিত সকলে মিলে স্থানীয় একটী ছোট নৌকা সংগ্রহ করে সঙ্গমে যাওয়া হল। মা স্নান করলেন না, শুধু গঙ্গাজল মাথায় স্পর্শ করলেন। অপর সকলে নেয়ে এল, মা গঙ্গাজল নিয়ে গঙ্গা ২ বলে তাদের গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। দিদিও এই জল পেয়ে আর স্নান করলেন না। এই সব হয়ে যাবার পর পরমানন্দ স্বামী বজড়া নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। বেচারা ভাল রকম ব্যবস্থা করতে গিয়ে সবই উল্টে গিয়ে এই বিশৃঙ্খলার অবস্থায় পড়ে বড়ই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। এরপর যা' হ'ক উপস্থিত সকলে ফিরে আসা হ'ল।

Camp-এ ফিরে এসেই মা জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও খবর এসেছে নাকি?—কিসের খবর, মার এই প্রশ্নের মর্ম্ম তখন কেহ বুঝতে পারল না। কারণ তখন পর্য্যন্ত কুম্ভের ভীড়ের চাপে শত ২ লোকের এই মর্ম্মন্তুদ মৃত্যু কাহিনী আমাদের নিকট এসে পৌছায় নাই। কিছুক্ষণ পরেই এই দুর্ঘটনার

সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। মা বল্‌লেন—স্তূপাকার মৃত দেহ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। তখন আমাদের Camp-এর সকলের খোঁজ হল, ধীরে ২ খবর পাওয়া গেল সকলেই নিরাপদে ফিরেছে, কারও কোন আঘাত আসে নাই।

এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল, সকলে মাকে প্রশ্ন করতে লাগল—এই যে সব অপমৃত্যু হ'ল, এদের কি গতি হবে?

উত্তরে মা বল্‌লেন—শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে ক্রমগতিতে এই কথা। বিশেষ যেখানে কথা সে আলাদা, ধরা না ধরা যেখানে। ধারণা হয় বিচারে, যা কারণ তার একটা আভাসত দেবেই। আর এখানে দেখ—কুম্ভযোগ, ত্রিবেণী ক্ষেত্র, সাধুদের বায়ুমণ্ডল, মহাত্মাদের একমুখী গতি—এই সময়ের, এই মুহূর্ত্তের মধ্যে মৃত্যু কিনা, তাই বিশেষ গতির দিক'ত বটেই। অপমৃত্যু যেমন, অন্য গতিওত আছেই।

শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই দুর্ঘটনার পরে এক দিনের জন্য আমাদের Camp-এ এসে ছিলেন। মা'ই তা'কে মোটর পাঠিয়া আনান। তাঁরও মার সঙ্গে এই অপমৃত্যুর প্রসঙ্গের কথা উঠে। মা কবিরাজ মহাশয়কে প্রশ্ন করেন—কি বাবা, তোমার কি এ সব অপমৃত্যু বলে মনে হয়? উত্তরে কবিরাজ মহাশয় বল্‌লেন,—এই সময়ের সংযোগ, সকলের মানসিক ভাবের একমুখী গতি—মৃত্যু সময় যার যেরকম মনের ভাবনা সেই রকমই গতি হয় ত—কাজেই একে অপমৃত্যু বলে আমার মনে হয় না। অধিকন্তু এই বিশেষ মুহূর্ত্ত—মহাকুম্ভযোগ, প্রয়াগ তীর্থ, মাঘ মাস, কত মুনিঋষি মহাত্মার সমাবেশ,—মৃত্যুর অবশ্য কর্ম্মসূত্র থাকেই, কিন্তু এই সংযোগে সকলের মৃত্যু, আমার ত মনে হয় অপমৃত্যু ত নয়ই, বরং এদের কোন বিশেষ উর্দ্ধগতি লাভ হয়েছে। অপর এক সময় মার সঙ্গে কবিরাজ মহাশয়ের এ সম্বন্ধে আরও আলাপ হয়। কবিরাজ মহাশয় তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করে বলেন, আমার এরকম কয়েকটি ঘটনার কথা জানা আছে, যেখানে এই জাতীয় মৃত্যু ঘটে, কিন্তু মৃত্যু ঘটিবার পূর্ব্বক্ষণেই কোন বিশেষ কৃপার দ্বারা মৃতব্যক্তির আত্মাকে শরীর থেকে পৃথক্ করে উর্দ্ধগতি দিয়ে দেওয়া হয়। এখানেও কিন্তু আমার সেই কথা মনে হচ্ছে,—এখানেও যেন বিশেষ কোন কৃপা দৃষ্টির ফলে এই সব ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেই বিশেষ কোন উর্দ্ধগতির অধিকারী হয়েছে। মা যেন বিশেষ ভাবে কবিরাজ মহাশয়ের এই ধারণা সমর্থন ক'রলেন। কবিরাজ মহাশয় আরও বল্‌লেন, আমি পূর্ব্বে আরও তিনটি মহাকুম্ভে প্রয়াগে উপস্থিত ছিলাম, সে সব ক্ষেত্রেও লোকের ভীড় যে হয় নি তা নয়, কিন্তু এবার যেন এর একটা বিশেষ প্রভাব অনুভব হচ্ছে।

অপর একজন প্রশ্ন করল—তুমি যে বল্‌লে চাপা পড়ল, নিশ্বাস বন্ধ, তুমি কি শুধু যারা চাপা পড়ল তাদেরই মাত্র দেখলে?

মা—যারা বেঁচে গেল তাদেরও দেখা গেল, আর যারা চোখ বুজল তাদেরও দেখলাম। দেখছি কি বাবা, লোকের উপর লোক চাপা পড়ছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, কারও দম আটকে আস্‌ছে। কেউ চোখ বুজল আবার মেল্‌ল, কেউ আর চোখ মেললই না। যেখানে ঘটনাটা ঘটল, এমন হ'ল যেন এই শরীরটাই চাপা পড়েছে, আমারই যেন শ্বাসটি বন্ধ হয়ে আসছে—কুটিয়ায় শুয়ে শুয়েই দেখছি। এই বলে মা এমন হাস্‌লেন যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়।

প্রঃ—তোমার এটা হ'ল কেন ? তুমি কি তাদের কষ্টটা নিয়ে নিলে ?

মা—জগতের মত শ্বাস বন্ধের দিক্ এটা নয়। তোমাদের হাসিতে যেমন হাসি, তোমাদের কথায় যেমন কথা বলি—যেমন তেমন থেকেও। শ্বাস-বন্ধরূপে কে ? কষ্টরূপে কে ?

আর তাদের ভোগ নেওয়া এটা অন্য কথা। সব ক্রিয়াটা সবটাতে সম্ভব নয়ত।—কিন্তু সবটাই যেখানে সত্য—অসুখরূপেতে, কষ্টরূপেতে, এখানে হাসিটা যে খেলাটাও সে; আর শ্বাস-বন্ধটাও সে'ই—'তৎ'। সেই দিকের ক্রিয়াটা—এখানে ভোগের ভাগ নয়, কষ্টের ভাগ নয়,—সম। আবার এটা না হয়েও পারত, খেলা আর কি !

তোমাদের বলিনা, ওখানে কেন গেলে, শুধু শুধু কষ্ট পেলে—এটা বলা যা, না বলাও তাই যে। একমাত্র 'তৎ'—ভোগের ভাগের কথা নয়। যেখানে ভোগের ভাগ, ধরাধরির মধ্যে যতক্ষণ, ততক্ষণ কেউ কাউকে বল্‌ছে। ভোগ নিতে হয় সেটারও জায়গা আছে। ভোগ নেওয়া মানে ভাগ নেওয়া—যেখানে নেওয়া দেওয়ার কথা। মা আবার বল্‌লেন, 'শরীরটা অগ্নিকাণ্ডও দেখেছিল। কিন্তু আবার খেয়াল হল শান্ত হোক।

পরে কিন্তু আমরা খবর পেলাম রমাদির ছেলে tent-এ ধূপকাঠি জ্বালিয়া রেখেছিল। ঐ থেকে আগুন ধরে গিয়েছিল। ভাগ্যিস শীগ্‌গীর নিবিয়ে ফেলা হ'ল।

'কুম্ভে শরীরটা এলো কেন ?'—মা বল্‌ছেন—'প্রভা বন্ধু বলেছিল, তুমি কুম্ভে গেলে আমিও যাব'। প্রভা বন্ধুর মেয়ে বিলেতে মারা গেল। সেই সংবাদ পেয়ে তার কুম্ভে যাওয়া হল না, এ শরীরটার কুম্ভে আসা হয়ে গেল। কিন্তু প্রভা বন্ধু না এলেও তার মেয়ে ভস্মরূপে এসেছিল। ( তার মেয়ের ভস্ম সঙ্গমে দেওয়া হয়েছিল )

# মা বলেন—"যা আছে, তাই"

—"দাদু"—

সত্যিকারের ভালবাসার একটি রূপ মুক্তি। অনেকে হয়ত বলবেন—এ কেমন কথা—ভালোবাসা মানেই ত বন্ধন, ভালোবাসা মানেই ভালো করে বাসা বাঁধা, নীড় যত শক্ত হবে, ভালোবাসা ততই ত জমবে। অর্থাৎ, "আমার" যেখানে, দাবি-দাওয়া সেখানে থাকবেই, প্রত্যাশা থাকবেই সেখানে।

কিন্তু সত্যিকারের ভালোবাসা সত্যিই যে তা' নয়—মা আনন্দময়ীকে যিনি দেখেছেন তিনিই সাক্ষ্য দেবেন এ কথার। ভালোবাসা যেখানে প্রত্যাশার অপেক্ষা রাখে না, কেন্দ্রাভিমুখী করে না, ছড়িয়ে দেয়, কাছে টেনে রাখে না, কাছে-দূরের তফাৎ ঘুচিয়ে দেয়। নীলিমার সঙ্গে আকাশ যেমন ওতপ্রোত, সত্যিকারের সহ্য ভালোবাসার সঙ্গে মুক্তিও তেমনি ওতপ্রোত। এ ভালোবাসা কিছু পাওয়ার অপেক্ষা রাখে না, তাই হারানোর ভয় নেই; এ ভালোবাসা গণ্ডী দেয় না—তাই সীমাহীন। মার ভালোবাসা এমনি অজস্র, অবারিত, নৈর্ব্যক্তিক।

মায়েরই এক ভক্ত খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন কথাটি—"দীর্ঘকালের জন্যে হয়ত মা দূরবিদেশে যাবেন চ'লে, আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনা-কাতর অসংখ্য সন্তান চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। আনন্দময়ী তার নির্ম্মম প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন উদাসীন চোখের দৃষ্টি দিয়ে—মনে হয় যেন তার মধ্যে সমবেদনার লেশমাত্র নেই। "মার এই নিষ্ঠুর দুর্ব্ব্যবহারের রহস্য কি? সর্বনাশী হাসির লহর তুলে মা হয়ত জবাব দেবেন—'দুর্ব্যবহার ত তোমরাই কর বাবা! দুর্ব্যবহার মানে কি? না, দূর ব্যবহার। আমার কাছে দূরও নেই, নিকটও নেই।

"মা পাষাণী। কিন্তু এমন স্নেহের প্রতিমাও জীবনে কখনও দেখিনি। মার স্নেহের মধ্যে বিচার নেই, নেই কোনরকম ইতর-বিশেষ। মার স্নেহ পাওয়া যায় বিনা মুল্যে, বিনা সর্ত্তে-যদি চাওয়া যায়। এখানে চাওয়া এবং পাওয়া এক কথা। পায় সে, চায় যে। পায় ততোটুকু, চায় যতটুকু।... "তাঁর কোন সংকল্প নেই, সংস্কার নেই, সম্বন্ধ নেই। বোধ করি সেইজন্যই মায়ের ভালোবাসা বন্ধন সৃষ্টি করে না; মুক্তির সন্ধান দেয়। সকলকে কাছে টেনে এনে এতো মধুরতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখে।" মায়ের রূপ এমনিই—এ থেকে মায়ের সবটুকুর ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। পাড় ঘেরা পুকুরে সমস্ত আকাশটার ছায়া আসবে কেমন করে? খণ্ড যে—কেমন করে ধরবে সে পূর্ণতাকে। ভাবা যায় যদি বা কিছু, বলতে গেলে মুস্কিল দাঁড়ায় আরো—বাঁধাধরা ভাষার মধ্যে কুলোয় না সব।

মা নিজেই তার মীমাংসা করে দেন, বলেন—"যে যেমন দেখে"। যে যেমন চায়, যে যেমন ভাবে। কেউ দেখল পুকুর, কেউ দেখল মাছ, অর্জ্জুন দেখলেন শুধুই চোখটি। তোমার দেখা নিয়ে কথা, তোমার ভাবা নিয়ে কথা—মা আছেন

তাঁর সামগ্রিকতায়, কেউ নিয়ে এসেছে কলসী, কেউ নিয়ে এসেছে বাটি, যার যেমন পাত্র তার তেমনি পাওয়া।

এইটেই ঠিক, ওইটে ঠিক নয়—এমন কথা মা বলেন না কখনো। বলেন, "দুই সত্য", যে, যে অবস্থা থেকে দেখে। সত্যিই ত', যিনি সবই হয়ে আছেন—সেখানে ভেদ থাকে কি করে,এইটে সত্যি, ওইটে মিথ্যে—এ কথার অবকাশ থাকে কোথায়!

মা বলেন—"যা আছে তাই", 'What is—Is', বলেন—"সংশয় আসা স্বাভাবিক। কিন্তু চমৎকার এই—সেখানে যে আলাদা দাঁড়াবার জায়গাই নেই" —"In that vision, there is no room for di-vision." পূর্ণতায় দ্বিধা নেই,—সংশয় থেকেই আসে দ্বিধা,—আবার, বিশ্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে-থাকা মনের সংশয় আসাই স্বাভাবিক।

পূর্ণতায় স্থিতি পেয়েছেন মা—তাই একভাব মায়ের, আবার রূপবৈচিত্র্যও মায়ের। নির্বৈচিত্র্য আর বহুরূপিতা এক হয়েছে মায়ের কাছে। —"গতিও যা', স্থিতিও তা'"—মা বলেন। মা যে স্থিতি-গতির পারে। মার সঙ্গে যিনি থাকবেন, প্রতিক্ষণেই, অনেক কিছুই হয়ত, বলার থাকবে তাঁর। কিন্তু যিনি সব কিছুতেই ফুটে আছেন সব সময়—তাঁকে আর নতুন করে ফুটিয়ে তোলা যাবে কি করে?

মা বলেন—"যা আছে তাই"।

# मातृ-वाणी

[ विभिन्न समयों में विभिन्न लोगों के पत्रों के उत्तरों में श्री श्री माँ ने जो सब उपदेश वचन दिये हैं उनके संक्षिप्त अंश ]

## सत्संग

( २२ )

सत्संग प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिये। सत्संग से सुबुद्धि बढ़ती है। जितना अधिक सत्संग होता है उतना ही अधिक कल्याण होता है।

( २३ )

जब तक बाहर सत्संग के लिए अनुकूल अवसर प्राप्त न हो तब तक सबके हृदय में जो वास करते हैं उन वासुदेव भगवान् की भावना करनी चाहिये। उस सङ्ग से अपने को तैयार करना चाहिये। जिनके अनुष्ठान से सद्भाव की प्राप्ति होती है, उन्हीं अनुकूल कर्म आदि का ग्रहण करना उचित है।

## गुरु की आवश्यकता

( २४ )

मास्टर और प्रोफेसर यदि न रहें तो जैसे विश्वविद्यालयों की विद्या प्राप्त नहीं होती वैसे ही गुरु के न रहने पर ब्रह्मविद्या की प्राप्ति नहीं होती। आध्यात्मिक उन्नति, मुक्ति, जो कुछ भी कहो सबकी यही समस्या है।

( २५ )

जिस प्रकार भी हो गुरु की कृपा आवश्यक है। जब तक गुरुजी की प्राप्ति न हो तब तक मनुष्यमात्र का ही यह कर्तव्य है कि सब रूप भगवान् के रूप हैं, सब नाम भगवान् के नाम हैं, सब भाव भगवान् के भाव हैं इस भाव से उन्हें पुकारे और उन्हें पाने की चेष्टा करे।

## विपत्ति के समय के कर्तव्य—

( २६ )

बाबा को सूचित कर दो कि वर्तमान के अनुसार ही उनका ( भगवान् का ) प्रकाश होने वाला । है सभी से कह दो कि केवल धैर्य का अवलम्बन कर सब विषयों में उनके ऊपर निर्भर रहें।

( २७ )

सब रूपों में, सब वस्तुओं में वे ही तो हैं जिस समय जो हुआ है, हो रहा है उसे वे ही कराते हैं, करते हैं, वे ही सुनते हैं। सब विषयों में केवल उन्हीं के ऊपर निर्भर रहना चाहिये।

( २८ )

विपत्ति मनुष्य के ऊपर ही तो आती है। वीर पुरुष के समान धैर्य और शौर्य का अवलम्बन करना चाहिये। अपने विधान को वे ही जानते हैं उन्हीं की शरण गहने की चेष्टा करनी चाहिये।

( २९ )

वासना ही दुःख की जड़ है, भगवान् को पाने की इच्छा ही सुख है। भगवान् धो पोंछ कर अपनी गोद में लेते हैं या नहीं। यह कष्ट सुख के लिये है। सदा इसका ध्यान रखना चाहिये।

( ३० )

सहसा कोई काम नहीं करना चाहिये—धैर्य का अवलम्बन करना चाहिये। भगवान् जो दे देते हैं, उनका दान समझ कर माथा झुका कर उसे लेने की चेष्टा करनी चाहिये।

( ३१ )

भगवान् अक्सर विपत्ति से विपत्ति का नाश करते हैं। सब अवस्थाओं में उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिये।

भगवान के नाम से कभी किसी की हानि नहीं होती। कर्म के योगायोग से जिसका जितना भोग हो। ठाकुर का नाम लेने पर सभी कामों में मंगल होता है।

( ३२ )

भगवान् जब जहाँ जिस प्रकार रखते हैं सभी मंगल के लिए ही होता है। उनके ऊपर निर्भर रह कर सदा चलने की चेष्टा करनी चाहिये। वे चालक, पालक और सर्वस्व हैं।

( ३३ )

विपत्तिकाल में धीरज रखना चाहिये। आपत्ति विपत्ति मनुष्य को ही प्राप्त होती है। उसमें जो कर्मवीर हो सकता है वही विजयी होता है। समय सदा एक-सा नहीं रहता। उस समय को भगवान् के ऊपर विशेषरूप से निर्भर होकर काटने की आवश्यकता है। कौन जानता है वे किस विपत्ति से किस विपदा का निवारण करते हैं। किसी किसी समय वे विपदा से ही विपदा को हरते हैं। इसीलिए उनका नाम विपद्भञ्जन है।

# श्री श्री माँ की अमर-वाणी

( महामहोपाध्याय श्रीयुक्त पं० गोपीनाथ कविराज एम्. ए. डी. लिट्. कृत व्याख्या सहित )

## ( चार )

*प्रश्न*—प्रारब्धजनित शरीर जब तक रहता है तबतक अज्ञान का लेश रहता है या नहीं ?

*माँ*—सब कुछ जला सकता है, क्या लेश को (अविद्या लेश को) नहीं जला सकता ! हाँ किसी स्थान में लेश रहता है, मगर एक स्थान है जहां लेश का प्रश्न ही नहीं रहता।

*प्रश्न*—कहा जाता है कि ज्ञानी का शरीर दूसरे के प्रारब्ध को लेकर दूसरे की इच्छा से वर्तमान रहता है।

*माँ*—स्व इच्छा, पर इच्छा, अनिच्छा यह इच्छा का बन्धन नाना प्रकार से है यह अलग कथा है ही। जहां पर स्वरूपस्थिति है वहां इच्छा,अनिच्छा का स्पर्श रहने पर समझना होगा कि किसी न किसी प्रकार की अधीनता रह गई है। सोचो न, जहां विदेह है वहां देही देह देखता है। यदि कहो कि शरीर रहेगा नहीं, शरीर क्या ज्ञान का बाधक है ? जहां स्वरूप का प्रकाश है, वहां तो देह का प्रश्न नहीं है। वहां कौन या कुछ किसी बात का संभव नहीं है।

*प्रश्न*—ज्ञान से यदि सब कुछ जल सकता है तो शरीर का जलना भी उचित है—किसी का यह मत है।

*माँ*—अवश्य, शरीर को जलाता है इसमें क्या सन्देह ? शरीर में जो परिवर्तन हो जाता है समझो वही जल रहा है। तुमने जो कहा है। यदि मत की बात कहो तो, मत जहां पर है वहां पर पद देगा, पद पर खड़ा करायेगा। किन्तु जहां स्वरूप-प्रकाश है वहां शरीर के रहने न रहने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

*प्रश्न*—नित्य लीला क्या है ?

*माँ*—नित्य कहने से क्या समझते हो ?

*एक व्यक्ति*—जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति इनमें से किसी भी अवस्था में जिसका बाध नहीं होता है, वही नित्य है ऐसा हमने सुना है।

*गंगा दीदी*—द्वैत, अद्वैत सभी नित्य हैं, केवल दृष्टिकोण का भेद है। यदि दृष्टिभेद माना जाय तब तो भेद में अनित्यता आ पड़ेगी।

*माँ*—इस दृष्टि का त्याग कर देने पर जहां पर पूर्णता की पराकाष्ठा, उत्कर्ष की चरम सीमा है वहां द्वैत अद्वैत यों भेद कैसे करते हो ? जो जिज्ञासा कर रहे हैं वे दो देखते हैं और जो साधन कर रहे हैं वहां दो तो हैं ही; मगर लक्ष्य एक में है। समझो न, जो द्वैत हैं वे ही अद्वैत हैं-जैसे जल और बरफ।

*प्रश्न*—बरफ जलमात्र ही नहीं है, अर्थात् बरफ में और कुछ मिलाने की जरूरत पड़ती है।

*माँ*—उपमा सर्वांश में एक नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि गल कर जो जल हुआ है केवल उतने मात्र में दृष्टि है। एक स्थान है जहां द्वैत अद्वैत के प्रश्न के लिए अवकाश नहीं है। जिसकी दृष्टिभङ्गी है वह जिस समय जो दृष्टि रहती है उस दृष्टि से कहता है। परन्तु जहां पर 'एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति' है, वहां पर दूसरा कुछ भी शेष नहीं रहता। द्वैत और अद्वैत का विभाग तुम अपनी देहदृष्टि से करते हो। देह माने जहां पर लाओ लाओ है।

दूसरी एक बात और है, इन उन पांचों की

दृष्टि में से किसी की भी दृष्टि में 'तत्' के सिवा और कुछ प्रतिभासित होता है तो समझना चाहिये कि वहाँ पर अविद्या है। यदि कहो एक विष्णु है, पर सर्वत्र विष्णु का दर्शन नहीं होता, तब हुआ क्या? और यदि कहो शब्दब्रह्म, तो उस दशा में ब्रह्म कहो, विष्णु कहो, शिव कहो, वही तो है स्थान स्थान पर, जहां पर जिस प्रकार से प्रकाश की आवश्यकता है, विद्यमान हैं। सब नाम उनके नाम हैं, सब रूप उनके रूप हैं, सब गुण उनके गुण हैं। अनामी और अरूपो भी वे ही हैं।

एक स्थिति है जिसमें वे रूप धारण करें या न करें—जो सो ही हैं। वहाँ पर वाक्य के द्वारा किसका प्रकाश किया जायगा? और किसी स्थान में हैं प्रकाश भी हो सकता है अपना अपने से। फिर कभी उनका प्रकाश नहीं होता है—किसके निकट होगा? रूप नहीं, गुण नहीं, वाक्य से क्या वर्णन करेगा? जहां पर इसका कुछ भी छूटता नहीं, वहां पर अद्वैत को अटकाएँगे कहां? उस स्थिति में उनसे भिन्न और कुछ भी नहीं है, जो हैं वही, वहां पर क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे—वाक्य से अप्रकाश जिस जिस स्थिति में है वहीं से ही बात करते हैं न। जो कुछ भी कहे उन्हीं की कथा है, उन्हीं का गान है और उन्हीं के निकट है। वहां पर कोई कुछ भी अटकता नहीं है। यदि अटक जाय तो अज्ञान रह गया। वास्तव में तो वही वही वही। समझो न, मक्खन का खिलौना बनाया है, जहां पर उसे पकड़ो सभी जगह मक्खन है—आकार, प्रकार, प्रकाश, जो भी है सब मक्खन। जरा सा मक्खन हटाने पर दगार पड़ जायगी—अतएव जहां पर विभाग-बंटवारे का प्रश्न नहीं है। प्रश्न जो नित्य लीला की बात कही गई है वह भगवान् अपने साथ स्वयं क्रीड़ा करते हैं। भगवान् जहां कहा गया है उनकी जो लीला है वह अनित्य नहीं हो सकती। ये जो सर्वशक्तिसम्पन्न भगवान् हैं, उनकी अनन्त लीलाएँ हैं और अनन्त क्रीड़ाएँ हैं। अनन्त में अन्त, अन्त में अनन्त। वे स्वयं हैं, वही जो स्वयं, अपने साथ अपने में लीला कर रहे हैं, वह नित्य लीला है। उसी स्थान में जिसमें प्रकाश है। सब चिन्मय राज्य का व्यापार है न। वहां का विभाग भी चिन्मय है, क्योंकि अप्राकृत है। अद्वैत जो कहते हो वह तो द्वैत रखकर ही है। वहां यदि माया है कहो तो, हां माया है, यदि कहो माया नहीं है, तो हां माया नहीं है। कुछ भी छोड़ा नहीं जायगा, सब कुछ खप जायगा। अद्वैत की धारणा नहीं होती है वह भी सत्य है, जो धारणा होने योग्य होता है वह भी सत्य है, यही तो है। यह जो द्वितीय या द्विधा है यह द्विधा ही वहां नहीं है। मिथ्या का मिथ्या हो जाना। यह जो जीव जगत लेकर अद्वैत कहा है—यदि अद्वैत है तो जीव जगत् क्या है? इस दिशा में यह बात कहां है? जहां पर शुद्ध अद्वैत है वहां पर दो के लिए फिर अवकाश कहां है? फिर इस तरह भी बात होती है—यत्र जीवस्तत्र शिवः, यत्र नारी तत्र गौरी। उस दृष्टि से यहां पर भावना करके देखो। हां, किन्तु जहां से जो जो कुछ कहो सब कुछ ठीक है। कोई भी उसे अटकाएगा नहीं। माया भासती है कहो, चाहे न कहो—कहने का स्थान नहीं है। जहां पर कथन

होता है नहीं भी होता, देखते हो नहीं भी देखते हो, यहां पर दृष्टि-भङ्गी है। परन्तु जहां पर 'तत्' है वहां दृष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता। अनजान से आवरण के कारण जिज्ञासा होती है। जबतक स्वरूप में स्थिति न हो तब तक जिज्ञासा होना स्वाभाविक है।

भासता है कहने पर ऊँच नीच सभी बातें प्रतीत होती हैं। वहां क्या है क्या नहीं है। जहां उतरने चढ़ने की बात रहती है उस स्थिति को क्या कहोगे? दिशा रही, कहोगे न? पर उतरना चढ़ना कहने पर ऐसा स्थान है--कहां उतरता है? अपने निकट ही वे उतरते हैं। जो चढ़ना है, वही उतरना भी है। जो उतरते हैं, वे ही चढ़ते हैं। उतरने चढ़ने की क्रिया भी वे ही हैं। उतरना यदि कहो तो वे तो खण्डित होते नहीं हैं। अग्नि को इधर उधर देखते हो, किन्तु वह जो है वही है; अग्नित्व नित्य जिस प्रकार से है समझो। उपमा तो सर्वांश में होती नहीं है। जो उतरते हैं, जहां से उतरते हैं और जहां उतरते हैं—ये सभी एक हैं। इनके सिवा और कुछ भी नहीं है।

*प्रश्न*—यदि वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में रही तो ऐसी स्थिति में उतरना चढ़ना क्या है?

*माँ*—तुम लोगों की सांसारिक दिशाओं में से एक दिशा की दृष्टि है अतएव यह बात उठती है। वह जो चरम-परम हैं, वहां यह प्रश्न ही नहीं उठता है। किसी स्थान में उतरना या चढ़ना होता है—भगवान् तो अवतीर्ण होते हैं ऐसा तुम कहते हो। लेकिन अवतरण का प्रश्न ही नहीं है—जिस स्थान में हैं उसी स्थान हैं। वहां सब कुछ संभव है। समझ में आता तो है पर पूर्ण रूप से गृहीत नहीं होता है। प्राप्त फिर किसे करेगा, विद्यमान ही तो है। जिसे पाता है वही तो फिर जाता है। जो नित्य है उसके प्रकाश के लिए ही विधान है, विभिन्न मार्ग हैं। लेकिन देखो, मार्ग भी खतम हो जाते हैं। अर्थात् जिस कल्पना द्वारा तुम्हारी कल्पना दूर होगी उसे ग्रहण करो। अर्थात् कल्पनातीत होने पर तुम वास्तव में जो हो उसी का प्रकाश होगा।

पर चमत्कार यह है कि चाहना ही स्वभाव है, वास्तव में जो स्वरूप ज्ञान, आनन्द है, उसी को चाहना। क्रीड़ा करने के बाद घर लौट जाना ही स्वभाव है। क्रीड़ा का मैदान भी उन्हीं का है। बन्धु बान्धव भी उन्हीं के हैं, सब कुछ वे ही हैं। अज्ञान तो चाहते नहीं हो, अमृत चाहने का स्वभाव है—मृत्यु की क्या फिर चाहना होती है? जगत की गति अज्ञान का ज्ञान है। यहां पर भी देखा जाता है, घर बनाता है मजबूत, जिस प्रकार दीर्घकाल तक रहे—स्थिति चाहता है, वह भी सत्य है। यद्यपि मिथ्या समझ कर कभी फेंक देता है, किन्तु अच्छा नहीं लगता है।

अभाव न रहे यह चाहना ही मानव स्वभाव है। किसी एक नूतन पदार्थ पर दृष्टि पड़ने पर 'यह क्या है', खोज करना तुम्हारा स्वभाव है।

एक कपड़ा प्राप्त होने पर यह अधिक दिन तक टिके, जल्दी नष्ट न हो—अनन्त चाहना स्वभाव है। तुम वास्तव में जो हो उसका प्रकाश होने के लिए तुम्हारा चाहने का स्वभाव है। वहां नित्य, सत्य, अनन्त ज्ञान है। उसके लिए तुम्हारे मन को अनित्य में, असत्य में, अज्ञान में, अन्त में अच्छा नहीं लगता है। तुम जो हो उसका प्रकाश चाहना ही तुम्हारा स्वभाव है।

# व्याख्या—

## १—स्वरूपस्थिति और प्रारब्ध कर्म

साधारणतः कहा जाता है कि ज्ञान का उदय होने पर सञ्चित कर्म जल जाते हैं एवं क्रियमाण कर्म कर्ता का स्पर्श नहीं कर सकते, किन्तु प्रारब्ध कर्मका निराकरण नहीं होता, वह एकमात्र भोग से ही निवृत्त होता है। भोग पूर्ण होनेपर प्रारब्ध कर्म नहीं रहता, इसलिए प्रारब्धजनित देह भी नहीं रहता। देह-पात होनेपर मनुष्य को विदेह कैवल्य प्राप्त होता है। यही वेदान्तादि शास्त्रों का साधारण सिद्धान्त है।

माँ कहती हैं—'स्वइच्छा, पर-इच्छा, अनिच्छा यह इच्छा का बन्धन नाना रूपसे अलग कथा है ही।' यहाँ पर माँ ने वेदान्तके प्रचलित सिद्धान्त का अनुसरण किया है। वेदान्त में कहा है—इच्छाऽनिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्। (पञ्चदशी ७।१५२)

कोई प्रारब्ध भोगकी इच्छा उत्पन्न कर भोग कराता है, कोई प्रारब्ध भोग की इच्छा न रहने पर भी भोग कराता है एवं ऐसा भी प्रारब्ध है जो अन्य की इच्छा से भोग कराता है। अपथ्य सेवन करनेवाला रोगी जो अपथ्य सेवनकी इच्छा करता है वह यह अपथ्य सेवन रोगवृद्धि और जीवन-नाश का हेतु है यह जानते हुए भी करता है। उसका प्रारब्ध कर्म ही उसके चित्त में इस प्रकारका कर्म करने की इच्छा उत्पन्न करता है। चोरी आदि अनुचित कर्म करने पर दंड अवश्य मिलेगा ऐसा ज्ञान रहने पर भी चोरकी चोरी करने में प्रवृत्ति होती है। उसका प्रारब्ध कर्म ही उसमें इस प्रकारके कार्य में प्रवृत्त होने की इच्छा पैदा करता है। लम्पट पुरुष लम्पटता के कारण मैं शूली पर लटका दिया जाऊँगा, यह जानता हुआ भी स्वेच्छा से व्यभिचार करने के लिए उद्यत होता है, यहाँपर भी उक्त इच्छा में उसका प्रारब्ध कर्म कारण रहा यह मानना होगा। तीन प्रकार के प्रारब्धों में यह इच्छा-प्रारब्ध अत्यन्त भीषण है। बड़े-बड़े आचार्यों ने कहा है कि ईश्वर भी उसका निवारण नहीं कर सकते*।

गीता में भगवान्‌ने कहा है,—"ज्ञानवान् पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुरूप चेष्टा करते हैं।" जिस प्रारब्ध कर्म से उनका शरीर बना है उसका उल्लंघन कर वे किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते। उस प्रकृति का नियन्त्रण करने की चेष्टा करने से कोई फल हासिल नहीं होता। पुराण आदि में वर्णित राजा नल और युधिष्ठिर की जीवनी से ज्ञात होता है कि तीव्र प्रारब्ध अथवा अवश्यंभावी भाव को रोकना सहज नहीं है। नल और युधिष्ठिर जुआ खेलने का परिणाम अनिष्टकारी है यह जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त हुए थे एवं रामचन्द्रजी सुवर्णमय मृग का होना असंभव है यह जानते हुए भी उसके अनुसरण में प्रवृत्त हुए थे।

---

* श्रीमद्विद्यारण्य स्वामीजी का इस प्रकार का मत है। इसे एक प्रकार से अर्थवाद वाक्य के तुल्य समझना चाहिये। क्योंकि पूर्ण स्वातन्त्र्य सम्पन्न परमेश्वर की इच्छा अप्रतिहत है। उनकी इच्छा होनेपर असम्भव भी संभव हो सकता है। श्रीरूप गोस्वामी ने भक्तिरसामृत-सिन्धु में श्री भगवान् का भक्तप्रारब्धध्वंसी कह कर उल्लेख किया है। अर्थात् यदि स्वयं भगवान् भक्त के लिए प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्तका अत्युत्कट प्रारब्ध भी निवृत्त हो जाता है यही उनका अभिप्राय है। अस्तु, इच्छा प्रारब्ध किसी साधारण उपाय से निवृत्त नहीं हो सकता, इसीमें विद्यारण्य स्वामी का तात्पर्य है।

अनिच्छा प्रारब्ध उससे भिन्न है। प्रायः अपनी इच्छा न रहने पर भी प्रारब्ध वश बाध्य होकर भोग करना पड़ता है अथवा नूतन कर्म में लगना पड़ता है।

स्वेच्छा एवं अनिच्छा इन दोनों ही प्रारब्धों से परेच्छा प्रारब्ध भिन्न है। वहाँ पर अपनी व्यक्तिगत भोगेच्छा के रहने अथवा न रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। केवल दूसरे की इच्छा से, दूसरे की प्रसन्नता के लिए बाध्य होकर सुख-दुःख भोग करना पड़ता है। शास्त्रानुसार इसे परेच्छा प्रारब्ध का फल समझना चाहिये।

इस विचार धारा के अनुसार प्रारब्ध वश ज्ञानी व्यक्ति की भी इच्छा रह सकती है एवं उसके कारण भोग होना भी असंभव नहीं है। फिर भी उस इच्छा को भुने हुए बीज के तुल्य समझना चाहिये। जैसे भुने हुए बीज से अंकुरोत्पत्ति नहीं होती वैसे ही उस इच्छा से भी उत्कट व्यसन पैदा नहीं होते।

सुख और दुःख का निमित्त कारण प्रारब्ध कर्म है, यह पहले कहा गया है। इसका वेग चार प्रकार का है ऐसा शास्त्रकारों ने निर्णय किया है। इन चार वेगों के नाम क्रमशः तीव्र, मध्य, मन्द और सुप्त—इस प्रकार से शास्त्र में निर्दिष्ट हैं। द्रष्टव्य-अनुभूतिप्रकाश (४।७४-७८)। जिस समय वेग तीव्रतम होता है उस समय उक्त प्रारब्ध के भोग के समय जीवन्मुक्त पुरुष को भी पशु आदि के तुल्य आत्मविस्मृति हो पड़ती है। तीव्र प्रारब्ध को स्वेच्छा तीव्र, परेच्छा तीव्र और अनिच्छा तीव्र भेद से तीन प्रकार का समझना चाहिये। पौराणिक साहित्य में इनके प्रत्येक के उदाहरण दिखलाये गये हैं। स्वेच्छा तीव्र प्रारब्ध के उदाहरण सोभरि मुनि हैं। सौभरि मुनि सुदीर्घ काल तक जल के अन्दर गाढ़ समाधि में मग्न रहे, पीछे यथासमय समाधि से व्युत्थित होकर मछली के बच्चों की परस्पर क्रीड़ा देख कर वे विचलित हो पड़े। उस समय उनके चित्त में इस प्रकार की क्रीड़ा का भाव जाग उठा। कारण कि उस समय वे आत्मविस्मृत थे, इसलिए उनकी स्वाभाविक आत्मप्रीति दबी थी। उस समय जल से उठ कर उन्होंने राजा मान्धाता की ५० कन्याओं के साथ विवाह किया। अपनी असाधारण योगशक्ति के प्रभाव से कायव्यूह रचना कर ५० अलग अलग स्वरूप धारणपूर्वक वे ५० कन्याओं के साथ विहार में निरत हुए। चन्द्रमा गुरु के शाप से क्षयरोग से ग्रस्त हुए थे। एवं फिर गुरु की कृपा से वृद्धि को प्राप्त हुए। उसके कारण कृष्ण और शुक्ल पक्ष के भेद से उन्हें क्रमशः क्षय और वृद्धि दोनों की ही प्राप्ति करनी पड़ती है। माण्डव्य ऋषि समाधि-काल में ही शूली पर चढ़ाये गये थे तथा व्युत्थित होकर उन्होने प्रारब्ध फल का अनुभव किया था। इनका विस्तृत विवरण विभिन्न पुराणों में दिखाई देता है।

मध्यवेग प्रारब्ध भी स्वेच्छा आदि के भेद से तीन प्रकार का है। स्वेच्छा प्रारब्ध के उदाहरण राज्यसिंहासन पर अभिषिक्त राजा अजातशत्रु हैं। वे राज्य का भोग करते थे, यह सत्य है, किन्तु बीच-बीच में राज्य से अवसर ग्रहण कर आत्मचैतन्य की स्मृति में डूबे रहते थे। परेच्छा प्रारब्ध के उदाहरण राजा शिखिध्वज हैं। वे तत्त्वज्ञानप्राप्ति के अनन्तर भी रानी चूड़ाला की इच्छा से राजकाज में प्रवृत्त हुए थे एवं उन्होंने राज्यसुख का भोग किया था। अनिच्छा प्रारब्ध के उदाहरण भगीरथ हैं। वे मुक्त श्वेत हस्ती से माला प्राप्त होने के कारण दूसरे के राज्य में अभिषिक्त हुए थे।

मन्दवेग प्रारब्ध भी तीन प्रकार का है। उनमें से ऋषभ के कवि आदि नौ पुत्र स्वेच्छा प्रारब्ध भोग के उदाहरण हैं। वे सभी योगी थे, इसलिए राजोचित भोग विलास का त्याग कर आत्मानुसन्धान में रत हुए थे। परेच्छा प्रारब्ध के उदाहरण ध्रुव हैं। वे नारदजी के उपदेश से भगवद्दर्शन प्राप्त कर तज्जन्य आत्मसुख को प्राप्त हुए थे। अनिच्छा प्रारब्ध के दृष्टान्त वामदेव आदि ऋषि हैं। वे माता के गर्भ में रहते समय ही तत्त्वज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हुए थे।

CC0. In Public Domain. Shri Shri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

सुप्तवेग प्रारब्ध में परेच्छा और अनिच्छा प्रारब्ध के उदाहरण देखने में आते हैं। प्रथम के उदाहरण विन्ध्यपर्वत हैं, जिनका प्रारब्ध वेग अगस्त्य मुनि की इच्छा से स्तम्भित हुआ था। दूसरे की उदाहरण स्वयं पृथिवी हैं, जिनका प्रारब्ध भोग आविर्भाव काल से ही सुप्त रहा है।

यह जो चौथे प्रकार में जीवन्मुक्त लोगों की बात कही गई है, उन लोगों का प्रारब्ध वेग सुप्त रहता है, इस कारण वे अबाधित रूप से निरवच्छिन्न निर्विकल्प समाधि के आनन्द का उपभोग किये जाते हैं। वे विदेह मुक्त न होने पर भी विदेह मुक्तों के समान द्वैतहीन हैं।

अतएव पूर्वोक्त विवरण के अनुसार प्रारब्ध कर्म को बारह प्रकार का समझना चाहिये।

माँ इच्छा, अनिच्छा, परेच्छा आदि सभी प्रारब्धों के विभाग स्वीकार करती हैं। किन्तु वे जो कहती हैं उसका तात्पर्य यही है कि जीव की ऐसी भी एक स्थिति है जहाँ प्रारब्ध कर्म भी संचित कर्म के समान ज्ञानोदय के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध न रहने पर यदि प्रारब्ध जनित देह न रहे तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जिस महाज्ञान के प्रभाव से प्रारब्ध तक नष्ट हो जाता है उसी की शक्ति से देह में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, यहाँ तक कि उसका सम्पूर्ण रूपान्तर संघटित हो जाता है। इसे एक प्रकार से देह का नाश माना जा सकता है। किन्तु माँ कहती हैं, यह भी स्वरूप के प्रकाश की स्थिति नहीं है। जिस स्थिति में स्वरूप का प्रकाश अनवच्छिन्न रहता है उसमें देह के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। शुद्ध या परिवर्तित देह भी तो देह ही है। यहाँ भी देह-बोध का प्रश्न रह गया। किन्तु यथार्थ स्वरूप-प्रकाश में देह है या नहीं यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता। क्योंकि उस स्थिति में रहने न रहने के बीच कोई अन्तर नहीं है।

ज्ञान की तीव्रता के तारतम्य के अनुसार प्रारब्ध की सत्ता और क्रिया नियन्त्रित होती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रचलित सिद्धान्त किसी एक विशिष्ट दृष्टि का अनुसरण करके निर्धारित हुआ है। यदि ज्ञान अत्यन्त तीव्र एवं उत्कट होता है तो उसके तेज से प्रारब्ध कर्मों का भी विनाश हो सकता है, यह गीता में स्पष्ट ही कहा गया है। क्योंकि उसमें लिखा है कि सुसमिद्ध ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को भस्म कर डालती है। यह कहना व्यर्थ होगा कि प्रारब्ध भी सब कर्मों के अन्तर्गत है। सञ्चित कर्म जिस अविद्या अथवा अज्ञान का अवलम्बन कर विद्यमान रहते हैं प्रारब्ध कर्म का उपजीव्य भी वही अज्ञान है। अज्ञान के एक ओर से सञ्चित कर्म का उद्भव होता है और दूसरी ओर से जन्म, आयु तथा भोग के नियामक प्रारब्ध का उदय होता है। पहला अज्ञान का आवरण अंश है एवं दूसरा उसका विक्षेपांश है। प्रचलित मत से अज्ञान के आवरणांश के हटने के साथ ही मुक्ति का पूर्वरूप जाग उठता है। प्रारब्ध कर्म जीवन्मुक्त के भोग के निमित्त के रूप में विद्यमान रहता है। प्रारब्ध रहने पर भी इस मत में उससे जीवन्मुक्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती[*]।

जीवन्मुक्ति एकमात्र तत्त्वदर्शन से आविर्भूत नहीं होती है। क्योंकि वासना-क्षय और मनोनाश हुए बिना तत्त्वज्ञान के उदित होने पर भी बुद्धिक्षेत्र में स्वरूप प्रकाश का होना सम्भव नहीं है। शरीर प्रारब्ध कर्म का फल है, उसके रहने पर भी मनोमय कोश एवं प्राणमय कोश के

---

[*] सिद्ध आचार्यगण अर्थात् रसायनसिद्ध, नाथमार्ग में सिद्धि प्राप्त अथवा अन्य प्रकार के कायसिद्ध पुरुष जीवन्मुक्ति के जिस आदर्श को स्वीकार करते हैं उसमें प्रारब्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। यह प्रचलित वेदान्त-मत नहीं है, यह कहने की आवश्यकता नहीं।

भली भांति विशुद्ध होने पर जीवन्मुक्ति का उदय अवश्यंभावी है।

तान्त्रिक आचार्य कहते हैं कि पौरुष ज्ञान एवं बौद्ध-ज्ञान के भेद से जैसे ज्ञान दो प्रकार का है, वैसे ही अज्ञान भी पौरुष और बौद्ध भेद से दो प्रकार का है। जीव अथवा पशु अनादि काल से पौरुष अज्ञान से आच्छन्न है। यद्यपि अद्वैत मत में यह अज्ञान स्वेच्छागृहीत तिरोधान शक्ति का खेल है, तथापि जब तक स्वेच्छा-मूलक अनुग्रह शक्ति का व्यापार नहीं होगा तब तक उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। सद्गुरु यथाविधि दीक्षा के द्वारा उस अनुग्रह शक्ति का सञ्चार करते हैं। उससे पशु अथवा जीव का पौरुष अज्ञान निवृत्त होता है। जीव की व्यक्तिगत साधना अथवा अन्य किसी प्रकार के उपाय के अवलम्बन द्वारा पौरुष अज्ञान की निवृत्ति की सम्भावना नहीं है। वह एकमात्र गुरुकृपा सापेक्ष है, किन्तु पौरुष अज्ञान की निवृत्ति होने पर भी अर्थात् पशुत्व के स्वरूपतः निवृत्त होने पर भी साधक 'शिवोऽहम्' रूप से अनुभव नहीं कर सकता, अर्थात् जीवन्मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कारण कि पशुत्व के निवृत्त होने पर भी पशुत्व निवृत्ति की अनुभूति तब तक नहीं हो सकती जब तक चित्त अथवा बुद्धिनिर्मल न हो उसके लिए विधिपूर्वक साधना की आवश्यकता है। साधना से चित्त प्रसन्न होता है और बौद्ध ज्ञान का उदय होता है। बौद्ध ज्ञान का उदय होने पर बौद्ध अज्ञान निवृत्त हो जाता है। तब जीव, जो वास्तव में शिव रूपी ही हैं, उसका प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कर सकता है, यही जीवन्मुक्ति है। उस समय भी प्रारब्ध कर्म रहता है एवं उसका फलस्वरूप भोगाभास भी रहता है। भोग की निवृत्ति तथा प्रारब्ध की निवृत्ति हो जाने पर पौरुष ज्ञान का उदय होता है एवं साधक शिवभाव से स्वरूप स्थिति प्राप्त करता है।

वेदान्त मत तथा तान्त्रिक मत दोनों ही मतों में जीवन्मुक्ति की विशिष्टता देखी जाती है। वेदान्त में तत्त्व-ज्ञान के अनन्तर चित्त के परिकर्म और वासना की निवृत्ति जब तक नहीं होती तब तक जीवन्मुक्ति नहीं होती; किन्तु विदेहमुक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती, कारण कि जीवन्मुक्ति न होने पर भी देहान्त में कैवल्य अवश्यंभावी है। तान्त्रिक मत में दीक्षा के द्वारा पौरुष अज्ञान की निवृत्ति अर्थात् पशुभाव (पशुत्व) के हट जानेपर भी जीवन्मुक्ति का उदय नहीं होता। क्योंकि पशुभाव की निवृत्ति का अनुभव देहस्थिति काल में बुद्धिक्षेत्र में ही हो सकता है। जब तक बुद्धि परिमार्जित नहीं होती तब तक उक्त अनुभव का उदय नहीं हो सकता। इस कारण दीक्षा का महत्त्व होने पर भी जीवन्मुक्ति के लिए साधन की आवश्यकता होती है।

## १--पूर्ण सत्य में द्वैताद्वैत का विभाग नहीं है।

पूर्ण सत्य में कल्पना का स्थान नहीं है। जब तक देह-दृष्टि है तब तक सीमाबद्ध भाव रहता है, इसलिए मन कार्य करता है एवं कल्पना का उदय होता है। इस पूर्ण सत्यका मां ने अपनी अनुपम भाषा में 'चरम परम' के नाम से उल्लेख किया है। जो बाहर से इस सम्बन्ध में आलोचना करता है वह द्वैतभूमि में रहकर अद्वैत तत्त्व को समझने की चेष्टा करता है। अद्वैत की चर्चा करने पर भी उसका लक्ष्य द्वैत में ही रहता है। देहात्म बोध से जब तक छुटकारा नहीं मिलता तब तक यही स्वाभाविक है। किन्तु जो अद्वैत का साधक है उसका लक्ष्य एक में ही बँधा रहता है। वह बहुत में एक को ही देखने की चेष्टा करता है— बहुत में जो एक अनुस्यूत है उस एक में ही उसका लक्ष्य रहता है। वह देखता है कि एक ने ही अनन्त रूपों में, अनन्त भावों में आत्मप्रकाश किया है। उसकी दृष्टि में

उसकी अनन्त या नाना विचित्रताओं के रहते भी वस्तुतः वह एक ही है। क्योंकि उसकी दृष्टि में भङ्गि भेद नहीं है। इसीलिए वहाँ द्वैताद्वैत का प्रश्न नहीं उठता। किन्तु जगत् के जीव साधारणतः द्वैत भूमि में रहते हैं, इस कारण उनकी दृष्टि में भङ्गिभेद है। इसलिए उन लोगों की जब जहां जिस प्रकार की दृष्टि रहती है तब वहाँ उस प्रकार के दृश्य का उन्हें दर्शन होता है। सर्वव्यापक शाश्वत एक का दर्शन लाभ नहीं होता—अर्थात् ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता।

सर्वत्र 'तत्' को देखना—यही ब्रह्मदृष्टि है। यदि किसी दृष्टि में 'तत्' के सिवा और कुछ भासता है या प्रतीत होता है, तो जानना होगा कि वहाँ अविद्या या अज्ञान का खेल रह गया है। नाम, रूप, गुण—सभी उसी एक के हैं, केवल यही नहीं, सब कुछ ही वह एक ही है। वस्तुतः एकमात्र वह एक ही है—वही स्वयं प्रकाश रूप में अपने में आप प्रकाशमान है, दूसरे का भान नहीं है। यही ब्रह्मज्ञान है। दूसरे का भान रहने पर ही समझना होगा कि अज्ञान है और वह अपना कार्य कर रहा है।

यह जो एक है उसको जैसे स्वप्रकाश कहा जाता है वैसे ही उसे अव्यक्त या अप्रकाश भी कहा जाता है। क्योंकि दूसरा न होने के कारण वह किसके निकट प्रकाशित होगा। इसी लिए वह सदा अव्यक्त, सदा 'निहितं गुहायाम्' है।

## ३--नित्य लीला क्या है ?

भगवान् निरन्तर स्वयं अपने साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। वे नित्य हैं, इसलिए उनकी लीला भी नित्य है। अज्ञान की क्रिया के रहने पर इस नित्य लीला की कल्पना नहीं की जा सकती। पहले अद्वैत बोधमें स्थिति प्राप्त करना आवश्यक है। तब दिखाई देता है कि एक ही नाना रूपोंमें सजकर अपनेसाथ आप ही सर्वदा क्रीड़ा कर रहे हैं। अनन्त प्रकारों में वह एक ही द्वितीय बनते हैं एवं अनुरूप रस का आस्वादन करते हैं। भोक्ता वे हैं, भोग्य वे हैं और भोग भी वे ही हैं—द्वितीय के लिए स्थान नहीं है, फिर भी अनन्त प्रकारों से द्वितीय का स्वांग उन्होंने रच रखा है। यह कृत्रिम द्वितीय वस्तुतः 'एकमेवाद्वितीयम्' है। अद्वैत की एक दिशा है, वह लीलातीत, निरञ्जन, निष्क्रिय है। वहां किसी शक्ति की क्रिया नहीं है। पृथक् रूप से शक्ति की सत्ता भी वहाँ नहीं है, सब शक्तियां वहां तिरोहित हैं। उस समय वे अपने में आप ही मगन हैं, सुषुप्त हैं। वह स्वयं-प्रकाश अथवा अप्रकाश हैं। उसकी दूसरी एक दिशा है वह निरन्तर लीलामय और सक्रिय है। दोनों ही नित्य और दोनों ही सत्य हैं। वस्तुतः दोनों ही एक और अभिन्न हैं—क्योंकि अखण्ड में खण्ड अथवा विभाग की कल्पना का कोई अवकाश नहीं है। भगवान् अनन्तशक्तिसम्पन्न हैं, इसी कारण उनकी अनन्त लीलाएँ हैं। उनकी सभी लीलाएँ स्वरूपतः चिन्मय, आनन्दमय और अप्राकृत हैं। अविद्यातीत होने के कारण लीला अप्राकृत कही जाती हैं। वे एक होकर भी अनन्त हैं, इसी लिए उनकी क्रीडाओं की इयत्ता नहीं है। रसरूप से एक होने पर भी वे अनन्त हैं। इसीलिए उनके रसास्वादन के वैचित्र्य का भी अन्त नहीं है। स्मरण रखना होगा कि भगवान् की इस नित्य लीला में संकोच नहीं है, विभाग नहीं है, द्वन्द्व नहीं है और अज्ञान नहीं है—जिसका अस्तित्व प्रतीत होता है वह भी लीला का ही अंग है। इस कारण वह भी चिन्मय, अप्राकृत और आनन्दमय है। लीला केवल अभिनयमात्र है। रसास्वादन के बहाने से रंगमञ्च में उसका आयोजन होता है। माँ कहती हैं, "वे स्वयं हैं—वही जो स्वयं अपने साथ आप क्रीडा कर रहे हैं। यह नित्य लीला है। उसी स्थान में, जिस में प्रकाश है, सब चिन्मय राज्य का व्यापार है न। वहां का आभास विभाग भी चिन्मय है, क्योंकि अप्राकृत है।"

शक्तिसूत्रकार ने कहा है "स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति" अर्थात् वे स्वयं अपने को भित्ति बनाकर उसमें अपने से अभिन्न रूप में नित्य स्थित विश्व को भिन्न की तरह प्रकट करते हैं। उसमें उनकी अपनी इच्छा या स्वातन्त्र्य ही एकमात्र कारण है। यह उनका स्वभाव या लीलामात्र है। यहाँ दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। निमित्त वे ही हैं, उपादान भी वे हैं—कर्ता वे हैं, कर्म वे हैं, करण वे है, यहाँ तक कि देश, काल आदि आधार भी वे हैं, केवल ये ही नहीं, क्रिया भी वे हैं। एक चैतन्य-रूपी वे विविध स्वांग बनाकर नाना प्रकारों से क्रीड़ा करते हैं, अपने साथ आप ही। और सब क्रीड़ाओं के मध्य में भी वे लीलातीत रूप से अपनी क्रीड़ा को स्वयं ही देखते हैं। लीला करते भी वे हैं, देखते भी वे हैं, अपनी क्रीड़ा के अतीत भी वे हैं। दूसरे किसी स्थल में कहा गया है—
"तस्य पुनर्विश्वोत्तीर्ण-विश्वात्मक-परमानन्दमय-प्रकाशैकघनस्य एवंविधमेवाखिलम् अभेदेनैव स्फुरति, न तु वस्तुतः अन्यत् किञ्चिद् ग्राह्यं ग्राहकं वा, अपि तु स एव इत्थं नानावैचित्र्यसहस्रैः स्फुरति।"

अर्थात् वे विश्वातीत हैं, वे विश्वमय हैं, वे परमानन्दमय घनीभूत प्रकाशस्वरूप है, सब कुछ उनमें अभिन्न रूप से स्फुरित हो रहा है, उनसे पृथक् कोई ज्ञाता नहीं है, ज्ञान नहीं है—सब ज्ञाता वे हैं, सम्पूर्ण ज्ञेय भी वे हैं। एकमात्र वे ही अनन्त विचित्रताओं के साथ सर्वदा और सर्वत्र प्रतिभासमान हो रहे हैं।

यही उनकी नित्य लीला है।

## ४--सब कुछ ठीक है

माँ कहती हैं, "किन्तु जहाँ से जो जो कुछ कहो उसका सब कुछ ठीक है कुछ भी न फबे ऐसी बात नहीं है।" वास्तविक बात है, जहाँ अनन्त विरोधों का समन्वय होता है वहाँ द्विधा नहीं रहती है। जहाँ मिथ्या भी मिथ्या हो जाता है वहाँ भ्रम या विपर्यय नाम की वस्तु रह ही नहीं सकती है। जो कुछ है, जो कुछ भासता है, वह उनका आश्रयण करके विद्यमान है एवं उनके आभास से ही भासमान है। जो जिस दृष्टि से उस ओर देखेगा वह वही देखेगा, एवं प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से विचार करने पर वही सत्य ठहरता है। जो कहते हैं, अद्वैत में जीव जगत् सभी कुछ हैं, कुछ भी हटता नहीं—द्वैत रह कर भी अद्वैत है, वे भी ठीक ही कहते हैं। और यह भी सत्य है कि जहाँ पर विशुद्ध अद्वैत है, वहाँ पर द्वैत का कोई स्थान नहीं है। जीव और जगत् वहाँ कुछ भी नहीं भासते। एक ही समय में दोनों बातें सत्य हैं, मगर दृष्टि के अनुसार। यदि दृष्टि का त्याग कर दिया जाय तो फिर कुछ भी कहना नहीं बनता। वह भी सत्य है। इसीलिए कहा जाता है "प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च।" अर्थात् ज्ञान के प्रस्थान विभिन्न प्रकार के हैं। इनमें से प्रत्येक प्रस्थान अधिकार के अनुसार किसी न किसी के लिए श्रेष्ठ और हितावह है। अधिकार, रुचि और सामर्थ्य की विचित्रता के कारण उपदेश का भेद प्रतीत होता है।

## ५--भगवान् का अवतार होता है क्या ?

हमारे देश में अति प्राचीन काल से ही किसी न किसी आकार में अवतारवाद प्रचलित है। ख्रिष्टीय धर्म-समाज में भी Descent of God as man अर्थात् नर के रूप में भगवत्सत्ता का अवतरण होता है, यह सिद्धान्त प्रचलित है। इसलाम-धर्म में भी प्रकारान्तर से अवतारवाद नहीं है सो बात नहीं है। व्याख्या की निपुणता से समझाने की कोशिश करने पर भी किसी न किसी प्रकार से भगवत्-शक्ति का अवतरण माना ही जाता है। बौद्धों में, विशेषतः त्रिकायवादी महायान बौद्धों में, निर्माणकाय के रूप में अवतारवाद ने स्थान ग्रहण किया है। इससे सिद्ध होता है कि एक प्रकार से प्रत्येक धर्म में अवतार तत्त्व स्वीकृत हुआ है। साथ ही साथ उत्क्रमण

सम्बन्धी सिद्धान्त का भी अधिकांश धर्मों में ग्रहण हुआ है। हमारे देश में प्राचीन काल में स्पष्ट-रूप से ही ज्ञानी भक्तों के उत्क्रमण का विषय वर्णित है। देवयान गति के प्रसङ्ग में भी प्रकारान्तर से उत्क्रमण का ही समर्थन है। अर्थात् ज्ञानी भक्त प्रारब्ध कर्म के अन्त में देह त्याग के समय सुषुम्ना नाड़ी का सहारा लेकर ब्रह्मरन्ध्र का भेद कर सूर्यकिरणों के सहारे सूर्यमण्डल में प्रवेश करते हैं एवं उसके अनन्तर सूर्यमण्डल का भेद कर ऊपर विरजा-जल तक जाते हैं। इस प्रकार क्रम से प्राकृत अथवा जड़ सत्ता से उनकी स्वरूप की चित् सत्ता मुक्ति प्राप्त करती है। तब वे परमव्योम में अथवा महावैकुण्ठ में अपने भाव के अनुसार भगवद्धाम में प्रवेश करते हैं। अवतार वाद और उत्क्रमणवाद—उतरने और चढ़ने की बात है। अतएव जानना होगा कि ऐसी एक स्थिति है जहाँ देहगत और अवस्थागत भेद या विचित्रता के माने जाने के कारण उतरने और चढ़ने की सम्भावना होती है। कारण जगत् अथवा महाकारण जगत् से कार्य जगत् में शक्ति का अवतरण होता है। द्वितीय पक्ष में कार्यक्षेत्र से शक्ति अपना व्यापार सम्पन्न कर कारण अथवा महाकारण सत्ता में आरूढ़ होती है।

इस अवतरण और आरोहण व्यापार का अन्यान्य सकल सिद्धान्तवादियों के समान माँ भी स्वीकार करती हैं। किन्तु माँ कहती हैं यद्यपि विशेष स्थिति में उतरना और चढ़ना ये दोनों ही सत्य हैं, फिर भी यह ध्यान रखना चाहिये कि ऐसी भी स्थिति है जहाँ उतरने चढ़ने का प्रश्न ही नहीं रहता। वही परिपूर्ण स्थिति या परमस्थिति है, जिसका 'चरम परम' नाम से कभी-कभी वे निर्देश करती हैं। देह-सत्ता का ज्ञान रहने पर देह की गति का प्रश्न सार्थक होता है। किन्तु जिस स्थिति में देह है या नहीं यह प्रश्न ही नहीं उठता वहाँ उत्क्रमण अथवा अवतरण इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जहाँ पर एक और अखण्ड है वहाँ देश अथवा काल की या आकार की किसी तरह की सीमा या इयत्ता रह नहीं सकती। वह सत्ता, जो वास्तव में निरवच्छिन्न हैं, किसी विशिष्ट देश, काल अथवा आकृति के साथ सीमाबद्ध रूप से सम्बद्ध न होकर भी असङ्गरूप से प्रत्येक के अन्दर विद्यमान रहती है। इस दृष्टि से देखने पर समझा जा सकता है कि अवतरण-आरोहण है यह भी जैसे सत्य है, वैसे ही अवतरण भी नहीं आरोहण भी नहीं, यह भी सत्य है। मूल में यदि एक ही सत्ता है तो ऐसी परिस्थिति में जो उतरती है वही चढ़ती है, यह कहना ही पड़ेगा एवं जिस स्थान में अवतरण और आरोहण होता है वह भी उस सत्ता से भिन्न और कुछ नहीं है। केवल यही नहीं, उतरना चढ़ना क्रिया भी स्थूल दृष्टि से परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने पर भी वस्तुतः वह मूल में परम सत्ता का ही केवल प्रकाश भेद है। इसीलिए माँ ने कहा है—जो उतरते हैं, जहाँ से उतरते हैं और जहाँ उतरते हैं सभी एक है—उसके सिवा और कुछ नहीं है।

## ६--उनमें सब कुछ संभव है

शास्त्र के अनुसार अघटनघटनपटीयसी महाशक्ति का नाम माया है। अर्थात् जो शक्ति जो घटने वाली बात न हो उसे भी घटित कर सकती है अर्थात् असम्भव को सम्भव कर सकती है उसी का नाम माया शक्ति है। वास्तव में वह भगवान् की ही स्वातन्त्र्य शक्ति का नामान्तर है। जीव और जगत् की दृष्टि में कार्य कारण शृङ्खला के नियम के अनुसार नियति का अमोघ शासन के रूप में जो प्रतीत होता है वह उनके लिए असम्भव तो नहीं ही है, बल्कि अति साधारण व्यापार के रूप में परिगणित होता है। उनकी इच्छा ही प्रकृति के नियम का मूल है। जगत् उक्त नियम के अधीन है। इसलिए जगत् और जीव उक्त नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसी कारण बद्धावस्था में यह नियम नियति के रूप में ही

प्रतीत होता है। किन्तु जो इच्छा जागतिक नियम की मूल है उस इच्छा के समीप इस नियम का बन्धन नहीं रहता। इच्छा तीनों कालों में नियम के रूप से अपना स्वरूप प्रकट करती है। कारण से कार्य का आविर्भाव इसीलिए सम्भव होता है। किन्तु जहाँ पर चैतन्यमय स्वातन्त्र्य विराजमान रहता है, वहाँ अतीत, अनागत का बन्धन नहीं है एवं कार्यकारणभाव भी नहीं रहता है। वहाँ नित्य वर्तमान काल रहता है, इसलिए वहाँ वह इच्छा ही अप्रतिहत स्वातन्त्र्य के रूप में अपना प्रकाश करती है। इस कारण सब जीव और जगत् माया के अधीन हैं। किन्तु भगवान् स्वयं माया के अधीश्वर हैं। सम्भव और असम्भव की सीमा रेखा अल्पज्ञ और अल्पशक्ति जीव को प्रतीत होती है। किन्तु भगवान् की दृष्टि में असम्भव कोई बात ही नहीं है। एक भक्त ने विश्वजननी को लक्ष्य कर कहा था—"क वा वैधी सृष्टिः पतति यदि दृष्टिस्तव शिवे!" अर्थात् उसकी कृपा प्राप्त होने पर अघटित भी घट जाता है। इसी कारण अनेक जगह बहुत से प्रसङ्गों में माँ ने भगवत्कृपा के ऊपर निर्भर रहने को कहा है। क्योंकि उससे सब कुछ सम्भव है।

## ७--बुद्धि से तो धारण नहीं किया जाता

माँ ज्ञान बुद्धि द्वारा तत्त्व समझने का बोझा शब्द से बहुधा श्लेषपूर्वक वर्णन करती हैं। बोझा शब्दसे भार का भी बोध होता है। मनुष्य जब तक भाराक्रान्त रहता है तब तक उसे जीवन की सहज और सरल गति प्राप्त नहीं हो सकती। भार के निवृत्त होने पर जब स्वयं अपने को हल्का जानता है एवं आगन्तुक मल से आच्छन्न नहीं रहता तब अत्यन्त गम्भीर तत्त्व भी अनायास ही उसमें स्फुरित हो उठता है। पूर्व संस्कारों को अवलंबन से मन, बुद्धि और चित्त का जो व्यापार है उसी का नाम समझना है। व्यक्तिगत संस्कार, रुचि के भेद, अनन्त वासनाएँ, विविध प्रकार की दृष्टिभङ्गियाँ, अधिकार-भेद, आशा और आकांक्षा के आकर्षण, राग द्वेष—इन सब भावों से अपने अन्तःकरण को पूर्णरूप से यदि निर्मुक्त न किया जा सके तो सत्य का दर्शन होना असम्भव है। सारांश यह कि पूर्वसंस्कार अथवा वासनाओं के साथ उत्पन्न दृष्टिभङ्गी ( prejudice और preconceived notion ) से अपने को मुक्त न कर-सकने पर अर्थात् रञ्जित दृष्टि से छुटकारा पाकर स्वच्छ सरल दृष्टि प्राप्त न कर सकने पर सत्य का स्वाभाविक रूप दृष्टिगोचर नहीं होता। योगी और ज्ञानी पुरुष निर्विकल्प ज्ञान की जो प्रशंसा करते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि विकल्प से अपने को निर्मुक्त न कर सकने पर अविकृत सत्य रूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसीलिये अहंकार और ज्ञान गर्व को हटाकर सरल बच्चे के समान स्वच्छ और संस्कार हीन चित्त से गुरु के समीप विद्याग्रहण के लिए जाना पड़ता है। अर्थात् ज्ञान से ( conceptual element ) अर्थात् विकल्प का अंश यदि न हटाया जा सके तो वह ज्ञान बोध रूप सहज ज्ञान अथवा ( Pure Intuition ) अवस्था में नहीं जाया जा सकता। विकल्प ही ज्ञान का बोझा है। इस बोझे के धारण के साथ ही साथ जो ज्ञानहीन सरल शिशु के भाव का उदय होता है वही परमहंसों के उपयोगी महाज्ञान के त्याग का योग्य आधार है।

## ८ चाहना ही स्वभाव है

माँ ने कहा है, "यह चाहना ही स्वभाव है। वास्तव में जो स्वरूपज्ञान "आनन्द" है उसे चाहना।" उपनिषदों में कहा है—"भूमा ही सुख है, अल्प में सुख नहीं है।" भूमा अनन्त अपरिच्छिन्न जो किसी प्रकार की परिधि में बाँधा नहीं जाता। वस्तुतः यही आत्मस्वरूप है, यही आनन्द है, जहाँ परिच्छिन्नता या खण्डता अथवा सीमाबन्ध का भाव

है वहाँ कोई न कोई आवरण रह गया ऐसा समझना चाहिये। मनुष्यमात्र में ही, केवल मनुष्य में ही क्यों, जीवमात्र में ही अनादिकाल से ही यह चाहने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जान-बूझकर हो, चाहे अनजान में हो, जिस तरह भी हो सभी उस एकमात्र वस्तु को ही चाहते हैं। जीवमात्र ही अभाव से ग्रस्त है। यह अभाव का ज्ञान स्पष्ट रूप से हो, चाहे अस्पष्ट रूप से हो, सभी जीवों में विद्यमान है, एवं यही उसकी कर्म में प्रवृत्ति को उद्दीप्त करता है। वस्तुतः आनन्द ही एकमात्र प्राप्यवस्तु है एवं वह आनन्द से च्युत हुआ है अथवा च्युत न होते हुए भी च्युत हुआ है ऐसा वह बोध करता है। इसीलिए उसे प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की चेष्टा करता है। अन्य वस्तु आनन्द के साधन के रूप से ग्राह्य होती हैं, किन्तु आनन्द किसी का साधन नहीं है। आनन्द ही एकमात्र साध्य है। जब तक आनन्द की प्राप्ति नहीं होती तब तक चाह नहीं मिटती एवं मनकी चञ्चलता की भी निवृत्ति नहीं होती। वास्तव में मनुष्य का मन इस आनन्द के रूप से अखण्ड के रूप से आत्मसत्ता को प्राप्त करने के लिए भ्रमवश इधर उधर भटकता है। बच्चा जैसे भूख के समय चञ्चल हो उठता है, मन की चञ्चलता भी वैसी ही है। बच्चे की भूख हट जाने पर उसमें फिर चञ्चलता नहीं रहती वैसे ही मन अपनी भोग्यवस्तु अर्थात् स्वरूप आनन्द के प्राप्त होने पर फिर चञ्चल नहीं रहता। चाह चञ्चलता का ही लक्षण है एवं एक प्रकार से दुःख का हेतु है, ऐसा प्रतीत होने पर भी उसका उद्देश्य मङ्गलमय है। क्योंकि उसीसे कर्म में प्रवृत्ति होती है एवं चरम अवस्था में आनन्द प्राप्ति का अधिकार होता है। खोई हुई मणि की खोज में अनादि काल से मन व्यर्थ ही भटक रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि जिसकी मणि खो गई हो वह सर्प। गुरुजी की कृपा से एवं अपने पुरुषार्थ के बल से जब उस मणि का पता लग जावेगा तब वह कृतकृत्य हो जायगा एवं उसकी सब प्रकार की चाह एक प्राप्ति से ही मिट जायगी। माँ कहती हैं, 'अभाव न रहे—यह चाह ही स्वभाव है।' इसलिए चाह उस परम मङ्गलमयी महाशक्ति का मङ्गलमय व्यापार है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। आपाततः उसके विरुद्ध रूप से प्रतीत होने पर भी कभी न कभी वह चाह ही मञ्जिल तक अर्थात् प्राप्ति तक पहुँचा देगी। वास्तव में जिसके अन्दर स्पष्ट रूप से चाह जागी नहीं है उसे अभी भी बहुत काल यापन करना होगा। क्योंकि चाह हुए बिना चाह मिटती नहीं।

# श्री श्री माँ आनन्दमयी और संयम की काशी

### श्रीविभुपद कीर्ति

वर्तमान युग की आनन्दमयी की कथा को पौराणिक कथा के रूप में प्रचारित करने में एकमात्र इतिहास की साक्षी के अतिरिक्त और कोई भी प्रतिबन्धक नहीं है। ठीक इसी प्रकार की और कोई घटना पुराणों में है या नहीं इसका मुझे पता नहीं है; किन्तु जिस समय स्वर्ग के देवी-देवता अनायास और प्रत्यक्षरूप से भूलोक में विचरण करते थे उस समय भी सुना जाता है कि एक बार महाशक्तिरूपिणी महामाया को लेकर इन्द्र—चन्द्र—वरुण—समाज में जटिल समस्या का आन्दोलन शुरू हुआ था—ये कौन हैं? ये अघटितघटनापटीयसी महामाया कौन हैं? ये पूर्णताकी पराकाष्ठा, उत्कर्ष की अन्तिम सीमा, नन्दिता वन्दिता रहस्यमयी कौन हैं? अन्तिम सिद्धान्त क्या हुआ यह किसी मनुष्य के जानने का विषय नहीं है, क्योंकि जहां सिद्धान्त की समाप्ति होती है वहां प्रश्न की भी इति हो जाती है।

इस युग में हमारी इन आश्चर्यमयी माँ के विषय में देवसमाज में किस प्रकार के आलाप और आलोचनाएँ होती होंगी इस वृत्तान्त को, संभव है, कोई समसामयिक पुराणकार भविष्य युग के कौतूहल की निवृत्ति के लिए हमारी दृष्टि के ओझल में बैठ कर चुपचाप लिख रहा हो। सुदूर भविष्य के भाग्यवान् नर-नारियों को संभवतः यह आश्चर्य में डालने वाली कहानी एक सहज लभ्य पौराणिक कथा का रूप धारण की हुई दिखाई देगी। उस युग में हम लोग कहां रहेंगे, किस रूप में रहेंगे? इस का कुछ भी पता नहीं। अतएव देवलोक के संवाद-साहित्य की प्राप्ति की आशा छोड़ अपनी इस मिट्टी की धरती पर जो परम अभ्युदय दृश्यमान होकर ऐन्द्रजालिक दीप्ति फैला रहा है मैं उसी की एक झलक यहां पर देना चाहता हूँ।

श्री श्री मां आनन्दमयी का प्रथम आविर्भाव घूंघट में छिपी कुलवधू के रूप में हुआ यह किसी से भी तिरोहित नहीं है। ढाका के एक संभ्रान्त ब्राह्मणकुल की यह निरक्षर महिला लौकिक संस्कार के कठोर बन्धन को तोड़कर विशाल भारतवर्ष के तथा अखण्ड मानवता के गुप्ततम दुष्प्रवेश्य अन्तःकरण में किस मार्ग तथा किस मन्त्र से विश्वजननी के रूप में अधिष्ठित हुई यह एक असंभव पौराणिक कथा के तुल्य ही अचम्भे में डालनेवाली कथा है। पर जिन सौभाग्यशाली नर-नारियों की दृष्टि के सामने यह कल्पनातीत रूपान्तर घट गया वे इस परम आश्चर्य की ओर ध्यान देना न मालूम कैसे भूल गये। देश देशान्तर के लोग अपने विविध प्रकार के संस्कारों की विघ्नबाधाओं को हटा कर एकमात्र 'माँ' नाम की रट लगा उनके चारों ओर विशाल भीड़ के रूप में आ खड़े हुए। ऐसी भीड़ कि माँ के साथ वार्तालाप करना तो दूर रहा अधिकांश लोगों को निकट जाकर खड़े होने तक का अवसर नहीं मिलता। माँ किसी को दीक्षा नहीं देती हैं, किसी प्रकार के बन्धन में बाँध कर अपने समीप

खींच लेने का बिन्दुमात्र प्रयत्न भी वहाँ कहीं नहीं है। प्रतिदिन नेत्रों के सामने रहने पर भी नेत्रों के दर्शन तक के परिचय को साधारण से साधारण अन्तरङ्गता में परिणत होने देना भी वे नहीं चाहती हैं। चकित की तरह आती हैं और चकित के समान ही फिर एकमात्र अपनी मन की मौज से किसी सुदूर प्रवास के लिए चल पड़ती हैं। लोगों की भीड़ भाड़ में नहीं रहती हैं, किसी गृहस्थ के घर में क्षण भर भी नहीं टिकती हैं। भारतवर्ष के एक अंचल से दूसरे अंचल तक अथक परिश्रम से फेरी पर फेरी लगाती हुईं तीर्थमार्ग से अरण्यमार्ग से—कभी वनवास से कभी अज्ञातवास से—निराहार और अर्द्ध आहार से—एक दुर्बोध्य आकर्षण द्वारा तीव्रगति से दौड़-धूप के साथ भ्रमण करती हैं। सभी रोते हैं, क्यों रोते हैं यह कोई नहीं जानता, माँ हँसती है, क्यों हँसती हैं यह भी कोई नहीं जानता। माँ किसी को अपने संपर्क में नहीं आने देतीं, माँ किसी के सम्पर्क में आना चाहती हों ऐसा मन में विचार तक नहीं उठता। माँ इस समय साधारणतः भविष्य नहीं भाखती हैं, कोई अलौकिक करामात भी नहीं दिखातीं, रोग की निवृत्ति नहीं करतीं, ऐसा आकर्षक कुछ नहीं करतीं हैं, जिसे देख कर अविश्वासी को विश्वास हो सके अथवा पराया अपना हो सके। और तो और पैर छू कर साधारणतः प्रणाम तक किसी के करने का उपाय नहीं। सामान्य रूप से नेत्रों द्वारा दर्शन करना भी अधिक देर तक किसी के लिए संभव नहीं है। माँ के पास अपना कहने को भी जैसे कोई नहीं है वैसे ही पराया कहने को भी संसार में कोई कहीं नहीं है। माँ के हाथ की अँगुलियों के छेदों से मानो सब कुछ गिर पड़ता है। एक व्यक्ति के श्रद्धा प्रीति के दान को उसी के आँखों के सामने निर्मम भाव से किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में उठाकर देने के साथ ही साथ माँ न्यस्तभार हो जाती हैं, दाता के उदास मुख की ओर मीठी एक हँसी हँसती हैं। क्षुब्ध हृदय का अभिमान या छोटी से छोटी शिकायतरूपी बादल की रेखा कहीं पर जमते न जमते ही भाप बन कर बिलीन हो जाती है अथवा माँ की विचित्र हँसी की रश्मि-रेखा से रँग कर एक अलौकिक भावना में परिणत हो जाती है। माँ भी हँसती हैं और वह भी हँसता है।

माँ की इस संक्रामक हंसी के सन्मुख खड़ा हो कर माँ का शायद ही कोई ऐसा भक्त हो जो क्षणभर के लिए आत्मविस्मृत न हो उठे—तत्काल के लिए इस सुदूर तक फैलनेवाली भ्रान्ति से आक्रान्त न हो जाय कि बहुत दूर की अधरा माँ को माया के बन्धन में मैंने बांध लिया, अनादि काल से अज्ञात मां को क्षण भर के लिए जान लिया। पर दूसरे क्षण में ही जब भूल का बुल्ला फूट जाता है तब वह देखता है कि जितने दूर तक दृष्टि पहुँचती है सब को शून्य कर मायातीत जननी अपनी प्रसन्नता की दुर्निरीक्ष्य ड्योढ़ी के मार्ग में कहां चली गई हैं वह तिरुन्ना मलाई भी हो सकता है और टेहरी गढ़वाल भी हो सकता है, मां के लौट आने में सात दिन भी लग सकते हैं और सात वर्ष भी। उस समय के उस व्याकुल मुहूर्त में दिशाज्ञानशून्य अन्धकार की ओर यदि वह अपने मन से बच्चे की नाईं आर्त्त स्वर से रो उठता है, "मैं खो गया हूँ।" अथवा यदि बुद्धिमान की तरह अपने साथ और एक बार समझने बूझने को उद्यत हो कर अपने मन से जिज्ञासा

करता है कि ये माँ कौन हैं ? ये ममताहीना बन्धनहीना शाश्वत आकर्षणमयी कौन हैं ? ये अज्ञाता, अस्पृष्टा, अनिकेता, अनधिगम्या, अनासक्ता, अनिन्द्यनयना कौन हैं ?

एवं यदि फिर एक बार नये सिरे से श्री श्री मां की जीवन-कथा के प्रत्येक पन्ने पर जिज्ञासु की दृष्टि डाल कर अत्यन्त अस्पष्ट परिचय के सूत्रों का अनुसन्धान करने के लिए सचेष्ट हो उठे तो उससे क्या फलाफल का कुछ तारतम्य होगा ? कहानियों से भरी हुई माँ की जीवनी में प्रचुर कहानियाँ हैं, यह ठीक है। परन्तु वे सब किसके जीवन की कहानियां हैं ? माँ नामक जिस व्यक्ति को हम क्षण में देखते हैं, और क्षण में खो डालते हैं। जिन्हें अगणित जनता की भीड़ के बीच में दूर से उत्कण्ठा के साथ चकित की तरह हम लोग बड़े भाग से कभी कभी देख पाते हैं, जिनके बोल, जिनकी हँसी अपने कान लगा कर ध्यान से सुनते हैं, साधारण मनुष्य के समान ही उनकी आकृति है। सरसरी दृष्टि से वे अपने ही वर्ग की सी प्रतीत होती हैं सही, किन्तु कहानियों में छिपी हुई उनकी ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो यह प्रतीत नहीं होता है कि रुधिर मांस के किसी जीव के साथ उनका कोई सम्बन्ध है। बल्कि ऐसा लगता है कि मानो ये किसी दूसरे जगत् की और किसी दूसरे जीवन की आश्चर्य में डालने वाली प्रतिध्वनियाँ हैं—मानवीय शरीर के माध्यम से अपने को प्रकट कर रही हैं। नेत्रों के सामने जिन्हें देखते हैं उनका अतिक्रम कर के नेत्रों के अगोचर शाश्वत सत्ता इस प्रकार लीलामय रूप धारण कर लेती है कि नेत्रों का देखना मानो न देखने के बराबर हो उठता है। जिनका जन्म नहीं, सत्ता नहीं, अस्तित्व नहीं अथवा जिनके जन्म जीवन, सत्ता, अस्तित्व—सब कुछ लोकदृष्टि के अगोचर हैं, उन्हीं की तथाकथित काल्पनिक जीवन कहानी पढ़ते पढ़ते यह प्रतीत होना अत्यन्त स्वाभाविक है कि इन सब के माध्यम से चाहे और जो कुछ भी किया जाय पर मां को जाननां संभव नहीं है।

छोटी छोटी विचित्र रसों की खण्ड कथाओं में इस प्रकार के भावों की बहुत सी प्रतिध्वनियां माँ की जीवनवाणी के पद पद पर बिखरी हैं। माँ कहती हैं, कौन कहता है मैं नहीं जानता, जो भी कहें बातें इस प्रकार हैं—"शरीर की साधना की अवस्था जो है, हँसी खेल भी वही है। पहले भी जो है पीछे भी वह है, ठीक वैसा ही हूबहू।"

"मैं तो भ्रमण नहीं करती हूँ, मैं एक ही जगह स्थिर रहती हूँ। यदि तुम पर्यटन की दृष्टि से भी कहो तो अपने एक कमरे के भीतर ही घूमती हूँ, बैठती हूँ, सोती हूँ।"

"जो कुछ है सब इसी से है—सृष्टि, स्थिति और लय।"

"यह जो जाना आना हो रहा है कैसा है—जानते हो ? इच्छा के प्रकाश को यदि देखते हो तो वह भी स्वभावतः हो जाता है जैसे कि हवा कागज के टुकड़ों को उड़ा ले जाती है। जब जिसकी आवश्यकता होती है, हो जाता है। यहां तो चेष्टा वेष्टा कुछ नहीं है—जो हो जाय। किससे कहूँ हट जा और किसे हटाऊँ ? एक के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं।"

इस प्रकार के और एक ही भाव के वचन माँ

की प्रतिदिन की उक्तियों से प्रचुरमात्रा में संगृहीत हो सकते हैं। अनेक बार अनेक तरह से सुनते सुनते सुनने के अभ्यास ने हम लोगों के मन को इस प्रकार जकड़ लिया है कि केवल सुनने के नशे में इशारों के वास्तविक अर्थ की ओर लक्ष्य देना हम भूल जाते हैं। इसीलिए कोई मां को कहते हैं ज्ञानी, महाज्ञानी, तत्त्वज्ञानी, आत्मज्ञानी। कोई मां को कहते हैं भक्तिमयी, भक्तिसिद्धा। अपनी बुद्धि में आरूढ़ होनेवाली धारणा की सिर्फ अपनी अपनी प्रवृत्ति और प्रयोजन के अनुसार पृथक् पथक् मूर्तियों की कल्पना कर हम लोग उन्हीं को माँ कह कर पुकारते हैं तथा उन्हीं की पुण्य सन्निधि में अपनी दीनता-हीनता की पूजा भक्ति निवेदित करते हैं, यह सत्य सर्वदर्शी माँ की दृष्टि के सन्मुख छिपा नहीं है। श्रद्धेय महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज जी भी कहते हैं—"जो उनको जिस भाव से देखना चाहेगा उसकी दृष्टि में वे उसी भाव से प्रतिभासित होंगी।"

किन्तु माँ क्या जानती हैं अथवा माँ के एकान्त ज्ञानी भक्त माँ के सम्बन्ध में क्या जानते हैं इस विषय को लेकर हमारी समस्या नहीं है, हम माँ के सम्बन्ध में क्या जानते हैं इस विषय में ही हमारा प्रश्न है। हमारे जानने की गड़बड़ी भी ठीक इसी जगह है, क्योंकि प्रचलित रीति से ज्ञानी कहने या भक्त कहने से हमें जो प्रतीति होती है उसका किञ्चिन्मात्र भी सादृश्य इस अनुपम मातृरूपिणी में नहीं है। ज्ञेय और ज्ञाता के सहयोग से जो ज्ञान होता है वह यदि किसी जगह ओत प्रोत रहे तो ऐसी स्थिति में कौन किसे जानेगा ? भक्ति के अन्तर में निहित द्वैतांश यदि निश्शेष विलुप्त हो जाय तो ऐसी अवस्था में कौन किस की भक्ति करेगा ? औ माँ के मुँह से जब ज्ञान की कथा जाह्नवी की धार के समान धारावाहिक रूप से प्रवाहित होती रहत है तब ज्ञानी ही उन्हें ज्ञानियों में श्रेष्ठ के रूप में क्यों न ग्रहण करेंगे ? कीर्तन के समय मां की भावोन्मत अवस्था का साक्षात्कार कर माँ को महाभक्त रूप में कौन स्वीकार न करेगा ?

जीवन के प्रभात से ही मां का यह अद्भु प्रच्छन्न वेश चला आ रहा है। संसारानभिज्ञ सरला, शिशु बालिका और 'खुशी की माँ' के रूप मिट्टी की इस धरती पर जिन्होंने लीला के बहा आकर पदार्पण किया, परवर्ती काल में उन्हीं हमने भोलानाथ जी की अर्द्धांगिनी गृहिणी के रू में देखा। एक अभिनय की भूमिका के पूर्ण होते होते ही फिर एक निःशब्द लीला इस प्रकार आरंभ हो गई कि लोग आश्चर्यान्वित होना भी भूल गये कहां से कैसे दीक्षा हो गई, कैसे आसन प्राणायाम ध्यान, धारणा, प्रत्याहार तथा पुरश्चरण का पूर्णत प्रकाश हुआ ? इतने उपवास, इतना वनवास, इत व्रत-संयम और तीर्थभ्रमण, इतनी तितिक्षा तप श्चर्या का खेल किसके कल्याण के लिए किस किया ? किसी भी अनुष्ठान में रत्ती भर भी त्रुटि नहीं। होम, यज्ञ, दान और कीर्तन से लेकर माँ सभी प्रकार के आयोजनों में परिपूर्ण पूर्णता रह है और सब के बीच में मां स्वयं कहीं भी नह रहतीं हैं। उनको न है कोई गरज और न है को आवश्यकता, न है कोई इच्छा और न है को चेष्टा। मां के साथ किसी यन्त्र की तुलना कर शोभन नहीं है और उचित भी नहीं है, किन्तु सम्पू सृष्टि के मूल के मर्म में जो महाशक्ति का झूला चल र

है—यन्त्रारूढ़ घटी शब्द से एकमात्र उन्हीं का तो ज्ञान होता है। अतएव श्रुति कठोर अन्त्यज शब्द को भी सर्वाणी के असीम विस्तृत कक्षस्थल से निर्वासित करने का कोई उपाय नहीं है।

पर मठ में, मन्दिर में, देवालय में माँ के नित्य यातायात का प्रयोजन क्या है? माँ के अन्तरङ्ग भक्तों के मुँह से हम सुनते हैं कि देवप्रतिमा के सम्मुख जाने पर माँ के मुख और नेत्रों में आनन्द की लहर दौड़ पड़ती है वह मानो ठीक पुजारिणी के अनुरूप नहीं है। तो क्या इस एक स्थान में आकर कहीं इस मानवी माँ के मानवीय प्रच्छन्नवेश का और जतन के साथ सुरक्षित घूँघुट का कोना बीच बीच में जरा हट जाता है? इस दुर्लभ अचिन्तनीय दृश्य देखने के जो अधिकारी हैं वे क्या देखते हैं यह मैं नहीं जानता हूं। कल्पना की दृष्टि से जितनी मैं धारणा कर सकता हूं मेरे इस अल्प आधार में उससे अतिरिक्त धारणा का स्थान कहाँ?

"संयम सप्ताह का उद्देश्य है अपने को जानना, अपने को पाना—सब प्रकार से सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि के पालन द्वारा अपने अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति करने की चेष्टा करना एवं संघ के सदस्य तथा अन्यान्य सबकी आत्मोन्नति की अनुकूलता सम्पादन के हेतु सेवा करना।"

संयम सप्ताह महाव्रत के अनुष्ठान-पत्र में पहले पहल जो वाक्यावली दी गई है वह ऊपर ज्यों की त्यों उद्धृत की गई है। इस विषय में माँ के स्वमुख विनिःसृत कतिपय वाक्यों का यदि उद्धरण किया जाय तो संभव है माँ के असंख्य भक्तों के निकट कठिन संयम का कष्टमय स्वरूप आनन्दम हो उठे।

"संयत होकर जिस समय नाम जप करने बैठो उस समय को ऐसा समझो कि इसे मैंने भगवान् के अर्पित किया है। पशुपक्षी जैसे निर्दिष्ट समय पर भगवान् को पुकार उठते हैं, किसी भी विघ्न बाधा को कुछ नहीं गिनते, तुम लोग भी वैसे ही एक निर्दिष्ट समय उन्हें देने की चेष्टा करो। यह समय मैंने भगवान् को अर्पण कर रखा है, ऐसा ध्यान रखो।"

खण्ड भाव से चिन्तन करते करते ही क्रम से चिन्तन में अखण्ड भाव प्राप्त हो जाता है। इच्छा न होने पर भी तुम लोग नित्य नियमित रूप से कुछ समय उनको अर्पण करो। उनकी ओर आकर्षण बढ़ते बढ़ते अन्त में ऐसा समय आवेगा कि फिर उन्हें छोड़ कर उठने की इच्छा नहीं होगी। ज्ञान और अज्ञान के मध्य में रहने पर भी नित्य नियमित चेष्टा द्वारा अखण्डभाव से चिन्तन कर अखण्ड को प्राप्त होओगे।"

जितनी शक्ति से तुम लोग सब काम-काज करते हो—उस स्वल्प शक्ति से ही संयत अवस्था में उनका नाम-जप करने का प्रयत्न करो। बुद्धि मानो माँ है और अहङ्कार पिता है, इन माता पिता की सहायता से तुम लोग सब काम काज करते हो। जब तक इन दो का खेल तुम्हारे अन्दर चल रहा है तब तक इन दो की सहायता द्वारा तुम्हें उनका नाम-जप भी करना चाहिये। इस ताप को सहने का नाम ही तपस्या है।"

जिसके लिए हो एवं वह चाहे जिस किसी सम्प्रदाय का साधक हो, उस साधक के मार्ग में जितना आवश्यक हैं, इस शरीर से वह हो जा रहा है। सहायक कर्म अर्थात् उनकी सेवा और क्या? दया करके करा ले रहे हैं।

“मौन रहने का क्या फल हुआ ? मौन रहकर मन ही मन नाम-जप न चलने पर पेड़ पर फल फूल नहीं लगते। हम लोग तो फूल फल सब कुछ चाहते हैं। बीज को केवल जमीन पर बो देने पर ही क्या उत्तम वृक्ष हो जाता है ? उसके लिये जतन चाहिये।”

“सेवा बुद्धि से अर्थात् यह सब उन्ही की सेवा कर रहा हूँ इस प्रकार संसार के सब काम करने चाहिये। जितने दिनों तक संयम व्रत लिया है—महीने में दो चार दिन या जिन्हें शक्ति है पूरे महीने भर—उतने दिनों तक शुद्ध भाव से रहूँगा ऐसा संकल्प करना अच्छा है। खाना उतना ही ठीक है जितने के बिना शरीर रक्षा न हो, भोग के लिए खाना ठीक नहीं; तथा सोना जितनी देर तक नींद न आवे सोवे नहीं। सद् ग्रन्थ आदि का पाठ, नाम-जप एवं अन्य किसी सद् विचार से समय व्यतीत करने की चेष्टा करनी चाहिये। एक दिन संभव है ठीक ठीक न हो। किन्तु अभ्यास करते करते फिर कठिनाई प्रतीत नहीं होगी। अभ्यास हो जाने पर उसी में आनन्द मिलने लगेगा। इसी लिए कहा जाता है—ताप सहना अर्थात् तपस्या।”

“महीने में जितने दिन व्रत कर सको संकल्प कर लो, उस दिन पति को परम पति के रूप में, स्त्री को देवी के रूप में, बालबच्चों को बाल गोपाल के रूप में, लड़कियों को कुमारी के रूप में देखो। उस दिन यदि कोई अनुचित व्यवहार भी कर दे तो तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये। सोचना चाहिये कि भगवान् हमारी इसी रूप से धैर्य-परीक्षा ले रहे हैं। खाना, सोना आदि सब विषयों में संयम करना चाहिये। तुम लोग यदि इस प्रकार से रहोगे तो बालबच्चों में भी सद्भावना की वृद्धि होगी। आहार उतना ही करो जितने बिना शरीर न चले, बोलो उतना ही जितने विना काम न सरे। सब कुछ इसी तरह। मन को स्थिर करने के उपाय के सम्बन्ध में देखो न, दूध में यदि मलाई जमाना हो तो कितने जतन के साथ दूध को स्थिर रखना पड़ता है, हवा लगते ही मलाई अच्छी नहीं लगती छितरा जाती है वैसे ही स्थिर भाव से बैठ कर नाम-जप करते करते मन स्थिर हो जाता है। फिर देखो, एक प्रकार का भोजन करते करते हम लोगों को अरुचि हो जाती है; इसीलिए विविध प्रकार के पदार्थों द्वारा भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसी तरह नाना प्रकारों से मन को उसी ओर लगा रखने की आवश्यकता है। उससे मन पुष्ट होता है; जैसे बाहर के भोजन से शरीर पुष्ट होता है और वैसे ही इस भोजन से मन पुष्ट होता है।”

“मन बैठे चाहे न बैठे कुछ क्षण मन को पकड़ कर बैठना चाहिये। मन का जैसा घूमने का स्वभाव है वैसे ही उसका बैठने का भी स्वभाव है। मन के पीछे लगे रहने से ही पूर्णमात्रा में व्याकुलता प्राप्त होगी। तभी मन स्थिर होगा। काम काज से फुरसत पाते ही भगवान का अवलम्बन कर बैठ जाओ। इस तरह निरन्तर करते करते मन स्थिर हो जायगा।”

# भक्तों से एक निवेदन

जहां तक मैं समझती हूँ, इसका अनुमान लगाना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव है कि कितने मनुष्यों ने माँ आनन्दमयी का नाम सुना है, कितनों ने उन्हें देखा है और कितनों ने उनके चरणों में प्रणाम किया है। कुछ वर्ष पहले मैं भी उन्हीं लोगों में से एक थी, जिन्होंने उनका नाम भर सुना है। इसी बीच में मेरे पति को, उनके एक मित्र ने, "श्री श्री माँ आनन्दमयी" नाम की एक किताब भेंट की। मैंने वह किताब उठाई और सामने का पन्ना उलटते ही माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आया। मुझे माँ का वह चित्र पसन्द आया और मैंने अपने शयन कक्ष के एकान्त में, सोने के पहले, जब किसी बाधा का भय नहीं रहता, उस पुस्तक को पढ़ना आरम्भ किया। मैं उसे इस भय से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती थी कि कहीं वह पुस्तक शीघ्र ही पूरी न हो जाय। उसे पढ़ कर मैं सो जाया करती थी। उससे मेरे मन और शरीर को जो विश्राम मिलता था, वह किसी शान्त करने वाली औषधि की मात्रा से कम न था। एक औषधि की ही तरह मुझे उसकी आदत सी पड़ गई। सोने से पहले, लेटे लेटे ही, दो चार पंक्तियां ही पढ़ लेती, पुस्तक पूरी होने पर भी अभ्यास वश, उसके पन्ने उलट कर जहीं पर नजर पड़ती वहीं से पढ़ लेती। जो पढ़ती उसका नवीन सा अर्थ निकलता जिससे पुस्तक की रोचकता घटने के बदले बढ़ जाती। सांसारिक व्यवहार की कई और पुस्तकें तथा समाचार पत्रों का ढेर लगा रहता। उन्हें जहां तक हो सकता, दिन में पढ़ लेती। परन्तु जो लगाव उस पुस्तक के साथ था, वह उनमें कहां? अस्तु, सोने के पहले, पलंग के पास मेज पर और पुस्तकें होने पर भी, मेरा हाथ उसी पर पहुँचता था। बहुधा, हम लोग जप, पाठ, पूजा इत्यादि कर्तव्यदृष्टि से करते हैं, परन्तु यह तो एक पसंद की वस्तु होने के कारण कर्तव्य से परे थी। मनुष्य उसी कार्य को उत्तम रूप से कर सकता है और उसी से उसे अधिकाधिक प्रसन्नता मिलती है, जिसे वह प्रबल इच्छा से करे। इसी तरह दिनभर के दुनियाके धंधोंसे निवृत्त होकर तथा उनसे थक कर, आराम की आशा से मैं उसी पुस्तक की राह देखती रहती जिसको पढ़ कर सच्चा विश्राम मिलता। इस जगत् में हर एक जीव, हर वस्तु की परख कर, शान्ति और सुख की खोज इस तरह से करता है, जैसे कोई कंकड़ों में हीरे को खोज रहा हो। संभव है एक दिन उसे वह हीरा मिल ही जाय।

ऊपर कथित बातें सर्दियों के दिनों की थीं। गर्मियां आने पर हम लोग शिमला चले गये। वहां से मैं किस हेतु सोलन आई, कैसे मां से मिली, मुझे वे कैसी लगीं, इसका विस्तृत विवरण अंग्रेजी में पहले ही दे चुकी हूँ। यहाँ तो मुझे अपने पाठकों के सामने कुछ और ही रखना है।

मैं अच्छी तरह समझ सकती हूं कि मां को जो जानते हैं, जिन्होंने मां से स्नेह करना सीखा है, उनका मन कैसा हो जाया करता है। वे सम्भव हो तो,

सदैव मां के साथ ही रहना चाहते हैं। वे सदैव यही विचार और विश्वास करना चाहते हैं कि उनका और सब कुछ लुट जाने पर भी मां रूपी धन तो है ही। मां उनसे जो स्नेह करती हैं वह स्नेह अटूट है। जिन वस्तुओं को दृढ़ समझ कर अपनाया था, उनके नष्ट-भ्रष्ट हो जाने पर, मां ही जीवन का केवल एक सहारा बन जाती हैं, यह आश्चर्य है। दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि मां के भक्त एक दूसरे के प्रति एक सम्बन्ध का अनुभव करने लगते हैं। अभी जो नया देखा था, वह कुछ क्षणों के बाद चिर-परिचित-सा लगता है। इस सम्बन्ध का आभास, "वसुधैव कुटुम्बकम्" वचनों से चरितार्थ होता है। माँ केन्द्र हैं और हम सभी उस केन्द्र से जीवन शक्ति पा रहे हैं। मां के निकट सभी शान्त और सुखी हैं। क्या हम सच्चे दिल से कह सकते हैं कि जो सुख मां के पास मिलता है उसे हम बड़े से बड़े वैभव के बीच पा सकने में समर्थ है? संसार का कितना ही योग्य, सामर्थ्यवान तथा मान्य पुरुष, मां को संसार की केवल एक साधारण व्यक्ति मानते हुए भी, इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि मां की बिनीत, सरल और मोहक मूर्ति, जो शान्ति, प्रसन्नता और सुख का एक ही क्षण में अनुभव करा सकती है, वह शान्ति, प्रसन्नता और सुख अन्यत्र नहीं मिल सकते।

पाठकगण, मुझे भरोसा है कि मां के प्रति, अपने जिन भावों को मैंने आपके सामने रखा है, उनसे आप सहमत होंगे, तथापि मैं अपनी क्षुद्रबुद्धि से इसका पूरा-पूरा वर्णन करने में असमर्थ हूं कि हमारे मन में माँ ऐसी अपूर्व शक्ति के प्रति किन किन भावों का उदय होता है। और यह समझते हुए कि हम लोग माँ से कितना स्नेह कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों से एक प्रार्थना करने जा रही हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको मेरी प्रार्थना उचित जँचेगी। मैं आपसे कुछ असम्भव बात करने का अनुरोध नहीं कर रही हूँ। मेरा अनुरोध तो केवल यही है कि हमें माँ की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिये।

हम सब माँ के पास शान्ति तथा सुख पाने के लोभ से एकत्र होते हैं। इस बात में मुझ से, जो मां के पास रह चुके हैं, सभी सहमत होंगे। माँ के पास आकर उस उच्च कोटि के सुख को भोगने के हेतु, हमें कुछ नियम संयम पालन करने का अभ्यास करना भी अनिवार्य है। यह अभ्यास ए छोटी सी बात को लेकर आरम्भ किया जा सक है। वह छोटी सी बात अपनी इच्छाओं तथा कार्यों पर शासन करना है। मैं भली भांति जानती हूँ कि माँ के पास जाने के विचारमात्र से हमारा म कितनी उछल कूद मचाता है, परन्तु हमें ऐसे सम में विचार से काम लेना है। हमें याद रखना है कि दूसरों के मन में भी माँ से मिलने की उमंगें हमा तरह ही लहरा रही हैं। ऐसे समय में यदि हम अन सबको पीछे ढकेल कर माँ के पास पहुँचने क प्रयत्न करेंगे तो वह हमारे स्वार्थ और नासमझी क प्रतीक होगा। उससे हमें व्यक्तिगत लाभ तो कुछ भ न होगा अपितु हम अन्य सब की असुविधा क कारण बनेंगे। हम जब एक जनसमूह को ढके कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो हम को दे कर सब यही सोचेंगे कि शांति भंग करके यह क चला आ रही है,। फिर हम उसी भीड़ में सा

प्रणाम करके माँ के पैर छूने का प्रयत्न करेंगे तो अन्य सब लोग भी सोचेंगे कि हमें भी यही करना चाहिये। नहीं तो हम थोड़ी भक्ति वाले कहलायेंगे। अब आप ही सोचिये कि इस से भीड़ में जो धक्का मुक्की और गड़बड़ी फैलेगी और उसका जो दृश्य होगा वह एक सभ्य गोष्ठी को शोभा नहीं दे सकता। मेरा किसी को दोषी ठहराने का आशय नहीं है। मैं यह सब देख चुकने पर, एक चेतावनी के रूप में पाठकों के सामने इस विचार से रख रही हूं कि भविष्य के लिए हम सम्हल कर इस अव्यवस्था से बच जायँ। मैं इस सम्बन्ध में नीचे एक दो घटनाएँ प्रमाण रूप में उपस्थित कर रही हूँ।

यह घटना माँ ने स्वयं मुझे बतलायी। एक बार वे एक आश्रम में गईं। वहां बहुत से भक्तगण बड़े बड़े थालों में फल फूल, मेवे मिठाइयाँ इत्यादि लेकर मां की राह देख रहे थे। माँ के पहुँचते ही भक्तों ने माँ के पास पहुँच कर पैर छूने का प्रयत्न किया। परिणाम यह हुआ कि वहाँ कीर्तनके जो वाद्य यन्त्र थे वे चकनाचूर हो गये। जो फल-फूल, मेवे-मिठाइयों से भरे थाल थे वे सब उलट गये। सब चीजें जमीन पर बिखर गईं। सारा स्थान एक अव्यवस्था का चित्र बन गया। जब माँ ने देखा कि इस कोलाहल में न कोई सुनेगा न सम्हलेगा, तो माँ वहाँ से फुर्ती से सरक गईं। सब माँ से मिलने आये थे, परन्तु नासमझी से सब मिट्टी में मिल गया। माँ तो ऐसे समय में चुपके सरक जाने में बड़ी चतुर हैं। इतनी फुर्तीली हैं कि आश्चर्य होता है। ऐसी ही एक और घटना देहली में मेरे ही सामने घटी। वहाँ माँ के एक भक्त ने नामकीर्तन सप्ताह मनाने का काली वाड़ी में आयोजन किया था। इस उत्सव में उस भक्त को माँ के दर्शनों की प्रबल इच्छा हुई। परन्तु वह यह भूल कर बैठा था कि बिना माँ की आज्ञा लिये उसने माँ का नाम क्रमावली में छपवा दिया था। मां को तो मालूम भी तब हुआ जब माँ के पास उस क्रमावली की एक प्रति पहुँची। माँ उन दिनों होली के उत्सव में वृन्दावन में थीं और देहली आने के लिये समय नहीं था। फिर भी हम लोगों के प्रार्थना करने पर कि उस भक्त ने त्रुटि अवश्य की है, परन्तु उसके अन्तर्गत मुख्य भावना माँ के दर्शनो की ही थी, माँ ने कहा जो हो जाय। हम लोगों ने सोचा कि अमुक दिन बनारस जाते समय रेलगाड़ी में बैठने से पहले कुछ समय के लिये उत्सव के स्थान पर माँ को ले जायेंगे। माँ समय पर आईं और काली बाड़ी जाने से पहले, हाथ मुह धोने के लिये उस स्थान में रुक गईं जहां वे देहली में प्रायः ठहरा करती हैं। वहाँ क्या देखती हैं कि कालीवाड़ी के बदले, सारी भीड़ तो वहीं एकत्रित है। माँ के पहुँचते ही जो प्रणाम का ताँता लगा, माँ तो उसी में खो गईं और मैं चारों तर्फ से धक्के खाने लगी। इतने में एक भक्त ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सुरक्षित स्थानमें पहुँचा दिया। माँ ने जब देखा कि सुव्यवस्था स्थापित करने की कोई राह नहीं है, तब वे उस भीड़ में से फुर्ती से निकल कर सीधे स्टेशन की ओर चली गईं। क्यों कि गाड़ी छूट जाने का भय था। इस गड़बड़ में काफी समय लग जाने के कारण तथा कालीवाड़ी की सड़क भीड़ से भरी होने के कारण कालीबाड़ी जाने का समय नहीं रह गया था। अब दिल्ली निवासी जन मुझे तथा एक दो और मां के भक्तों को व्यंग से पूछा करते हैं कि तुम्हारी माँ कैसी हैं जो इतनी राह देखने पर

भी भक्तों को दर्शन देने न आ सकीं। पाठको, हमें लज्जित होना चाहिये कि भक्त होकर हम लोगों में से कुछ, नासमझी से, माँ को तथा अन्य भक्तसमूह को प्रायः ऐसी असुविधा में डाल दिया करते हैं। इन बातों से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि जहाँ बाह्य प्रणाम इत्यादि न हो सके वहाँ मन में ही भक्ति से प्रणाम इत्यादि कर लेना चाहिये। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ सुझाव रखना चाहती हूं कि ऐसे समय तथा स्थानों में हमें क्या करना चाहिये जिससे हम मां को ऐसी कटु आलोचनाओं से तथा अपने को धक्का मुक्की से बचा सकें।

१. पहली बात हमें सदैव यह याद रखनी चाहिये कि मां के चरण छूने का निषेध है और जिस का निषेध है उसे करने से लाभ के स्थान में हानि ही होती है।

२. जन-समूह में हमें अपने स्थान से ही मां को प्रणाम कर लेना चाहिये। उनके निकट पहुँच कर उनके चरण छूने का प्रयास नहीं करना चाहिये, क्यों कि भीड़ में सारी अव्यवस्था का यही एक मूल कारण है।

३. बड़े जन-समूह में हमें दोनों ओर कतार बाँध कर खड़े हो जाना चाहिये जिससे मां के आने के लिए बीच का स्थान खाली रह सके। इससे यह लाभ होगा कि माँ को बीच से जाते हुए सब कोई निकट से देख सकेंगे और माँ आसानी से अपना आसन ग्रहण कर सकेंगी। इस समय यदि हजारों की संख्या में माँ को साष्टाङ्ग प्रणाम करने लगेंगे तो माँ खड़ी ही रह जायँगी। हमें तो सब से पहले उनके आराम तथा सुव्यवस्था का ध्यान रखना है। हम चाहे मानसिक, शारीरिक, जैसा भी प्रणाम करें उनके लिए तो सब बराबर है। उन्होंने तो सबसे स्नेह ही करना है और हमें वही देना है जिसके योग्य हम हों या अपनेको बना सकें। वे मांग कर हमें कुछ अधिक देंगी और बिना मांगे कुछ नहीं देंगी, यह बात तो है ही नहीं। इसलिये सब से पहली बात हमें ध्यान में यही रखनी है कि हम जो करें सोच समझ कर, शान्ति और स्थिरता से करें।

४. मेरे सुनने में आया है कि कुछ लोग कहते हैं कि मां तो देवी हैं। उन्हें भोजन तथा विश्राम की आवश्यकता ही नहीं है। अपार श्रद्धा की द्योतक होती हुई भी यह धारणा सही नहीं है। माँ क्या हैं माँ ही जानें, परन्तु मानव-शरीर धारण करने पर मानवों की ही तरह उनके शरीर की रक्षा तथा आत्मवत् सेवा भी अनिवार्य हो जाती है। हमें यह विशेष ध्यान रखना है कि किन उपायों द्वारा स्वस्थ शरीर से वे हमारे बीच में हमें स्नेह और शक्ति देने के लिए अधिक से अधिक समय तक साकार रूप में रह सकें। उन्हें तो किसी भी वस्तु की इच्छा या अपेक्षा नहीं है। उनकी सम्हाल का उत्तरदायित्व तो हम लोगों पर ही है।

५. उनके व्यक्तिगत रूप से दर्शन करने की इच्छा रखने वालों को, दर्शन के लिए, समय मांगने पर बराबर समय मिल जाया करता है। मैंने तो प्रायः देखा है कि दर्शनाभिलाषी दो चार के समूह में आते ही रहते हैं। मैं मानती हूं कि माँ के पास बैठ जाने पर उठने की इच्छा ही नहीं होती। कई बार तो मध्य रात्रि बीत जाने पर भी लोग उठने का नाम तक नहीं लेते। यदि हमारे शरीर को स्वयं विश्राम की आवश्यकता न होती तो हम

लोग रात भर भी माँ को न छोड़ते, परन्तु यह नहीं होना चाहिये। हमें उनके भोजन और विश्राम के समय का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिये।

अन्त में मुझे आप लोगों से यह आशा ही नही विश्वास है कि मेरी इस प्रार्थना पर विचार करने पर इसे उचित पायेंगे और भविष्य में इन बातों का सदैव ध्यान रखेंगे। आप ही सोचिये कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व हमी लोगों पर तो है।

"आनंद प्रिया"

"Spoken word, verily, must be of Thee alone
All else is but futility and pain."

# MOTHER'S WORDS

( *Replies to letters from different people at different times.* )

## Satsang.

### 1.

To frequent the company of saints, sages and seekers after Truth is the bounden duty of man.

Association of this kind will help to awaken his interest in that which is Real. (*Sadbuddhi*).

The more consistently one seeks the fellowship of the spiritually minded the greater will be the Good.

### 2.

Whenever no opportunity can be found for coming into the physical presence of the holy and wise, it behoves one to contemplate *Vasudeva,* the divine Dweller in every human heart. By cultivating His Presence one has to prepare oneself. One should choose activities and surroundings that are apt to induce Godly thoughts and aspirations. (*Sadbhava).*

## The Importance of the Guru.

### 1.

Just as without the help of teachers and experts one cannot become proficient in the worldly knowledge taught at universities, even so the sublime Knowledge of the Absolute does not come without the guidance of a competent Guru. To find him is the problem, be it for spiritual progress, liberation or anything down to the smallest detail.

2.

In one form or another the grace of the Guru must be obtained. Until the Guru has been found it is man's duty to invoke and to try and realize God by looking upon all forms as His Form, all names as His Name and all modes of being as His.

### How to Meet Adversity and Danger.

1.

Write to him, for the present this is His way of manifesting Himself. Tell everyone to abide in fortitude, and in total surrender to lay all matters at His Feet.

2.

Verily, He is in all shapes and in all states of being. Whatever comes to pass at any time, it is He who either causes it to happen or does it Himself or knows about it.

In all things rely wholly on Him.

3.

Adversity will of a surety befall man. Bear it like a hero, armoured in patience and fortitude. Accepting what comes as His dispensation, endeavour to seek refuge in Him alone.

4.

It is desire that causes sorrow, but the will to God-realization is itself felicity. Be certain that He will cleanse and comfort you and take you into His arms.

This trouble has come to lead you to happiness. At all times hold Him in remembrance.

5.

Nothing should be done in a hurry. One has to be anchored in patience. Whatever He may assign to you, try to take it upon yourself as His gift, joyfully.

6.

More often than not God destroys disaster by adversity. Complete trust in Him through foul and fair is what is wanted.

7.

No evil can ever betide him who cleaves to God's name. What one suffers is in exact keeping with the nature of one's actions. If the flow of God's name is sustained all work will beget the good.

8.

Wherever God may place you at any time and under whatever circumstances, recollect that it is all for the best. Endeavour to go through life leaving your burdens in His hands. He is the preserver, He is the guide, He is all in all.

9.

In times of affliction one must persevere in patience. Although distress and danger certainly are part of man's lot, yet will they be conquered by one who can meet them with courage and calm.

Conditions vary. During spells of misfortune it is necessary to rely on Him with even greater fervour. There is no knowing through what mishap he may wipe out peril. Sometimes He actually removes danger by adversity This is why He is called Dispeller of Danger — Saviour.

# MOTHER'S AMARA VANI

## ( 3 )*

*Mataji :* Father**, what do you call action that is free from desire ( *Nishkāma Karma* ) ?

*A devotee :* Well, it does not seem possible to me to perform action without desire, that is to say devoid of attachment for either the work or its fruits, but solely from a sense of duty. According to the scriptures ( *Shastras* ) only the man who has achieved perfect fulfilment is capable of such action. As long as one is linked to the objects of the senses it is impossible. Yet, what is taken up in a spirit of dedication to God may well develop into work done without any desire.

*Mataji :* Whether with or without desire — it is still action. One cannot possibly remain without action until the state of Pure Being comes about. Therefore let this aspect of the matter also be understood.

When you surrender yourself to the Guru you have to carry out his orders unconditionally. In this your motive is exclusively to execute the Guru's will. Consequently, when, going about the task you grow eager to do your utmost, can you call this also a desire in the ordinary sense ? T set one's heart on being efficient wit the sole object of fulfilling the Guru' will is certainly a good desire.

If for any reason there should b even the least resentment the actio can no longer be described as withou attachment. Suppose after havin accomplished by far the greate portion of some work, you have t abandon it, and towards the en someone else takes it up and comp letes it and he gets the credit fo achieving the whole of the task. I you mind this even in the slighte degree, how can the work have bee really disinterested ? Obviously i was not quite free from a desire fo recognition.

When you have given yourself u to the Guru, no matter what he ma do, to what trials he may have subject you, you regard yourself a a tool in his hands : you have no reached a stage where in spite of a difficulty you persist with the work, knowing it to be the Guru's order. Remember that by this attitude you grow steadfast in endurance. patience and perseverance and your energy and capacity are enhanced.

---

* The Bengali original appeared in "Ananda Varta", Vol. 1, No. 5.

** Mataji addresses every man as 'father'.

In action there is bound to be conflict. When can there be freedom from conflict? When there is no question of feeling hurt or not. In the midst of work one must be prepared to obey any kind of order at any time and under all circumstances. Imagine you are hungry and just as you are raising your hand to put food into your mouth, you are asked to go elsewhere. At that very instant you should gladly let fall the food you were about to eat and obey the call. Such a spirit is an indication of one's becoming established in a happiness which is not of this world. When one is nearing effortless being,* whether one is blamed or not for some shortcoming in one's work, leaves one quite indifferent. Then only does one become an instrument in His hands. The body moves like a tool and one watches it as a kind of spectator. There one observes what a great variety of work gets done by such a body and in what a very smooth and efficient manner. Egoless work is full of beauty, for it is not prompted by a desire for self-gratification. So long rs the knots (*granthi*) that constitute the ego are not dissolved, even though you intend to act impersonally, you will get hurt and this will produce a change in the expression of your eyes and face and be apparent in your whole behaviour. To long: "Let my heart be free from craving for results," is still a desire for a result. Nevertheless by thus aspiring after selfless action there is hope of its coming to pass. In the process of this a great inner transformation takes place. A "knot" means resistance and hence, so long as the ego persists, there will at times be clashes, even when impersonal work is attempted, because one is bound and therefore pulled in a certain direction.

*A devotee :* So until one has attained to perfect fulfilment acting without a motive is an impossibility?

*Mataji* : When impersonal work is being carried on and watched as by a witness a deep joy surges up from within. If at that time the body gets hurt, even this becomes a source of happiness. However, this welling-up of joy is not identical with Self-realization. The thrill of delight brought about by impersonal work is His delight become one's own, His gladness felt as one's own: a stage has been reached where happiness is bound up with Him. In this condition, since one has lost interest in worldly pleasures, a great deal of work can be done in a perfect way. But even if despite one's utmost efforts some task has not succeeded fully, one does not feel disturbed. For everything has its place, here also His will prevails. Do you see what an exquisite path this is! But only at a time when action is not tainted by a sense of possessiveness. Yet even this state is by no means Self-realization. Why not? Whether with or without desire, it is work that is referred to here. Although done impersonally the action still remains separate from the doer. Whereas where the Self is and nothing but the Self, there the Guru, his instructions, the work cannot each exist separately. Where the duality of precept and action persists one cannot possibly speak of Self-realization. The play of one who has attained to final consummation is entirely different from the work that has become selfless by effort. This has here been enlarged on in reply to your question.

---

* In "Amara Vani" (2) Mother says : "Sustained effort ends in effortless being — in other words, what has been attained by constant practice is finally transcended and then spontaneity comes."

Even when the state of spiritual ecstasy (*Samādhi*) has been reached, in which one seems to be wholly absorbed within, this also is still a stage. Yet, it is when by this spo taneous inner process ( *antarkiiy* the veil is lifted, that the Vision Reality may come about; whereas can never come through outer activi such as the attempt to efface desire.

By way of illustration, father There was a time when this bo tried to carry out to the very lett anything Bholanath** asked f But when he saw that this bo became rigid, that it was incapal of performing certain types of world actions, unable to bear them, himself most gladly took back request. This is how, inspite of t fact that some tasks could not attended to, strict obedience in a way was being observed.

However, one day the husband Bholanath's sister, Mr. Kushari ca on a visit. When he saw that t body obeyed Bholanath in all matte he felt annoyed and exclaimed: "Ha you no opinion of your own? Ha you to consult your husband abo every little detail? What a state affairs! Suppose he asked you to something wrong, would you ob then also?"

He got the reply, "Let such occasion arise and, when setting to put the order into practice, what comes to pass". This answ left him dumbfounded. Thereafter changed his mode of life and remained devoted to the Supreme Quest for the rest of his days.

---

* Mataji addresses every man as father.

** Mataji's husband was known as Bholanath.

There is a state in the spiritual life when unconditioned, self-sprung action is possible, because there are no ties; and where no ties exist there is no danger and no wrong path — one cannot take a false step.

*Question* : Was it not after Self-realization that you were in that condition ?

*Mataji* : Leave this body out of it! If you say that this condition only comes after Self-realization, you will have to understand that after Self-realization it is possible to play anywhere, in any way one pleases — oneself playing with oneself of course — quite a different matter from what was being spoken about. It is a state of oneness : even while remaining in division one is undivided and remains in oneness though appearing divided : this is THAT ness ITSELF (*Tat Sva*). Here to obey and to disobey — both are THAT.

There are signs by which actions done as an instrument before Self-realization can be recognized. At this stage the stream of action is directed towards the fulfilment of actual needs. Whereas in the state of Pure Being it is totally different : to do or not to do, call it what you will, all is THAT. Within this sphere everything is possible : not to eat while one is eating and to eat though not eating ; to walk without feet, to see without eyes, and much more of the kind, as you would put it. When established in the Self, who obeys whose bidding ? There are no others, none are separate. No longer does one talk to another— how can there still be the relationship that is based on the sense of separateness ? The level of selfless action is quite different from the state of Self-realization. So long as the Guru, the love of him, the work, the "I" are perceived separately, the question of Self-realization does not arise. Yet it must be said that action dedicated to God is not of the same order as work prompted by desire. The one is for the sake of union, which leads to enlightenment, the other for the sake of enjoyment, which leads to further worldly experience. What alone is worthy to be called action is that by which man's eternal union with God becomes revealed ; all the rest is useless, non-action. It is not a new kind of union which has to be established, but rather the union that exists throughout eternity has to be realized.

Very well, now listen to something else. There is a stage where working is very delightful and gives intense happiness. Here one is quite unconcerned with what may or may not result from one's action : the work is done entirely for its own sake, for the love of it. Neither is there an external Guru in this, nor the love of of him. A state of being of this kind does exist. There is great diversity in the realm of action.

The sense of contentment experienced at the fulfilment of some worldly desire is relative happiness. This desire may be for one's wife, son, a relation or anyone else and accordingly the fruit inherent in each particular action will be reaped. This is working for the sake of self-satisfaction (*bhoga*), not for the sake of union (*yoga*); it brings joy along with sorrow as well.

Now to come back to what has just been said about work done for the love of it, not for anybody. Imagine how much sometimes gets accomplished even while walking in the street, not for anyone's sake, work for the sake of work, work itself being one's only God. This also is one of the stages. But if one goes on performing action of this kind, there comes a day when one is liberated from action. There is such a thing as labouring for the welfare of the world, but here even this purpose is absent. It is a type of work not prompted by desire or craving, one just cannot help doing it. Well then, why is it done ? One simply is in love with the work. When God manifests Himself in the form of intense desire for some action, one is finally liberated from all action.

*Question* : Work only begets more work, how can it come to an end ?

*Mataji* : Why, do you not know this ? If you can become so completely absorbed in any one thing that you are, as it were, no longer in control of it, wrong action becomes impossible and therefore work is about to cease for you. How many states and stages there are ! This is one of them. Here one has certainly not become a sage as yet, but one cannot do anything wrong. Neither is there an opportunity to consider whether one is acting in accordance with the Shastras or not. Nevertheless in such a state of one-pointedness wrong action violating the laws set forth in the Shastras cannot occur. The human body — the vehicle through which the work is being done — has entered a current of purity and as a result *Satkarma*, action in harmony with the Divine Will, is performed.

It is on the level of the individual only that pleasure and pain exist. In spite of one's attachment to one's wife, husband, son or daughter, — during spells of severe pain, when one tosses about in intense burning agony, is there room left for the thought of one's nearest and dearest ? Does one not groan in a frenzy of self-pity ? At that moment the infatuation of family ties loses its hold, while the delusion of identifying oneself with one's body reigns supreme. Oneself exists, that is why everything exists. From here, out of this arises the semblance of the going and coming of the individual, with its round of births and deaths.

Now you should understand that one who loves God is but out to destroy identification with the body, which implies destruction ( *nasha* )* of delusion, of bondage, in other words of desire ( *vasana* ), † of 'no Self' ( *na sva* ) †. Your dwelling place ( vasa ) at present is where the self manifests as 'no Self' (*sva na*); when that is destroyed it is only destruction which is destroyed. Furthermore what is known as worldly craving also means the activity which takes place because the action of Self-revelation is absent. He is not there, this is the essential crux of the matter, is it not ?

This body speaks of yet another aspect ; can you guess what that is ? Just as the Beloved ( *Ishta* ) is the Self, so destruction is also He Himself, as likewise is the destroyed He Himself. This is so where the SELF is and nothing but the SELF. Hence with whom can one associate ? That is why it is said : He is without another, existing alone. When speaking of Him as appearing in disguise, what is the disguise ? He Himself of course.

What is known as the world ( *jagat* ) means movement, whereas what is bound is the individual ( *jiva* ). As the saying goes : wherever a living being ( *jiva* ) is there is *Shiva* and wherever a woman, there is *Shakti* ( Divine Energy ). Where no question of birth and death exists, no question of bondage, this, surely, is named the Eternal. Now grasp this thoroughly : how can there be bondage in that which is perpetual movement ? Does that remain stationary anywhere ? Just as it does not remain confined to any one place, so it cannot be found when the mind is dissolved. For this reason, because it never stays bound in any particular spot, can one not call it free ? Well then, what goes and what comes ? Behold, it is movement as that of the sea ( *samudra* ),* *He expressing Himself* ( *sva mudra* ). The waves are but the rising and the falling, the undulation of the water, and it is the water that forms into waves ( *tārānga* )* — limbs of His own body ( *tār ānga* ) — water in essence. What is it that makes the same substance appear in different forms as water, ice, waves ? This again is the problem of a particular plane of consciousness. Reflect and see how much of it you can understand ! No simile is ever complete ; yet has it not helped you to view this from the standpoint of the world ? What actually have you realized ? Find out !

---

* Here Mataji plays upon words. Sva and *sha* are pronounced alike in Bengali, therefore *nasha* — destruction sounds like *na sva* — no Self ; † *Vasana* — desire is where the Self dwells as no — Self, *vasa* — to dwell, *na* — no, not.

Very well, you call transient that which never stays fixed anywhere, do you not ? But what does not stay ? Who does not stay ? Who comes ? Who goes ? Change, transformation – what are they ? WHO ? Grasp the root of this ! Everything will crumble, everything disintegrate, that is to say death crumbles — death dies. Who goes and whither ? Who comes and whence ? This ceaseless coming and going, what in essence is it ? WHO ? Again there is no question of action of any kind, no question of coming and going, where does birth come in, where death ? Ponder over this !

Look, this universe, you will say, is nothing but the One Self. As such every form is HE in His very o FORM ( *sva ākāra* ), that is the S ( *sva* ), the Eternal, revealed as Fo ( ākāra ). What does this imply ? N action ( akrīya ). In what sense n action ? Your idea from the po of view of the world is : acti dedicated to God is alone true acti all the rest is useless and therefore action at all. But here the questi of such action does not arise. Wh then does exist here ? SELF-ACTIO (Sva-Kriya) — *He Himself as Acti* He Himself as Form, that is why is called "With-Form" ( *Sākāra* ); Himself as Qualities ( *gunas* ), that why He is called "With-Qualiti (*Saguna*). Where the Lord (*Īshwa* or anything pertaining to His Div Splendour is manifested, He Hi self ( *Swayam* ) appears in action, ever remaining the non-actor. as such is the Essence of Absol Truth.

There is non-action ( *akrīya* ) form (*akāra*). Form means embo ment (*murti*), in which there is neit action nor one who acts. Of wh can He become the doer and wh to be the doer and where ? *He* is revealed in what you see as bond by action. He Himself is acti ( *kriya* ) He, the Eternal that never be destroyed. Destroyed (*nashta*) means not-the-Beloved (*an-ishta*)* not-He who can never be undesired; for He is the one and only thing desired by all creation, the All-Beloved. Therefore you should grasp that the One who is 'Without Form' (*nirākāra*) 'Without-qualities' (*nirguna*) is also 'With form', and 'With qualities': water and ice — what in essence is the difference between the two? Can you tell? Hence He alone is and nothing but He. The One who is Pure Consciousness and Pure Intelligence has many shapes and forms and at the same time He is formless. For this reason, whether you call it worldly action or the action of the seeker, both are THAT, every action, is free, in other words there is no question at all of action (*Karma*).† That is why, you know, it is like this: there is only One Eternal Reality (*nitya vastu*), but since you are limited by your diverse angles of vision, you speak of transience and hold to the idea: "no action can endure, change is its very nature." Where does the ceaseless change of the everchanging world lead to? Action in which there is no possibility of bondage is indeed "being". World is the name for that movement which rushes towards death, in other words perpetual change is its innate character. On the plane of the individual and therefore of bondage all change is exclusively along this line. Facing towards THAT (*Tat-mukhi*), many are striving, each in his own particular way; effort of this kind is certainly *everyone's* duty. In order to divert the course of his life into this direction the average person has to occupy himself with actions aiming at THAT (*Tat Karma*).

---

* Mataji plays upon words : *samudra* = sea, *sva mudra* = His own expression. *Taran* wave, *tār* = His, *anga* = limb, intrinsic part.

But now, think carefully and realize: you are eternally free, because action (*Karma*) is ever free and cannot remain bound. Do you not know that the rope with which you tie anything in this world must rot or wear out? And though you use iron chains or even golden, whatever binds will one day break or be shattered. Do any worldly fetters exist that can never break, never be destroyed? It is only the cry of lament over temporary ties that alone fashions the bondage of the mind — the mind that cannot be confined to any place. Like a restless child, unconcerned with good or bad, it seeks Supreme Bliss; never satisfied with momentary happiness and therefore ever fickle. But how can it possibly be at rest until it has discovered a way to the Supreme Reality? Until it has become wholly absorbed in its source, reposing in its own Self? In your innermost heart you know that you are free, that is why it is your nature to yearn for freedom. Likewise when by some good fortune He becomes revealed as action, action will cease by itself. Stagnation is death; solely to avoid this blocking of the movement man resorts to countless devices. Only what falls away of its own accord is to be given up.

---

* Another play upon words: *nashta*— destroyed, *na-ishta*— not the Beloved, in sound more or less alike.

† The word '*Karma*' means action as well as the law by which actions inevitably bear their fruit; whereas 'Kriya' means action as such, action in general.

You go on insisting that the mind must be dissolved (*manonasha*).* But do not forget, it is this very mind which is the Mahayogi †, yes, indeed, the sublime Yogi. Your scriptures describe such a Yogi as behaving like a mischievous child, or as being oblivious of cleanliness, decency and propriety; also as a lunatic or again as one seeming inert and unfeeling. That which resembles complete indifference and inactivity you regard as very exalted and moreover you say: what is contained in this microcosm is in the macrocosm.

A Divine Incarnation (*Avatāra*) playing as a child, how lovely it is, how enchanting! When ordinary people read or hear about the childhood of Sri Krishna or see it enacted, they interpret it in the light of their experience of their own children, for this is what they are familiar with. From where would they get the capacity to grasp its inner significance? When you witness a dramatic representation of the love play of Radha and Krishna in the *Rāsalīla* or a performance of the *Rāmalīla* you do not see the real *Līla* which is entirely spiritual, supernatural ( aprākrita) , transcendental. Where there is actual experience of it, it is due to the functioning of spiritual vision.

---

* According to Vedanta liberation is due to right Knowledge of the Self or Intuition of Truth. When such Knowledge or Intuition arises, liberation is bound to follow as a matter of course. But it is further asserted that though liberation becomes a moral certainty for a man of Knowledge, its realization or actual experience as a state of Bliss in this very life depends on the further condition of the physical and vital organism being purified; for the simple reason that the experience or sense of freedom can express itself in an embodied state only through the medium of the purged vehicles of mind and life. If this purification is lacking, the liberation effected through Knowledge can only be realized when the present body with its imperfect mental and vital sheaths falls off. The dissolution of the (conditioned) mind (*manonasha*) and desires (*vasana kshaya*) is an invariable antecedent to the experience of spiritual freedon during life.

† From a different point of view mind is spoken of as the "great yogi" in the sense that it behaves like such a yogi in his usual state of restlessness and indifference to purity or impurity, his freedom from rationality and lack of harmonious self-adjustment. The yogi is free in his movements, so is the mind, The analogy is further strengthened by the fact that the mind, like the yogi, is always in quest of absolute Bliss.

*Question :* When there is spiritual experience, how is it interpreted in terms of worldly occurrence ?

*Mataji :* As one is released from bondage, the destructible destroyed and the Beloved alone shines forth — hence, say, what can one behold ? When ties are being broken it is the breakable only that breaks. But the bond of the love of God is not that kind of bond — it is an *unbinding*. And where the knowledge of the Absolute ( Brahmagyān ) is, there the ordinary function of understanding ( 'standing under' ) no longer exists. For to understand means to throw off one load only to stand under a new one; whereas the knowledge of the Supreme Reality is beyond thought and speech.

When the average person sees a performance of the *Rāsalila* or *Rāmalila*, what can he possibly grasp of it that will not be coloured by his worldliness ? Where is the capacity to experience anything beyond that ? Nevertheless since it is God's Divine Comedy which he is taking in through his ears and eyes, there is hope that the capacity may come.

It is the nature of the mind to accept the many. All that is wanted is to focus this acceptance on one particular thing, with or without form, which, when accepted leaves no further choice between acceptance and non-acceptance. This One Thing means where the possibility of duality is altogether excluded. This is why one becomes one-pointed. The mind points to the many. Amidst the cross-currents of the divergent mind one has to become firmly concentrated on one goal. Think of a tree. The boughs and branches that spread out on all its sides yield the same kind of seed as that from which the tree originated. This is how one single seed potentially contains innumerable trees, innumerable boughs, branches, leaves and so on. There is infinite movement and infinite stability, infinite manifestation and infinite mystery — the seed grows into a tree, the tree brings forth seed. Therefore when one becomes wholly concentrated on any one thing, why should not the ONE be revealed ? The One contains the endless, and at the end of the endless is the One-Without-End, in whom the duality of finiteness and infinity is not. This is what is wanted — the THING ITSELF. Where you perceive a limit there is actually no limit, for verily, He is limitless. In all forms and in the formless is He and He alone.

This much about attachment to work ( *Karma* ). Now about attachment to *Bhāva*.* Bhāva also belongs to the realm of action. But there is predominance, sometimes of action, at other times of Bhava. This is all very difficult to understand. Someone has asked the question : "What is attachment to Bhāva ?" One example is when one practises yogic postures and breathing exercises (*Pranayama*), ritual worship, the repetition of God's name, meditation, contemplation, any of these, for the sake of getting into a particular Bhāva, and then one wishes to remain in this state all the time. So long as it lasts, or rather so long as this condition predominates, one is steeped in bliss. But in this one has not yet attained to enlightenment one is only on the way to it. This i a pure kind of attachment and therefore one may progress beyond it Since one delights in lingering on th level of this Bhāva one could possibl indulge in it day after day or even fo the rest of one's life. Although remaining in this state for a great length o time does induce transformation to certain degree, yet there can be n special progress. But if by som ineffable touch this Bhāva could fin its consummation, one would be abl to proceed further.

There are states where one soar up and glides down again. But t become established in perfect pois where ascent and descent are out the question, surely, this is what i wanted. Not until both Karma an Bhāva are brought to completion ca one go beyond them.

---

*Bhava is the inner disposition that reveals itself as Karma. Bhava is latent Kar whereas Karma is Bhava actualized.

# GREETINGS FROM A EUROPEAN

*By*

Richard Lannoy

Some years ago I purchased a small map of India and drew a big green line over a route I planned one day to take. On the map I underlined Banaras heavily, because I had always wanted to visit the Sacred City. But although a small inner voice told me that I might find there something remarkable, little did I dream of ever receiving such a deep experience as was eventually given me when I stayed there for some months. That green line drawn at a moment when I never seriously considered the actual possibility of visiting India was perhaps a mark of fate, the first intimation of an inevitable event, of which, at the time, I could have little understanding. But if it was in my fate to come to Banaras (in these days of easy travelling not so very difficult), it was with astonished wonder that I looked upon Mataji when I first saw Her. That some one so great, so full of love, some one with such a power immediately to inspire all those around Her, should really exist filled me with amazement. Reading of Ramakrishna or Ramana Maharshi may convince one intellectually of their greatness, but my own fumbling conception of Mata Anandamayee is but a reminder of how extraordinarily ignorant I am of real spiritual greatness. We in the west have a very inadequate conception of the richness of the Hindu religion, and due to the trend of our civilization during the last few centuries we have lost the grace to live as Hindus can, near to God, with the inspiration of a living faith. Therefore it is very difficult for us to have any sensible idea of religion in India. When, therefore, one has the supreme good fortune to meet Mataji, who must surely stand at the very pinnacle of spiritual greatness, one receives that unique blessing which only direct contact can give, which is at once a revelation and so different from any previous experience. Mataji gives without limit, but never beyond the individual's capacity; it is all kindness which makes personal problems vanish; however it is when one comes to write about Mataji that one balks at the difficulties. As a westerner I feel this very strongly, because for most of us any spiritual journey is a journey without maps, there are no green lines to help us, none of the guidance, or at least very little, to which the Indian may have recourse in the Shastras. To the Indian many elementary and a number of difficult problems are within his immediate command, his traditions come to his aid where we have either discarded or forgotten ours. Therefore perhaps I may be forgiven if I flounder with my words, because I have no book-learning in the scriptures with which to express myself with accuracy.

It is precisely in this matter that Mata Anandamayee has such understanding; anyone from any part of the world may come to Her and receive guidance which no scholarship can ever hope to give. For my own part it has been such a deep experience to be near Mataji; because She is so clear and direct. I have been able to receive Her blessing and guidance inspite of my ignorance. The customs of another culture may prevent one from reaching any degree of understanding without having lived there for a prolonged period of time, and it is often held by Europeans that India is mysterious, inscrutable, incomprehensible and one may as well give up any hope of receiving serious spiritual experience there. The correct wor for Mataji's conclusive ability to pro this notion entirely unfounded is har to find, so I will call it Genius. N only for Indians, but for people fro all countries, all walks of life, fro every kind of society, people great intellectual brilliance, people worldly eminence or the most humbl it is Mataji's Genius to be able t inspire them with the Love of Go to put them again in their own tr centre. I had the good fortune t stay near Mataji in Her Banaras an Vindhyachal Ashrams for nearly month and I was astonished to see many different kinds of people visiting Her and to see their faces beco radiant and transformed by Her Pr sence. If the path of sadhana hard to live up to, something has be illuminated in the hearts of th who visit Her and which cannot obliterated by time ; this is such great love which She gives to all th at once the difficulties of sincere s piration become simplified.

In the west the current trend thought is to search for some ne formulation of ideas which can sta up to the monstrous conditions the present age. Nuclear physi catastrophic wars and terrible hum suffering have given the world pr blems of vast proportions which t institutionalized religion of Chri ianity has so far failed to encompass. Something new, or newness, therefore, has become almost a cult in the west, and nine persons out of ten would probably also say that Indian philosophy or Indian mysticism, great though it may be, is old, that what is wanted is something new. Mataji makes only too clear the fallacy of this search for the new. With Her the new is entirely irrelevant. If anything is new it is surely Her own unique way of helping you to realise instantly, at once and for all time, how to kindle the inner flame Her Genius, suddenly lights you up with happiness, inner and abiding happiness, the vitality of Joy, and shows you that this can never come from cinemas or a fat bank balance, but from within. In this state of happiness She gently guides you to the point where you can know without fear that this Joy comes from God. Many people balk at the word 'God' and profess atheism or agnosticism, but that which one can receive from Her is nothing to do with any 'ism'.

As a photographer certain things have struck me as remarkable and my work changed considerably when I was taking photographs in the Ashrams. Always seeking to catch Mataji's natural expression without any posing I found Her mobility too fast to render adequately, Her beautiful movements so quick that it was nearly impossible to photograph them. Too many were taken in moments of impetuous excitement; but by being completely quiet there was always a moment she gave my camera and all I need do was to close the shutter with it safely inside on the film. Mataji is constantly in movement, which is Her special way of filling everyone with vitality, with laughter and joy, a sparkling quality which has nothing to do with the hectic rush in which we usually live, but a movement which can only be appreciated in quietness. This playfulness which we find so entrancing and which animates and makes so expressive every activity in Her Ashrams is a very unusual quality, so different from the stillness with which we usually associate sages. But because this mobility constantly transforms the ordinary into the unique, we can glimpse the way in which all illusory charms of the world nevertheless contain an inner significance which our blunted sensibilities fail to appreciate. With what deft and astonishing charm She brings everything alive and unafraid.

To a westerner accustomed to the diversity and excitements of our fast-moving life the serenity of the spiritual life is not easy to appreciate, still less to accept, because we are habitually restless. Therefore this seemingly endless play of movement, like the play of light on water, which I associate with Mataji, helped me first by bewitching me with Her grace and the beauty of Her every movement. This eventually helped me to become quiet and see that such beauty can only proceed from absolute serenity. It can only be understood by oneself as the abiding peace when some small iota of quietness within oneself can be responsive to it. At the Banaras and Vindhyachal Ashrams there is always beauty in the person of Mata Anandamayee and beauty in everything associated with Her. Everything is animated by Her golden touch; this is not a sentimental beauty but something powerful which only comes from greatness. It can be as gentle as the light at sunrise or it can be of a magnitude expressed by the German poet Rilke in his Elegy;

> ..........Beauty's nothing
> but the beginning of Terror we're
> still just able to bear.
> and why we adore it so is
> because it serenely
> disdains to destroy us.

Worldly life with its splendours and miseries makes us rely upon pleasurable distractions. Two problems seem to occur to the novice in the contemplative life: firstly the beauty tha may be so abundant in a place of r tirement may cause distraction, secondly fear of isolation, of being cut o or pent up in a secluded spot. I found when in the Ashram, that there wa no alarming feeling of monasticis or unfamiliar seclusion from th robust world, but on the contrar here was total experience, the fu vigour of life, enhanced by Mataji' inspiration, difficult to sustain and ye full of Her love. I have done man jobs, travelled in many different countries, but I found that here, to deriv full benefit from this experience, must summon up every aspect of m experience in order to respond full Living in the Ashram one does not fe guilty of the trivialities of one's lif for it is too positive an atmospher but one's human relationships, one work, one's inner problems receive new impetus, and furthermore, a focu The diversity and richness of th blessing given by contact with Mata does not permit one to become dull to a sluggish pseudo-serenity, do not make one recoil from life nor be led away into a labyrinth of enjo ment of the beauty around one, b Her love, Her transmission of i thrills one until one catches a glimp of the way of love, the way to God in all things. This harmony life is total, not unreal; coming away from the Ashram one may feel the pang of leaving, but one does not receive the shock of a sudden painful actuality, for actuality abides in the Ashram more powerfully than in many a street. Mataji's love is pervasive too, captures our hearts and goes with us from the Ashram, stretches beyond personal existence to inspire more than can be counted in terms of numbers and distance. So many people to-day are afraid to see what is meant by the Love of God; the two words have lost much of their original force, but what they mean and what *that* can do for us, Mataji at once shows by Her unique genius, by the inspiration of Her presence.

Words cannot very effectively express our feelings on this occasion of Her birthday, when many will be marking the event from the depths of their hearts. In other parts of the world too, although they could not show any conscious reason for rejoicing, there are many people without the opportunity to see Mataji, who would wish to join with those in India. In some of those distant countries until now concerned with the preoccupations of materialism, there are many who have grown weary of the negation which that implies, and could I but carry invisibly some of this feeling of theirs within these words of mine, then this small tribute would not have been in vain.

West Bengal, March 1954.

# GURU-SANGA

S. S. Cohen

Sadhana is the persistent conscious efforts which an aspirant makes with the ultimate object of attaining God Realisation. The degree of these efforts and the tenacity with which they are pursued depend on the individual strength, which in turn depends on *adhikara* (maturity), that is, mental purity and ardour. Ardour is thus the greatest impelling force and the most valuable asset in the sadhana, being the expression of a highly-developed intuition in a mind which has already tested the values of things earthly and rejected them as false, and thus dedicated itself to the life of the Spirit. It is natural to such a mind to seek solitude wherein it can uninterruptedly yield to the pure joys of expectation of the descent of the celestial manna in a heart aflame with the love of the Divine. Hence there arises a tendency among some of these ardent seekers to depend more on practice than on *sat-sanga* ( company of saints ), which they regard as incidental or auxiliary to it. Whilst practice is undeniably indispensible to obtain a state of mind which mirrors the Divine, *Chit* or Self, experience and tradition have prove that in the vast majority of cas practice cannot single-handedly dem lish the vast mass of obstacles exte nal as well as internal, which hampe progress. It is sat-sanga, and pr eminently Guru-Sanga, which poss sses the tremendous power of not on levelling down these obstructio slowly and steadily, but also standi guard against the pitfalls which abou on the long and weary road ahead.

Yogis and tapasvis are famili with these pitfalls and the long per ods of darkness, known as 'spiritu dryness', which often intervene be ween vividly-bright spells of illumine practice—a darkness which sometime threatens to cause the fall of th unweary seeker who has placed to much faith in his own independenc and has not prepared for these period of suffering. These veterans in th spiritual line have learnt by experie nce to appreciate the formidable pro tection which the presence of th mighty Guru offers against these mis adventures. Sri Krishna at the en of his mission on earth, having thes difficulties in mind, called to Hi

Uddhava, his foremost disciple, and instructed him in the rules of Dharma, Saṃnyasa, mind-control and Bhakti, which He recommended him to observe so that he might return to His Divine Feet for which the aching heart of Uddhava, who was despondent at the prospect of losing the Master's physical presence, was yearning. In twenty-three long chapters in the Bhagavata (Adhyayas 7 to 29) the Lord discoursed at great length, and particularly stressed the importance of Satsanga, which He declared to be the most effective of all practices, saying :

"Neither yoga, sankhya, righteousness, study of the Vedas, tapas nor sacrifices, building of tanks, charity, vows, Yajnas, Yatras, Yamas and Niyamas so win Me as does the company of saints, which puts an end to all attachments. It is only by this association with the righteous that Daityas, Nagas, Sudras, women and even outcastes born with the natural disposition to Rajas and Tamas, sinless one, have in the several Yugas attained to My place..... All these had not studied the Vedas, nor sat at the feet of the learned, nor performed hard penance, but only through the company of saints have they attained to Me......." (Skandha XI, Adhyaya 12).

These words which fell from the Divine lips of the Lord have again and again been found necessary to repeat by all the great teachers who followed Him and find echo in the experience of many disciples of modern Saints. Sri Ramana Maharshi, apart from warning against standing without a guru, in His inimitable crisp style emphasised the magnitude of the Guru's influence to which He assigned a dual positive role. "The Guru", said He, "exerts a push from outside and a pull from inside on the discriple's external mind to drive it back to the Centre, which is the Antaryamin, God or the Guru Himself" ; and this has been discovered to be the very action of Sri Maharshi Himself on His devotees. The greater the spiritual attainments, that is, the firmer the fixity of the Guru in Brahman, the Self, the more impressive is His influence on, and protection of, the devotees.

Mighty Gurus like Sri Krishna, Lord Buddha and others, who influence vast sections of humanity at one and the same time in a vast sweep of Their mysterious powers and ripen Their immediate disciples to full perfection, are far and few between. In this age we are singularly fortunate to have a few of Them simultaneously or in quick succession in our midst. Sri Ramakrishna Paramahamsa and Sri Ramana Maharshi, to mention only two, were such Ones. Even now there lives in our midst the equally mighty Shri Anandamayi Mata in the flesh, which makes it incumbent on every determined devotee of Hers to take advantage of the unique opportunity and benefit by Her company. It is true that like some other great Teachers She constantly moves about, which seems to deny stability to the practising devotee who needs some sort of a well-defined spot for his undisturbed practice, yet this constant movement is not without its advantages. It calls for greater exertion and incessant vigilance, which in themselves are potent factors in promoting the requisite self-discipline. Besides, it embodies the Guru's Divine will to benefit by His physical presence those devotees and potential devotees whom *prarabdha* has kept nailed to their sense of domestic duties and fancied domestic happiness at different distances from Him. Undertanding Their difficulties, He, in His infinite compassion, bodily goes to them to fan the spark of devotion in them to as big a flame as possible, in which act the accompanying sadhakas will have their share too.

The purity and holiness which perpetually emanate from the Divine Guru unceasingly act on every creature and everything which comes within its radius, and reduces to ashes all impurities and binding attachments, thereby making the mind of the sensitive devotee ultimately shine in all the splendour of the S preme Consciousness. A spiritual Su Shri Anandamayi Mataji, incessant sheds Her benign rays on all arou Her, whether one is conscious of it not. Her Jayanti will soon be ce brated in many parts of India. T blessings which She pours out on th auspicious occasion are of gre magnitude, and are of special bene to those who have opened their hea to Her influence, and who m feel the urge to praise and addr Her in the words which Uddhava ad ressed to his beloved Master, the L of the Universe, Sri Krishna, tho ands of years ago, after he receiv the Divine Upadesha :

Uddhava said : 'The great da ness of delusion which had cover me is completely dispelled by T presence (note the word "presence O Creator of Brahma. How can c or darkness affect him who stan near the sun ?

'Thou, Lord of compassion, h once again bestowed on me, T servant, the torch of Supreme Wisd Which man, not ingrate, would ab don the dust of Thy Feet and s shelter elsewhere ?...

'Salutation to Thee, O great Yog pray so direct me, worshipper of T Lotus Feet, that I may find deli nowhere but in Them.'

( Bhagavata xi, 29)

# MOTHER'S GRACE DIVINE

Ganga Charan Das Gupta

We performed a vow of SELF-DISCIPLINE ( *Samyam Vrata* ) at Calcutta with Mother Anandamayi as the sole pivot of the entire function from the 14th to the 20th Nov. 1953. This was followed by another week during which the truths of a cosmic empire of endless bliss, as embodied in the *Srimad Bhagavata*, were read out and explained to a vast gathering, assembled at the two functions.

It was a glorious fortnight in our lives ; we had to slam the door on our daily routine of soulless drudgery and direct our attention to a course of self-discipline with Mother as the central symbol, moulding our aspiration, for a higher life. We had to give up the lure of petty pleasures during the period and concentrate our minds upon the divine forces in and about ourselves.

During those days with Mother we had a unique opportunity to turn our eyes inwards and to find out that there were many dusty corners in the chamber of our soul which required vigorous cleaning. We felt the great need of constant repair-jobs to be done in the daily scheme of our lives. We realised that by selling our integrity to paltry gains or by yielding to the easy temptation of lowering our standards of life even for a while we not only fall down ourselves but drag others down with us, until the whole structure of our social and spiritual life crumbles down causing havoc in many directions.

During this period Mother spoke words, both in the open assembly and in private interviews, with such soothing motherly affection, with such surprising lucidity and penetrating vision, that the hearts of all persons present were swayed by one desire to enjoy Her Presence, and were also deeply moved by an ardent aspiration to live a higher and nobler life far above the level of our usual drudgery of physical existence. Every one amongst us must have felt a strong Godward Pull by a mysterious power radiating from Her Person.

The whole audience consisting of all kinds of people, young and old, rich and poor, paid Her the rare homage of rapturous attention and devotion in a new climate of spiritual life.

When Mother took Her seat on the dais, She quietly cast Her benign glance around and the hum of the vast assembly of people lapsed at once into a spell of absolute silence, which continued for full one hour, both in the morning and in the evening. This happened for two full weeks. Such experience rarely falls to the lot of man. Its influence was so deep, so all-pervading. There was a mighty up-surge of piety during the week. It was far beyond the limitations of human expression.

While the entire world is torn by strife and dissension with atomic clouds hanging over the heads of humanity, while masses of men are desperately engrossed in helpless struggle for food, clothing and shelter as well as for the bare comforts of life, it was immensely and intensely gratifying to find Mother "lifting the threat of a catastrophic war" with an insistent appeal to man to look to God for peace and security. "These two blessings" said She, "much coveted by men and nations alike, always flow from Him and from Him alone". This stupendous fact Mother asserts with Her every breath. This is the most positive approach to provide real security against any man-made calamity, befalling man.

Security is the most momentous and frightening word in the world of today. Security measures have driven nations of the present age to develop the guided missile, tactical atom-bombs, atomic cannons. Hydrogen or Hell-bombs, atomic submarines and the like, ostensibly to resist external aggression but essentially to administer dire threat of massive retaliation. Power-mad atom-mind appears to have forgotten that there is one God to rule over His Creation, and that His laws can never be violated with impunity and that the little drop of power that man has discovered to blast away the fair face of His beautiful creation at one stroke, will eventually recoil on the inventing nations themselves.

Mother always reminds Her devotees that the most powerful armour of security for "maintaining the life lines of the world" lies in the spirit of absolute reliance on Him, the source of all good and greatness, as well as in the realisation of the fact that all men whether dark, yellow, brown or white, are in essence blood brothers whose co-operation is ever possible only through selfless love for all beings alike.

During Mother's stay in our midst we found how She merged Herself into our lives completely, suggesting solutions even for all our tiny problems and domestic worries which She ever considers to be Her own, but at the same time pulling us up to refer everything to Him as the Dispenser of all things, and with His blessings to put forth our best efforts to fight on for truth, love and peace.

After the strenuous Calcutta functions were over, Mother went to Puri in the 1st week of December. She went there apparently for rest, but even from there She was in vital touch with all Her devotees living in places far, far away. She very often says, "Wherever you happen to be, this person (evidently referring to Herself) is ever present with you. My watchful eyes are ever directed towards what you do or miss doing in your daily lives. I see, as in clear daylight, all the causes of your joys and worries, successes and failures. Always develop the habit of opening up your heart with faith and devotion to God and try to feel His Enveloping Presence. By such an attitude alone all the burdens of your life will be lifted from your head."*

Certain incidents that happened about this time at Banaras and at Puri, where Mother had gone for rest, will go to prove in what a mysterious and subtle manner Mother's life and that of Her beloved children have been tuned together. To realise the significance of such live-touch one would do well to compare two series of events occurring at Banaras and Puri at about the same time. They are sketched below :—

### SCENES AT BANARAS

Dr. Gopal Das Gupta and his wife, Mrs. Amala, were both very ardent devotees of Mother. So were their children. Their love for Mother was most sincere and selfless. It was for above the physical plane of existence.

A few weeks before Mother left far Calcutta Mrs. Amala went to offer *pranams* to Mother. When she came out of Mother's presence, she said with beaming looks to her husband, "I prayed to Mother, fulfil my desire to depart from this world in the presence of you all. With all affection, She touched my head and allowed me to touch Her feet with my vermillion box. My prayers have been fulfilled." It was with this vermillion mark on her fore head that she triumphantly undertook her last journey from this world.

At Her departure to Calcutta towards the early part of last November, Mrs. Amala accompanied Mother to the Banaras station in the same car. On alighting on the platform she again said to her husband, "I am quite lucky as I could offer my *pranams* at Her feet to my heart's content. Mother was all affection to me. She was wonderfnlly calm and often cast Her soothing glance at me."

---

*Matri Darsan, p. 63

On the 1st December '53, just seven days prior to her death, Amala said to her husband again during an evening walk, "I am afraid to die now." "Why talk about such arrant non--sense ? To one so much devoted to Mother like your sweet self, such fear of death hardly comes with good grace", was her husband's reply. "I am awfully afraid not for me but for you, when I come to think how you will fare in my absence. You are so good, so easy going; you do not know even how to take care of your own body."

On the 8th noon preceding her death she hung seven portraits of Mother on the walls of her bedroom. When asked why she was fixing so many photos in the same room, her prompt reply was, "When I close my eyes, I find the Image of Mother, embossed on my heart, but when I open them my sole desire is to enjoy Mother's smiling looks all about me. Hence I have been setting up so many portraits of Mother all about me."

On this same day at about this time, Amala wrote in her beautiful handwriting, a most appealing lett describing her deep distress owing Mother's absence from Banaras. I came from a great agony of mind.

In the afternoon of that fatef 8th December, Mrs. Amala gave con ent to her husband to build a hou at Banaras for residential purpo only on condition that the premis must be dedicated to *Balgopal Thak* after their death.

At dusk when Amala was passi by the Durgabari Temple, she sai "I have a great desire to pass my l in the service of *Sisu Kalyan.* If pass away earlier, will you keep t Institution alive by your lovi service ?" She exclaimed, "Moth give me strength ! I seek refuge Thee !"

On the 9th at about 1–30 A.M. s complained of head-ache and slig fever. At about 7-15 A.M. s said to her husband, "I feel a terri pain in the head. Pray, do not leave m bed." Gopal Babu to soothe her n ves, replied, "You have been calli Mother all along, She will give y relief. Mother is testing your e durance and watching if Her child in their greatest agonies of life, remember Her."

Amala's prompt reply was shall surely pass my Mother's Tes Ma, Ma, Mago !!"—the last wo that escaped her lips, and then came the end and all was quiet.

Both Gurupriya Didi and Kamal Da on their way to Lucknow via Banaras, saw Amala on the 8th. She appeared to be well at that time. When they returned from Lucknow on the 9th night at 1-30 a. m. they were surprised to learn that Amala had passed away in the morning. The dead body was allowed to remain till the 10th morning to enable her two sons to arrive from Calcutta to take part in the funeral rites. The body showed no signs of decomposition during the 24 hours that intervened.

When the dead body was about to be taken out for cremation Gopal Babu was entreated by his boys to decorate the forehead of their mother with the vermillion from the same box which had been touched by Mother's feet—painting as is done on a girl's first bridal day. Gopal Babu also asked his boy to enkindle the funeral pyre with these words :—

"Ma Anandamayi, Ma Mangala mayi, see what has befallen us. Your daughter had no thoughts other than those of you at all times, O Mother".

This happened when Didi and Kamal Da were present at Banaras.

### THE SCENE AT PURI

On the 8th instant at about 1 or 1-30 a.m. Mother appeared to be very reserved and Her looks were sombre and serious. Nobody could say why She had no disposition to sleep that night. She asked all the inmates of the Ashram to sleep. All retired for rest, but Mother moved about in the room as if absent-minded. On the 9th morning She enquired if there was any letter from Banaras. From the bundle of letters that arrived, a letter was picked up written by Amala dated 8th Dec., the last day of her life. It was evidently meant for Mother though addressed to Miss Buni (Juthika Guha). Mother instantly asked Buni to read it. The letter written in a neat, legible hand ran thus :—

"Dear Sister,

Those of you who live near Mother hardly realise the pangs of separation from Mother, that rack my body and mind constantly. I am afraid, even Mother does not realise how painful it is for me to live so far away from Her. This time I have not even had any letter from Mother. You also have forgotten to write a few lines about Her to me. Didi always used to drop a few lines to me about Mother, but Didi too is here today. You are all busy people; you complain about want of time. So I was rather reluctant to enquire from you about

Mother. Didi on arrival here came to see me today on her way to Lucknow with Kamal Dada. Didi was not well, she had fever. Your dada (my husband) has prescribed some medicine. Ask Mother — "Does She think of us at least once during the day ?"

We, buried as we are in worldly affairs, do not even for a moment miss the thought of Mother. Her lovely looks dance before our eyes. When the pangs of separation from Mother become too severe to bear, I go to our prayer-room and weep silently, so that nobody may know the depth of my distress. There is no other way of relief. From what Didi said I realised that Mother might be here by the 1st week of January, 1954. Tell me, my sister, how long can I endure the pain of separation from Mother ?"

Mother listened to every single word of this letter and said, "What a lovely letter ! How fine are Amala's sentiments ! How deep her love and devotion !"

Just at that time Swami Paramanandaji came up with a telegram announcing the death of Radhu's mother (Amala).

The inmates of the Ashram were stunned by the news. Mother was silent for some time. She said, "I hear talks about vermillion. I also hear Baba Gopal giving instructions to his son how to apply fire to h mother's body at the funeral pyre."

During the whole day of the 9 Dec. Mother was talking about Ama and her husband and their daughte Radhu and their love for Her. N body in the Puri Ashram could ev guess what was happening a Banaras. The whole day and nigh Mother looked self-absorbed.

On the 10th morning Mother wa heard to exclaim to Herself, "সব শে সব শেষ, এতদিনের সম্পর্ক", evidently meaning thereby that the funeral pyre ha started burning as well as the life one sincere devotee with all her devotion to Mother had reached the en of her worldly career.

When Didi and Kamal Da arrive at Puri two days afterwards an narrated the details of Amala's exi from this world we could realise ho Mother saw everything at Puri, as o a mental screen.

How keenly Mother feels abou the distress of Her children will b evident from a letter which Mothe asked Miss Buni to write to Radh according to Her dictation. Th letter was a soothing balm to th whole distressed family. Translate in English, it stands thus :

"Radhu,

How deeply your mother loved u all ! All her thoughts were how yo would give your father peace and happiness after she leaves this world. All the details of her everyday life, all about her suffering and troubles, she would confide in me without the least reserve, and thereby found great relief. Her behaviour to me was like that of a near and dear friend. When she talked to me, her mind was wide awake even to my whispers and signs. It was as clear as a sunny morning without any dark spot anywhere.

"She was a very fortunate housewife leaving her beloved husband and children to carry on her work. She has passed on to higher planes of existence. It is not at all proper for us to weep for her or be sorrowful at her loss. Though it is quite natural for children to mourn the loss of their parents, still you should develop the power of enduring all inevitable ills of life.

"Just as parents" sole aim is to secure peace and happiness of their offspring, your attempts, as children, should be devoted towards keeping your mother in peace and tranquillity in the next world. You, with your brothers and sisters, should pray to God in your tribulation, saying, 'Our beloved Mother has gone to her peaceful abode in a higher sphere of life. Finding us weeping she would feel much pain which she cannot express to us. May God bless with peace our mother who was so dear to us all.

"Remember, death comes to all by God's Will. He places every man exactly in the position, in the lines of development, for which He considers him fit. My little friend Radhu, you with your brothers and sisters should join in silent prayers to God, saying, My mother, my dearest soul your peace in the next world means our peace. Remember this prayer always. Never put on sorrowful looks before Gopal Baba, your father. You should not cast gloom upon other peoples' mind by your own mournful looks. With these ideas in mind serve all persons in the family cheerfully."

These lines show Mother's ever affectionate ways for Her devotees. No earthly mother could be so intensely concerned for her children. There is a very intimate tie between Mother and Her *bhaktas*.

The last words of Bhaiji were, 'We and Mother are all one.' Though we missed the real import of those words at the time of his death, their significance has become more and more impressive and clear, in course of these 16 years that have intervened. Mother and Her devotees are bound together with indissoluble bonds, which cannot be snapped by any earthly power. Our sole aim is to feel it and obtain strength from growing faith and conviction through Her grace.

In the life of Bhaiji such records of most subtle association with Mother were plentiful. Mother is often heard to say that our joys and sorrows, our appeals for relief from the woes of life, are always known to Her. There is a response whenever necessary. It works in such a subtle manner that baffles our comprehension. We who profess to love Mother ardently, hardly realise how Her healing touch operates. Being too much engrossed in our crude ego-sense, we are unable to trace the soft silken threads of perennial life by which all existences are woven into one web of beauty and bliss with the Mother of the World in the centre. We always miss the divine radiations of Her presence that surround us and lend their soothing balm to all our ills. There are only a few amongst us who have lost themselves in Her benign Grace and who can have glimpse of that subtle process. T slime of physical comforts with whi we happen to be encrusted fr childhood, has developed a hard fo round our soul shutting out all lig of heaven with which our souls ever clothed. But we must not l heart. We must press on to the hi destiny of man to realise the sub influence of Mother Divine in lives. We should pass our days prayer for firmer faith and dee devotion and depend on Her gra The following lines of Tenny should serve as a motto of our life

"We are not now that stren which in old days

"Moved earth and heaven; t which we are, we are ;

One equal temper of heroic hea

"Made weak by time and f but strong in will

"To strive, to seek, to find not to yield."

# The Supreme Teacher I found in Sri Sri Ma Anandamayi

Atmananda

Having been asked to give my impression of Mother, I feel all but paralysed by a most painful sense of my utter incompetence for this task. One might just as well ask an ant that spends its days crawling about on the slopes of Mount Everest to give its experience of this highest and most mysterious of Himalayan peaks. Yet, one might argue, even to the tiny ant which feeds on it, this mighty mountain may communicate some of its wonders that escape those who gaze and admire it from a distance or who know about it only from hearsay. This is my excuse -- if there can be an excuse for the audacity of attempting a task so far beyond my limits. Perhaps; if it is Mother's wish, even through my feeble words there may be conveyed an infinitesimal fraction of that indescribable something which attracts thousands to Mother's Holy Feet and moves them to such deep love and adoration.

Whatever one can say about Mother is never quite true. Mother is all paradox. Though She is always in perfect repose, there is nothing static about Her. She is more volatile than air and more fluid than water, always in motion, yet tranquillity itself.

How to grasp that which is ever flexible, ever unaccountable ? She seems to have no substance, yet all possibilities are contained in Her. She must ever elude the mind and all speculation. She has no special method and no particular teaching, yet all methods and all teachings are Hers. To meet Her is to be plunged in light — how to find words for the intangible ?

Large crowds come for Mother's *darshan*. Many are fascinated by something in Her which they can never forget and which upsets their complacency. But I believe there still are earnest seekers all over the world who have at most only heard vague rumours about Mother.

Some cautiously remain at a distance saying : "Of course She is one of the greatest. But all Her followers are Bhaktas. She works only through emotion and has no message for those who are on the path of knowledge or enquiry."

It cannot be denied that in Mother's presence is reared that flaming aspiration for the Divine, which makes one forgo and forget all comforts, be they physical, psychological or intellectual, and which is the most powerful means of breaking up the ego. But this is certainly not the only way in which Mother's influence manifests itself, it is only one aspect of what She does.

Nine years spent in close contact with Mother have given me the conviction that She has the power to reveal to every human being the "Secret of the Golden Flower" hidden in his heart. Be he a Hindu or a Buddhist, a Christian or a Jew, a Mohammedan, a Parsi or an Atheist, an introvert or an extrovert, an intellectualist or an emotionalist; be he a Yogi, a Bhakta, a Jnani or a Tantrika; a fastidious artist; an eminent scholar or an illiterate; whatever his upbringing, his traditions, his prejudices, from whatever school of thought he may hail; be he a beginner or highly advanced in his search, however tormenting his difficulty, however deep his error – for every seeker after Truth Mother has the right word at the right time in the right manner. Her advice is always like the egg of Columbus. What has puzzled one for years, what has seemed an insoluble problem, an insurmountable cliff, a most exasperating issue, it suddenly becomes so simple. Her solution is so obvious, so convincing; it gives instantaneous relief to a mind in agony, to a heart in distress. One hears Her utter a few clear and simple words—but miracle of miracles, they are not pronounced by another: one feels them emerge out of the depths of one's own being. Something in one whispers: "This is what I have always known, what I have always wanted. How strange that I could not discover it for myself!"

What She says is intensely practical, it can be carried out at once, it is not more and not less than what one can understand at that very moment — and yet as time goes on it becomes ever more valuable, ever more helpful. As one ponders over it, as one translates it into action, its significance deepens and widens, its implications go on increasing. It ever gains in moment and new vistas open out. It is like a seed of light that has been planted into one's mind, into one's life. It germinates, it takes root and by that time Her attraction has become irresistible, one is bound to seek Her presence at all costs and one may be sure of getting all the support, all the help one requires, in exactly the way it is needed.

One can often hear Mother say that She is neither a Guru nor has She any disciples. This is certainly a fact in the technical sense. She does not give what is called "Diksha", initiation by Mantra. But does She not also say : "I never go anywhere" and yet we see Her travelling all the time. Does She not also say : "I am whatever you think me to be." There are more than a few among those that are close to Her, to whom She reveals Herself as the Supreme Guru, the Dispeller of Darkness, the One who by Her very nature leads them "From non-being to true Being, from darkness to Light, from death to Immortality. "To them She is the Guru who teaches by the fact that She is, as naturally and as effortlessly as the sun shines and gives light and warmth and energy to all alike, as the flower blossoms and sheds its fragrance ; who teaches by words and by silence, by action and by non-action, in waking, in sleep and in dreams, by day and by night, and once the contact is made, whether physically near or far.

* * *

Let me now try to express in a few words what seems to me the essence of Mother's teaching.

There is only ONE and there is nothing outside of Him. HE IS. He is and He is not ; and neither is He, nor is He not. He is with form — all forms are His form, all names are His name — He is without form and He is beyond form and no-form.

He appears to man as a personal God in order to attract him to Reality which is man's own SELF. Ice and water seem different, but actually they are both the same. The personal God is like the ice and the Impersonal, Immutable, Unmanifest like water. You get in touch with one of His divine forms and one day you discover that it is but the formless and then you know that He is with form, without form and beyond both.

To realize the ONE is the supreme duty of every human being. All other duties are either within this one duty or else imaginary. Man is a human being only inasmuch as he aspires to Self-realization. This is for what human birth is meant. If he pursues anything but that, he wastes his time and energy, he lives his life in vain.

Duality is pain by its very nature. "*Duniya*" ( the world ) is "*Dukha*" (sorrow), that is, the sense of separation is itself suffering. All sorrow is due to the fact that the many are seen where there is only ONE. As long as there is identification with the body and the mind, there must be pain, distress and agony. It is useless to seek happiness in anything that is of the world. Find out where your real home is. This world is like a traveller's inn — one comes and one goes.

There are innumerable paths — and yet there is no path to the Supreme. If there were, it would mean that th discovery of the Real depends on th efforts of the individual. The Suprem would not be the Supreme if He wer subject to anything at all. He an He alone is at all times. To wear o the veil that prevents the vision o Reality is all that man can do an that he has got to do.

# NOTES AND COMMENTS

With this 'Birthday Number' the Ananda Varta enters its third year of existence. We are only too well aware that it is still far from fulfilling its lofty purpose. Yet our endeavours have not been entirely without success. The fact that Mataji's teaching is now made available to all in the Bengali original and through careful translations in Hindi and English is much appreciated by its steadily widening circle of readers. We have been extremely fortunate to secure the co-operation of Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, greatly revered throughout India and abroad for his deep insight and eminent learning. We are gradually able to include more articles of real value. As a result Ananda Varta has now begun to travel to England, France, Sweden, Holland, U. S. A., Australia, Brazil and Hongkong. Inspite of its shortcomings some readers find it elevating and inspiring. We shall not relax our efforts to make it an ever purer vehicle for Mother's Blessing and Her Message.

* * *

In the last issue the usual report of Mother's movements had to be omitted. We have therefore to go right back to *Durga Puja* celebrated last October at the Kishenpur Ashram near Dehradun. Preparations for the Puja as well as for the *Bhagavata Saptah* were in full swing when Mother arrived with Her party on October 7th, 1953. *Naomi* and *Dashami* this time fell on the same day, which shortened the function ; but thanks to Mother's guidance every detail was carried out to perfection and hence the blessing and the spiritual impetus the Puja is meant to give were experienced to the full. Every night after the Satsang Mother gave minute instructions for the proceedings of the next day. Every detail becomes alive in Mother's presence.

A large number of devotees had come from far and near. To read and explain the *Srimad Bhagavata* in seven days is not customary in Bengal. Those who had come from Calcutta found the function so inspiring that they at once decided to repeat it on the occasion of the *Samyam Mahavrata* that was to be held at Calcutta in November.

On Oct. 22nd Mother journeyed to Vindhyachal, accompanied by a number of devotees from Calcutta.

In the solitude of this charming place, in the presence of Mother were thought out and discussed the details of the forthcoming *Mahavrata*. Three days of rehearsal of its programme and its rigours were thoroughly enjoyed by the small group present.

Mother arrived at Banaras on Nov. 5th in time for the *Kali Puja* at the Annapurna temple of the Ashram on Divali night, succeeded by "*Annakut*" on Nov. 7th, when 140 different preparations of rice, vegetables and sweets as well as fruits were offered at the shrine and then distributed to the large crowd assembled for the occasion.

On Nov. 10th Mother travelled to Calcutta. In three languages enthusiastic and detailed reports of the *Samyam Mahavrata* and the *Bhagavata Saptah* held from Nov. 14th to 28th have already appeared in the last issue of this magazine, which was called "*Samyam Saptah Mahavrata Special*".

On Dec. 2nd Mother left for Puri, where She remained till Dec. 22nd. The Ashram there is right on the seashore next to the burning ghat. Many came for Mother's darshan at the evening Satsang. Quite unforgettable the beautiful kirtan mingling in a strange harmony with the wild music of the sea, the sight of the flames of the blazing funeral py against the background of the da tossing waves — and the ever radia figure of Mother, clad in spotl white, seated in perfect repose, y so keenly alive, containing a transcending all……… .

During Mother's sojourn at Ja shedpur from Dec. 23rd–29th, one da of *Samyam Vrata* was observed wi its full programme and austerities a the request of those who deeme themselves unfortunate for havi missed the recent Calcutta functio So deep and widespread was the i terest aroused by that memorab gathering!

On Dec. 29th Mother gave o day only to Ranchi. Notwithstandi all entreaties to prolong Her vis She sped away to Calcutta on De 30th, where She spent two day at Dum Dum.

On January 4th, 1954 Moth reached Banaras. Interrupting He stay by a week-end at Vindhyach She was back again on the 12th. O Jan. 14th was celebrated the annive sary of the great Yajna that had bee performed at the Banaras ashra from 1947-1950, about which a boo by Gurupriya Devi with man illustrations has appeared in Beng and Hindi.

On Jan. 22nd Mother motored to Vindhyachal, and back to Banaras for a day on the 26th. On Jan. 28th Mother arrived at the Kumbh Mela at Allahabad. Even a few days previous no arrangements had seemed possible at Mother's Camp. But at the eleventh hour all the necessary materials were procured and Mother found a small township of huts and tents accommodating 300 people, with main roads, lanes and by-lanes, a spacious pandal for Satsang, separate units for Herself and the Kanyapith, for Sri Hari Baba Maharaj, for Jogibhai and Dr Pannalall, with different sections for men and women, with kitchens and dining-sheds, bathrooms, electricity and street lights.

In the course of Mother's stay the *Mahants* and *Acharyas* of the various *Sampradayas* ( religious sects ), including Sri Shankaracharya of Jyotirmath, were given a reception, the like of which — as many remarked — had only been accorded them very rarely.

This issue of 'Ananda Varta' contains an article in Bengali with interesting details and reflections on the catastrophe on Febr. 3rd. We hope to include a similar article in English in the next number. We learn with deep gratitude that none of Mother's Bhaktas were amongst the victims of the disaster.

On Mother's return to Banaras on Febr. 12th discussions naturally centred round the Kumbh and the terrible tragedy. According to Hindu tradition unnatural, sudden death causes a painful state of ghostly existence for the deceased. The question arose whether such a fate would have befallen the victims of the Kumbh disaster. Mother said: "What the Shastras declare holds good in the ordinary course of events. Just consider : the very special constellation of the Kumbh, the sacredness of the Triveni, the atmosphere created by a vast gathering of Sadhus and Sanyasis with their spirit of complete dedication. Death occurred at that auspicious moment. Would this not definitely mean a special step forward ?"

On Feb. 16th Mother took a trip to Vindhyachal, reaching Banaras again on the 18th, while Acharya Sri Gopal Thakur of Allahabad arrived on the 20th to conduct the annual "Gita Jayanti" that continued till Febr. 25th. Sri Gopal Thakur has not been keeping good health for the last two years. To his own amazement he found himself capable of carrying out with vigour and efficiency all the details of the celebrations. This he ascribed solely to the inspiration of Mother's presence. He left on Feb. 26th for Allahabad, the same day on which Mother started for Vindhyachal.

On March 1st, in good time for

*Shiva Ratri* on March 3rd, She was again at Kashi. The festival was observed on a magnificent scale and in a very impressive manner. A complete fast is kept on that day and a vigil during the following night, when *Shiva Puja* is performed four times, with Kirtan in the intervals. Only the next morning after a bath in the Ganges may the first drop of water be taken.

On the verandas in front of the Annapurna Temple and of the Chandi Mandap as well as inside the Mandap the worshippers were seated in circles round Shiva Linga. From sunset to sunrise mother sat or moved about among the various groups, inspiring, encouraging and at times Herself leading the Kirtan. Some devotees had come specially for that night, drawn irresistibly by the memory of last year's function. The atmosphere of intense spiritual aspiration, the outpouring of Divine Grace was so powerful, so overwhelming, the hardest agnostic might have been moved to adoration.

The very next day, on March 4th Mother left for Brindaban, where the ceremonial opening of the new ashram was performed in the presence of Sri Haribaba Maharaj, Sri Krishnananda-ji Avadhuta and other distinguished sanyasis and devotees. Mother also joined the Holi play on March 19th.

On the 27th She went to Delhi f a day, giving Her blessing in person the *Nama Yajna* held annually by H Delhi Bhaktas. On the 29th S proceeded to Hoshiarpur, remaini there till April 9th and then spent days at the Savitri Devi Ashram Jullundur, where everyone was ente tained with great generosity and atte tiveness by Sikh devotees, a fath and his three sons, whom Mother ha named Ram, Lakshman, Shatrughn (the fourth, Bharat, having pass away some years ago.) Both at Hosh arpur and Jullundur Mother receiv tremendous ovations as always in t Punjab.

On April 13th Mother travelled Almora, where the consecration of Shiva Linga took place at Her as ram at 'Patal Devi'. Mother is expe ed to remain there until after H birthday celebrations, ending on Ma 22nd.

* * *

Mother's birthday is to us an occ sion for boundless rejoicing as well for deep searching of our hearts. T pay homage to Mother in wor however eloquent, however humb is of but little value. That Her bir day is observed in Her ashrams several weeks of concentrated Sadhana, by a concerted effort through Satsang, meditation, Japa, Kirtan, etc. to sustain the remembrance of God throughout the twenty-four hours, is a beautiful custom full of deep significance.

In the world to-day, side by side with materialism, cruelty and chaos one can notice a great spiritual awakening, an ever growing yearning for abiding Peace, for all-embracing Love, for Enlightenment. Mother, we feel, is an embodiment of these. Her contact kindles this yearning into a bright flame, Her presence among us holds the promise of fulfilment.

# List of Publications from Sri Sri Ma Anandamayee Ashram

## B 2/94, BHADAINI, BANARAS.

| No. | Name of Books | | | Language | Author | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matri Darsan | ... | ... | Bengali | Bhaiji | 2 0 0 |
| 2. | Matri Darsan | ... | ... | Hindi | ,, | 2 0 0 |
| 3. | Matri Darsan | ... | ... | Guzrati | ,, | 2 0 0 |
| 4. | Matri Darsanam | ... | ... | Sanskrit | ,, | 1 8 0 |
| 5. | Mother as Revealed to Me<br>(English Version of Matri Darsan) | | | English | ,, | 1 12 0 |
| 6. | Satbani ... | ... | ... | Bengali | Bhaiji | 1 0 0 |
| 7. | Satbani ... | ... | ... | Hindi | ,, | 1 0 0 |
| 8. | Satbani... | ... | ... | English | ,, | 1 0 0 |
| 9. | Shree Shree Ma Anandamayee | | | Bengali I | Gurupriya Devi | 2 0 0 |
| 10. | Shree Shree Ma Anandamayee | | | ,, II | ,, | 2 0 0 |
| 11. | Shree Shree Ma Anandamayee | | | ,, III | ,, | 2 0 0 |
| 12. | Shree Shree Ma Anandamayee | | | ,, IV | ,, | 2 0 0 |
| 13. | Shree Shree Ma Anandamayee | | | ,, V | ,, | 2 0 0 |
| 14. | Shree Shree Ma Anandamayee | | | ,, VI | ,, | 2 0 0 |
| 15. | Shree Shree Ma Anandamayee | | | ,, VII | ,, | 2 0 0 |
| 16. | Shree Shree Ma Anandamayee | | | ,, VIII | ,, | 2 0 0 |
| 17. | Shree Shree Ma Anandamayee | | | Hindi I | ,, | 2 0 0 |
| 18. | Shree Shree Ma Anandamayee | | | Hindi II | ,, | 2 0 0 |
| 19. | Ma Anandamayee | | | English | Devotees | 3 8 0 |
| 20. | Mother as seen by Her Devotees | | | English | ,, | |
| 21. | Matri Lila Sankirtan | | | Bengali | ,, | 0 4 0 |
| 22. | Matri Lila Sankirtan | | | Hindi | | 0 5 0 |
| 23. | Akhanda Mahayajna | | | Bengali | Gurupriya Devi | 2 8 0 |
| 24. | Akhanda Mahayajna | | | Hindi | ,, | 2 8 0 |
| 25. | Ma Anandamayee Upadeshamrita | | | Bengali | ,, | 1 8 0 |
| 26. | Ma Anandamayee Upadeshamrita | | | Hindi | ,, | 1 8 0 |

## PHOTOS & BLOCK PRINTS OF SHREE SHREE MA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Photo Print Rs. 15/- (mounted) | 9. | Photo Print As. -/2/- each |
| 2. | ,, ,, Rs. 10/- ,, | 10. | Block Print Re. 1/- each Seashore |
| 3. | ,, ,, Rs. 5/- each | 11. | ,, ,, Re. 1/- each Chuda |
| 4. | ,, ,, Rs. 3/- each | 12. | Bengali Album Rs. 2 - each |
| 5. | ,, ,, Rs. 1/8/- each | 13. | ,, ,, Rs. 1.8/- each |
| 6. | ,, ,, Re. 1/- each | 14. | English Album Rs. 2/- each |
| 7. | ,, ,, As. -/12/- each | 15. | ,, ,, Rs. 1/8/- each |
| 8. | ,, ,, As. -/8/- each | | |

LIBRARY
No. ..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

# ĀNANDA VĀRTĀ

AUGUST

1954

VOL. II ✤ NO. 2

# Contents

Page N

1. মাতৃবাণী .... .... .... 1
2. শ্রীশ্রীমায়ের অমর বাণী—মহামহোপাধ্যায় শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ কৃত ব্যাখ্যা সহ .... 1
3. আরোপ সাধন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ .... .... 13
4. আদিগুরু দত্তাত্রেয়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ .... .... 13
5. मातृवाणी .... .... .... 13
6. श्री श्री माँ की अमरवाणी—महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज कृत व्याख्या सहित .... 13
7. जन्मोत्सव—योगी भाई .... .... 15
8. आदि गुरु दत्तात्रेय—महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज .... .... 15
9. Matri Vani .... .... .... 16
10. Mataji's Amara Vani .... .... .... 16
11. Birthday Celebrations at Almora—Sri Kali Prasad .... 17
12. At Mataji's Camp on the Day of the Kumbh Disaster—A Devotee .... 17
13. Sri Sri Ma Anandamayi—S. C. Mitter .... 18
14. As the Flower Sheds its Fragrance—Atmananda .... .... 18
15. Notes and Comments .... .... .... 19

Price : Rs. 1/6/-

Annual subscription ( for four issues ) India Rs. 4/- Foreign Rs. 5/-

*Printed & Published by*—Brahmachari Kamal Bhattacharjee for
Shree Shree Anandamayee Sangh, Banaras, at the Kamala Press, Godhowlia, Banaras.

ĀNANDA VĀRTĀ

হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।

VOL. II AUGUST 1954 No. 2

# —মাতৃ-বাণী—

( বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীমা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন উহার সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন )

## বিপদে করণীয়

( ৩৪ )

দিন ত একভাবে যায় না। নিরাশ হইয়া মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে নাই। তবুও তাঁহারই উপর ভরসা নির্ভর। সুবিধা অসুবিধায় তাঁহাকেই ডাকা। মাটিতে আছাড় খাইয়া আবার মাটি ধরিয়াই উঠে। কাজেই সর্ব্ব বিষয়ে চেষ্টাই কর্ত্তব্য।

( ৩৫ )

বিপদকে বিপদ বলে মনেই না করা। বিপদ মনে করাই পাপ। কিসের বিপদ? তিনি যা' করেন সবই মঙ্গল। কোন অবস্থাতেই মানুষের ভেঙ্গে পড়তে নাই। সর্ব্বক্ষণ কেবল মনে করা, 'গুরুদেব, তুমি আমার জন্য যাহা ভাল তা'ই করছ'। এ সব জগতে হয়ে থাকে। ধনের মানের উপর দিয়া যদি যেয়ে থাকে যাক। প্রাণগুলি ঠিক থাক, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

( ৩৬ )

সব সময় ধৈর্য্যের আশ্রয়। হে ভগবান্, তুমি যা' কর সবই মঙ্গল। সহ্য করিবার শক্তি প্রার্থনা করা। ভগবৎ কৃপা বিনা কিছুই নাই। সবই ভগবৎ কৃপা। ধৈর্য্যের আশ্রয়ে সব সহন করিয়া তাঁর নাম নিয়া আনন্দে থাকা।

( ৩৭ )

জগৎ ত, গতিই স্বাভাবিক। একভাবে সময় যায় না। সময় কথাটা যেখানে সেইখানেইত নিবদ্ধ কালে। কালাতীতে না গেলে কালের হাত হ'তে কি এড়ান যায়? যে মুহূর্ত্তে দুঃখ বেদনার প্রকাশটা

হয় সে মুহূর্ত্ত যদি কাল গ্রাস না করতো তা' হ'লে কি আর শরীর ধারণ করবার উপায় ছিল? সংসার রকমই। ঘরে ঘরে কোন না কোন রূপে এই ঘটনা নিত্য ঘটে যাচ্ছে। নিজে নিজকে সান্ত্বনা দেওয়া-এই জায়গার এইরূপ। বিদেশে থাকা হবে অথচ বিদেশের কষ্ট বোধ হবে না, এ কি করে হয়? আপ সেই স্বদেশ, যেখানে শোক, দুঃখ, হিংসা, দ্বেষ, বিদেশের প্রশ্ন নাই। আবার আলো অন্ধকারের প্রশ্ন নাই। সেই স্বদেশে স্বভাবে আপনাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করাই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য। বীর ধীর হওয়া চাই।

## মৃত্যুতে সান্ত্বনা

### ( ৩৮ )

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই যে পূর্ণ হচ্ছে সর্ব্বক্ষণ। সৃষ্টি বিধানই যে এই। জগৎ মানেই গতি, দুঃখ ক্ষণিক সুখ, শোক। এ শরীরের সৃষ্টিই যে ভোগের জন্য। রকমারি করে জগতটাকে দেখ্‌ছ ত? দুর্গা বলে যে যাত্রা করতে পেরেছে তা'র জন্য শোক ও চোখের জল ফেলতে নাই; অন্ততঃ বিশেষ চেষ্টা। কাঁদতে হয় ভগবানকে ডেকে কাঁদা। ভাগ্য যে শেষ মুহূর্ত্তটি তাঁহার নাম নিয়ে। তাঁহার চরণে সর্ব্বক্ষণ মন রাখতে চেষ্টা। গুরু কৃপা প্রার্থনীয়। কেবল সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুর চরণ স্মরণীয়।

### ( ৩৯ )

সংসারের স্বরূপটা এইরূপই যে। বীরের মত ধৈর্য্যের আশ্রয়ে নিজেরা শান্ত হবার চেষ্টা কর্ত্তে হবে। এক ভগবৎ চিন্তার আশ্রয় ছাড়া শান্তির আশা নাই-ই যে। এই ভাবটি দৃঢ়তার সঙ্গে রাখা। যাঁর বিধানে সব কিছু হচ্ছে তাঁ'র আশ্রয় মানুষ মাত্রেরই সর্ব্বাবস্থায় নেওয়া কর্ত্তব্য।

( ওর ) শরীরের জন্য কান্না, অনুতাপ না হয়, কেবল চেষ্টা। সকলেরই কিন্তু এ যাত্রা। নিজের নিজের পথের সম্বল প্রয়োজন। যাহারা তাঁহার আশ্রিত তাহাদিগকে তাঁহারই চরণে ফেলে রাখা। 'তৎ'জ্ঞানে সেবা। কেবল নির্ভর।

## ভূতপ্রেতের ভয়

### ( ৪০ )

ভগবানের নামে কোন ভূতপ্রেত থাকতে পারে না। ভগবানের নাম ত সর্ব্বদুঃখ এবং দোষ নাশক। সেই নাম করবে। সন্ধ্যা সকাল ত করবেই, আর মনে মনে নাম রাখবে। বিশেষ করে বুঝতে চেষ্টা করবে আর বিশ্বাস রাখবে যে কোন আপদ বিপদ থাকে না।

### ( ৪১ )

ভৌতিক ব্যাপার যা' মনে হয় এ গুলির দিকে মন না রেখে কেবল ভগবানের নাম ও তাঁর ধ্যানের দিকে মন রাখা। ভগবানের নামের কাছে কোন অপর শক্তি ক্রিয়া করতে পারে না, এটা সত্য কথা, আর দৃঢ়ভাবে মনে রাখা। যখনই ভগবানের নাম করবে সেই মুহূর্ত্তে ভাববে অন্য বাজে শক্তি আমাকে ছুঁতে পারবে না। সেই সময় শারীরিক উদ্বেগ যদি বোধ কর, নিশ্চয়ই মনে মনে ভাববে শারীরিক ক্রিয়া মাত্র।

( ৪২ )

রাত্রিতেঁ শুইবার সময় ঠাকুরের নাম করে যেন শোয়। তা'তেও যদি ভয় হয় তা' হ'লে যখন শুইবে গীতা, চণ্ডী রামায়ণ মাথার কাছে রাখিয়া যেন ঘুমায়। আর যেন সর্ব্বদা ভগবানের নাম করে ও মনে করে যেখানে ধর্ম্মগ্রন্থ আছে সেখানে স্বয়ংই আছেন। কোন ভয় সেখানে উপস্থিত হতে পারে না।

## ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য

( ৪৩ )

যাহারা ব্রহ্মচারী সাধু হইতে চেষ্টা করে তাদের কিন্তু ত্যাগের ভাবটা রাখতেই হবে। আলস্য, লালসা, প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা, অধৈর্য্য—বিশেষ বিঘ্ন। এইগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত কাজ সেবা-বুদ্ধিতে করা। ব্রহ্মচারী সাধুর যাহা নীতি সেই দিকেও বিশেষ খেয়াল রাখা। লোক চক্ষে যাহা দৃষ্টিকটু হইতে পারে এবং নিজের যাহাতে একটুও অকল্যাণ হয়, সেই দিকেও যাইতে নাই।

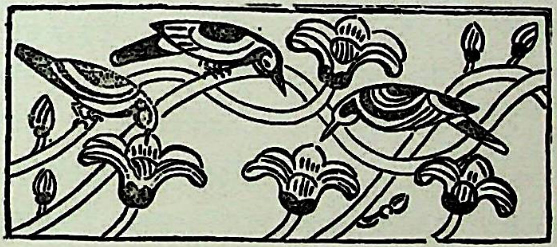

# শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী

( মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্, কৃত ব্যাখ্যা সহ )

## পাঁচ

প্রশ্ন—শাস্ত্রে তুটো কথা পাওয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার পর সংসার করা আর তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার পর সাক্ষিরূপে অবস্থান করা—কোন্‌টা গ্রহণীয় ?

মা—চূড়ালা-শিখিধ্বজের উপাখ্যানের ব্যাপারটা বল দেখি। জ্ঞানের পর সংসারের কাজ করার কথা বল্‌ছ ?

জনৈক—না, এখানেও অজ্ঞানাভাস আছে। ইহা একটা অবস্থা মাত্র, এখনও চূড়ালা জ্ঞানী নয়।

মা—জ্ঞানে আর সংশয়-সংসার থাকে না, দেহও থাকে না। সংসার থাকে না যেখানে, দেহও থাকে না সেখানে।

প্রশ্ন—দেহ যে থাকে ?

মা—কে বল্‌লে দেহ থাকে ? নাম রূপেরই কোন প্রশ্ন নাই। তাঁর দৃষ্টি আছে বা নাই তারও প্রশ্ন নাই। 'দেও, দেও' আর কার কাছে তার ? 'দেও, দেও', এ অভাবটাই ত দেহ। যে হেতু—সংসার নাই, দেহ নাই, সেই হেতু সেই কর্ম্মও নাই। অর্থাৎ দেহ, সংসার, কর্ম্মের প্রশ্নই নাই—একেবারে ধোওয়া-মোছা নাই ও নাই। কথা বলাও যা, না বলাও তা, চুপ করে যেখানে, চুপ না ক সেখানে, যা' তা। বলা না বলার প্রশ্নই না এখন বুঝে নেও। সংসার করবার মত যেখা দেখ, সেটা কি ? হুঁ্যা, গীতায় ত সব সত্য কথ এখানে ঐ কথা। এ শরীরকে যেখান হইতে ধারায় কথা জিজ্ঞাসা করিবে সেখানে সে ভাবে সেই জন্য এই শরীরের কি কথা আর কথা ন কোন ধারা থাকিলে ধরা আছে। ধরা থাকি অধরা। যেখানে ধরা অধরার প্রশ্ন নাই, সেই যেখান হইতে যা' বাজাইয়া লও, শোন। শরীরটার কাছে এ মত ঐ মতের প্রশ্ন নাই।

প্রশ্ন—মা তাহা হইলে বাজে ? ( হাসি )

মা—যেখানে কাণ ;—বাজে কাজে বাজে, কাজে বাজে তোমরা জান। এখানে বাজা বাজার কোন উত্থাপনই নাই। তোমার মা ব না কাজের তা তুমি জান। কারণ মা তোম মেয়েও তোমার। বাজে না কাজের, বাপ জা ( হাসি )

প্রশ্ন—বাপ জানিলে কি আর রক্ষা থাকিবে?

মা—বলার জন্য বলা—এটাও কথা নয়। না না—এখন কোথায় যাবে ? কোথায়টাও কোথা

## ব্যাখ্যা

১। চূড়ালা ও শিখিধ্বজের উপাখ্যান—

এই উপাখ্যানটি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নির্ব্বাণ প্রকরণের পূর্ব্বার্দ্ধে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ইহার একটি সারাংশ সঙ্কলন করি দিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝিবার সুবি হইবে।

কথিত আছে, সপ্তম মন্বন্তরের অন্তর্গত চতুর্থ মহাযুগের দ্বাপর যুগে রাজা শিখিধ্বজ মালব দেশের শাসনকর্ত্তারূপে কুরুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনের উন্মেষে সৌরাষ্ট্র রাজার কন্যা অনিন্দ্য সুন্দরী বালিকা চূড়ালার সহিত তাঁহার বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হয়। তিনি বুদ্ধিমান্ বীর এবং রাজকার্য্যে নিপুণ ছিলেন এবং প্রজারঞ্জনই তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। নবপরিণীতা পত্নীর সহিত নানা স্থানে পর্য্যটন ও আনন্দ বিহারে তিনি বহুদিন অতিবাহিত করেন। শিখিধ্বজ এবং চূড়ালা পরস্পরের প্রতি এত অধিক অনুরক্ত ছিলেন যে লোকসমাজে কথা-প্রসঙ্গে অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে অর্দ্ধ-নারীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইত। ঐ সময়ে সৎসঙ্গ এবং ভগবৎ অনুগ্রহ বশতঃ রাজা ও রাজপত্নী উভয়ের চিত্ত আধ্যাত্মিক আলোচনাতে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকিত। তন্মধ্যে চূড়ালার হৃদয়ে প্রথমে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল এবং আত্মবিচারের প্রাধান্য প্রকৃষ্টভাবে স্থান লাভ করিয়াছিল। একমাত্র অখণ্ড মহাসত্তা বা সর্ব্বব্যাপিনী চিৎশক্তিই সমগ্র বিশ্বলীলার মূল ভিত্তিস্বরূপ—এই বিষয়ে চূড়ালা স্থির জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ এই জ্ঞান পরোক্ষ অবস্থা হইতে অপরোক্ষ আত্মানুভূতিতে পরিণত হয়। তাহার ফলে চূড়ালা সুদীর্ঘ সংসার-স্বপ্ন হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া চির শান্তিময় আত্মস্বরূপে বিশ্রাম লাভ করিতে সমর্থ হন। বলা বাহুল্য, রাজা শিখিধ্বজ এই সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে চূড়ালার যে নিত্যতৃপ্ত এবং আত্মারাম অবস্থার উদয় হইয়াছিল তাহার প্রভাবে তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতি ত দূরের কথা বাহ্য দেহ পর্য্যন্ত অলৌকিক শোভা ও দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ভিতরে প্রশান্ত প্রেম ও রাগ-দ্বেষের অভাব ক্রিয়াশীল থাকাতে চূড়ালার মুখ-শ্রীতে এমন একটি অনিন্দ্য সুষমার আবির্ভাব হইয়াছিল যাহা দর্শন করিয়া রাজা শিখিধ্বজ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। একদিন তিনি চূড়ালাকে একান্তে ডাকিয়া তাঁহার এই অভিনব অনুপম শোভার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। চূড়ালা স্পষ্টভাবে রাজাকে বুঝাইয়া দেন যে বাহ্য কোন কারণে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের উদয় হয় নাই ও হইতে পারে না। জীবনের খণ্ড ভাব পরিত্যক্ত হইলে যে অখণ্ড সত্তা অন্তর ও বাহির সর্ব্বত্র সমভাবে প্রভাবিত করে তাহা হইতেই এই অপূর্ব্ব শ্রী উদ্ভূত হইয়াছে। শিখিধ্বজ কিঞ্চিৎ বহির্ম্মুখ এবং যুক্তি-প্রধান ছিলেন, তাই তিনি চূড়ালার সিদ্ধান্ত পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কারণ তিনি ভাবিলেন নিরাকার আত্মার সাক্ষাৎকার হইলে স্থূল ও সাকার দেহে শ্রী-বৃদ্ধি কি প্রকারে হইবে! তিনি উহা বিশ্বাস ত করিলেনই না ; উপরন্তু চূড়ালার প্রতি উপহাস-পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল চূড়ালা ভাবে উন্মত্ত এবং যুক্তাযুক্তবোধহীন। সুতরাং তাঁহার বাক্য উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন আর কিছু নহে। চূড়ালা যখন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গভীর দেশে নিহিত এবং উহার রহস্য স্থূলদর্শী রাজা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি স্বামীর সহিত আপাততঃ ঐ বিষয়ে অর্থাৎ আত্মদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বিরত হইলেন।

ঐ সময়ে জ্ঞানের উদয়ে চূড়ালা এমন একটি সুশান্ত ও সুসমাহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে অবস্থায় সাধারণতঃ অভাবমূলক ইচ্ছা উদিত হয় না। কিন্তু স্বভাবের লীলাতে নিত্যতৃপ্ত অবস্থাতেও খেয়ালের

মত ইচ্ছার উদয় হইতে পারে। চূড়ালার ও তাহাই হইয়াছিল। আকাশ-গমনের অহেতুক ইচ্ছা তখন তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে। তখন তিনি ঐশ্বর্য্য-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া কিছু সময়ের জন্য নির্জ্জনে গমন করেন ও আসনে উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধি প্রাণের ক্রিয়াদি সম্পাদন করেন। এইভাবে যথাবিধি প্রাণ ক্রিয়ার অভ্যাসের ফলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন—অনন্ত যোগসিদ্ধি অত্যল্প কালের মধ্যে তাঁহার আয়ত্ত হয়। সাধারণতঃ খণ্ডসিদ্ধির মূলে দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য প্রভৃতির প্রাধান্য থাকে, কিন্তু চূড়ালা আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে সিদ্ধিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছিল। অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য, একসঙ্গে বহু দেহ রচনা ও তাহাতে অনুপ্রবেশ অর্থাৎ কায়ব্যুহ, পরকায়া-প্রবেশ সবই তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল।

চূড়ালার মহাজ্ঞানের প্রাপ্তি এবং এই প্রকার যোগৈশ্বর্য্য লাভ রাজা শিখিধ্বজ জানিতেন না। চূড়ালা জ্ঞানের উপদেশ দ্বারা সর্ব্বদাই স্বামীকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তখনও শিখিধ্বজের জাগিবার সময় হয় নাই বলিয়া সকল উপদেশ অরণ্যে রোদনের ন্যায় তাঁহার নিকট ব্যর্থ হইয়া যাইত। তিনি নিজেকে বুদ্ধিমান্ মনে করিতেন এবং স্বীয় পত্নী চূড়ালাকে মূর্খ বালিকা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

দীর্ঘকাল মোহে মগ্ন থাকিবার পর ভোগ-বাসনা ও অন্তঃস্থ কষায় পরিপক্ক হওয়ার দরুণ আপনা আপনি শিখিধ্বজের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তখন বৈরাগ্যের তীব্রতা এত অধিক হয় যে তিনি কালবিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহত্যাগের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। চূড়ালাকে বলাতে এই বিষয়ে চূড়ালা তাঁহাকে যৌবন অবস্থায় নিজের কর্ত্তব্য এবং রাজধর্ম্ম-পালন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু শিখিধ্বজ চূড়ালার নিষেধ-বাক্যে দৃক্‌পাত না করিয়া একদিন গভীর রাত্রে সুপ্তাবস্থায় অঙ্কশায়িনী চূড়ালাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরিবারের সুখ-সম্পদ সহ রাজ্য ত্যাগ করিয়া, বাহির হইয়া যান। নানাদেশ ভ্রমণ করিবার পর তিনি দক্ষিণ দেশে মন্দর পর্ব্বতের তট-ভূমিতে গভীর অরণ্যের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাপসবেশে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

ঐ সময় কঠোর তপস্যাতে তাঁহার সমস্ত সময় ব্যতীত হইত। সন্ধ্যা-বন্দন, জপানুষ্ঠান, পুষ্প-চয়ন, স্নান, দেবার্চ্চন, কন্দমূল-ভোজন ও পুনর্ব্বার জপাদির অনুষ্ঠান, এইভাবে তাঁহার দিনচর্য্যা নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল।

এদিকে চূড়ালা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া যখন দেখিতে পাইলেন যে শিখিধ্বজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন তখন তিনি উন্মনা হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি যোগসিদ্ধা ছিলেন, তাই ক্ষুদ্র গবাক্ষ-পথে নির্গত হইয়া আকাশ-মার্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আকাশে ভ্রমণ কালে আকাশ মণ্ডল হইতেই দেখিতে পাইলেন তাঁহার স্বামী গভীর বন মধ্যে হাতে একখানি খড়্গ ধারণ করিয়া উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। তখন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, তিনি আকাশ-মণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন এবং তাঁহার নিকট নিজের পরিচয় দিবেন। কিন্তু দেখিলেন, নিয়তির খেলা অন্য প্রকার—তিনি ভবিষ্যতের চিত্র স্পষ্টভাবে অঙ্কিত দেখিতে পাইলেন, বুঝিতে পারিলেন এখনও রাজার সঙ্গে মিলিত হইবার তাঁহার সময় হয় নাই। সে সময়ের এখনও কতকটা বাকী আছে।

নিয়তির বিরুদ্ধে চলা সঙ্গত নহে মনে করিয়া তিনি তখন রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পতির প্রতিনিধিরূপে রাজকর্ম্মচারীদের সহায়তায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এইভাবে সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ কাটিয়া গেল। তখন শিখিধ্বজ জরাজীর্ণ এবং তাঁহার বাসনাদি পক্ক হইয়াছে। চূড়ালা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার আত্মকার্য্যের ইহাই শুভ অবসর। পতিকে আত্মজ্ঞান প্রদান করা—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এতদিন তাহার অবসর উপস্থিত হয় নাই। তাই বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন সময় উপস্থিত। ইহার পর যোগসিদ্ধি বলে চূড়ালা পুনরায় আকাশ-মার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে মন্দরাচল গমন করিলেন এবং শিখিধ্বজের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিলেন পত্নীরূপে এই সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। কারণ তিনি জ্ঞানপূর্ণ বাক্য বলিলেও পতির নিকট উহা পত্নীর সাধারণ বাক্যরূপে উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য তিনি যোগবলে ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ স্বরূপ, একটি তপস্বী ব্রাহ্মণ বালকের রূপ গ্রহণ করিলেন এবং ঐ তেজোময় দীপ্তরূপ লইয়া তপস্বী শিখিধ্বজের নিকট উপস্থিত হইলেন।

শিখিধ্বজ চূড়ালাকে দেখিয়া নিজের পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিলেন না, একটি বাল-ব্রহ্মচারিরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং সমুচিত সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন। তখন চূড়ালা সেখানে উপবেশন করিয়া তাঁহার তপঃ-সাধন কি ভাবে চলিতেছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শিখিধ্বজ বাল-ব্রহ্মচারীর রূপ ও তেজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "একদা ব্রহ্মকুমার নারদ মুনি সুমেরু গুহাতে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ধ্যানান্তে সমীপস্থ গঙ্গাবক্ষে জলকেলিপরায়ণ অনেকগুলি নগ্নকায় সুন্দরী অপ্সরাকে দেখিতে পান। দর্শন মাত্র তাহাদিগের প্রতি তাঁহার আসক্তি জন্মে ও তাহার ফলে চিত্ত বিকৃত ও প্রাণ ক্ষুব্ধ হইয়া বিন্দু স্খলিত হয়। নারদ বীতরাগ, নিষ্কাম ও জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন ইহা সত্য। তথাপি প্রবলতর প্রারব্ধের প্রভাবে তাঁহার বিবেকভ্রংশ হইয়াছিল।" এই জাতীয় ঘটনা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে তাহা চূড়ালা রাজাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার নিকট মানব-দেহ-সংশ্লিষ্ট নাড়ী-চক্রের বিজ্ঞান আলোচনা ও স্বভাব-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন। তিনি আরও বলিলেন—"নারদ মুনি ঐ বীর্য্য নিকটবর্ত্তী এক স্ফটিক-কুম্ভে স্থাপন করেন। যথা সময়ে উহা গর্ভ রূপে পরিণত হয় ও সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ হইয়া পুত্র-সন্তানরূপে কুম্ভ হইতে নির্গত হয়। কুম্ভ হইতে নির্গত বলিয়া পিতামহ ব্রহ্মা বালকের নাম রাখেন 'কুম্ভ'।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমিই সেই কুম্ভ। আমি পিতার সঙ্গে ব্রহ্মলোকে বাস করি। বেদ-চতুষ্টয় আমার সুহৃৎ, সরস্বতী আমার মাতা এবং গায়ত্রী আমার মাতৃষ্বসা। আমি স্বেচ্ছাক্রমে অবাধে সমস্ত জগতে বিচরণ করি। ইহা লীলামাত্র, কারণ আমি কোন প্রয়োজনের বশীভূত নহি। আমার চরণ ভূমিস্পর্শ করে না ও পৃথিবীর ধূলিতে মলিন হয় না। আমার দেহ সর্বদা গ্লানিশূন্য থাকে।"

শিখিধ্বজও তাঁহাকে নিজের সকল ইতিহাস জানাইলেন ও নিজের অবস্থার উপযোগী কর্ত্তব্য-উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। তখন কুম্ভ রাজার নিকট ক্রিয়া অপেক্ষা জ্ঞানের আপেক্ষিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বুঝাইলেন, জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—জ্ঞানের অভাবে ক্রিয়ার উপাদেয়তা স্বীকার্য্য। তার পর বাসনা তত্ত্ব বুঝাইলেন। শিখিধ্বজ ব্যাকুল হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থনা জানাইলে কুম্ভ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন। রাজা বুঝিতে পারিলেন যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সর্ব্বত্যাগ আবশ্যক—এমন কি তপস্যাও বর্জন করিতে হইবে। পূর্ব্বে তিনি রাজ্য, গৃহ, দেশ, স্ত্রী সব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন রাজ্যের পরিবর্ত্তে বনে বাস করিতেছেন। এবার বনও ত্যাগ করিলেন। তিনি তপস্যার সকল উপকরণই আহুতি দিলেন। কুম্ভ তাঁহাকে বুঝাইলেন, বস্তু-ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ নহে। কারণ বস্তু ত কাহারও নিজের নহে। বস্তুর বাসনা ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। এবার শিখিধ্বজকে খাঁটি ভাবে বাসনা ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। কুম্ভ রাজার মুখের দিকে মৌন ভাবে তাকাইয়া রহিলেন। রাজা নিজের সমস্ত সামগ্রী দগ্ধ করিলেন—সামগ্রীর মধ্যে ছিল জপের মালা, বসিবার আসন অর্থাৎ মৃগচর্ম এবং কমণ্ডলু। জপমালা ও মৃগাজিন অগ্নিতে অর্পণ করিলেন এবং কমণ্ডলু একটি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। ভোজন-পাত্রাদিও পরিহার করিলেন। নিষ্ক্রিয় হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রিয়া-যোগ্য সকল যথার্থই বিসর্জন করিলেন। তখন দেহ-ত্যাগের ইচ্ছা প্রবল হইল—মনে করিলেন ভৃগু-পতন দ্বারা দেহও বিসর্জন করিবেন।

কুম্ভ তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—"না, দেহত্যাগ করিতে হইবে না। চিত্ত ত্যাগ কর। চিত্তত্যাগ সর্ব্বত্যাগ, দেহত্যাগ সর্ব্বত্যাগ নহে। মনই সকলের বীজ—দেহেরও বীজ। মনকে ত্যাগ কর মনকে ত্যাগ করিলেই সর্বত্যাগ হইবে, সর্বত্যাগ হইলে সর্বপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কার সর্বত্যাগের ফলে আত্মপ্রসাদ ও তজ্জন্য জ্ঞানের উদ হয়। যে কিছু চায় না ও কিছু নেয় না, তাহাকে সমস্ত দেওয়া হয়। সর্ব্বত্যাগ নিষ্পন্ন হইলে ত্যাগের অভিমানও ত্যাগ করিতে হয়। বাসনাই চিত্তে স্বরূপ—বাসনার ত্যাগই চিত্তত্যাগ বা সর্ব্বত্যাগ চিত্তের বীজ অহঙ্কার—'আমি কে' এই আত্মক্রিয় দ্বারা ইহা নষ্ট হয়। কারণ বিচারে জানা যায় অহঙ্কার-কার্য্য কোন দৃশ্য পদার্থই আমি নহি আত্মা স্বচ্ছ চিন্মাত্র। অহঙ্কার উহার মল। অহঙ্কার হইতে মমতা জন্মে। ইহারও ত্যাগ চাই। চি চেত্যোন্মুখ হইলেই দুঃখের কারণ হয়—চেত্যে উপশমই শান্তি। চেত্যভাবের কারণ পদার্থসত্তা বোধ। কিন্তু এই বোধ ভ্রান্তি মাত্র। কারণ একমা চিদাত্মা ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই। ব্রহ্ম বস্তুত কারণ নন, কার্য্য নন, কর্ত্তাও নন। আত্মা শুদ্ধ মুক্ত—বন্ধ মোক্ষ কল্পনামূলক।

শিখিধ্বজ ধীরে ধীরে সব বুঝিতে পারিলেন— বুঝিলেন ব্রহ্ম কর্ত্তা নন, তাই কার্য্যরূপে জগৎ বস্তুতঃ নাই—অহন্তাদিও নাই। তখন তিনি "ন মহ্যম্" বলিয়া নিজেকে নিজে প্রণাম করিলেন 'চেত্য নাই' বোধের সঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বিশ্রা হইল। এটি নির্বিকল্পক অবস্থার উন্মেষ। কু তাঁহাকে ঐ অবস্থা জাগাইলেন। তখন স্বভাব শিখিধ্বজের মনে প্রশ্ন উঠিল—এই পরম শা পদে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনরূপে ত্রিপুটীর উদয় হয় কেন

বিশ্ব স্ফুরণ হয় কেন ? কুম্ভ তাঁহাকে বুঝাইলেন—"অহন্তা ও ইদন্তা স্বভাব হইতে উঠে—বস্তুতঃ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন।" এই ভাবে ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সঙ্গে রাজা কৃতকৃত্যতা লাভ করেন। তখন রাজার মনে প্রশ্ন উঠিল—"এই অমররূপ আত্মপদ আমি পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইলাম না কেন ?" কুম্ভ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে ভোগেচ্ছার অভাবে মন শান্ত হইলে ও সকল ইন্দ্রিয়বর্গের কষায় পক্ক হইলে নির্মল গুরুবাক্য চিত্তে বিশ্রান্তি লাভ করে। কষায় পাক হওয়ার পরই গুরুবাক্য তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার অজ্ঞান নাশ করিয়াছে ও তাঁহার চিত্ত নষ্ট করিয়াছে। হৃদয়ে মনের সত্তা থাকা পর্য্যন্ত অজ্ঞান যায় না। ইহার পর কুম্ভ বুঝাইলেন যে জীবন্মুক্তগণ চিত্তহীন হইলেও সত্ত্বহীন হন না বলিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতে পারেন। কারণ বাসনা দুই প্রকার—ঘন বাসনা ও তরল বাসনা। ঘন বাসনাই মলিন বলিয়া পুনর্জন্মের হেতু। এই বাসনাই চিত্ত। জীবন্মুক্তের ইহা থাকে না, কিন্তু তরল বা শুদ্ধ বাসনা থাকে। তাহার নাম সত্ত্ব। তাহার দ্বারা বিহার করা চলে। মূঢ় চিত্তই চিত্ত, প্রবুদ্ধ চিত্ত সত্ত্ব।

ইহার পর কুম্ভ অন্তর্হিত হইলেন ও চূড়ালা-রূপ ধারণ করিয়া রাজধানীতে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু সময় পরে তিনি পুনর্বার যোগবলে কুম্ভ-শরীর ধারণ করিয়া শিখিধ্বজের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যে রাজা নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন রহিয়াছেন। তখন পরকায়া-প্রবেশের প্রক্রিয়াতে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জাগাইয়া উঠাইলেন। নিজেও পুনরায় কুম্ভ-রূপ ধারণ করিয়া নিকটেই একস্থানে সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে ঐ গানের স্বর শ্রবণ করিয়া ব্যুত্থিত রাজা শিখিধ্বজের মধ্যে অহঙ্কারের উদয় ও পূর্বস্মৃতির স্ফুরণ হইল—তিনি নেত্র উন্মীলন করিয়া কুম্ভকে দেখিতে পাইলেন। তখন উভয়ে নানা প্রকার বার্ত্তালাপ হইল।

এই পর্য্যন্ত রাজার জীবনের কৃতকৃত্যতার ইতিহাস। ইহার পর কুম্ভ ও রাজা কিছুদিন এক সঙ্গে অতিবাহিত করিলেন ও নানাস্থানে পর্য্যটন করিলেন। ইত্যবসরে কৌশলপূর্ব্বক কুম্ভ রাজার পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন যে কোন কারণবশতঃ দুর্বাসার শাপে তিনি রাত্রি বেলা স্ত্রী-মূর্ত্তিতে পরিণত হন ও দিনে বাল-ব্রহ্মচারী কুম্ভ-রূপেই অবস্থান করেন। ইহার পর কুম্ভের প্রেরণায় মহেন্দ্র পর্ব্বতে উভয়ের বিবাহ হইল ও পতি-পত্নীভাবে উভয়ে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। এইভাবে রাজার অনাসক্তির দৃঢ়তা পরীক্ষিত হইল। পরে ক্রোধের পরীক্ষা হইল। কুম্ভ মদনিকারূপে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া যোগ-সঙ্কল্প-রচিত কোন পরপুরুষের সহিত গাঢ়ভাবে মিলিত হওয়ার অভিনয় শিখিধ্বজকে প্রদর্শন করিলেন। শিখিধ্বজের মনে কোন বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয় কিনা তাহাই পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল। দেখা গেল শিখিধ্বজের চিত্তে কোন প্রকার বিকার উৎপন্ন হইল না।

এইভাবে রাগ দ্বেষের পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়া চূড়ালা বুঝিতে পারিলেন—

নৈনং হরন্তি তে ভোগা ন মহত্যোঽপি সিদ্ধয়ঃ।
ন সুখানি ন দুঃখানি নাপদো ন চ সম্পদঃ॥

তখন তিনি তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি বুঝাইলেন তিনিই যোগবলে কুম্ভাদি দেহ রচনা করিয়া তাঁহাকে যথাসময়ে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিয়াছেন ও তাঁহার দৃঢ়তার পরীক্ষা নিয়াছেন। ধ্যানযোগে শিখিধ্বজ নিজেও সব অতীত

বৃত্তান্ত দেখিতে পাইলেন। তিনি চূড়ালাকে গুরুরূপে চিনিয়া "গুরুর্মে নমোঽস্তু তে" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সত্যলাভের পর শিখিধ্বজের অবস্থা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

> ন তুষ্টোহস্মি ন খিন্নোহস্মি নায়মস্মি নচেতরৎ।
> ন স্থূলোহস্মি ন সূক্ষ্মোহস্মি সত্যমস্মি চ সুন্দরি॥

ইহা রাজার নিজ উক্তি। চূড়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন —"রাজন্, তোমার এখন কি ভাল লাগে? তুমি কি আকাঙ্ক্ষা কর?" রাজা বলিলেন, "আমি ভাল মন্দ বুঝি না, যাহা বলিবে তাহা করিব। চিত্ত হইতে ইষ্ট-অনিষ্ট ভাব দূর হইয়াছে। যখন যাহা আসে তাহাই ভাল বোধ হয়। স্তুতি নাই, নিন্দাও নাই। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

তার পর উত্থিত হইয়া চূড়ালা সপ্ত সমুদ্রের জলে পূর্ণ রত্নকুম্ভ রাজ্যাভিষেকের জন্য সঙ্কল্প করিয়া ঐ মঙ্গল কুম্ভ দ্বারা পূর্ব্বমুখে স্থিত রাজাকে স্ব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সুবর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাকে বলিলেন, "এখন তোমাকে মুনি-যোগ্য শান্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া অষ্ট লোকপালের তেজঃ ধারণ করিতে হইবে।" রাজা উহা স্বীকার করিলেন। মহারাজ তখন চূড়ালাকে স্নান করাইয়া মহারাণীর পদে অভিষিক্ত করিয়া পট্টমহিষী করিলেন। রাজার আদেশে চূড়ালা ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ক্ষণমধ্যে বিরাট্ ও বিপুল সৈন্য রচনা করিলেন। তারপর উভয়ে আড়ম্বরের সহিত মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে স্বীয় রাজধানীতে গমন করিলেন। সাত দিন নগরোৎসব করিয়া শিখিধ্বজ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া অন্তিম অবস্থায় মোক্ষ লাভ করেন।

## ২। দেহ থাকা কি?—

মা বলেন, "জ্ঞানে আর সংশয়-সংসার থাকে না, দেহও থাকে না।" সংসার না থাকিলে দেহ থাকি এ কথা বলা চলে না। সংশয়ই সংসার। হৃদয়গ্র ভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত সংশয় ছিন্ন হয় না। সং ছিন্ন না হইলে কর্ম্মক্ষয় হইয়াছে একথা বলা চলে ন বস্তুতঃ গ্রন্থিভেদ, সংশয়-ছেদন এবং সর্ব্বকর্ম্ম-ক্ষয় এ অবস্থার বিভিন্ন দিক্ মাত্র। পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎক হইলেই এই অবস্থার উদয় হয়। তখন সংস থাকে না, দেহও থাকে না—এমন কি থাকে না সে বোধও থাকে না। অজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেহে দে থাকা না থাকার প্রশ্ন উঠে, কিন্তু জ্ঞানীর স্বরূ দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের কোন সার্থকতা নাই। তাঁহার অতুলনীয় ভাষাতে বুঝাইয়াছেন, "দেও, দে —এই অভাবটাই ত দেহ।" সুতরাং দেহ থাক মানে অভাব-বোধ থাকা। অভাবের বোধ থাকিলে উহার নিবৃত্তিও আবশ্যক হয়। যেখানে তাহা না সেখানে অভাব-নিবৃত্তির জন্য কর্ম্মও নাই। সে সংসারের অতীত অবস্থা। উহা সংশয়হীন পর স্থিতি—উহাই স্বভাব বা স্বরূপে স্থিতি। এদিক্ক দ্বন্দ্ব-কোলাহল সেখানে পৌঁছিতে পারে না, সে নিত্য নিরঞ্জন অবস্থা। তাই মা বলেন, "একেবা ধোয়া-মোছা—নাইও নাই।" প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি নিবৃ মাত্র, প্রপঞ্চ-মিথ্যা মিথ্যা মাত্র। কিন্তু যেখা নিবৃত্তিও নিবৃত্ত হয় এবং মিথ্যাও মিথ্যা হই যায়, সেখানে কিছু বলিবার থাকে না—তাহারই না 'ধোয়া-মোছা' অবস্থা, সেখানে নাইও থাকে ন নাই নাই হইয়া যায়। প্রথমে negation, তাহা পর negation এর negation. মানবীয় ভাষাতে ইহা অপেক্ষা অধিক স্পষ্টভাবে চরম তত্ত্বের বর্ণ করা চলে না। সুতরাং শিখিধ্বজ যে চূড়ালা উপদেশে জ্ঞানের পর সংসার করিয়াছিলেন বলা হ

তাহা জাগতিক দৃষ্টিতে। স্বরূপ-দৃষ্টিতে এই ভাবের কথা উঠিতেই পারে না।

৩। ধারা, ধরা ও অধরা—

মা বলেন—"ধারা থাকলেই ধরা আছে, আর ধরা থাকলেই অধরাও আছে।" ধরিতে হইলেই কোন না কোন পদ্ধতি বা উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। যদিও অনুপায়-মার্গের কথাও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে ইহা সত্য, তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ঐ স্থলেও অনুপায়কেও উপায়রূপে ধরা হইয়াছে। অনুপায় শব্দে উপায়ের অভাব বুঝায় না। 'অতি ক্ষুদ্র উপায়', ইহাই অনুপায় শব্দের তাৎপর্য্য। সেই জন্য অনুপায়কেও মার্গরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। পদ্ধতি অথবা মার্গ অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে এক সময় তাঁহার কৃপার উদয় হয়। তখন তিনি হঠাৎ ধরা দিয়া বসেন। ধারা অনুসরণ করিয়া কতটা সময় এবং কি ভাবে চলিতে হইবে তাহা বলা কঠিন, কারণ সকলের অধিকার সমান নহে। তথাপি ইহা সত্য যে গম্যস্থানে পৌঁছিতে হইলে মানবের দিক্ হইতে ধারা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। অবশ্য তাঁহার অহেতুক কৃপার ফলে ধারা আশ্রয় না করিলেও আশ্রয়ের ফলপ্রাপ্তি না ঘটিতে পারে এমন কথা নহে। কিন্তু এখানে সে আলোচনার প্রয়োজন নাই। জীবের কর্ত্তব্য, কোন একটি মার্গ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চলা। লক্ষ্যভ্রষ্ট যেন না হয়, ইহাই তাহার প্রথম ধ্যেয় বিষয়। লক্ষ্য স্থির থাকিলে ধরা অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ ধরা বলিয়া কিছু নাই—একমাত্র অধরাই সর্ব্বাতীত-ভাবে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু সাধক যখন ধারা ধরিয়া চলিতে থাকে তখন সেই বিশ্বাতীত অধরাই কৃপাপরবশ হইয়া নামিয়া আসেন এবং দুর্ব্বল সাধকের নিকট নিজে হইতে ধরা দিয়া বসেন। সাধক যখন কোনও প্রশ্ন করে তখন কোন না কোন একটি ধারা আশ্রয় করিয়াই করে। কারণ প্রত্যেক মনুষ্যেরই একটি দৃষ্টিকোণ আছে। যেখান হইতে যে প্রশ্ন করে সেখান হইতেই তাহার প্রশ্নের সমাধান হইয়া থাকে। এইজন্যই জগতে নানামতের উদয় হইয়াছে—"নাহসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"। বস্তুতঃ কোনটিকে ভুল বলা চলে না। কারণ প্রত্যেকটি মতই একটি না একটি ধারা হইতে উদ্ভূত। সেইজন্য সব ধারাই আপেক্ষিকভাবে সত্য। একটি ধারা যে প্রকার সত্য, অপর ধারাটিও ঠিক সেই প্রকার সত্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে সকল ধরার মূলে সেই একই অধরা রহিয়াছে। বস্তুতঃ অধরাই ধরা দেয়—ধরা হয়ে, ইষ্ট হয়ে বিভিন্ন সাধকের নিকট বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। ধরা ও অধরা একই মহাসত্তার দুইটি দিক্। এক দিকে গণ্ডীর আবেষ্টন আছে, ভাবের সীমারেখা আছে ও বর্ণের ভঙ্গিমা আছে। অপরদিকে গণ্ডী নাই, তাই নিত্যমুক্ত, ভাবাতীত তাই অসীম, বর্ণ নাই তাই চির-স্বচ্ছ। এই দুইটি পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রতীত হইলেও দুই-ই এক। আবার এমন স্থিতিও আছে, মা বলেন, "যেখানে ধরা ও অধরার প্রশ্ন নাই, **সে-ই**", অর্থাৎ যেখানে ধারা আছে সেখানে ধরা আছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে অথচ অসঙ্গভাবে অধরাও আছে, এবং যেখানে ধারার প্রশ্ন নাই সেখানে ধরা কোথায়? অধরাই বা কোথায়? সে প্রশ্নই বা কোথায়? কিছুই নাই, অথচ সবই আছে। থাকা না থাকার বিরোধ যেখানে নাই তাহাই **তৎ**, তাহাই **সে-ই**। সেখানে মত মতান্তরের স্থান নাই।

# অমরবাণী

### ছয়

প্রশ্ন—একাংশ ধ্যান হইতে সর্ব্বাংশ হইবে কি করিয়া? ধ্যান ত একাংশেই মাত্র হওয়া সম্ভব। বলা হয় ধ্যানে মন ক্রমশঃ বৃহত্তর বস্তুর ধারণ করে, পরে যখন আর ধারণ করা মনের শক্তির বাহিরে যায়, তখন মন আপনা হইতেই লয় হইয়া যায়। তখন আর ধ্যান নয়, তখন জ্ঞান। এইটা কারও কারও মত। কি করিয়া মনের এই সর্ব্বব্যাপিত্ব হইতে পারে, এটা ধরিতে পারি না।

মা—ধ্যান পেলে ধ্যান হয়। ধ্যান ত হওয়া চাই। আচ্ছা, মন যে লয় হইয়া যায় বলিতেছ, উৎপন্ন কোথা হইতে?

প্রশ্ন কর্ত্তা—আত্মা হইতে। শ্রুতিতে আছে, ইহা ছায়ার ন্যায় আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

মা—যেখানে উৎপন্ন, সেখানে নষ্টও—এই কি কথা? তা হ'লে আবার উৎপন্নও হবে? এই যে বল্‌ছ, মনের সর্ব্বব্যাপিত্ব, এই ব্যাপারটা ধরিতে পারিতেছ না। ধরিবার জিনিষ নয় বলিয়াই না ধরিতে পারিতেছ না। এ ধরবারও নয়, জিনিষও না। সংসারের বিষয়-ভোগ অনুভব কর, আবার যখন এ ধ্যানে সাময়িক একটা সুখ বা আনন্দ অনুভব কর, এটাও অনুভব ত? কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অনুভব হইতে খানিকটা আলাদা।

এই যে বল্লে সমাধি হ'তে নেবে এসে বলা, এখানে নাবা ওঠা রয়েছে, নইলে বল কেন আবার নামা ওঠার প্রশ্ন নাই, তাওত আছে। যঁ বল সমাধিতে মন থাকে, নইলে ব্যুথানে সমা অনুভব যতটুকু ততটুকু বল্‌তে পারে, বলে কি করিয়া? তা সে যে মনই হউক, যেমন শুদ্ধ মন আমি তোমার জায়গা হইতেই বলিতেছি। অনুভ ত রাস্তার কথা। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার অনুভবে মধ্যে তারতম্য আছে, তথাপি ইহা মনের বিভি স্থানের কথাই ত। সমাধিও ত বল। আচ্ছা, আর একটা স্থানের কথাও ত আছে, যেখানে না ওঠার প্রশ্নই নাই। কাজেই ঐ স্থানে শরীরের প্রশ্ন নাই। এ শরীর, কর্ম্ম আর প্রশ্ন উত্থাপ হইলে সেই নয়। মন যে লয় হয় বল, তখন ম কোথায় হয়?

প্রশ্ন কর্ত্তা—আত্মাতেই লয় হয়।

মা—যেমন নূন গলে লয়, মন তাতে লয়, বাস কোনও দৃষ্টিতে এরূপও আছে ত বলে—যেখা লয়ের কথা, সেরূপ যোগী হ'লে আবার পৃথ করিয়া বাহির করিয়া আনিতে পারে।

প্রশ্ন কর্ত্তা—আত্যন্তিক নাশের কথা হইতেছে।

মা—নাশ কি লয়? না—স, অর্থাৎ সে না, না যেখানে তাকেই ত নাশ বল্‌ছ? যেখানে না নাশ হ'য়ে যায়। মনোনাশকে কি লয় বল্‌ছ?

ক্রমশঃ

# ব্যাখ্যা

## ১। ধ্যান করা আর ধ্যান হওয়া—

মা বলেন, "ধ্যান পেলে ধ্যান হয়, ধ্যান ত হওয়া চাই।" ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে স্বাভাবিকভাবে ধ্যানস্থ হওয়ার একটি দিক্ আছে। ঐ অবস্থার উদয় হইলে চেষ্টা করিয়া ধ্যান করিতে হয় না, চিত্ত আপনা হইতেই ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থাকে মা 'ধ্যান পাওয়া' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের যখন ঘুম পায় তখন যেমন চেষ্টা করিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে আপন আপন বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিতে হয় না, ঐগুলি স্বভাবের নিয়মেই আপনা আপনি অন্তর্ম্মুখ হইয়া পড়ে, সেইরূপ আপনা আপনি ধ্যান হওয়ার একটি অবস্থা আছে। ঘুম না পাইলেও চেষ্টা করিয়া ঘুমান না যায় এমন নহে, তবে তাহা সময়-সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য। ঘুমাইতে চেষ্টা করিবার অভ্যাস করিতে করিতে পরে বিনা চেষ্টাতেই ঘুমের ভাব আসিয়া পড়ে। ধ্যান সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপই জানিতে হইবে। ধ্যান পাওয়ার অবস্থা না হইলে প্রকৃত ধ্যান হয় না ইহা সত্য, কিন্তু প্রথম হইতেই এ অবস্থা পাওয়া যাইতে পারে না বলিয়া অস্বাভাবিক হইলেও কৃত্রিম উপায়ে ধ্যানের জন্য চেষ্টা করিতে হয়।

যোগসূত্রকার ভগবান্ পতঞ্জলি সাধারণতঃ সমাধিযোগ আর ক্রিয়াযোগ ভেদে যোগকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। যে সাধকের চিত্ত ব্যুত্থিত অর্থাৎ বহির্ম্মুখ, তাহার পক্ষে ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যাহার চিত্ত অন্তর্ম্মুখ অথবা সমাধিপ্রবণ, একমাত্র তাহারই জন্য সমাধিযোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে। পতঞ্জলি ক্রিয়াযোগ বলিতে তপস্যা, স্বাধ্যায় অর্থাৎ জপ ও সৎগ্রন্থপাঠ এবং ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থাৎ ভজন, এই তিনটিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। এই তিনটি সাধন সমভাবেই হউক অথবা গুণ-প্রধানভাবেই হউক অনুষ্ঠিত হইলে ক্রিয়াযোগ নিষ্পন্ন হয়। চিত্তের প্রকৃতি অনুসারে কাহারও ক্রিয়া তপস্যা-প্রধান হয়, কিন্তু অন্য দুইটি সাধন-অঙ্গও তাহাতে থাকে। কাহারও ক্রিয়া স্বাধ্যায়-প্রধান হয় অথবা ভজন-প্রধান হয়। কিন্তু তাহাতেও অপ্রধানভাবে অপর দুইটি অঙ্গের সন্নিবেশ থাকে। আবার ব্যক্তিবিশেষে তিনটি অঙ্গই সমভাবেও অনুষ্ঠিত হইতে পারে। দীর্ঘকাল যথাবিধি আপন আপন গুরুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ক্রিয়াযোগের পথে অগ্রসর হইতে পারিলে চিত্ত উহার প্রভাবে ক্রমশঃ ব্যুত্থিতভাব ত্যাগ করিয়া শান্তভাব ধারণ করে এবং অন্তর্ম্মুখ হইতে থাকে। তখন তাহার পক্ষে সমাধিযোগের অভ্যাস সম্ভবপর হয়। সমাধিযোগের অভ্যাসে ধ্যানের প্রাধান্য থাকে। চিত্ত চঞ্চল থাকা পর্য্যন্ত অন্তর্ম্মুখভাব থাকে না বলিয়া প্রকৃত ধ্যান মার্গে অগ্রসর হইতে পারা যায় না। কিন্তু তথাপি সাধককে ধ্যানের যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য কোন না কোন প্রকার ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়। ইহাও যোগ, যদিও সাক্ষাৎভাবে নহে, কিন্তু পরম্পরাভাবে।

ক্রিয়াযোগের ফলে চিত্ত একদিকে চঞ্চলতা পরিহার করে ও অন্তর্ম্মুখ হয়, যাহাতে অনায়াসে প্রজ্ঞা অথবা জ্ঞানের উদয় হওয়া সম্ভবপর হয়। কিন্তু ক্রিয়াযোগের মুখ্য ফল চিত্তস্থিত অজ্ঞানাদি যাবতীয় ক্লেশের তনুত্ব অথবা সূক্ষ্মতা সম্পাদন।

সাধকের চিত্তে অনন্ত ক্লেশ সংস্কার অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। ক্লেশ অনন্ত হইলেও বুঝিবার ও বুঝাইবার সৌকর্য্যের জন্য উহাদিগকে প্রধান পাঁচ বর্গে বিভক্ত করা হয়। উহাদিগের নাম—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অজ্ঞানমূলক যাবতীয় সংস্কারই কোন না কোন প্রকারে এই পঞ্চক্লেশের অন্তর্গত। এই সকল ক্লেশ কখনও কখনও অভিব্যক্ত অবস্থায় বৃত্তিরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে, আবার কখনও কখনও অব্যক্তভাবে সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। অব্যক্ত ক্লেশকে সহসা আমরা ক্লেশ বলিয়া চিনিতে পারি না। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা ক্রিয়া-বিশেষের প্রভাবে ক্ষীণ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহাদের বল ও সত্তা পূর্ণভাবেই বিদ্যমান থাকে। এই জন্য অব্যক্ত ক্লেশকে সুপ্ত অথবা বিচ্ছিন্ন মনে করা যাইতে পারে, কিংবা সাধন-প্রভাবে ক্ষীণ হইয়া যায় বলিয়া তনুও বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে যে ক্রিয়াযোগের বর্ণনা করা হইল উহা ঠিক ঠিক অনুষ্ঠিত হইলে ক্লেশ বা সংস্কার সকল তনু অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উহাদের বিক্ষেপ শক্তি বা আবরণ শক্তি বলহীন হইয়া ক্ষীণভাব ধারণ করে। ক্রিয়াযোগ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে ক্লেশ-ক্ষয় সম্ভব নহে। অন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা হউক তাহা দ্বারা ক্লেশকে অভিভূত করিয়া রাখা যায়, যাহার ফলে ক্লেশ উন্মুখ হইয়া তৎকালে ক্রিয়া করিতে পারে না। কিন্তু ক্লেশের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব পূর্বে যেমন ছিল তখনও তেমনই থাকে। কোন উত্তেজনা বা উদ্দীপক কারণের আবির্ভাব হইলেই ঐ সকল সুপ্ত ক্লেশ প্রবলবেগে উদ্দামরূপ ধারণ করে এবং মানুষকে অনেক সময় পদস্খলন করিতে বাধ্য করে। এই সকল সুপ্ত ক্লে অতি ভয়ানক, কারণ তাহাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য ক যায় না, অথচ তীব্রতা ও বিরুদ্ধ ভাব প্রবল থাকে ক্রিয়াযোগের এমন সামর্থ্য আছে যে উহা ইহাদিগকে ক্ষীণবীর্য্য করিয়া রাখিতে পারে। ইহাদের তে তখন মন্দীভূত হয়, তবে একেবারে বিনষ্ট হয় না; কারণ ক্রিয়ার প্রভাবে সংস্কার নষ্ট হয় না। সংস্কার নাশের একমাত্র উপায় জ্ঞানরূপ অগ্নি। তবে ক্রি জ্ঞানের উদ্বোধক বলিয়া পরম্পরাতে উহার কারণ ইহা সত্য।

ক্রিয়াযোগ যে কোন প্রকারের হউক না কে উহার দ্বারা চিত্ত ক্রমশঃ ধ্যানোন্মুখ হয়। যাহা চিত্ত প্রথম হইতেই অন্তর্ম্মুখ রহিয়াছে তাহার জ ক্রিয়াযোগের ততটা আবশ্যকতা না থাকিতে পারে, কিন্তু যাহারা প্রথমে সাধন-পথে পদার্পণ করে তাহাদিগের পক্ষে যে কোন ধারা অবলম্বন করিয়াই হউক না কেন ক্রিয়া-মার্গ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয়। ধ্যানের উন্মুখভাব চিত্তে জাগ্রত হইলে চিত্ত বি চেষ্টাতেই ধ্যানস্থ হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ ধ্যানে গভীরতর স্তরে মগ্ন হইতে সমর্থ হয়। চঞ্চল চি চেষ্টা করিয়া ধ্যান করিতে গেলে এইরূপ হয় না। এই জন্যই মা বলিয়াছেন, "ধ্যান পেলে ধ্যান হয়।" ইহাই বাস্তব ধ্যান, ইহাই হওয়া আবশ্যক। প্রথ অভ্যাসীর পক্ষে কৃত্রিম ধ্যানও প্রশংসনীয়। তবে উহা প্রাথমিক অবস্থা। ক্রমশঃ ঐ কৃত্রিম ধ্যা স্বাভাবিক ধ্যানে পরিণত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে কাহারও মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে কৃত্রিম ধ্যান এবং স্বাভাবিক ধ্যানের মধ্যে পার্থক কি? উভয়ের প্রক্রিয়া এবং লক্ষ্যের মধ্যে কো ভেদ আছে কি? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে

সংক্ষিপ্ত ভাবে ধ্যানের তত্ত্ব আলোচনা আবশ্যক মনে হয়।

অতি প্রাচীন কালে যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তখন বৈদিক ধর্ম্মের অনুগামী ঋষিগণের ন্যায় বহু সংখ্যক বৌদ্ধ যোগীর আবির্ভাব হইয়াছিল। অন্যান্য সাধন অপেক্ষা তাঁহারা ধ্যানের সাধনাতে অধিকতর মনোনিবেশ করিতেন। কারণ ধ্যানের গূঢ় রহস্য সকল চিত্তের বিশ্লেষণের সহিত তাঁহারা যত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদ্রূপ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অতি প্রাচীন যোগি-সম্প্রদায়ের মত আলোচনা পূর্ব্বক ধ্যান তত্ত্বের উপর আলোক প্রক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

সাধন পথে তিনটি মূল তত্ত্ব দৃষ্টিগোচর হয়—প্রথমটি শীল, দ্বিতীয়টি সমাধি এবং তৃতীয়টি প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা অথবা নির্ম্মল জ্ঞান লাভই সাধক-জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু চিত্ত সমাহিত না হইলে এবং সংস্কার-মুক্ত না হইলে প্রজ্ঞারূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে যতক্ষণ চিত্ত শীল ও সংযমের অনুশীলনের প্রভাবে সম্যক্ প্রকারে পরিশোধিত না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা শান্তও হইবে না এবং সমাহিতও হইবে না। এই জন্য আচার্য্যগণ পঞ্চশীল অথবা দশশীলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যোগিগণের যম নিয়ম ইহারই অন্তর্গত। বর্ত্তমান সময়ে সমাজে যে অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ধারা চলিয়াছে তাহাতে সংযমের আদর্শ দূর হইতে দূরতর হইয়া প্রায় অস্তমিত হইয়া পড়িয়াছে। সংযম ব্রতের ভিতর দিয়াই হউক অথবা প্রকারান্তরেই হউক জীবনকে কতকগুলি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। বন্ধন স্বীকার না করিলে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায় না। একান্তবাস, গুরূপদিষ্ট ক্রম অনুসারে নানা প্রকার সংযমের অনুষ্ঠান এবং উৎকণ্ঠা, ভীতি, প্রলোভনাদি ভাব হইতে বর্জ্জিত হইয়া নিষ্ঠার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে দীর্ঘকাল কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সাধনার যথাবিধি অভ্যাস—ইহা নিতান্ত আবশ্যক।

এই অভ্যাসের মধ্যে দৃষ্টান্তরূপে আমরা দৃষ্টি-অভ্যাসকে গ্রহণ করিতেছি। কারণ দৃষ্টি স্থির হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিই স্থির হয় এবং মনও স্থিতিলাভ করে। আচার্য্যগণ দৃষ্টি স্থির করিবার জন্য অভ্যাসী সাধককে একটি অবলম্বন গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। দৃষ্টির সম্মুখে ঐ অবলম্বনটি স্থিরভাবে রক্ষা করিয়া দৃষ্টির স্থৈর্য্য অভ্যাস করা আবশ্যক। ঐ অবলম্বনটি যে কোন বস্তুই হইতে পারে। কারণ 'যথাভিমতধ্যানাদ্বা'—ইহা যোগ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তবে ব্যক্তি বিশেষের অধিকার ও যোগ্যতার তারতম্য বশতঃ বিভিন্ন সাধকের পক্ষে ঐ অবলম্বনের তারতম্য হইয়া থাকে। স্থির দৃষ্টিতে ঐ অবলম্বনটি দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। যাঁহারা ত্রাটক অভ্যাস করেন তাঁহাদের সাধনাও এক হিসাবে ইহার অন্তর্গত। দৃষ্টির নিমেষ-কালে চিত্ত মধ্যে ঐ অবলম্বনের অনুরূপ ছায়াটি যথাযৎ ভাবে দেখিবার অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে করিতে এমন একটি অবস্থার উদয় হয় যখন চক্ষু নিমীলিত করিয়াও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা ঐ অবলম্বনটি ঠিক চাক্ষুষ দৃষ্টির মতই দেখিতে পাওয়া যায়। যোগিগণ এই অবলম্বনকে 'নিমিত্ত' নামে অভিহিত করেন। যখন প্রথম অবস্থায় বাহ্য অবলম্বন দর্শন করিয়া ভিতরে উহার অনুরূপ চিন্তার চেষ্টা করা হয় তখন ঐ অবলম্বনটিকে 'পরিকর্ম্ম নিমিত্ত' বলিয়া বর্ণন করা হয়। সাধারণ সাধক মাত্রেই ইহার সহিত পরিচিত। কিন্তু যখন

চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও পূর্ব্বের ন্যায় ঐ অবলম্বনটিকে চিত্তে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় তখন ঐটির পারিভাষিক নাম হয় 'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত'। যে অবস্থায় উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত আবির্ভূত হয় সেই অবস্থায় বাহ্য অবলম্বনের আবশ্যকতা আর থাকে না। ফটোগ্রাফিক ক্যামেরা দ্বারা কোন চিত্র গ্রহণ করিলে উহা যেমন ফটোগ্রাফিক প্লেটে স্থায়িভাবে অঙ্কিত হয়, কিন্তু সাধারণ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিত্র তদ্রূপ হয় না, সেই রূপ পরিকর্ম্ম নিমিত্ত ও উদ্‌গ্রহ নিমিত্তের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পরিকর্ম্ম নিমিত্ত অস্থায়ী অঙ্কন এবং উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত স্থায়ী অঙ্কন। উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত লাভ করার পর প্রকৃত ধ্যানের কার্য্য আরম্ভ হয় বলা চলে। কিন্তু ইহা নিম্নস্তরের ধ্যান তাহাতে সন্দেহ নাই। উদ্‌গ্রহ নিমিত্তই ধারণা, কারণ এই অবস্থাতেই চিত্রটি চিত্তে বিধৃত হয়, চলিয়া যায় না।

ইহার পর দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত উদ্‌গ্রহ নিমিত্তরূপ অবলম্বনকে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা লক্ষ্য করিলে এমন এক সময় আসে যখন উহা ভেদ হইয়া যায়। তখন এক অভূতপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ আবির্ভূত হয়। ইহার পারিভাষিক নাম 'প্রতিভাগ নিমিত্ত'। মনোময় ক্ষেত্রে এই অন্তর্নিহিত জ্যোতির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের পথ খুলিয়া যায়। চিত্তে যে সকল দোষ ও অন্তরায় বিদ্যমান থাকিয়া চিত্তকে একাগ্রতা লাভ করিতে বাধা প্রদান করে ঐ সকল অন্তরায় এই প্রকাশের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হতবল হইয়া যায়। ঐগুলি যে তখনই ধ্বংস হয় এমন নহে, কিন্তু উহারা উত্থানশক্তি-রহিত হয়। যোগিগণ এই সকল অন্তরায়কে বুঝিবার সুবিধার জন্য পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

ঐ প্রকাশের উদয়ের পর প্রকৃত ধ্যানের অপেক্ষাকৃত উচ্চ অবস্থার উদয় হয়। ইহার নাম 'উপচার ধ্যান'। ইহাও ধ্যানের পূর্ণত্ব নহে। কারণ ধ্যানের পূর্ণ অবস্থা হইলে একাগ্রতার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী এবং ক্ষণমাত্রের জন্যও যদি একাগ্রতা লাভ হয় তাহা হইলে অনন্তকালের জন্য চিত্ত রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ লৌকিক চিত্ত দিব্য চিত্তে পরিণত হইবে। চিত্তের যে সহজাত অন্তরায়ের কথা বলা হইল তাহা এখানে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা অনাবশ্যক। তবে ইহা সত্য যে ধ্যানের এক এক অঙ্গ পূর্ণতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিপক্ষভূত এক একটি অন্তরায় তিরোহিত হইয়া যায়। চিত্তের পঞ্চম অবস্থাতে একাগ্রতা সিদ্ধ হয়। কিন্তু এই অবস্থা লাভ করিবার জন্য বিতর্ক, বিচার, প্রীতি ও সুখ—এই চারিটি অবস্থা ক্রমশঃ লাভ করিয়া ও ধীরে ধীরে পরিহার করিয়া উঠিতে হয়। সুখের পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে সুখ-দুঃখের অতীত সাম্যভাবময় উপেক্ষার উদয় হয়। তখনই চিত্ত যথার্থ একাগ্রতা লাভ করে। চিত্তে একাগ্রতা উদিত হইলে চিত্তের চঞ্চলতা তিরোহিত হয়, কামনা বাসনা প্রভৃতি চিত্তকে আর আক্রমণ করে না, এবং অখণ্ড চিত্ত একাগ্র অবস্থায় আলম্বন বা নিমিত্তকে পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করে। তখন জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের কোন ভেদ থাকে না। ইহারই নাম অর্পণা, ইহাকে সমাধি বলে। এই অবস্থা অতিক্রম করিতে না পারিলে বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোক উদিত হওয়া অসম্ভব।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় ধ্যান করা আর ধ্যান হওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি। পরিকর্ম্ম নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া যে ধ্যান তাহা বাস্তবিক ধ্যানই নহে। তবুও তাহাকে ধ্যান বলিতে

হয়। ইহা ধ্যান করার অবস্থা। উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত অবলম্বনে যে ধ্যান তাহা উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহাও ধ্যান করা, স্বাভাবিক ধ্যান নহে। কারণ প্রতিভাগ নিমিত্ত উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত স্বভাবের বিকাশ হয় না, আবরণ অস্তমিত হয় না, প্রকাশের উন্মেষ হয় না। সুতরাং প্রতিভাগ নিমিত্ত অবলম্বনে যে ধ্যান, যাহার নামান্তর উপচার ধ্যান, তাহাই প্রকৃত ধ্যান, যদিও ইহা নিম্নস্তরের। ইহা স্বাভাবিক ধ্যানের অন্তর্গত, তবে আভাসরূপে। এই অবস্থায় ধ্যানের সহিত জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে এবং একটু একটু করিয়া চিত্তের মল ও বিক্ষেপ নষ্ট হইতে থাকে। উপচার ধ্যানের পরে অর্পণার উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত ধ্যান। উহা স্বভাবের খেলা। উহাতে কৃত্রিমতা মোটেই থাকে না। ঐ অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণভাবে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, যাহা হইলে পূর্ব্বাবস্থার প্রাপ্তি অর্থাৎ পতন প্রকৃত প্রস্তাবে আর হইতে পারে না।

### ২। ধ্যান ও মনের লয়—

কেহ কেহ মনে করেন ধ্যান করিতে করিতে মনের লয় হয়। ধ্যানের অভ্যাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে এবং শাস্ত্রবিহিত ক্রম অনুসারে অনুষ্ঠিত হইলে এমন একটি অবস্থার উদয় হয় যখন চিত্ত অবলম্বন ত্যাগ করিয়া নিরালম্ব অবস্থায় স্থিত হয়। চিত্তের বৃত্তি ও সংস্কার এই দুইটি অবস্থা। যখন চিত্ত জ্ঞেয় বিষয় সংস্পর্শে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তখন উহা বিষয়ের উপরাগ গ্রহণ করে ও তদাকারে আকারিত হয়। এই উপরাগ-গ্রহণ সাধারণতঃ প্রারম্ভিক অবস্থাতে ইন্দ্রিয়-প্রণালীদ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু পরিণত অবস্থাতে ইন্দ্রিয়ের সহকারিতা ততটা আবশ্যক হয় না। বায়ুর হিল্লোলে যেমন শান্ত সমুদ্র-বক্ষ বিক্ষুব্ধ হইয়া তরঙ্গের রূপে পরিণত হয়, ঠিক সেই প্রকার বিষয়-সংস্পর্শে চিত্তসত্তাও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া বিষয়ের আকার ধারণ করে। ইহারই নাম চিত্তের বৃত্তি। কিন্তু বৃত্তি অবস্থাতে চিত্ত সব সময় অবস্থান করে না। বৃত্তির উপশম হইলে উহা সংস্কাররূপে অথবা বাসনারূপে চিত্তক্ষেত্রে বীজের আকার গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান থাকে। বস্তুতঃ তখন বৃত্তিহীন চিত্ত সংস্কাররূপেই স্থিত থাকে। উদ্দীপক কারণের উত্তেজনাতে ঐ সকল সংস্কার পুনরায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বৃত্তিরূপ ধারণ করে। বৃত্তি ও সংস্কারের চক্র এইভাবে নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতে থাকে। চিত্ত যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, উহা সম্যক্‌প্রকারে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। কারণ উহা পরিণামী বলিয়া সর্ব্বদাই চলনশীল। এমন কি, সংস্কার অবস্থাতেও চিত্তের এই সূক্ষ্ম স্পন্দন নিবৃত্ত হয় না। একমাত্র আত্মস্বরূপে স্পন্দন থাকে না—ঐটি সংস্কারের অতীত অবস্থা। ধ্যান অবস্থাতে চিত্ত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবলম্বনকে আশ্রয় করিয়া নিবৃত্তির অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। স্থূল অবলম্বনের প্রভাবে চিত্ত স্থূলাকারে আত্মপ্রকাশ করে। সূক্ষ্ম অবলম্বনের প্রভাবে চিত্ত তদ্রূপ সূক্ষ্ম অবস্থা গ্রহণ করে। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম অবলম্বন উভয়ই ধ্যানের বিষয়ীভূত গ্রাহ্য বস্তু ভিন্ন অপর কিছু নহে।

বিতর্কানুগত সমাধিতে অবয়বিরূপ স্থূল অবলম্বন বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাহার পর সূক্ষ্ম অবলম্বন গ্রহণ করিলে পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধবর্ত্তী সূক্ষ্মতর যাবতীয় তত্ত্বই প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে প্রকৃতির অন্তর্গত সূক্ষ্ম গ্রাহ্য সত্তা সাধকের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুতঃ এই স্থূল ও সূক্ষ্ম সত্তা সমাহিত যোগীর চিত্তেরই স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ মাত্র। ইহার

পর করণরূপী অবলম্বনকে আশ্রয় করিয়া ধ্যান প্রবর্ত্তিত হয় ও গাঢ় হইতে হইতে সানন্দ সমাধিতে পর্য্যবসিত হয়। এই অবস্থায় চিত্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের আকার ভেদ করিয়া স্বয়ংই জ্ঞানের করণরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এই সময়ে প্রজ্ঞার সম্মুখে জ্ঞেয়রূপে পৃথক্ কোন সত্তা থাকে না। উহা করণরূপে পরিণত চিত্তসত্ত্বে অস্তমিত হয়! ইহারও পরে চিত্ত নিজস্বরূপে অর্থাৎ জ্ঞাতৃস্বরূপে বিশ্রান্তি লাভ করে। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে উচ্চতম অবস্থা। এই অবস্থায় একমাত্র 'আমি-আছি' এইভাবে প্রকাশমান সত্তার বোধ মাত্র থাকে। তখন বাহিরে গ্রাহ্য কিছুই থাকে না এবং করণরূপী গ্রহণও থাকে না। দুইই গ্রহীতা চিত্তস্বরূপে অন্তর্লীন হইয়া যায়। একমাত্র চিত্তই তখন অস্মিরূপে আপনাতে আপনি বিরাজ করে। ইহাই বিশ্বের বীজ অবস্থা। জ্ঞানাদি অনন্ত বিভূতি এই অণুরূপ অস্মিভাবকে অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠে। এই অস্মিতাই অভিব্যক্ত সমগ্র সৃষ্টির কেন্দ্র বা বিন্দুস্বরূপ। চিত্তে একাগ্রবৃত্তির চরম উৎকর্ষ হইলে এই বিন্দুতে স্থিতি হয়। ইহার পর আর চিত্তকে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই অস্মিতারূপ গ্রন্থি হৃদয়-গ্রন্থিরূপে মহাজনগণের দ্বারা বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহা জাগতিক দৃষ্টিতে উচ্চতম অবস্থা হইলেও বস্তুতঃ অবিবেক বা অজ্ঞানেরই অবস্থা। চিৎ ও অচিৎ এর অবিবেকরূপ এই মূল গ্রন্থি ভাঙ্গিতে না পারিলে চিত্ত বৃত্তি অবস্থা হইতে সংস্কার অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। যাহাকে সর্ব্বজ্ঞত্ব বা সর্ব্ব-বিষয়ক জ্ঞানের উদয় বলে তাহার পরিচয় এই অস্মিতা ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

অস্মিতাভেদী বিবেকজ্ঞান সর্ব্বজ্ঞত্বেরও অতীত অবস্থা। কারণ এই অবস্থায় চিত্ত ক্রমশঃ নিরোধে দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বিবেকজ্ঞানের ক্র বিকাশ বস্তুতঃ চিত্ত-নিবৃত্তিরই ক্রমবৃদ্ধির ইতিহা মাত্র। ইহার পর্য্যবসান একমাত্র বিবেকখ্যাতি চরম ক্ষণে উপলব্ধ হয়, যাহার পর এই মহাখ্যাতিও নিরুদ্ধ হইয়া আত্মা গুণমুক্ত হইয়া নিজস্বরূপে স্থিতি লাভ করে।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় ধ্যান অথবা সমাধির পূর্ণতার ফলে প্রজ্ঞা বা জ্ঞানে উদয় হয়। চিত্ত অথবা মন তখনও বিদ্যমান থাকে ইহার পর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরম অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞাও নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ জ্ঞানের উদয় হইয়া অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া গেলে জ্ঞানও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। জ্ঞানের নিরোধের সঙ্গে চি অতিক্রান্ত হয় ও আত্মস্বরূপে স্থিতি হয়। সুতরাং ধ্যান হইতে জ্ঞান ও জ্ঞান হইতে স্বরূপ-স্থিতি, ইহাই শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক ক্রম।

যাহাকে কেহ কেহ চিত্তের লয় বলিয়া উল্লেখ করে তাহা এই প্রণালীর অন্তর্গত একটি অবান্তর স্থিতি মাত্র। চিত্তের লয় স্বীকার করিলে চিত্তের পুনরুদ্ভব স্বীকার করিতে হয়। তাহা স্বীকার করিলে ব্যুত্থানও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভগবানের পরমধাম অথবা আত্মস্বরূপে স্থিতি প্রাপ্ত হইলে ব্যুত্থানের কোন আশঙ্কা থাকে না। ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত—'যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।' এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে চিত্তের লয় প্রার্থনীয় নহে। জ্ঞানের উদয়ে চিত্তের আত্যন্তিক নিরোধই প্রার্থনীয়। বস্তুতঃ লয়ের অবস্থা অভিভূত থাকার অবস্থা মাত্র। উহাতে অজ্ঞান ও অনর্থ যথাবৎ থাকিয়াই যায়, কিন্তু জ্ঞানের উদয়ে চিত্ত দগ্ধপটবৎ

অবস্থা প্রাপ্ত হয়,—উহা থাকিয়াও তখন না থাকার সমান।

জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই এই দগ্ধপটবৎ অবস্থার লাভ হইতে পারে না। এইজন্য জ্ঞানই একমাত্র প্রার্থনীয়, যাহার প্রভাবে মন থাকিয়াও না থাকার মত হইয়া যায়। বস্তুতঃ মন তখন নির্ব্বীজ ভাব প্রাপ্ত হয়। শুধু মনের লয় সাধক বা যোগী কাহারও প্রার্থনীয় নহে। কারণ মনের লয় হইলে পুনর্ব্বার উহার উত্থান হইবেই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু গৌড়পাদ মুনি এইজন্য বিক্ষেপের ন্যায় লয়কেও অন্তরায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

লয়ে সম্বোধয়েৎ চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ শমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥

অর্থাৎ চিত্তকে লীন হইতে না দিয়া তাহাকে সর্ব্বদাই জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তদ্রূপ চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হইতে না দিয়া তাহাকে শান্ত রাখিতে হইবে এবং চিত্তকে রাগদ্বেষ ও মোহরূপ দোষে দূষিত হইতে না দিয়া বিবেকজ্ঞানের দ্বারা চেতন করিয়া রাখিতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন—

যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।
অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা॥

অর্থাৎ যখন চিত্তে লয় থাকে না, বিক্ষেপ থাকে না, চঞ্চলতা থাকে না এবং বিষয়ের আকার প্রতিভাসমান হয় না, তখন ঐ চিত্ত নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশমান হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, চিত্ত বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে। কিন্তু যতক্ষণ উহা হইতে পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল অপগত না হয় ততক্ষণ উহা চিত্তরূপে পরিচিত হয়। চিত্তলয় ও মনোনাশের রহস্য উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে।

চিত্ত থাকিয়াও না থাকার মত হইতে পারে এবং চিত্ত না থাকিলেও চিত্তের কার্য্য চলিতে পারে। ইহা জ্ঞানী ও যোগিগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই কারণেই বৌদ্ধ যোগিগণ বলিতেন, অর্হৎ বা জীবন্মুক্তের চিত্ত ক্রিয়াচিত্ত মাত্র। ইহা অতি দুর্লভ আধ্যাত্মিক সম্পদ্। অর্হৎ অবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী অনাগামী অবস্থাতেও এই প্রকার ক্রিয়াচিত্তের উদয় হয় না। বুদ্ধগণ যখন ধর্ম্মোপদেশ দান করেন তখন তাঁহারা এই ক্রিয়াচিত্ত অবলম্বন করিয়াই উপদেশ দিয়া থাকেন। ক্রিয়াচিত্ত বলিতে ইহাই বুঝায় যে চিত্তে ক্রিয়া আছে অথচ সেই ক্রিয়ার কোন বিপাক নাই। যতদিন চিত্তে কুশল অথবা অকুশল সংস্কার বর্ত্তমান থাকে ততদিন ক্রিয়া হইতে বিপাক উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বিস্তার প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ চিত্তে সুপ্ত তৃষ্ণা বা অনুশয় সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। ইহা হইতেই ভবিষ্যতে অনুরূপ ফলের বিপাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যখন রাগ দ্বেষ ও মোহের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত হইতে অনুশয় বিনষ্ট হয় তখন ঐ চিত্তে ক্রিয়া থাকিলেও তাহা হইতে শুভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন হয় না। এই জাতীয় চিত্ত চিত্ত হইয়াও অচিত্ত। ইহাকেই দার্শনিক ভাষাতে ক্রিয়াচিত্ত বলা হইয়া থাকে। মনোনাশের প্রকৃত তত্ত্ব কি ইহা হইতে কিছু কিছু ধারণা করা যাইবে।

ক্রমশঃ

# আরোপ সাধন

### মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট

## ( ১ )

সাধনা বহু প্রকার আছে এবং সাধকের অধিকার অনুসারে প্রত্যেকটি সাধনার সার্থকতা আছে। সাধকের যেমন যোগ্যতার তারতম্য আছে, তেমনি তদনুসারে সাধনের ফলগত তারতম্যও আছে। যাঁহারা সাধনার ইতিহাস আলোচনা করেন তাঁহারা তটস্থ দৃষ্টিতে তারতম্য অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধক নিজে তটস্থ দৃষ্টি গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া ইহা ধারণা করিতে পারে না। রুচি ও শক্তির বিকাশ অনুসারে যে সাধক যে মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন পথে চলিতে থাকে তাহার নিকট তৎকালে সেই মার্গের লক্ষ্যই সাধনার চরম সিদ্ধি বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। অন্য মার্গের সহিত তুলনা করিয়া তারতম্য বিচার করার সামর্থ্য তাহার থাকে না। ইহাই সাধারণ নিয়ম এবং ইহা স্বাভাবিক। তবে স্থিতি বিশেষে ইহার ব্যভিচারও যে দৃষ্ট হয় না তাহা নহে।

আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরোপ-সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমি যাহা বলিব তাহা যদিও কোন বিশিষ্ট ধারা অবলম্বন করিয়াই বলিব তথাপি তাহার মধ্যে যে গভীর তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা অবস্থা বিশেষে অন্যান্য সাধন-পদ্ধতিতেও আংশিকভাবে লক্ষিত হইতে পারে। আরোপ-সাধন যোগি-সমাজেও অত্যন্ত নিগূঢ় সাধন রূপে স্বীকৃত হয়—ভাগ্যবান্ ভক্ত ভিন্ন অপর কেহ ইহার রহস্য অবগত নহে। প্রচলিত অধিকা সাধন আত্মদর্শনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়,—আত্মদর্শ হইলেই সিদ্ধিলাভ হইয়াছে মনে করিয়া অগ্রিম পা আর কেহ অগ্রসর হয় না। এই আত্মদর্শন প্রাথমি আত্মদর্শন, পূর্ণ আত্মদর্শন নহে। প্রকৃতি হইত পৃথক্‌ভাবে আত্মাকে দর্শন করাই প্রাথমিক আ দর্শনের উদ্দেশ্য। এই প্রারম্ভিক আত্মদর্শন না হও পর্য্যন্ত আরোপ-সাধনের সূত্রপাতই হয় না। আরোপ-সাধনের ফলে যে পূর্ণ আত্ম-সাক্ষাৎকার লা হয় তাহা অদ্বৈত আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি। তা বহুদূরবর্ত্তী আদর্শ। কিন্তু প্রাথমিক আত্মদর্শন সাধন পথে অতি উচ্চ অবস্থার সূচনা করিয়া থাকে যাহা হউক, আরোপ-সাধনের বৈশিষ্ট্য ইহা হইতে কিয়দংশে অনুমিত হইতে পারে।

দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে ইষ্টমন্ত্র দা করিয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন। বস্তুতঃ গু যে বাহির হইতে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় শিষ্যকে শব্দ বিশেষ শুনাইয়া দেন তাহা নহে—তিনি দীক্ষার সম অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামি-রূপে শব্দব্রহ্মময় জ্ঞা দান করেন। এই জন্যই দীক্ষাদাতা গুরুকে জ্ঞানদা রূপে শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান, কারণ ইহা শব্দ হইতে উত্থিত হয়।

জ্ঞান দুই প্রকার। একটি শব্দজ অর্থাৎ উপদেষ্ট গুরুর উপদেশ-বাণী হইতে শিষ্যেব হৃদয়ে পরোক্ষরূপে

উদ্ভুত। ইহাকে আগমোত্থ অথবা আগমজন্য জ্ঞান বলা হয়। কেহ কেহ ইহাকে ঔপদেশিক জ্ঞান বলিয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান শব্দ হইতে উত্থিত হয় না অর্থাৎ গুরু বাক্য হইতে জন্মে না, কিন্তু শিষ্যের বিবেক হইতে আপনা আপনি উদ্ভুত হয়। ইহাকে বিবেকজ জ্ঞান বলে—প্রাতিভ জ্ঞান ইহার নামান্তর। ইহা অনৌপদেশিক। কারণ ইহা অন্যের মুখ-নিঃসৃত উপদেশ-বাণী হইতে উৎপন্ন হয় না। এইটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সদ্‌গুরুর বিশিষ্ট কৃপার উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান আবির্ভূত হয় না। বস্তুতঃ এই জ্ঞানই তারক জ্ঞান—ইহার অবিষয় কিছুই থাকে না। ইহাতে একই ক্ষণে অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান সকল পদার্থের সর্ব্ববিধ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। এই জ্ঞানে ক্রম থাকে না, দেশগত অথবা কালগত ব্যবধানের প্রশ্ন থাকে না,—সর্ব্বজ্ঞত্ব ইহারই নামান্তর। গুরুর মৌখিক উপদেশ হইতে এই প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে না। এই মহাজ্ঞানের সঞ্চার-কালে সদ্‌গুরু বাহ্যতঃ কোন বাক্য প্রয়োগ করেন না, কিন্তু মৌনী থাকেন, অথচ ইহার এমনি প্রভাব যে ইহাতে যাবতীয় সংশয় ছিন্ন হইয়া অখিল কর্ম-বন্ধন ক্ষীণ হয় এবং হৃদয়ের মর্ম্ম-প্রবিষ্ট গ্রন্থি সকল ছিন্ন হয়। "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ।"

পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করার পর সাধকের চিত্তে যতদিন পর্য্যন্ত ইষ্ট-সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যাকুলতা না জন্মে ততদিন সদ্‌গুরুর কৃপার উদয় হয় না এবং অপরোক্ষ জ্ঞানেব আবির্ভাব হইতে পারে না। কঠোর অপস্যা, কৃচ্ছ্র সাধন, অভাবের বেদনা, লাঞ্ছনা, আধি ও ব্যাধি এবং নানা প্রকার পরীক্ষা অতিক্রম করিতে না পারিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য উৎকট তৃষ্ণা জন্মে না। গুরুর মঙ্গলময় ইচ্ছাতে সাধককে বহু প্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কেহ কেহ এই সকল অবস্থাকে প্রারব্ধের ফল-ভোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। নানা প্রকার প্রলোভন এবং পরীক্ষা দ্বারা সাধকের চিত্ত প্রকৃত সত্যের অন্বেষণের পথে জাগ্রত থাকে। অনেক সাধকের বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা এই সময়েই হইয়া থাকে। যাহার চিত্তে যে অংশে দুর্ব্বলতা তাহার সেই অংশেই সাধারণতঃ পরীক্ষা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য ভক্ত mystic গণের বর্ণনা অনুসারে এই সময়টিকে Dark Night of the Soul, এমন কি Dark Night of the Spirite, বলা যাইতে পারে। ইহা সত্যই গভীর অমানিশার ন্যায় অন্ধকারময় ও আতঙ্কপ্রদ। প্রবল উৎকণ্ঠা, গুরুর আদেশানুসারে যথাশক্তি সাধনার চেষ্টা, নৈতিক জীবনের মহান্ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ধৈর্য্য ও সহনশীলতার দ্বারা নিজের চিত্তকে সংযত ও স্থির রাখিতে চেষ্টা করা এবং সর্ব্বোপরি অবশ্যম্ভাবী গুরু-কৃপার উপর অটল শ্রদ্ধা রাখিয়া তাহার জন্য একান্ত-মনে প্রতীক্ষা করা—ইহাই এই সময়ের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই অবস্থার মধ্যে অতর্কিতভাবে সদ্‌গুরুর মহাকরুণা আত্মপ্রকাশ করে এবং সাধকের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দময় চৈতন্যের উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। অত্যন্ত উত্তাপময় গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে নব বর্ষার সূত্রপাত হইলে তাপ-ক্লিষ্ট জীব-জগৎ যেমন উৎফুল্ল হয়, ঠিক সেই প্রকার দীর্ঘকালের অবসাদ ও নৈরাশ্যের পর গুরু-কৃপার আবির্ভাব হইলে সাধকের চিত্তও সর্ব্বপ্রকার সংশয় ও চঞ্চলতা হইতে মুক্ত হইয়া একটি শান্ত ও স্থির আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থার

নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয়—যে জ্ঞানে সংশয় অথবা বিকল্পের স্থান নাই। সূর্য্যের উদয় হইলে তিমির-রাশি যেমন ঐ কিরণের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া অপসারিত হয়, তদ্রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে চিত্তস্থিত অনাদিকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশি মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। শব্দব্রহ্ম হইতে শব্দাতীত পরব্রহ্মের অধিগম এই প্রকারেই হইয়া থাকে।

এই পরব্রহ্মরূপী আত্মা বা সাক্ষী নির্ম্মল চৈতন্যস্বরূপ। ইনি মানবের দেহে ও বিশ্বে সর্ব্বত্র অসঙ্গভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, দেশ কাল ও আকৃতির বন্ধন ইহাতে নাই। তাই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ও সর্ব্ব আকারের মধ্যে ইনি সমরূপে বিরাজ করেন। কিন্তু এমনই অদ্ভুত রহস্য যে ইনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না। এক খণ্ড লৌহকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল পর কুণ্ড হতে উঠাইয়া লইলে যে অগ্নিময় লৌহখণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে একাধারে যেমন অগ্নিও আছে ও লৌহও আছে, উভয়ই পরস্পর মিশ্রিত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্রূপ একই আধারে দেহ ও আত্মা দুই-ই বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু অপৃথক্‌ভাবে বা মিশ্রভাবে, কারণ দেহ হইতে আত্মাকে অথবা আত্মা হইতে দেহকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না। একমাত্র গুরূপদিষ্ট কর্ম্ম-কৌশলে এই আত্ম-বস্তুকে দেহ হইতে বা প্রকৃতির অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া দর্শন করা যায়। ইহাই বিবেক-জ্ঞানের উদয়, যাহা এক হিসাবে আত্মদর্শন নামে সাধক-সমাজে পরিচিত। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা তাহারই সাক্ষাৎকার। ইহারই নাম জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন। এই সময়ে দীক্ষা-কালে প্রাপ্ত পরোক্ষ জ্ঞান সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। আরোপ সাধক যোগিগণ এই সাক্ষিস্বরূপ চিন্ময় সত্তাকে তাঁহাদের সরল ভাষায় 'বর্ত্তমান' নামে অভিহিত করেন। এই 'বর্ত্তমান' প্রকৃত প্রস্তাবে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তার একমাত্র সমন্বয়-ভূমি। গীতোপদিষ্ট উত্তম পুরুষে বা পরমাত্মাতে যেমন ক্ষর ও অক্ষর উভয় সত্তার সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে তদ্রূপ এই নিত্য বর্ত্তমানে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তাই বিরাজ করিতেছে। তাই আরোপ সাধক বলেন—

'সাক্ষিভুত বর্ত্তমান দাঁড়ায়ে সাক্ষাতে,
নিরাকার ও সাকার এই দুই দেখ তাতে।'

এই বর্ত্তমানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কার্য্য সমাপ্ত হইয়া যায়, কারণ এই বর্ত্তমানই জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় ও ইহাকে অভিব্যক্ত করাই জ্ঞানের উদ্দেশ্যে। কর্ম যেমন জ্ঞানের উদয়ে সার্থক হয়, তদ্রূপ জ্ঞানও জ্ঞেয় আবির্ভূত হইলে সার্থক হয়। জ্ঞেয়ই ইষ্ট, সুতরাং কর্ম ও জ্ঞানের প্রভাবে ইষ্টের আবির্ভাব হইলে সাধক উভয়ের অতীত এক অভিনব উন্নত স্তরে প্রবেশ লাভ করেন। যে সাধক এইখানেই নিবৃত্ত হন তাঁহার পক্ষে পরবর্ত্তী অবস্থার প্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থা আত্মদর্শন হইলেও ইহা যে পূর্ণ আত্মদর্শন নহে এবং এ অবস্থাতে স্থিতি যে অখণ্ড আত্মস্বরূপে স্থিতি নহে তাহা বলাই বাহুল্য।

( ২ )

এইবার সাধকের জীবনে প্রেমের কার্য্য আরম্ভ হইবে। শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিতেন, কর্ম হইতে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইতে ভক্তি হয় এবং ভক্তি হইতে প্রেম হয়। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞানের কার্য্য শেষ না হওয়া

পর্য্যন্ত রস-সাধনার সূত্রপাত হইতে পারে না। রস-সাধনার জন্য ভাবের বিকাশ আবশ্যক এবং ভাবের বিকাশের জন্য তৎপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় আবশ্যক। কিন্তু শুধু প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিলেই ভাবের উদয় হইতে পারে না, তাহার জন্য আনুষঙ্গিক সাধনা আবশ্যক। এইবার আমরা সেই আনুষঙ্গিক সাধনার পরিচয় দিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিব। আমরা যাহাকে আরোপ-সাধনা বলিয়াছি পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্ঞান লাভের পরেই তাহার অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় এবং এই আরোপ সাধনার ফলেই পূর্ণ আত্মস্বরূপে স্থিতি, আত্মারাম অবস্থা লাভ, নিত্য লীলার আস্বাদন প্রভৃতি মনুষ্যের পরাৎপর পুরুষার্থ সকল সিদ্ধ হয়।

সিঁড়ি অবলম্বন করিয়া ছাদে উঠিতে পারিলে ঐ সিঁড়ির প্রয়োজন যেমন আর থাকে না, তেমনি কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া জ্ঞেয়কে প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজন আর থাকে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞেয়ই ইষ্ট—ইনি সদা ও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান পুরুষোত্তম। কৃষ্ণ-উপাসকের ইনি নিত্য কৃষ্ণ এবং রাম-উপাসকের ইনি নিত্য রাম। সকল উপাসকেরই আপন আপন ইষ্টরূপে ইনিই একমাত্র উপাস্য।

দীক্ষাকালে যে শব্দ মন্ত্রদাতা গুরুর মুখ হইতে শিষ্যের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল সদ্গুরুর কৃপায় সেই শব্দই আজ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবস্থায় জ্ঞেয়রূপে অথবা চিন্ময় ইষ্টরূপে প্রকাশমান হইয়াছে। বৈখরী বাক্ আজ পশ্যন্তী ভূমিতে আরূঢ় হইয়াছে। ক্রিয়া, মন্ত্র, জপ প্রভৃতি সার্থক হইয়াছে, কারণ যে বস্তু এতদিন শুধু শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ছিল আজ তাহা নেত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রবণ-জাত জ্ঞান সাক্ষাৎ দর্শনে পরিণত হইয়াছে। এখন আর পৃথক্ভাবে ক্রিয়াদির প্রয়োজন নাই। কারণ আত্মভাবে নিষ্ঠা জন্মিলে সাধকের সকল চেষ্টা অর্চ্চনাতে পরিণত হয় এবং সকল বাক্যই মন্ত্র-জপের তুল্যতা লাভ করে।

এই বর্ত্তমান রূপই আরোপ সাধকগণের পরিভাষাতে **'শ্যামবিন্দু'** নামে পরিচিত। জগতের অনন্ত রূপ, অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ত্রিবিধ কাল, দূর ও নিকট যাবতীয় দেশ, সবই এই নিত্য বর্ত্তমানে অভিন্নভাবে স্থিত রহিয়াছে। এই রূপের উদয় হইলেই জগৎ আলোকিত হয় এবং ইহার তিরোভাবের ফলে জগৎ আচ্ছন্ন হয়।

এইরূপটি অতি গুপ্ত এবং গুহ্য। যদিও ইহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই পূর্ণরূপে প্রকাশমান রহিয়াছে, তথাপি আবরণে আবৃত বলিয়া সকলের চক্ষে ইহা ভাসে না। দ্রষ্টার চক্ষুতেও আবরণ আছে, আবার বস্তুর স্বরূপেও স্ব-কল্পিত আবরণ আছে। অখণ্ড সত্তার প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত আবরণ থাকা স্বাভাবিক। আত্মদর্শনের পর এই দৃষ্টিগোচর আত্মস্বরূপকে নিয়ত ভজন করা আবশ্যক। ইহা কর্মের অঙ্গভূত উপাসনারূপ ভজন নহে, ইহা নিত্য ভজন—ইহাতে দিক্, দেশ ও কালের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। ইহাতে দশাগত, বর্ণগত, পরিমাণগত এবং লিঙ্গগত কোন ভেদ নাই। ইহা চিন্ময়, সর্ব্বরূপ ও সর্ব্বাকার। সাধকগণ ইহাকে নিষ্ক্রিয় ভজন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

ইহা সর্ব্বাকার হইলেও সাধক স্বয়ং মনুষ্যরূপী বলিয়া নিজের ইষ্টকে পাইলেই তাঁহার ভজনের অনুকূলতা জন্মে। সেইজন্য সাধকের কল্যাণ কামনায় তাঁহার জ্ঞেয় বা ইষ্ট মনুষ্যাকার হইয়া প্রকাশিত হন। মনুষ্য-আকারের বৈশিষ্ট্য এই যে সাধক নিজে মনুষ্য বলিয়া এই ইষ্ট আকার প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার নিজেরই

আকার অথবা নিজের সহিত অভিন্ন আকাররূপে প্রতিভাসমান হয়। তখন ভক্ত সাধকের নিজ দেহের প্রতি যে সেবা বা পরিচর্য্যা করা হয় তাহা তাঁহার ইষ্টের পরিচর্য্যারূপে পরিণত হয়। ভক্তের রূপ ও তাঁহার ভজনীয়ের রূপ পৃথক্ হইয়াও তখন অপৃথক্‌ভূত, উভয়ই তখন সমসূত্র। ইষ্ট তখন ভক্তের সঙ্গে যোগে থাকিয়া অনুরাগে অনুষ্ঠিত ভক্ত-সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম তখন মনুষ্যাকার বা নররূপী। ভক্ত মনুষ্য, তাই ভগবান্ মনুষ্য, উভয়ে কোন ব্যবধান নাই।

এই নিত্য বর্ত্তমানের দর্শন অপরিসীম ভাগ্যের কথা, গুরু কৃপার পরাকাষ্ঠা এই দর্শনেই জানিতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্য বর্ত্তমানে ত্রিকালই ভাসে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ত্রিকাল কোথায়? একমাত্র বর্ত্তমানই ভূত-ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়া নিজের অসম প্রভাবে বিরাজ করিতে থাকে। এইজন্যই সাধক যে কোন অবস্থাতে এই স্থিতি লাভ করেন ঐ অবস্থা তাঁহার পক্ষে আর অবস্থা থাকে না, উহা নিত্য বর্ত্তমানরূপে প্রকাশিত হয়। তাই ভজনের প্রভাবে ঐ অবস্থা বা দশা বিকার-রহিত হইয়া নিত্য অথবা চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করে। তখন উহা কালের দশারূপে পরিগণিত হয় না—উহা কালাতীত হয়। এটিকে নিত্য দেহ বলে। যে দেহ যে বয়সে যে রূপে ভজন করে তাহাই নিত্য দেহরূপে প্রকট হইয়া থাকে।

### ( ৩ )

আরোপ সাধনা অভ্যাস-সাপেক্ষ। এই অভ্যাসের ক্রম আছে। স্থূলভাবে এই ক্রমের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা করিতেছি।

(ক) সাক্ষিভূত সম্মুখস্থিত বর্ত্তমানে নিরাকার ও সাকার উভয় সত্তা দেখিতে অভ্যাস করা আবশ্যক।

(খ) মনের উৎকণ্ঠা এবং প্রাপ্তির লালসা যাহাতে ক্রমশঃ অধিকতর তীব্র হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। বিষয় ও বিষয়ীর সংসর্গ যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলা উচিত, কারণ ইহা ভজনের অন্তরায়-স্বরূপ। আকাঙ্ক্ষা যাহার যত তীব্র হইবে প্রাপ্তি তাহার তত নিকটবর্ত্তী জানিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া হৃদয় হইতে আশার কণিকা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিতে হইবে, অর্থাৎ আশা না রাখিয়া শুধু আকাঙ্ক্ষাকে বাড়াইতে হইবে।

(গ) একান্ত-বাস এই সাধনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। যত অধিক সময় সম্ভবপর হয় নির্জ্জন স্থানে অবস্থানের চেষ্টা করা উচিত। লোক-সংসর্গ যথাশক্তি বর্জ্জনীয়, কারণ উহাতে শক্তি-ক্ষয় হয়। একান্ত স্থানে থাকিবার সময় এমনভাবে অবস্থান করিবে যাহাতে কেহ দেখিতে না পায়। দেহটিকে যে কোন প্রকারেই হউক স্থির রাখার অভ্যাস করা উচিত। প্রোথিত স্তম্ভ যেমন নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকে দেহকে তাহার অনুরূপ-ভাবে স্থির রাখিতে চেষ্টা করা উচিত।

(ঘ) দেহ-স্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই মনকে সর্ব্বদা যথাশক্তি ভ্রূমধ্যে ধারণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহারই সহকারিরূপে নিমেষ ও উন্মেষ বর্জ্জিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য চক্ষুর পলক যাহাতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত না পড়ে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ইহার নাম 'নিমেষ-বর্জ্জন।' পক্ষান্তরে অভ্যাসের সময় তন্দ্রা ও নিদ্রার আবেশ যাহাতে না হয় যে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া আবশ্যক। নিমেষপাত ও ক্ষণমাত্রের জন্য তন্দ্রার উদয় আদর্শ-প্রাপ্তির অন্তরায় স্বরূপ। নিমেষ বা পলক পড়িবার আশঙ্কা হইলে চক্ষুকে

শিথিল করিয়া রাখা উচিত। দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলে ইচ্ছানুরূপ নিমেষ-বর্জ্জন আয়ত্ত হয়। ইহা একটি উচ্চ অবস্থা। এইভাবে মন স্থির হয়, বায়ু স্থির হয়, এবং অপ্রার্থিত হইলেও সিদ্ধি সকল আয়ত্ত হয়। আরোপ সাধক কৃত্রিমভাবে প্রাণায়াম বা কুম্ভকাদির অভ্যাস করেন না—তাঁহার প্রাণ স্বাভাবিক রীতিতে উপশম প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য হঠ-যোগাদিসাধ্য প্রাণায়াম ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয় না।

( ৪ )

মন, বায়ু ও দৃষ্টি স্থির হওয়ার কথা পূর্ব্বে বলা হইল। যখন এই স্থিতি লাভ সম্পন্ন হইবে তখনই পরবর্ত্তী সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। ইহার নাম 'লক্ষ্য-বেধ'। লক্ষ্য কাহাকে বলে ? সাধকের হৃদয়নিষ্ঠ গুরুদত্ত ইষ্টরূপই লক্ষ্য। এই অন্তঃস্থিত রূপকে চক্ষুর্দ্বয়ের বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইবে এবং সম্মুখে স্থান-বিশেষে স্থাপন করিতে হইবে। যাহা হৃদয়-আকাশে গুপ্তরূপে নিহিত ছিল তাহাকে বাহির করিয়া বহিরাকাশে ব্যক্তরূপে স্থাপন করিতে হইবে। হৃদয়-আকাশ* ও বহিরাকাশের যেটি সন্ধি তাহাই লক্ষ্য-প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান বা কেন্দ্র। এই প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে অধিক রহস্য প্রকাশ করা উচিত মনে করিলাম না। সন্ধির ওপারে স্থির বায়ু এবং এপারে চঞ্চল বায়ু। চঞ্চল বায়ুর সীমার বাহিরে স্থির বায়ুর প্রান্ত ভূমিতে লক্ষ্যকে স্থাপন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ভ্রূ-মধ্যে স্থিরীভূত মনকেও ঐস্থানে বসাইবে। নিমেষ ত্যাগ করার অভ্যাস পূর্ব্বে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া এবার দৃষ্টিকে নিমেষ-বর্জ্জন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্যস্থানে সন্ধান করা আবশ্যক। ইহার ফলে মন, নেত্র ও লক্ষ্য এক হইয়া প্রকাশিত হইবে। ইহার নাম লক্ষ্য-বেধ†। লক্ষ্যবেধের সময় মনে যাহাতে অন্য ভাব না থাকে এবং দৃষ্টিতে অন্য কিছু না ভাসে তাহার জন্য অবহিত থাকা আবশ্যক।

( ৫ )

লক্ষ্যবেধ ক্রিয়া ঠিক ঠিক নিষ্পন্ন হইলে সাধকের হৃদয়স্থিত রূপ দৃষ্টির সম্মুখে বাহিরে প্রকাশিত হয়। রূপ নয়নগোচর হইলেই ঐ রূপের প্রত্যেকটি অঙ্গ দর্শন করা আবশ্যক। সাধক-সমাজে ইহার জন্য একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার বিধান রহিয়াছে। প্রথমতঃ ঐ বহিরাকাশস্থিত মূর্ত্তির পদতল হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে এক একটি অঙ্গের উপর অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি স্থাপন করিতে হয়। এই প্রকারে মস্তকের অগ্রভাগস্থিত কেশান্ত পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ আবশ্যক। ইহার নাম অধঃ-ঊর্দ্ধক্রম। ইহার পর ঊর্দ্ধ হইতে অধোদিকে অর্থাৎ কেশান্ত হইতে পদতল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ এক এক অঙ্গের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হয়। এই ভাবে একবার অনুলোমে এবং একবার বিলোমে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা আবশ্যক। চক্ষুকে কোমল ও সরল ভাবে রক্ষা করিয়া দৃষ্টি সন্ধান আবশ্যক। উদ্দেশ্য এই, বাহ্য রূপের প্রতি অঙ্গই

---

*ইহা যোগিগণের পরিচিত লক্ষ্যত্রয়ের অন্তর্গত বহির্লক্ষ্যের প্রকার ভেদ মাত্র।

†মুণ্ডকোপনিষদে প্রকারান্তরে লক্ষ্যবেধের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দেহ সাধকের ব্রহ্মই লক্ষ্য, আত্মাই শর এবং প্রণবই ধনুঃ। প্রণব দ্বারাই ব্রহ্মে আত্মাকে প্রবিষ্ট করাইতে হয়। লক্ষ্যবেধের নিদর্শন সূতসংহিতাকার এইভাবে দেখাইয়াছেন—

লক্ষ্যং সর্বগতং চৈব পরোক্ষং সর্বতোমুখম্।
বেদ্ধা সর্বগতশ্চৈব বিদ্ধং লক্ষ্যং ন সংশয়ঃ॥

যেন দৃষ্টির সম্মুখে নিরন্তর ভাসিতে থাকে। অভ্যাসের সময় ক্রম অবলম্বন করিয়া এক অবয়বের পর অপর অবয়ব নিরীক্ষণ করিতে হয়, ইহা সত্য। কিন্তু অভ্যাস ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে সকল অঙ্গই যুগপৎ দৃষ্টিগোচর হয়, ক্রমিক দর্শনের আবশ্যকতা আর থাকে না। যদি কখনও কোন কারণে কোন অঙ্গ দৃষ্টির সম্মুখে না ভাসে তাহা হইলে ঐ অঙ্গে পুনর্ব্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্ব অঙ্গ একসঙ্গে উদ্‌ভাসিত না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রকারেই অভ্যাস করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। এই রূপ-সন্ধান ব্যাপারে কালাকাল অথবা শুচি-অশুচির কোন বিচার নাই। ইহা সর্ব্বদাই করা উচিত— শয়নে, উপবেশনে, চলনে, স্থিতিকালে, সব সময়ে ইহা করণীয়। কোন সময় বাদ দেওয়া উচিত নয়।

দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে বাহ্য রূপের সর্ব্বাঙ্গ একই সময় দৃষ্টিতে ভাসিবে। তখন অখণ্ড মণ্ডলাকারে সমস্ত শরীর প্রকাশিত হইবে এবং শরীরটি প্রাণযুক্ত অর্থাৎ জীবন্তরূপে প্রতিভাসমান হইবে। এই অবস্থায় সাধকের নয়নের সহিত সাধ্য-রূপের নয়নের মিলন ঘটিবে। এই চারি চক্ষুর মিলনই শুভদৃষ্টি বলিয়া জানিতে হইবে। এই সময় হইতে সাধক ও সাধ্য বা ইষ্ট উভয়ের জন্য উভয়ের অস্থিরতা অথবা চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইবে। ইষ্ট প্রাণময় না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রকার চাঞ্চল্য জন্মে না। বস্তুতঃ উপাস্য মূর্ত্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। ইহা না হইলে, মূর্ত্তি মূর্ত্তিমাত্র, উহা মৃন্ময়, শিলাময়, দারুময় অথবা জ্যোতির্ম্ময় হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। বাহ্যরূপ প্রাণময় না হওয়া পর্য্যন্ত উহা সাধকের ভাবানুসারে সাড়া দিতে সমর্থ হয় না।

( ৬ )

ইহার পর ভাবের উদয় হয়। সাধক আনন্দে আত্মহারা হইয়া নিজের কায়, মন ও ক এমন কি তাহার সর্ব্ব-স্ব অর্থাৎ তাহার চতুর্বি তত্ত্বময় শরীর ইষ্টকে সমর্পণ করে এবং তখন ই তাঁহার শরণ গ্রহণ করে। ইহার ফলে সাধক জীবন্ত ইষ্টরূপ সর্ব্বদাই দেখিতে পায়। বেদে আ 'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।' ইহা কোন কোন অ তাহারই অনুরূপ অবস্থা। যতক্ষণ রূপে প্র প্রতিষ্ঠার পর সাধকের হৃদয়ে ভাবের জাগরণ না ততক্ষণ ঐ রূপ ঠিক ঠিক চেতন রূপ নহে এবং ই সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না। কখনও উহা দৃষ্টিগো হয়, আবার কখনও উহা দৃষ্টি হইতে অন্তরাল হ যায়। সূর্য্যের যেমন একবার উদয় হয় এবং এক অস্ত হয়, তার পর কিছু সময় অদর্শনের পর পুন উদয় হয়, ঐ রূপও তখন উদয়াস্তময় দ্বন্দ্ব অব মধ্যে থাকে। শাস্ত্রে এ প্রকার রূপকে শান্তো রূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু সাধকের হৃদয়ে ভ জাগিয়া উঠিলে এই অবস্থার মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘ তখন আবির্ভূত রূপ চিন্ময় বলিয়া আর তিরো হয় না। বস্তুতঃ তখন ঐ রূপের উদয়ও না অস্তও নাই—শাস্ত্রীয় পরিভাষাতে উহার ন নিত্যোদিত রূপ।

রাত্রে, দিনে, নিদ্রায়, জাগরণে, শয়নে, ভোজ সর্ব্বকালে, আসনে বসিয়া, এমন কি পথে চলি চলিতে, সাধক সর্ব্বদা তাহার নিত্য সঙ্গী ইষ্টের দ লাভ করিয়া থাকে। তখন সাধ্যের সঙ্গে সাধ বিচ্ছেদ চিরদিনের জন্য কাটিয়া যায়। সংসা সুখ-দুঃখ ও জ্বালা-যন্ত্রণা সাধককে আর কখনও স্প করে না—আঘাত করা ত দূরের কথা। কা

সাধকের মন তখন সর্ব্বদা সাধ্য বস্তুতে লগ্ন থাকে, পূর্ব্বের ন্যায় বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায় না। জগতের কোন ঐশ্বর্য্য-সুখ অথবা মান-সম্মান সাধককে আকর্ষণ করিতে পারে না। ঐ অবস্থায় একটি অপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদন সর্ব্বদার জন্য সাধককে নিজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে। বস্তুতঃ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ঐ আনন্দের আর তুলনা নাই। শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা সাধককে আর অভিভূত করিতে পারে না। তখন ক্ষোভ বা ভয় অথবা সকল প্রকার বিকার সাধকের হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়া যায়—বস্তুতঃ সব বৃত্তিই তাহার থাকে, কিন্তু তাহার অধীনভাবে—দাসরূপে। সাধকের উপর উহাদের কোন প্রভুত্ব থাকে না সাধক ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে জাগাইয়া উহাদের সহিত খেলা করিতে পারে।

এই সময় ভক্ত ইচ্ছাময় এবং স্বতন্ত্র, অথচ নিত্য ভগবৎ-সঙ্গের সঙ্গী এবং তাঁহার ভাবে ভাবিত। তখন তাহার মধ্যে অতুলনীয় শক্তির বিকাশ হয়। যদিও ইহা প্রকাশের বিষয় নহে, তথাপি সাধক নিজেকে তখন ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্তৃত্ব-সম্পন্ন বলিয়া অনুভব করে। নিয়তির পারতন্ত্র্য অথবা অন্য কোন খণ্ডশক্তির অধীনতা তাহার আর থাকে না। তখন ভক্ত ভগবানের সঙ্গে সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

### ( ৭ )

কিন্তু যদিও ভক্ত ভগবানের সমতা লাভ করে তথাপি ভক্ত বিশুদ্ধ অভিমানের দ্বারা নিজেকে দাস বলিয়া অভিমান করে, প্রভু বলিয়া করে না। তখন ভক্তের আত্মা ও ভগবানের আত্মা একই অভিন্ন আত্মস্বরূপে প্রকাশমান হয়। তথাপি ভক্ত ব্যবহার-ভূমিতে আরোপিত ভেদ বা আহার্য্যভেদ অবলম্বন করিয়া দাস-প্রভু ভাব অক্ষুণ্ণ রাখে। সাধক তখন এক অদ্বিতীয় নিত্যানন্দময় বস্তু, তাই নিজেকে সর্ব্বরসের আশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারে। এই অবস্থায় বিশুদ্ধ অদ্বৈতভূমিতে স্থিতি হয় বলিয়া যোগী ভক্ত ইচ্ছা করিলে নিজের আস্বাদ নিজে গ্রহণ করিতে পারে। ইচ্ছা না করিলে যেমন আছে তেমনি থাকে। ইচ্ছার দিক্‌টা নিত্য এবং ইচ্ছা না করার দিক্‌টাও নিত্য, উভয়ই সমরূপে তখন স্থিত হয়।

যদি ইচ্ছার উদয় হয় তাহা হইলে ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার হ্লাদিনী শক্তি প্রকট হন। ইনি আত্মার স্বরূপশক্তি, যাঁহার দ্বারা আত্মা নিজের আনন্দ নিজে আস্বাদন করেন। কৃষ্ণভক্তগণের পরিভাষাতে ইহারই নাম রাধা, রাম উপাসকগণের দৃষ্টিতে ইহার নাম সীতা। হ্লাদিনী যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকট না হন ততক্ষণ ইচ্ছার উদয় হয় না। হ্লাদিনী প্রকট হইলে রমণের জন্য সাকার ও নিরাকার উভয় সত্তার যোগ হয়। সাকার ও নিরাকার যুক্ত না হইলে আত্মারাম অবস্থা লাভ হয় না। জ্যোতি অথবা পুরুষ নিরাকার, আধার অথবা প্রকৃতি সাকার। হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর মিলিত হইয়া আত্মারাম স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে না। হ্লাদিনীর স্বভাব অত্যন্ত শীতল। ইহার ক্রিয়া সর্ব্ব প্রকার আনন্দের মূল প্রস্রবণ। এইবার হ্লাদিনী সহকারে পুরুষ-প্রকৃতির যোগের ফলে পূর্ণ আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাই যথার্থ অদ্বৈত অবস্থা, যাহার নামান্তর সচ্চিদানন্দ। পূর্ব্বে প্রাথমিক আত্মদর্শন প্রসঙ্গে যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রকৃতিবিযুক্ত আত্মা বা রিক্ত আত্মা। এখন যে আত্ম-স্বরূপের কথা বলা হইল তাহা প্রকৃতি-যুক্ত আত্মা বা পূর্ণ আত্মা।

পূর্ণ আত্মা এক। যখন এই মূল এক স্বরূপে স্থিতি হয় তখন অভেদ অথবা অদ্বৈত স্থিতি বলা চলে—ইহা লীলাতীত স্বরূপ-স্থিতি। ইহা পূর্ণ—পূর্ণ বলিয়াই অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গনির্গমের ন্যায় স্বভাবতঃ ইহা হইতে ভেদের আবির্ভাব হইতে থাকে। ইহাই তাঁহার নিজ শক্তির খেলা। এই ভেদাংশের আবির্ভাব অভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এক হিসাবে ইহাকে ভেদাভেদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাই নিত্য লীলার ধারা।

আর একটি ধারা আছে—এই ধারাতে নিজ স্বাতন্ত্র্যবলে অভেদ বা অদ্বৈত নিজেকে গোপন করিয়া দ্বিতীয় রূপে প্রকাশিত হন। এই ধারাতে অভেদভাব গুপ্ত অথবা বিস্মৃত থাকে বলিয়া এইটি সংসারের ধারাতে পরিগণিত হয়। পূর্ণ হইতে কলার আবির্ভাব হইয়া অহং-জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই দ্বৈত ধারার বা সংসার-ধারার মূল প্রসূতি। হ্লাদিনী শক্তি যোড়শী-কলা-রূপা অমৃত-কলা, কিন্তু অহং-জ্ঞান যোড়শী কলা হইতে হয় না—খণ্ডকলা হইতে হয়। কারণ কলা যেখানে পূর্ণ সেখানে প্রকাশও পূর্ণ। প্রকাশ পূর্ণ বলিয়া সেখানে অহং-জ্ঞানের উদয় হয় না, অর্থাৎ অহংকার জন্মে না। যাহা আছে তাহা পরিপূর্ণ অহংভাব, অহংকার নহে। অহংকার থাকিলে তাহার প্রতিযোগিরূপে ইদং ভাবের সত্তা থাকে। অহংকার হইতে অজ্ঞান অথবা মোহ আবির্ভূত হইয়া পুরুষকে মোহিত করে ও জ্যোতিকে ঢাকিয়া ফেলে। তখন ঐ মোহগ্রস্ত পুরুষ কর্মাধীন হইয়া নিরন্তর চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে। তাহার পর সদ্গুরু-কৃপাতে তত্ত্বদর্শন হইলে সাধন-পথে চলিতে থাকে ও ক্রমশঃ সাধন-সম্পন্ন করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয়ের পর সিদ্ধিলাভ করে ও অখণ্ড সুখের অধিকারী হয়।

( ৮ )

আনন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে জানিতে প
যায় যে সংক্ষিপ্তভাবে আনন্দকে তিন শ্রেণীতে বি
করা চলে—প্রথমটি ব্রহ্মানন্দ, দ্বিতীয়টি ভজনা
ও তৃতীয়টি জীবানন্দ। ব্রহ্মানন্দ অখণ্ড আনন্দ স্ব
কিন্তু তাহাতে কোন আস্বাদন নাই; কারণ নিজে
নিজ হইতে কিঞ্চিৎ বিভক্ত না করিলে আস্বাদন ক
যায় না। জীবানন্দে আস্বাদন আছে, কিন্তু উ
পরিমিত ও বিনশ্বর। এই আনন্দের ক্রমিক বৃ
আছে, কিন্তু পরাকাষ্ঠা নাই। বস্তুতঃ এই আন
স্বরূপ-দৃষ্টিতে ভোগানন্দ বলিয়া দুঃখেরই অন্ত
আরোপ সাধকগণ বলেন, জীবানন্দ সর্ব্বদা হে
তাঁহাদের মতে ব্রহ্মানন্দও উপাদেয় নহে। তাঁহা
ভজনানন্দকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করেন। ব্রহ্মে নী
জীবের আনন্দ—আমের আঁটির সঙ্গে তুলনীয়, জীবা
আমের ত্বক্ বা ছালের সহিত তুলনীয়, প্রকৃ
রসাস্বাদন যাহা তাহা আঁটিতে নাই, ছালেও না
তাহা আছে উভয়ের মধ্যে। উহাই রসবস্তু। বুদ্ধিমা
সাধক দুই প্রান্তের দুটিকে ত্যাগ করিয়া মধ্যের র
বস্তুটি গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ বীজেও রস নাই, ছালে
নাই। ভজনানন্দ প্রেম—তাহাই আস্বাদনের বস্তু

সাধক পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পূর্ণ কলা সম্প
হইয়া নিজেকে আস্বাদন করিবার জন্য নিজে অভি
অখণ্ড স্বরূপে স্থিত থাকিয়াও নিজ হইতে নিজেকে
ভিন্ন করিয়া লয়। তখন প্রভু চান দুইয়ে এক হই
এক-স্বরূপে স্থিত থাকিতে, কারণ বস্তুতঃ সত্তা
একই; কিন্তু দাস প্রভুর সঙ্গে এক হইতে চায়
সে জানে যে যদিও উভয়ের সত্তা একই সত্তা তথাপি
সে নিজে ভিন্ন থাকিয়া প্রতিক্ষণে উন্মেষ এবং নব ন
সুখ যাঁহার দর্শন হইতে স্ফুরিত হয় তাঁহার

সাক্ষাৎকার চায়। সে স্বরূপতঃ সনাতন জানিয়াও প্রতিক্ষণে নব নব-নিত্য নবীন-আকাঙ্খা করে। সে ব্রহ্মে লীন হইতে চায় না, প্রভুর সহিত সমান হইতেও চায় না। সে যাহা চায় তাহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষায় ইহাই—'সত্যপি ভেদাঽপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।' তখন দাস-ভাব দাসী-ভাবে পরিণত হয়, সে দেখে এক অদ্বৈত পুরুষ—বাকী সব প্রকৃতি, দাসী। জীব ও অজীব সবই প্রকৃতি। সকল দেহে একই মাত্র পুরুষ বিরাজমান। দেহই প্রকৃতি। অথবা সে দেখে এক অখণ্ড অদ্বৈত মা বা মহাশক্তি, বাকী সবই তাঁহার সন্তান—শিবও তাঁহার সন্তান, জীবও তাঁহার সন্তান। আসল কথা, সে দেখে যে একই অদ্বৈত আত্মা স্বয়ং বিরাজমান। তিনি এক হইয়াও অনন্তরূপে ও অনন্তভাবে নিজের সহিত নিজে খেলা করিতেছেন। এই একের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বভেদের সমন্বয় হইয়া যায়। ইহাই আরোপ সাধনার চরম সিদ্ধি।

# আদিগুরু দত্তাত্রেয়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

## ( ৪ )

প্রপঞ্চ-সৃষ্টির পূর্ব্বে বিরাট্ শরীরের অভিমানী একমাত্র ব্রহ্মাই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি স্থূল প্রাণ-মনের সাহায্যে এবং বিরাট্ শরীরের স্থূল জ্ঞান-করণ ও কর্ম্মের করণ অধিষ্ঠান করিয়া দৃষ্টি উন্মীলন করিলেন। অন্তর্ম্মুখ ভাব হইতে তখন বহির্ম্মুখ হইলেন এবং বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু দৃষ্টিপাত করিলেও কিছু দেখিতে পাইলেন না, কারণ তখন দৃশ্য কিছুই ছিল না। ইহাই তাঁহার দৃশ্যের অভাবরূপ শূন্যের দর্শন। শূন্যদর্শনের পর মায়ার প্রাধান্য বশতঃ তিনি নিজের পূর্ব্ব স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভীত হইলেন। যেমন মরুভূমিতে সঞ্চরণশীল সঙ্গিহীন পথিক কোন কোন সময় সম্ভাবিত দ্বিতীয়ের আশঙ্কায় ভীত হয়, ইহাও অনেকটা সেইরূপ। এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পুরুষের এই ভয়-প্রধান আত্মজ্ঞানকে অবিদ্যা বলে। তখন তিনি নিজেই নিজের আত্মজ্ঞান দ্বারা এই অবিদ্যাকে পৃথক্ করিলেন অর্থাৎ নিজের স্বরূপ হইতে বিবিক্তরূপে বোধ করিলেন। তাঁহার অধিষ্ঠান বশতঃ এই অবিদ্যা হইতেই সমগ্র বিশ্ব ফুটিয়া ওঠে। এই জন্যই অবধূত যোগিগণ বলেন, "মুখ্যত্বেন প্রজাপতিনা আত্মাস্ফুরণেন বিশ্বসঙ্কল্পনা কৃতা" অর্থাৎ প্রধানতঃ প্রজাপতির আত্মস্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান হইতেই বিশ্ব কল্পনা উৎপন্ন হয়। এই আত্মাজ্ঞানই অবিদ্যা। ইহা হইতেই জীব-ভাবের আবির্ভাব হয়।

জীব-সৃষ্টি তাঁহার সঙ্কল্পের ফল। জীব ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। বিম্ব ও প্রতিবিম্বে সাধর্ম্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যেও দেহাবস্থা ও গুণাভাসরূপ সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে বিম্ব ও প্রতিবিম্বে স্থূলভাবে পরস্পর মধ্যে ব্যাপার হইতে দেখা যায় না। তাই জীব যদি ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব হয় তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইবে? অর্থাৎ জীব ঈশ্বরের আরাধনরূপ যে স্ব-কর্ম্ম করে ইহাই জীবের ব্যবহার। এবং ঈশ্বর শরণাগত জীবকে অনুগ্রহ করেন এবং অভীষ্ট সম্পাদন করেন, ইহাই ঈশ্বরের ব্যবহার। এই উভয় ব্যবহারের মূল কি! এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে এক বিম্ব হইতে বহুসংখ্যক প্রতিবিম্ব যে উপায়ে সম্ভবপর হয় তাহা উপপাদন করিবার জন্য অবিদ্যাতে বৈচিত্র্য স্বীকার করা আবশ্যক। অর্থাৎ পুরুষ এক হইলেও অজ্ঞানকে অনন্ত বলিয়া মানিলে ব্যবহার সঙ্গতি সম্ভবপর হয়। যদিও অজ্ঞানকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করা হয় তথাপি অজ্ঞানের আশ্রয়ভূত জীবকে নানা বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এইভাবে বুঝিতে পারা যায় যে অবিদ্যার পূর্ব্বেও জীবের অস্তিত্ব স্বীকার আবশ্যক। সুতরাং এই প্রণালীতে জীবগত বিচিত্রতার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। অবধূত মতে জীব ঈশ্বরের কল্পিত প্রতিবিম্ব। স্বপ্নে কল্পিত বস্তু দ্বারা যেমন ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় তদ্রূপ এই

স্থলেও ব্যবহার উপপত্তি বুঝাইতে পারা যায়। অবশ্য ইহা সত্য যে স্বপ্নে দৃষ্ট পুরুষসকল পৃথক্‌ভাবে জাগে না, আশ্রয় পুরুষ বা স্বপ্ন-দ্রষ্টা পুরুষ জাগিলেই তাহারা একসঙ্গে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইতে প্রতিপন্ন হয় যে জীবসকল আপন আশ্রয়ের সমান সমান। তাই জীব সত্য। অতএব এই সত্য জীব স্বপ্ন-দৃষ্ট পুরুষের ন্যায় ঈশ্বরের কল্পিত প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। বস্তুতঃ পরমাত্মা সত্যসঙ্কল্প বলিয়া তাঁহার কল্পিত প্রতিবিম্বও তাঁহার ন্যায় সত্য। জীবের সত্যতাও তাঁহার সমান সমান। এই সমান সত্যতা বশতঃ ঈশ্বর ও জীব এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার চলিতে পারে। এই প্রকারে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার যে প্রকার সত্য, বন্ধ-মোক্ষও সেই প্রকার সত্য। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে জীব যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহার নাশ কি প্রকারে হইবে? ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের ফলে জীবের অবিদ্যা নিবৃত্তি ও জীবত্ব ক্ষয় কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? অবধূতগণ বলেন যে ঈশ্বরের সত্যতাও মায়া মাত্র—তাঁহার সঙ্কল্পের সত্যতা, জীবের সত্যতা এবং অবিদ্যা-সত্যতাও তদ্রূপ মায়া মাত্র। মায়ার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরত্ব তিরোহিত হয় এবং অবিদ্যার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবত্ব নিবৃত্ত হয়। পরমসত্য একমাত্র ব্রহ্মই তখন থাকেন।

শুধু একটি পাঞ্চভৌতিক শরীরই আছে। ইহার নাম বিরাট্‌। অসংখ্য স্থূল জীব-শরীর ইহারই অসংখ্য অংশ। এইভাবে একই হিরণ্যগর্ভ দেহ হইতে জীবের অসংখ্য লিঙ্গদেহ নির্গত হয়। অনন্ত করণই বিষ্ণু। বিষয়ে কোন বিভাগ নাই, সবই পঞ্চভূতাত্মক। ঈশ্বরের নিজের স্বরূপের অনবধানরূপ অব্যক্ত বা মায়া খণ্ড খণ্ড হইয়া অনন্ত হয়। এইগুলি জীবসমূহের আত্মাজ্ঞানরূপে পরিণত হয় ও কারণদেহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তখন ঈশ্বরের বিজ্ঞানরূপী মহাকারণ শরীর জীবের মহাকারণশরীররূপ ধারণ করে।

### ( ৫ )

দত্তাত্রেয় মতে প্রলয় পাঁচ প্রকার। যথা—

(অ) নিদ্রা—পিণ্ডের।

(আ) নিদ্রা—ব্রহ্মাণ্ডের। ইহাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলে।

(ই) মরণ—পিণ্ডের।

(ঈ) মরণ—ব্রহ্মাণ্ডের। ইহাকে মহাপ্রলয় বলে।

(উ) আত্যন্তিক প্রলয়।

নিদ্রা—যে সময় ক্রমশঃ জ্ঞানের করণবৃত্তি, কর্ম্মের করণবৃত্তি ও বাসনাময় বিষয়সমূহ পূর্ব্ববর্ণিত কর্ত্তার পঞ্চবৃত্তিতে প্রকৃষ্টরূপে লীন হয় তাহাকে নিদ্রা বলে। ঐ সময়ে কর্ত্তা পাঁচটি বৃত্তির সহিত আত্মাজ্ঞানরূপ কারণ-শরীরে প্রলীন হয়। ইহার মধ্যে যখন শুধু বাহ্য করণের উপসংহার হয় তখন নিদ্রাপ্রধান স্বপ্নাবস্থা জানিতে হইবে। তখন অঙ্গীভূত সত্ত্ব অংশ মাত্রের প্রভাবে কর্ত্তার বৃত্তির দ্বারা বাসনাময় বিষয়ের প্রকাশ হয়। আর যখন কর্ত্তা, করণ ও কার্য্য তিনেরই উপসংহার হয় তখন স্বপ্ন থাকে না। উহাই প্রকৃত সুষুপ্তি অবস্থা। ঐ সময় জীবের স্থূল শরীর পঞ্চপ্রাণের সহিত কাষ্ঠবৎ জড়ভাবে পড়িয়া থাকে। প্রাণের সংযোগ থাকে বলিয়া মৃত্যু ঘটে না। রজোগুণের অধ্যাস তীব্রভাবে থাকে বলিয়া সুষুপ্তি হইতে পুনরুত্থান ঘটিয়া থাকে।

দৈনন্দিন প্রলয়—চারি হাজার মহাযুগে ব্রহ্মার একদিন। তাঁহার রাত্রি ও দিনের পরিমাণ সমান।

দিনের বেলা তিনি জাগিয়া থাকেন, ইহাকে সৃষ্টিকাল বলে। রাত্রিতে তিনি নিদ্রিত হন, ইহার নামান্তর প্রলয়। সন্ধ্যাবেলা যখন ব্রহ্মার নিদ্রা আরম্ভ হয় তখন যাবতীয় বিষয়-বাসনা জ্ঞানের করণবর্গে উপসংহৃত হয়, ক্রিয়াবুদ্ধি কর্ম্মের করণবর্গে লীন হয়। ইহার পর এই ১০টি করণ কর্ত্তাতে লীন হয় এবং কর্ত্তা সূক্ষ্ম অব্যক্তে নিদ্রিত হয়। ইহারই নামান্তর যোগনিদ্রা। তখন অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভূতনাশ ও দেবলোক পর্য্যন্ত জলপ্লাবন হইয়া থাকে। দেবগণ অব্যক্ত মায়াতত্ত্বে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিনটি ঈশ্বর কোটি দেবতা আত্মারাম অবস্থা প্রাপ্ত হন। জীব সকল অব্যক্তে সুপ্ত হয়। তখন তাহাদের সকল বৃত্তিই প্রত্যাহৃত হয়। ইহাকে পরমাত্মার নিমেষ-অবস্থা বলে, কারণ পরমাত্মার নিদ্রা নাই। তখন পাঞ্চভৌতিক দেহের উপসংহার হয় না।

প্রলয়কালের অবসানে, উষাকালে, ব্রহ্মা জাগেন। এতদিন যে-বিষ্ণু জলের উপর বটপত্রে শয়ান ছিলেন তিনিও জাগেন, আত্মপদ ত্যাগ করিয়া খেলিতে আরম্ভ করেন। প্রশ্ন হইতে পারে, বিষ্ণু জাগেন কেন? ইহার উত্তর এই, দৈনন্দিন প্রলয় স্থিতির অন্তর্গত এবং স্থিতির কর্ত্তা বিষ্ণু। সুতরাং বিষ্ণুর সর্ব্বদাই স্বকার্য্যে লক্ষ্য থাকে বলিয়া তাঁহার নিদ্রা বা বিস্মৃতি ঘটে না। অতএব সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইয়া গেলে পুরুষ যোগনিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিজের কার্য্যে অবধান করেন। এতদিন তিনি শুইয়াছিলেন, কিন্তু নিদ্রিত ছিলেন না। এখন তিনি সকলের পূর্ব্বে উত্থিত হইলেন। তাহার পর যথাসময়ে ব্রহ্মা জাগিয়া দেখেন যে চারিদিক একার্ণব এবং তাঁহার সকল কার্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি ঐ অবস্থা ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উদ্ভূ হন। এই প্রকারে রুদ্র আপন যোগনিদ্রা ত্যা করিয়া ব্রহ্মার চক্ষু হইতে অভিব্যক্ত হন। ঐ প্র হইতে ধাতা যথাপূর্ব্ব জগৎ সৃষ্টি করেন।

**মৃত্যু**—প্রারব্ধের ক্ষয় হইলে প্রাণ স্থূল শরী হইতে পৃথক্ হয়। তখন পঞ্চপ্রাণ তাহাদের সূ পবনে লীন হয়, পাঁচটি বাসনাময় বিষয়, পাঁচটি সূ অব্যক্ত জ্ঞানকরণে ফিরিয়া যায়, ক্রিয়া বিকারসক কর্ম্মকরণে উপসংহৃত হয়। তারপর জ্ঞানের ও কর্ম্মের ঐ দশটি করণ চেষ্টাশূন্য হইয়া কর্ত্তাতে লী হয়। কর্ত্তা মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এই চারি বৃত্তির লয়ে আত্মাজ্ঞানে লীন হয়। এই অন্ত হইতে একটি বাসনা-শরীর নির্ম্মিত হয়। সূক্ষ্মদেহে ন্যায় এই দেহ আশ্রয় করিয়া জীব পুরাতন—জীর্ণ ও রুগ্ন স্থূল দেহ ত্যাগ করে। ইহারই নাম মৃত্যু।

**মহাপ্রলয়**—ব্রহ্মার শতবর্ষ-পরিমিত আয়ু অবসানে পরমাত্মা সুপ্ত হন, তখন ব্রহ্মার মৃত্যু হয়। তখন শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি, ভূতলয় এবং দ্বাদ আদিত্যের উদয় হইয়া থাকে। পৃথিবী অত্যন্ত ত হয়, অগ্নিময় হয়, দগ্ধ হয়। তারপর সংবর্ত্তক মে অর্থাৎ প্রলয়কালীন মেঘ জল বর্ষণ করে। সপ্ত সমু মিলিয়া এক মহার্ণবে পরিণত হয়। পৃথিবী এই জলে মগ্ন হয়, জল তেজে শুষ্ক হয়। তেজ দশগু ব্যাপক বাহ্য বায়ুতে শান্ত হয় এবং বায়ু আকাশে লীন হয়। আকাশ তামস অহংকারে, তাম অহংকার রাজসে ও রাজস সাত্ত্বিকে লীন হয়। কার্য্য করণে, করণ কর্ত্তায়, কর্ত্তা মহতে লয় প্রা হয়। অন্তে সবই মহামায়াতে উপসংহৃত হয়। মহামায়া পরমাত্মাতে লীন হন।

ক্রমশঃ

# मातृ-वाणी

[ विभिन्न समयों में विभिन्न लोगों के पत्रों के उत्तरों में श्री श्री माँ ने जो सब उपदेश वचन दिये हैं उनके संक्षिप्त अंश ]

## विपत्ति में कर्त्तव्य

( ३४ )

सब दिन तो एक से नहीं बीतते। निराश हो मन मार कर पड़े रहना ठीक नहीं है। तब भी उन्हीं के ( भगवान् के ) ऊपर भरोसा रखना चाहिये। सुख दुःख में उन्हीं को पुकारना करनी चाहिये। भूमि पर ठोकर खाकर फिर भूमि का ही आसरा लेकर उठता है। इसलिए सब विषयों में चेष्टा ही करनी चाहिये।

( ३५ )

विपत्ति को विपत्ति मानना ही नहीं चाहिये। विपत्ति मानना ही पाप है। कैसी विपत्ति? वे जो कुछ करते हैं वह सब मङ्गल ही है। किसी भी अवस्था में मनुष्य को मन मार कर पड़ना नहीं चाहिये। सदा मन में यही भाव रखना चाहिये कि हे गुरुदेव, आप मेरे लिए जो भला है, वही करते हैं। यह सब तो जगत् में होता रहता है। धन और संमान चले जायँ तो जायँ, प्राण ठीक रहें यही भगवान् के प्रति प्रार्थना करनी चाहिये।

( ३६ )

सदा धैर्य रखना चाहिये। हे भगवान्, आप जो कुछ करते हैं सब मङ्गल है। मुझे सहन करने की शक्ति दें, यों भगवान् से प्रार्थना करनी चाहिये। भगवान् की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ भगवत्कृपा ही है। धैर्य के अवलम्बन से सब सहन कर उनका नाम ले आनन्द से रहना चाहिये।

( ३७ )

जगत् में तो गति ही स्वाभाविक है। एक-सा समय कभी नहीं बीतता। जहाँ समय की बात है वहीं पर तो काल से बँधा रहता है। कालातीत हुए बिना क्या काल के हाथ से छुटकारा मिल सकता है? जिस क्षण में दुःख पीड़ा का उदय होता है उस मुहूर्त को यदि काल न निगलता तो ऐसी स्थिति में फिर शरीर धारण करने का उपाय क्या था? संसार इसी तरह का है। घर घर में किसी न किसी रूप

में यह घटना नित्य घट रही है। स्वयं ही अपने को सान्त्वना देनी चाहिये कि इस जगह का ऐसा ही रूप है। विदेश में निवास हो और विदेश का कष्ट मालूम न पड़े यह कैसे संभव है? अपना वही स्वदेश है, जहाँ शोक, दुःख, हिंसा, द्वेष और विपत्ति का प्रश्न नहीं है तथा प्रकाश और अन्धकार का प्रश्न नहीं है। उस स्वदेश में, स्वभाव में अपने को पहुँचाने के लिए प्रयत्न करना ही मनुष्य का एकमात्र कर्त्तव्य है। वीर धीर होना चाहिये।

## मृत्यु पर सान्त्वना

### ( ३८ )

इच्छामय की इच्छा ही तो सदा पूर्ण होती है। सृष्टि का विधान ही ऐसा है। जगत् के माने ही हैं—गति, दुःख, क्षणिक सुख और शोक। इस शरीर की सृष्टि ही भोग के लिए है। नाना प्रकार से जगत् को देखते तो हो? माँ का नाम लेकर यात्रा करने में जो समर्थ हुए हैं, उनके लिए शोक करना और आँसू गिराना ठीक नहीं है; उन्हें रोकने के लिए विशेष यत्न करना चाहिये। रोना हो तो भगवान् को पुकारते हुए रोना चाहिये। यह बड़े भाग्य की बात है जो अन्तिम क्षण में भगवान् का नाम लिया गया है। उनके चरणों में सदा मन को लगाये रखने की चेष्टा करनी चाहिये। गुरु-कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिये। केवल हर समय श्रीगुरु चरणों का स्मरण रखना चाहिये।

### ( ३९ )

संसार का स्वरूप ही जो इस प्रकार का है। वीर के समान धैर्य धारण कर स्वयं शान्त होने की चेष्टा करनी ही होगी। एकमात्र भगवच्चिन्तन के आश्रयण के सिवा और किसी से भी शान्ति की आशा नहीं है, नहीं है। इस भाव को दृढ़ता के साथ धारण करना चाहिये। जिनके विधान से सब कुछ होता है उनका आश्रय मनुष्यमात्र को ही सब अवस्थाओं में लेना उचित है।

उसके शरीर के लिए रोना—अनुताप न हो—केवल चेष्टा करनी चाहिये। यह यात्रा सभी के लिए है। अपने अपने मार्ग के पाथेय की आवश्यकता है। जो उनके आश्रित हैं, उन्हें उन्हीं के चरणों में फेंके रखना ठीक है। उनके बोध से ( भगवान् ही हैं इस बुद्धि से ) सेवा करनी चाहिये। केवल उन्हीं पर निर्भर रहना चाहिये।

## भूतप्रेत का भय

### ( ४० )

भगवान् का नाम लेने से कोई भूतप्रेत नहीं रह सकता है। भगवान् का नाम तो सब दुःखों तथा दोषों का विनाशक है। वही नाम लेना चाहिये। सन्ध्या सवेरे तो नाम लेना ही चाहिये फिर अन्य समय भी मन ही मन नाम लेता रहे। विशेष करके यह समझने की चेष्टा करे और विश्वास रखे कि नाम लेने से कोई आपत्ति विपत्ति नहीं रहती है।

( ४१ )

मूलसम्बन्धी जो व्यापार मन में होते हैं, उनकी ओर मन को न लगा कर केवल भगवान् के नाम और उनके ध्यान की ओर लगाना चाहिये। भगवान् के नाम के निकट कोई दूसरी शक्ति काम नहीं कर सकती, यह सत्य है, और उसे दृढ़ता के साथ मन में रखना चाहिये। जिस समय भगवान् का नाम-जप या कीर्तन करोगे उस समय यह स्मरण रखना चाहिये कि अन्य बाहरी शक्तियाँ हमें छू नहीं सकती हैं। उस समय यदि शारीरिक उद्वेग प्रतीत हो तो निश्चय मन ही मन सोचो कि यह शारीरिक क्रियामात्र है (भौतिक नहीं)।

( ४२ )

रात्रि में सोते समय भगवान् का नाम-जप करके सोवे। तिस पर भी यदि भय हो तो जिस समय सोवे गीता, दुर्गासप्तशती, रामायण को सिरहाने रख कर नींद ले। सदा भगवान् का नाम-जप करे और ध्यान रक्खे कि जहाँ धर्मग्रन्थ हैं वहाँ स्वयं भगवान् रहते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का भय उपस्थित नहीं हो सकता।

## ब्रह्मचारी का कर्त्तव्य

( ४३ )

जो ब्रह्मचारी साधु होने का प्रयत्न करते हैं उन्हें त्याग का भाव रखना ही चाहिये। आलस्य, लालसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, अधैर्य—उनके मार्ग में विशेष रूप से विघ्न हैं। उनकी ओर लक्ष्य रख कर सब काम सेवा-बुद्धि से उन्हें करने चाहिये। ब्रह्मचारी साधु के जो नियम हैं उन्हीं की ओर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये। लोकदृष्टि में जो दृष्टिकटु हो सकता है एवं जिससे अपना तनिक भी अमङ्गल हो उस ओर भी जाना नहीं चाहिये।

# श्री श्री माँ की अमरवाणी

( महामहोपाध्याय श्रीयुक्त गोपीनाथ कविराज, एम्० ए०, डी० लिट्, कृत व्याख्या सहित )

## पाँच

प्रश्न—शास्त्रों में दो प्रकार की बातें पाई जाती हैं। तत्त्व ज्ञान होने के बाद घर गृहस्थी करना और तत्त्वज्ञान होने के बाद साक्षिरूप से स्थित रहना—इनमें से कौन ग्राह्य है ?

माँ—चूड़ाला शिखिध्वज के उपाख्यान का वर्णन करो मैं सुनूँ। ज्ञान के बाद घर गृहस्थी करने की बात कहते हो क्या ?

एक व्यक्ति—नहीं। यहाँ पर भी अज्ञानाभास है। यह एक अवस्थामात्र है, अभी तक चूड़ाला ज्ञानी नहीं हुई।

माँ—ज्ञान होने पर फिर सन्देह संसार नहीं रहता, शरीर भी नहीं रहता। जहाँ संसार नहीं रहता वहाँ पर शरीर भी नहीं रहता।

प्रश्न—शरीर तो रहता है ?

माँ—कौन कहता है कि शरीर रहता है ? नामरूप का ही कोई प्रश्न नहीं उठता। उनकी दृष्टि है या नहीं इसका भी प्रश्न नहीं है। 'दो, दो' उसकी रट फिर किसके निकट है ? 'दो, दो' यह अभाव ही तो देह है। चूँकि संसार नहीं है, देह नहीं है, इसलिए वह कर्म भी नहीं है। अर्थात् देह, संसार और कर्म का प्रश्न ही नहीं है—एकदम धोया पोछा—'नहीं है' यह भी नहीं है। बोलना जो है न बोलना भी वही है, चुप रहकर जहाँ स्थिति है, चुप न रहने पर भी वहीं स्थिति है, जो है, वही है। बोलने न बोलने का प्रश्न ही नहीं है। अब समझ लो। घर गृहस्थी करने के अनुक जो देखते हो वह है क्या ? हाँ गीता में तो स सच्ची बात है। यहाँ पर तो ऐसी ही बात है इस शरीर से जहाँ से जिस धारा में बात पूछोगे वहाँ पर वह उसी भाव में है। इसलिए इ शरीर की क्या बात है और क्या बात नहीं है। किसी धारा (पद्धति) के रहने पर धरा (गम्य स्थान अर्थात् जहाँ तक उस मार्ग से पहुँचा जाय या जहाँ पर उस मार्ग की समाप्ति है ) भी रहता है। जहाँ धरा (गम्य स्थान) है वहाँ उसके अतीत अधरा (अगम्य स्थान) भी है। यहाँ पर धरा और अध का प्रश्न नहीं है, वही। जहाँ से जो बजा लो वही सुन पड़ेगा। इस शरीर के निकट यह मत, व मत—इसका प्रश्न ही नहीं है।

प्रश्न—तब माँ भी बजती है क्या ? (हँसी)

माँ—जहाँ कान हैं ; व्यर्थ काम में बजती है ठीक काम में बजती यह तुम जानो। यहाँ बजने न बजने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तुम्हारी माँ व्यर्थ नहीं है या कार्ययोग्य है यह तुम जानो। क्योंकि माँ तुम्हारी है, पुत्री भी तुम्हारी है। व्यर्थ है या काम की है यह बाप जानता है। (हँसी)

प्रश्न—यदि पिता जान जाय तो क्या फिर रहा रहेगी!

माँ—यह बात की बात है अर्थात् आनुषङ्गिक बात है—यह भी बात ठीक नहीं है। 'नहीं भी नहीं है—अब कहाँ जाओगे ? कहाँ भी कहाँ है ?

# व्याख्या

## १ —चूड़ाला और शिखिध्वज का उपाख्यान —

यह उपाख्यान योगवासिष्ठ रामायण के निर्वाण-प्रकरण के पूर्वार्द्ध में विस्तारपूर्वक वर्णित है। इस प्रसंग में यदि उसका सारांश संकलित कर दिया जाय तो साधारण पाठकों को समझने में सुविधा होगी।

कहा गया है कि सप्तम मन्वन्तर के अन्तर्गत चौथे महायुग के द्वापर में राजा शिखिध्वज ने मालव देश के शासक के रूप में कुरुवंश में जन्म लिया था। युवावस्था के प्रारम्भ में सौराष्ट्र के राजा की कन्या परम सुन्दरी बालिका चूड़ाला के साथ उनका विवाह सम्पन्न हुआ। वे बुद्धिमान्, वीर तथा राजकार्य में निपुण थे एवं प्रजा को प्रसन्न रखना ही उनके जीवन का मुख्य व्रत था। नवविवाहिता पत्नी के साथ विविध स्थानों में पर्यटन और आनन्द-विहार में उन्होंने बहुत दिन व्यतीत किये। शिखिध्वज और चूड़ाला एक दूसरे के प्रति इतने अनुरक्त थे कि लोकसमाज में बात चीत के सिलसिले में वे बहुधा अर्धनारीश्वर कहे जाते थे। उस अवसर पर सत्सङ्ग और भगवत्कृपा वश राजा और रानी दोनों का चित्त आध्यात्मिक विचार में विशेष रूप से उलझा रहता था। उनमें से चूड़ाला के हृदय में पहले वैराग्य का उदय हुआ था एवं आत्मविचार की प्रधानता ने पूर्ण रूप से आसन जमाया था। एकमात्र अखण्ड महासत्ता या सर्वव्यापिनी चित्-शक्ति ही समग्र विश्वलीला की मूल भित्ति है—इस विषय में चूड़ाला को अटल ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्रमशः वह ज्ञान परोक्ष अवस्था से अपरोक्ष आत्मानुभूति में परिणत हुआ। इस कारण वह सुदीर्घ संसारस्वप्न से प्रबुद्ध होकर चिर शान्तिमय आत्मस्वरूप में विश्राम प्राप्त करने में समर्थ हुईं। किन्तु राजा शिखिध्वज उक्त सौभाग्य से वञ्चित रहे।

आत्मसाक्षात्कार के कारण चूड़ाला में जिस नित्यतृप्त और आत्माराम अवस्था का उदय हुआ था उसके प्रभाव से उनकी अन्तःप्रकृति की तो क्या कहें बाह्य शरीर तक अलौकिक शोभा और दीप्ति से समुज्ज्वल हो उठा था। अन्तःकरण में प्रशान्त प्रेम और रागद्वेष के अभाव के सक्रिय रहने से चूड़ाला की मुखशोभा से ऐसी एक सर्वाङ्ग-सुन्दर सुषमा का आविर्भाव हुआ था कि जिसे देखकर राजा शिखिध्वज तक विस्मित हो उठे थे। एक दिन उन्होंने चूड़ाला को एकान्त में बुलाकर उनकी इस अभिनव अनुपम शोभा का कारण पूछा। चूड़ाला ने स्पष्ट रूप से राजा को समझा दिया कि बाहरी किसी कारण से इस अपूर्व सौन्दर्य का आविर्भाव न हुआ है और न हो सकता है। जीवन के खण्ड भावों का परित्याग होने पर जो अखण्ड सत्ता भीतर और बाहर सर्वत्र समानरूप से असर करती है उसी से यह अपूर्व शोभा उत्पन्न हुई है। शिखिध्वज कुछ बहिर्मुख और तर्क प्रधान थे, इसलिए वे चूड़ाला के सिद्धान्त को पूर्णरूप से विश्वास के साथ समझ नहीं सके। क्योंकि उन्होंने सोचा कि निराकार आत्मा का साक्षात्कार होने पर स्थूल और साकार शरीर में शोभावृद्धि किस प्रकार होगी। उन्हें विश्वास तो हुआ नहीं, उल्टे उन्होंने चूड़ाला के प्रति उपहासपूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया। उनकी धारणा हुई कि चूड़ाला भाव में उन्मत्त तथा युक्तायुक्त ज्ञानविहीन है। इसलिए उनका वाक्य उन्मत्त-प्रलाप के सिवा और कुछ नहीं है। चूड़ाला को जब यह ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन का वैशिष्ट्य अत्यन्त

गम्भीर है एवं उसके रहस्य को स्थूलदृष्टि राजा समझ नहीं सक रहे हैं, तब उन्होंने स्वामी के साथ साधारणतः उस विषय में अर्थात् आत्म-साक्षात्कार के सम्बन्ध में विचार करना छोड़ दिया।

उस समय ज्ञान के उदय से चूड़ाला को एक ऐसी सुशान्त और सुसमाहित अवस्था प्राप्त हुई थी, जिस अवस्था में साधारणतः अभावमूलक इच्छा उदित नहीं होती है। किन्तु स्वभाव की लीला से नित्यतृप्त अवस्था में भी मन की मौज के अनुसार इच्छा का उदय हो सकता है। चूड़ाला का भी वही हुआ था। आकाश गमन की अकारण इच्छा उस समय उनके हृदय में अधिकार जमा बैठी। तब उन्होंने ऐश्वर्यभोग का परित्याग कर कुछ समय के लिए एकान्त स्थान में गमन किया और आसन बाँध कर विधिपूर्वक प्राणायाम किया। उक्त विधिपूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई। अनन्त योग-सिद्धियाँ अल्प काल में उन्हें प्राप्त हो गईं। साधारणतः खण्ड सिद्धि की तह में देश, काल, क्रिया, द्रव्य आदि की प्रधानता रहती है; किन्तु चूड़ाला को आत्मतत्त्व ज्ञात था, इसलिए उनको सिद्धिलाभ औरों की अपेक्षा सहजसाध्य हुआ था। अणिमादि अष्टैश्वर्य, एक साथ बहुत से शरीरों की रचना एवं उनमें अनुप्रवेश अर्थात् कायव्यूह, परकाया-प्रवेश आदि योगविभूतियाँ सभी उनको प्राप्त हुईं थीं।

चूड़ाला के महाज्ञान की प्राप्ति तथा इस प्रकार के योगैश्वर्य के लाभ का राजा शिखिध्वज को कुछ पता न था। चूड़ाला ज्ञान के उपदेशों के द्वारा सदैव स्वामी को प्रबुद्ध करने की चेष्टा करती थीं। किन्तु उस समय भी शिखिध्वज के जागने का समय आया न था। इसलिए वे सब उपदेश अरण्यरोदन के समान उनके निकट व्यर्थ हो जाते थे। वे अपने को बुद्धिमान् समझते थे एवं अपनी पत्नी चूड़ाला को मूर्ख समझते थे।

दीर्घ काल तक मोह में मग्न रहने के अनन्तर वासना और अन्तःकरण में स्थित कषायों के परिपक्व कारण अपने आप ही शिखिध्वज के मन में वैराग्य का हुआ। उस समय इतना अधिक वैराग्य हुआ गृहत्याग के लिए अत्यन्त व्याकुल हो उठे। उन्हें सम्बन्ध में विलम्ब सहन न हो सका। चूड़ाला से पर इस विषय में चूड़ाला ने उनसे युवावस्था के कर्त्तव्यों तथा राजधर्म के पालन का परित्याग कर चले का निषेध किया। किन्तु शिखिध्वज चूड़ाला के वाक्य पर दृष्टिपात न कर एक दिन अर्धरात्रि में में अङ्कशायिनी चूड़ाला को छोड़कर पारिवारिक सम्पत्ति के साथ राज्य का त्याग कर घर से निकल नाना देशों में भ्रमण करने के अनन्तर उन्होंने देश में मन्दर पर्वत की तटभूमि पर गहन जंगल के एक छोटी सी पर्णकुटी बनाकर तपस्वी वेष में रहना किया।

उस समय उनका सम्पूर्ण समय कठोर तपस्या व्यतीत होता था। सन्ध्यावन्दन, जप-अनुष्ठान, पुष्प स्नान, देवपूजन, कन्दमूल भोजन और दूसरी बार का अनुष्ठान, इस प्रकार उनकी दिनचर्या होने लगी।

इधर चूड़ाला ने निद्रा से जागकर जब देखा कि ध्वज उनका त्याग कर चले गये हैं तब वे उदास होकर खोज में बाहर निकल पड़ीं। वे योगसिद्धा थीं, एक छोटी सी खिड़की से निकलकर आकाश मार्ग से करने लगीं। आकाश में भ्रमण करते समय आकाश ही उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी गहन जङ्गल में

एक खड्ग लेकर उन्मत्त के समान इधर उधर घूम रहे हैं। उस समय उनकी इच्छा हुई थी कि मैं आकाशमण्डल से उतर कर उनके निकट उपस्थित होऊँ एवं उन्हें अपना परिचय दूँ। किन्तु उन्हें नियति का खेल दूसरे ही प्रकार का दिखाई दिया। उन्हें भविष्य का चित्र स्पष्ट रूप से अङ्कित दिखाई दे रहा था, उन्होंने सोचा कि अभी राजा के साथ मेरे मिलने का समय नहीं आया है। अभी भी उस समय के आने में कुछ विलम्ब है। नियति के विरुद्ध चलना उचित नहीं, यह सोचकर उस समय वे राजधानी में लौट आईं एवं पति के प्रतिनिधि के रूप में राजकर्मचारियों की सहायता से राज्यकार्य निर्वाह करने लगीं।

इस तरह सुदीर्घ काल—अठारह वर्ष—बीत गया। उस समय शिखिध्वज जरा-जर्जर हो गये थे और उनके वासनादि परिपक्व हो गये थे। चूड़ाला समझ गईं कि मेरे कार्य का यही शुभ अवसर है। पति को आत्मज्ञान प्रदान करना ही था उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य। इतने दिनों तक उसका अवसर उपस्थित नहीं हुआ था। इसलिए बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी। किन्तु अब अवसर उपस्थित था। तदुपरान्त योगसिद्धि के प्रभाव से चूड़ाला पुनः आकाश मार्ग से भ्रमण करते करते मन्दराचल गईं एवं शिखिध्वज के समीप उपस्थित होने के लिए मन ही मन उन्होंने संकल्प किया। किन्तु उन्हें प्रतीत हुआ कि पत्नी के रूप में इस समय उनके निकट उपस्थित होने पर कार्यसिद्धि नहीं होगी। क्योंकि मेरे ज्ञानपूर्ण वाक्य कहने पर भी पति के निकट वे पत्नी के साधारण वाक्य के रूप में उपस्थित हों ऐसी संभावना है। इस कारण उन्होंने योगबल से ब्रह्मतेजःसम्पन्न, अखण्ड ब्रह्मचर्य के मूर्तिमान् विग्रहरूप, एक तपस्वी ब्राह्मण-बालक का रूप धारण किया एवं उक्त तेजोमय दीप्त स्वरूप लेकर वे तपस्वी शिखिध्वज राजा के समीप उपस्थित हुईं।

शिखिध्वज चूड़ाला को देखकर यह मेरी पत्नी है यों पहिचान न सके, उन्होंने उन्हें एक बाल-ब्रह्मचारी समझा एवं समुचित आदर सत्कार कर उनको बैठने के लिए आसन दिया, तब चूड़ाला ने वहाँ बैठकर पूछा, "आप का जपतप किस प्रकार चल रहा है।" शिखिध्वज ने बाल ब्रह्मचारी के रूप और तेज से मुग्ध होकर उनका वास्तविक परिचय जानने की इच्छा प्रगट की।

ब्रह्मचारी ने कहा—"एक समय ब्रह्मपुत्र नारदमुनि सुमेरु पर्वत की गुफा में ध्यानमग्न थे। ध्यान टूटने के अनन्तर उन्होंने समीपस्थ गङ्गा की धारा में जलक्रीड़ा कर रहीं बहुत सी नग्न सुन्दरी अप्सराओं को देखा। देखते ही उनके प्रति उनको आसक्ति हो गई तथा उसके कारण चित्त विकृत और प्राण क्षुब्ध होने से बिन्दु स्खलित हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि नारद वीतराग और निष्काम जीवन्मुक्त पुरुष थे। तथापि प्रबलतम प्रारब्ध के प्रभाव से उनका विवेक नष्ट हो गया था।" इस प्रकार की घटनाएँ किस तरह सम्भव हो सकती हैं यह चूड़ाला ने राजा को भली भाँति समझा दिया। इस प्रसंग में उन्होंने राजा से मानवशरीर से सम्बद्ध नाड़ीचक्र के विज्ञान का विचार और स्वभाव तत्त्व का विश्लेषण किया। उन्होंने आगे कहा—"नारद मुनि ने उस वीर्य को निकटवर्ती एक स्फटिक कुम्भ में रख दिया। समय पर वह गर्भरूप में परिवर्तित हुआ और सर्वाङ्ग पूर्ण होकर पुत्र के रूप में वह घड़े से निकला। कुम्भ से निकलने के कारण पितामह ब्रह्माजी ने बालक का नाम रक्खा "कुम्भ"। "ब्रह्मचारी ने आगे कहा—"मैं ही वह कुम्भ हूँ। मैं पिताजी के साथ ब्रह्म-लोक में निवास करता हूँ। चार

वेद मेरे मित्र हैं, सरस्वती मेरी माता है और गायत्री मेरी मौसी है। मैं स्वेच्छानुसार बे रोक टोक समस्त विश्व में विचरण करता हूँ। यह लीलामात्र है, क्योंकि मैं किसी प्रयोजन के वश में नहीं हूँ। मेरे चरण भूमि का स्पर्श नहीं करते और पृथिवी की धूलि से मैले नहीं होते हैं। मेरा शरीर सदैव ग्लानिरहित रहता है।"

शिखिध्वज ने भी उनको अपना सारा वृत्तान्त बतलाया तथा अपनी अवस्था के उपयोगी कर्मोपदेश की उनसे प्रार्थना की। इसपर कुम्भ ने क्रिया की अपेक्षा ज्ञान की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में राजा को एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बतलाया, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान के अभाव में क्रिया की उपादेयता स्वीकारयोग्य होती है। तदनन्तर वासना तत्त्व को समझाया। शिखिध्वज के व्याकुल होकर ब्रह्मज्ञान की प्रार्थना करने पर कुम्भ ने उन्हें ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया। राजा की समझ में आ गया कि ब्रह्म ज्ञान के लिए सबका त्याग करना आवश्यक है, यहाँ तक की तपस्या का भी त्याग करना चाहिये। पहले वे राज्य, घर, देश, स्त्री—सबका त्याग कर चुके थे। उस समय राज्य के बदले वन में निवास कर रहे थे। इस बार वन का भी त्याग किया। उन्होंने तपस्या के सभी उपकरणों की आहुति दी। कुम्भ ने समझाया, वस्तु का त्याग वास्तविक त्याग नहीं है, क्योंकि वस्तु तो किसी की भी अपनी नहीं है। वस्तु की वासना का त्याग ही वास्तविक त्याग है। इस बार शिखिध्वज को यथार्थ रूप से वासना का त्याग करने के लिए प्रस्तुत होना पड़ा। कुम्भ राजा के मुख की ओर चुपचाप ताकते रहे। राजा ने अपनी सारी सामग्री जला डाली। सामग्री में थे जप की माला, बैठने का आसन अर्थात् मृगचर्म और कमण्डलु। जप-माला और मृगचर्म अग्नि में डाल दिये और कमण्डलु एक श्रोत्रिय ब्राह्मण को दे दिया। भोजन के पात्र आदि भी त्याग दिये। निष्क्रिय होने के क्रियायोग्य सभी पदार्थों का विसर्जन कर दिया। तब त्याग की इच्छा प्रबल हुई—उन्होंने सोचा कि मृत्यु द्वारा देह का भी विसर्जन कर दूँ।

कुम्भ ने उसमें बाधक होकर कहा—'नहीं, देह नहीं करना चाहिये। चित्त का त्याग करो। चित्त ही सर्वत्याग है, देह-त्याग सर्वत्याग नहीं है। मन सबका बीज है—देह का भी बीज वही है। मन का करो। मन का त्याग करने पर ही सर्वत्याग होगा। त्याग होने पर सर्वप्राप्ति अवश्यंभाविनी है। क्योंकि त्याग से आत्मप्रसाद और उससे उत्पन्न होने वाले का उदय होता है। जो कुछ चाहता नहीं और लेता नहीं उसी को सब कुछ दिया जाता है। यदि त्याग निष्पन्न करना हो तो त्याग के अभिमान का त्याग करो। वासना ही चित्त का स्वरूप इसलिए वासना का त्याग ही चित्तत्याग या सर्वत्याग है। चित्त का बीज अहङ्कार है, 'मैं कौन हूँ' इस आत्मवि द्वारा वह नष्ट होता है। क्योंकि विचार से यह ज्ञात होता कि अहंकारकार्य कोई भी दृश्य पदार्थ मैं नहीं आत्मा स्वच्छ चिन्मात्र है। अहङ्कार उसका मल है अहङ्कार से ही ममता होती है। उसका त्याग कर चाहिये। चित् चैत्योन्मुख होने पर ही दुःख का हेतु है। चैत्य का उपशम ही शान्ति है। चैत्यभाव कारण पदार्थसत्ता का बोध है। किन्तु वह बोध भ्रान्ति है। क्योंकि एकमात्र चिदात्मा ब्रह्म ही हैं अन्य नहीं है। ब्रह्म वस्तुतः कारण नहीं है, कार्य नहीं कर्त्ता भी नहीं है। आत्मा शुद्ध और मुक्त है; बन्ध मोक्ष काल्पनिक है।"

शिखिध्वज धीरे धीरे सब समझ सके—उन्हें हुआ कि ब्रह्म कर्त्ता नहीं है, इसलिए कार्यरूप जगत्

वस्तुतः नहीं है—अहन्तादि भी नहीं हैं। तब उन्होंने 'नमो मह्यम्' कह कर अपने को स्वयं प्रणाम किया। 'चैत्य नहीं है' इस बोध के साथ एक मुहूर्त के लिए उन्हें विश्रान्ति प्राप्त हुई। यह निर्विकल्पक अवस्था का उन्मेष है। कुम्भ ने उन्हें जगाया। उस समय स्वभावतः शिखिध्वज के मन में प्रश्न उठा कि इस परम शान्त पद में द्रष्टा-दृश्य-दर्शनरूप त्रिपुटी का कैसे उदय हुआ। विश्व का स्फुरण कैसे हुआ? कुम्भ ने उन्हें समझाया—अहन्ता और इदन्ता स्वभाव से उद्भूत होती हैं। वास्तव में एकमात्र ब्रह्म ही है।" इस तरह धीरे धीरे दृढ़ता के साथ राजा को कृतकृत्यता प्राप्त हुई। तब राजा के मन में प्रश्न उठा कि इस अमररूप आत्मपद को मैं पहले प्राप्त क्यों नहीं हुआ? कुम्भ ने उन्हें समझाया कि भोगेच्छा न रहने से मन के शान्त होने पर और सब इन्द्रियों के दोषों के परिपक्व होने पर निर्मल गुरुवाक्य चित्त में स्थान प्राप्त करता है। दोषों के परिपक्व होने के अनन्तर ही गुरुवाक्य ने आपको प्रबुद्ध किया है, आपके अज्ञान का विनाश किया है और आपके चित्त को विनष्ट किया है। हृदय में जब तक मन की सत्ता रहती है तब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होता है। इसके बाद कुम्भ ने राजा को समझाया कि जीवन्मुक्त पुरुष चित्तशून्य होने पर भी सत्त्वहीन नहीं होते हैं, इसलिए वे स्वेच्छा विहार कर सकते हैं। क्योंकि वासना दो ही प्रकार की हैं—घन वासना और तरल वासना। घन वासना ही मलिन होने के कारण पुनर्जन्म की हेतु है। यही वासना चित्त है। जीवन्मुक्त में यह वासना नहीं रहती है, किन्तु तरल या शुद्ध वासना रहती है। उसका नाम सत्त्व है। उससे विहार किया जा सकता है। मूढ़ चित्त ही चित्त है, प्रबुद्ध चित्त सत्त्व कहलाता है।

तदुपरान्त कुम्भ अन्तर्हित हुए और चूड़ाला का रूप धारण कर राजधानी में पहुँच कर पहले की तरह राजकार्य चलाने लगे। कुछ समय के अनन्तर चूड़ाला फिर योग बल से कुम्भ-शरीर धारण कर शिखिध्वज के निकट लौट आईं। आकर उन्हों ने देखा कि राजा निर्विकल्प समाधि में मग्न हुए हैं। तब उन्हों ने परकाय प्रवेश की प्रणाली से उनके शरीर में प्रवेश कर उन्हें जगाकर उठाया। स्वयं भी पुनः कुम्भ रूप धारण कर निकटस्थ में ही एक जगह सामगान करने लगीं। इधर उस गान का स्वर सुनकर राजा शिखिध्वज के मन में अहंकार और पूर्व स्मृति का उदय हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर कुम्भ को देखा। उस समय दोनों में विविध प्रकार के वार्तालाप हुए।

यहाँ तक राजा के जीवन की कृतकृत्यता का इतिहास है। इसके बाद कुम्भ और राजा ने कुछ दिन एक साथ व्यतीत किये तथा नाना स्थानों में भ्रमण किया। इस बीच में कुम्भ ने कुशलता के साथ राजा की परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि किसी कारण वश दुर्वासा के शाप से मैं रात्रि के समय स्त्री मूर्ति बन जाता हूँ और दिन में बाल ब्रह्मचारी कुम्भ के रूप में ही रहता हूँ। इसके अनन्तर कुम्भ की प्रेरणा से महेन्द्र पर्वत पर दोनों का विवाह हुआ और पति पत्नी के रूप में दोनों कुछ दिन रहे। इस प्रकार राजा की अनासक्ति की दृढ़ता की परीक्षा हुई। कुम्भ ने मदनिका के रूप में स्वयं प्रकाशित होकर योगसंकल्प से विनिर्मित किसी पर पुरुष के साथ घनिष्ठता बढ़ाने का अभिनय शिखिध्वज को दर्शाया। शिखिध्वज के मन में किसी विरोधी भाव का उदय होता है या नहीं यह परीक्षा लेना ही उक्त अभिनय का उद्देश्य था। देखने में आया कि शिखिध्वज के चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ।

इस प्रकार राग और क्रोध की परीक्षा समाप्त कर चूड़ाला जान सकीं—

नैनं हरन्ति ते भोगा न महत्योऽपि सिद्धयः ।
न सुखानि न दुःखानि नापदो न च सम्पदः ॥

तब उन्होंने राजा शिखिध्वज को अपना असली परिचय दिया। उन्होंने बतलाया कि मैंने ही योगबल से कुम्भ आदि शरीरों का निर्माण कर आपको समय पर ब्रह्मज्ञान प्रदान किया है और आपकी दृढ़ता की परीक्षा ली है। ध्यानयोग से शिखिध्वज ने स्वयं भी सब अतीत वृत्तान्त देख लिये। उन्होंने चूड़ाला को गुरु के रूप में पहचान कर "गुरुर्मे नमोऽस्तु ते" कह कर उनको प्रणाम किया। सत्य प्राप्ति के अनन्तर शिखिध्वज की अवस्था का इस प्रकार वर्णन हुआ है—

न तुष्टोऽस्मि न खिन्नोऽस्मि नायमस्मि न चेतरत् ।
न स्थूलोऽस्मि न सूक्ष्मोऽस्मि सत्यमस्मि च सुन्दरि ॥

यह राजा की अपनी उक्ति है। चूड़ाला ने राजा से पूछा—"राजन्, इस समय आपको क्या अच्छा लगता है ? आपको क्या आकांक्षा है ?" राजा ने कहा,—"मैं अच्छा बुरा नहीं पहचानता, जो आज्ञा दोगी वही करूँगा। चित्त से इष्ट अनिष्ट भाव हट गया है। जिस समय जो उपस्थित हो जाता है वही इच्छा प्रतीत होता है। स्तुति नहीं निन्दा भी नहीं। तुम्हें जो इच्छा है वही करो।"

तदनन्तर उठकर चूड़ाला ने सात समुद्र के जल से भरे हुए रत्नकलस से राज्याभिषेक का संकल्प कर उस मङ्गल कलस से पूर्वाभिमुख राजा का स्वराज्य में अभिषेक किया। स्वर्णसिंहासन पर विराजमान राजा से उन्होंने कहा, "अब आपको मुनियों के योग्य शान्त कर्म का त्याग कर अष्ट लोकपालों का तेज धारण करना होगा।" राजा ने वह स्वीकार किया। महाराज ने तब चूड़ाला को स्नान कराकर महारानी के पद पर अभिषिक्त कर पटरानी बनाया। राजा के आदेश से चूड़ाला ने इच्छा शक्ति प्रभाव से क्षणभर में विराट् और विशाल सेना रचना की। तदनन्तर दोनों आडम्बर के साथ महे पर्वत से अपनी राजधानी को गये। सात दिन नगरोत्स करके शिखिध्वज ने सुदीर्घ काल तक राज्यकार्य सम्पाद कर अन्तिम अवस्था में मोक्षलाभ किया।

## २—देह का रहना क्या है

माँ कहती हैं, ज्ञान होने पर फिर संशय-संसार नहीं रहता है, शरीर भी नहीं रहता है। संसार न रहने प शरीर रहा, यह बात नहीं कही जा सकती। संशय ह ससार है। जब तक हृदय-ग्रन्थिभेद नहीं होता तब त संशय नहीं टूटता है। संशय निवृत्त हुए बिना कर्मक्ष हो गया है यह नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः ग्रन्थिभे संशय-निवृत्ति और सर्वकर्मक्षय एक ही अवस्था की केवल विभिन्न दिशाएँ हैं। परमतत्त्व का साक्षात्कार होने पर ह इस अवस्था का उदय होता है। तब संसार नहीं रहता है, शरीर भी नहीं रहता है, यहाँ तक कि 'नहीं रहता है' यह जो बोध है वह भी नहीं रहता है। अज्ञानी की दृष्टि से शरीर में शरीर के रहने न रहने का प्रश्न उठता है, किन्तु ज्ञानी की स्वरूप दृष्टि में इस प्रश्न की कोई सार्थकता नहीं है। माँ ने अपनी अनुपम भाषा में समझाया है, "दो, दो—यह अभाव ही तो देह है" इससे देह के रहने का अर्थ है अभाव-ज्ञान का रहना। अभाव-ज्ञान के रहने पर उसकी निवृत्ति भी आवश्यक है। जहाँ पर वह नहीं है, वहाँ अभाव की निवृत्ति के लिए कर्म भी नहीं है। वह संसार की अतीत अवस्था है। वह संशयहीन परम स्थिति है—वही स्वभाव या स्वरूप में स्थिति है। यहाँ का द्वन्द्व कोलाहल वहाँ पहुँच नहीं सकता है, वह नित्य निरञ्जन अवस्था है। इसलिए मैं

कहती हैं, "एकदम धोया पोछा—'नहीं भी' नहीं है।" प्रपञ्च-निवृत्ति निवृत्ति मात्र है प्रपञ्चमिथ्या मिथ्या मात्र है। किन्तु जहाँ पर निवृत्ति भी निवृत्ति हो जाती है एवं मिथ्या भी मिथ्या हो जाता है, वहाँ कुछ कथनीय रहता ही नहीं—उसीका नाम 'धोई पोछी' अवस्था है, वहाँ 'नहीं' भी रहता नहीं, नहीं नहीं हो जाता है। पहले negation, उसके अनन्तर negation का negation, मनुष्यों की भाषा में इससे अधिक स्पष्टरूप से चरम तत्त्व का वर्णन नहीं हो सकता। अतएव शिखिध्वज ने जो चूड़ाला के उपदेश से ज्ञान होने के अनन्तर राज पाट किया था यह कहा जाता है वह सांसारिक दृष्टि से है, स्वरूप दृष्टि में तो इस तरह की बात उठ ही नहीं सकती।

## ३—धारा, धरा और अधरा—

माँ कहती हैं—"धारा ( मार्ग ) के रहने पर ही धरा ( गम्य स्थान ) है, और धरा ( गम्य स्थान के रहने पर ही अधरा ( उसके अतीत अगम्य स्थान ) भी है।' यदि धरा प्राप्त करना हो तो किसी न किसी पद्धति या उपाय का अवलम्बन करना होगा।

यद्यपि अनुपाय मार्ग का भी शास्त्रों में वर्णन आया है, यह सत्य है, तथापि यह स्मरण रखना होगा कि इस जगह भी अनुपाय का भी उपाय के रूप में अवलम्बन हुआ है। अनुपाय शब्द से 'उपाय का अभाव' यह अर्थ प्रतीत नहीं होता। 'अत्यन्त क्षुद्र उपाय' यही अनुपाय शब्द का तात्पर्य है। इसी कारण अनुपाय का भी उपाय के रूप में प्रतिपादन किया गया है। पद्धति अथवा मार्ग का अनुसरण कर चलते रहने पर कभी न कभी उनकी ( भगवान् की ) कृपा का उदय होता है। उस समय वे सहसा अपने को धरा देते हैं। धारा ( पद्धति ) का अनुसरण कर कितने समय तक एवं किस प्रकार चलना होगा, यह बतलाना कठिन है, क्योंकि सबके अधिकार एक से नहीं होते हैं। फिर भी यह सच है कि यदि गम्य स्थान पर पहुँचना हो तो मनुष्य के दृष्टि कोण से धारा ( पद्धति ) का अवलम्बन अवश्य करना चाहिये। हाँ, उनकी अहेतुकी कृपा के कारण धारा (पद्धति या मार्ग) का अवलम्बन न करने पर भी धारा-अवलम्बन करने के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती हो, ऐसी बात नहीं है। किन्तु यहाँ पर उसकी आलोचना की आवश्यकता नहीं है। जीव का कर्तव्य है, किसी न किसी मार्ग का अवलम्बन कर उनको ( भगवान् को ) लक्ष्य में रख कर चलना। लक्ष्य-भ्रष्ट न हो, यही उसका प्रथम ध्येय विषय है। लक्ष्य स्थिर रहने पर धरा ( गम्य स्थान प्राप्ति ) अवश्यम्भावी है। वस्तुतः 'धरा' ना की पृथक् कोई वस्तु नहीं है—एकमात्र अधरा ही सर्वातीत भाव से विराजमान रहते हैं। किन्तु जब साधक धारा का अवलम्बन कर चलता है उस समय वह विश्वातीत अधरा ही कृपा परवश होकर उतर आते हैं एवं दुर्बल साधक के हाथ अपने को पकड़ा देते हैं। साधक जब कोई प्रश्न करता है तब किसी न किसी धारा का अवलम्बन करके ही करता है। क्योंकि हरएक मनुष्य का अपना एक दृष्टिकोण रहता है। जहाँ से जो प्रश्न करता है वहीं से उसके प्रश्न का समाधान होता है। इसी कारण जगत् में विविध मतों का उदय हुआ है—"नासौ मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्।" वास्तव में किसी को गलत नहीं कहा जा सकता। क्योंकि प्रत्येक मत किसी न किसी धारा से उत्पन्न हुआ है। इसलिए सभी धाराएँ अपेक्षाकृत सत्य हैं। एक धारा जिस प्रकार सत्य है, दूसरी धारा भी ठीक उसी प्रकार सत्य है, एवं साथ ही साथ यह भी सत्य है कि सब धरा के मूल में वही एक अधरा निहित हैं। वास्तव में अधरा ही अपने को धरा देते हैं,—धरा होकर—इष्ट होकर विभिन्न साधकों के निकट विभिन्न भावों में

प्रकाशित होते हैं। धरा और अधरा एक महासत्ता की दो दिशाएँ हैं। एक दिशा में परिधि का घेरा है, भाव की सीमा रेखा है और वर्ण की सजावट है। दूसरी दिशा में परिधि नहीं है, इसलिए वह नित्य मुक्त है, भावातीत है, इसलिए असीम है; वर्ण नहीं है, इसलिए सदा स्वच्छ है। ये दोनों परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने पर भी दोनों ही एक (अभिन्न) हैं। फिर ऐसी स्थिति भी है, माँ कहती हैं, "जहाँ पर धरा और अधरा का प्रश्न नहीं है, एकमात्र 'वही", अर्थात् जहाँ धारा है धरा है, इसीलिए साथ ही साथ अथ च असंगरूप अधरा भी है; एवं जहाँ धारा का प्रश्न नहीं है वहाँ कहाँ है? अधरा भी कहाँ है? और वह प्रश्न ही कहाँ कुछ भी नहीं है अथ च सभी कुछ है। रहने न रहने विरोध जहाँ पर नहीं है वही 'तत्' है वही 'वही' वहाँ मत मतान्तर के लिए अवकाश नहीं है।

# अमरवाणी

## (छः)

*प्रश्न*—एकांश ध्यान से सर्वांश ध्यान कैसे होगा? ध्यान तो केवल एकांश में ही हो सकता है। कहा जाता है कि ध्यान से मन क्रमशः वृहत्तर वस्तु को धारण करता है, बाद में जब अधिक धारण करना मन की शक्ति के बाहर हो जाता है तब मन का अपने आप ही लय हो जाता है। तब फिर ध्यान नहीं रहता है, तब वह ज्ञान है। ऐसा किसी किसी का मत है। किस प्रकार मन का यह सर्वव्यापित्व हो सकता है इसे समझने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ।

*माँ*—**जब चित्त अपने आप ही ध्यान के उन्मुख होता है तब ध्यान होता है। ध्यान तो होना चाहिये। अच्छा, मन का जो लय हो जाता है कहते हो, मन उत्पन्न कहाँ से होता है?**

*प्रश्नकर्ता*—आत्मा से। श्रुति में कहा है, छाया के तुल्य आत्मा से उत्पन्न हुआ है।

*माँ*—**जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ नष्ट भी— यह कैसी बात है? तब तो पुनः उत्पन्न होगा? यह जो कहते हो कि मन सर्वव्या है, यह बात मैं समझ नहीं सक रहा हूँ समझने की वस्तु ही नहीं है, इसीलिए सम नहीं सक रहे हो। वह समझने योग्य है, वस्तु भी नहीं है। संसार के विषय भो का अनुभव करते हो, और जब इस ध्यान क्षणिक एक सुख या आनन्द का अनु करते हो, वह भी तो अनुभव ही किन्तु पूर्वोक्त अनुभव से उसमें अन्तर है।**

**यह जो तुमने कहा—समाधि से उतर कहना, यहाँ उतरना चढ़ना रहता है, यदि**

रहता तो कहते क्यों ? फिर जहाँ उतरने चढ़ने का प्रश्न नहीं है, ऐसी भी तो एक स्थिति है। यदि कहो कि समाधि में मन रहता है, यदि न रहे तो व्युत्थान दशा में समाधि के अनुभवों को, थोड़े बहुत जितने भी हों, साधक कह सकता है, कहेगा कैसे ? वह चाहे जो भी मन हो, जैसे शुद्ध मन। मैं तुम्हारी जगह से ही कह रही हूँ। अनुभव तो रास्ते की बात है। यद्यपि पूर्वोक्त दो प्रकार के अनुभवों में तारतम्य है, फिर भी मन के विभिन्न स्थानों की बात ही तो है। समाधि भी तो कहते हो। अच्छा एक ऐसे दूसरे स्थान की भी बात है जहाँ उतरने चढ़ने का प्रश्न ही नहीं है। इसी कारण उस स्थान पर शरीर का भी प्रश्न नहीं है। शरीर, कर्म और प्रश्न का उत्थापन यदि हो तो वह स्थिति नहीं है। मन का जो लय होता है कहते हो, तब लय कहाँ होता है ?

**प्रश्नकर्ता**—आत्मा में ही लय होता है।

**माँ**—जैसे नमक का गल कर लय होता है वैसे ही मन का आत्मा में लय होता है यही न। कहते हैं किसी दृष्टि में ऐसा भी तो है। जहाँ पर लय की बात है, वैसे यदि कोई सिद्ध योगी हों तो वे अलग कर, निकाल कर ला सकते हैं।

**प्रश्नकर्ता**—आत्यन्तिक नाश की बात हो रही है।

**माँ**—क्या नाश लय है ? ना—स, अर्थात् वह नहीं, जहाँ स्व नहीं उसी को तो नाश कहते हो ? जहाँ पर नाश का नाश हो जाता है। मनोनाश को क्या लय कहते हो ?

---

# व्याख्या

## १—ध्यान करना और ध्यान होना—

मां कहती है; "चित्त के अपने आप ध्यानोन्मुख होने पर, ध्यान होता है; ध्यान तो होना चाहिये।" इसी से ज्ञात हो सकता है कि स्वाभाविक रूप से ध्यानस्थ होने की एक अवस्था है उक्त अवस्था का उन्मेष होने पर प्रयत्नपूर्वक ध्यान नहीं करना पड़ता है; चित्त अपने आप ही ध्यान में मग्न हो जाता है। उस अवस्था का मां ने 'ध्यान पाना' नाम दिया है। मनुष्य को जिस समय नींद आती है उस समय जैसे प्रयत्न-पूर्वक सब इन्द्रियों को उनके विषयों से लौटाना नहीं पड़ता है, वे सब स्वभावतः ही अपने आप अन्तर्मुख हो जाती है, वैसे ही अपने आप ध्यान होने की एक अवस्था है। नींद न आने पर भी प्रयत्नपूर्वक नींद नहीं बुलाई जाती है ऐसी बात नहीं है, पर उसमें समय लगता है और वह

कष्टसाध्य है । नींद आने के लिए चेष्टा करने का अभ्यास करते करते चेष्टा के बिना ही नींद आ जाती है । ध्यान के सम्बन्ध में भी ठीक ऐसा ही समझना चाहिये । चित्त के स्वतः ध्यान के उन्मुख होने की यदि अवस्था न हो तो यथार्थ ध्यान नहीं होता, यह सत्य है, किन्तु पहले से ही यह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए अस्वाभाविक होने पर भी कृत्रिम उपाय से ध्यान के लिए चेष्टा करनी पड़ती है ।

योगसूत्र के रचयिता भगवान् पतञ्जलि ने साधारणतः समाधियोग और क्रियायोग के भेद से योग का दो श्रेणियों में विभाग किया है । जिस साधक का चित्त व्युत्थित अर्थात् बहिर्मुख हो उसे क्रियायोग करना चाहिये । किन्तु जिसका चित्त अन्तर्मुख अथवा समाधि की ओर झुकाव रखने वाला हो, केवल उसी के लिए समाधियोग उपयुक्त है । पतञ्जलि ने क्रियायोग के रूप में तपस्या, स्वाध्याय अर्थात् जप और सद्ग्रन्थ-पाठ तथा ईश्वरप्रणिधान अर्थात् भजन, इन तीनों का उल्लेख किया है । इन तीनों का चाहे समान रूप से चाहे गौणमुख्य रूप से अनुष्ठान होने पर क्रियायोग सिद्ध होता है । चित्त की प्रकृति के अनुसार किसी की साधना में तपस्या मुख्य रहती है किन्तु अन्य दो साधन के अङ्ग भी गौण रूप से उसमें रहते हैं । किसी की साधना में स्वाध्याय की प्रधानता रहती है अथवा भजन की प्रधानता रहती है । परन्तु उसमें भी गौणरूप से अन्य दो अङ्गों का सन्निवेश रहता है । मगर किसी विशेष व्यक्ति द्वारा तीनों ही अङ्गों का समभाव से भी अनुष्ठान हो सकता है । दीर्घ काल तक यथाविधि अपने अपने गुरु द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रि से क्रियायोग के मार्ग में अग्रसर हो सकने उसके प्रभाव से चित्त क्रमशः व्युत्थित भाव बहिर्मुखता का त्याग कर शान्तभाव धारण करता एवं अन्तर्मुख होता जाता है । उस समय समाधियोग का अभ्यास कर सकता है । समाधियो के अभ्यास में ध्यान की प्रधानता रहती है । चि जब तक चञ्चल रहता है तब तक अन्तर्मुखता नहीं आ सकती । इसलिए वास्तविक ध्यान मार्ग में अग्रसर होना संभव नहीं । किन्तु फि भी साधक को ध्यान की योग्यता प्राप्त करने लिए किसी न किसी प्रकार की क्रिया का अवलम्ब कर साधन पथ पर आगे बढ़ना चाहिये । वह योग है, साक्षात्-रूप से योग न होने पर भी परम्परारूप से योग है ।

क्रियायोग से चित्त एक ओर चञ्चलता परित्याग करता है और अन्तर्मुख होता है, जिससे अनायास प्रज्ञा अथवा ज्ञान का उदय हो सक है । किन्तु क्रियायोग का मुख्य फल है चित्त स्थित अज्ञान आदि सब क्लेशों को तनु ( सूक्ष्म ) करना । साधक के चित्त में अनन्त क्लेश संस्कार-रूप में सञ्चित रहते हैं । क्लेशों के अनन्त हो पर भी समझने तथा समझाने की सुविधा के लि वे प्रधानतः पाँच श्रेणियों में विभक्त किये जाते हैं उनके नाम हैं—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश । अज्ञानमूलक सभी संस्कार किसी किसी रूप से इन पाँच क्लेशों के अन्तर्भूत हैं ये सब क्लेश कभी कभी अभिव्यक्त अवस्था वृत्तिरूप से कार्य करते हैं, कभी कभी अव्य अवस्था में संस्काररूप से रहते हैं । अव्यक्त क्ले

को हम लोग सहसा क्लेश के रूप में पहिचान नहीं पाते। किन्तु जब तक वे साधनाओं के प्रभाव से क्षीण नहीं होते तब तक उनका बल और अस्तित्व पूर्णरूप से ही विद्यमान रहता है। इसलिए अव्यक्त क्लेश सुप्त अथवा विच्छिन्न माने जा सकते हैं, अथवा साधनों के प्रभाव से क्षीण हो जाने के कारण तनु ( सूक्ष्म ) भी कहे जा सकते हैं।

पूर्व में जो क्रियायोग का वर्णन किया गया है उसका समुचितरूप से अनुष्ठान होने पर क्लेश या संस्कार सब तनु (सूक्ष्म) अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् उनकी विक्षेप शक्ति अथवा आवरण शक्ति निर्बल होकर मन्द पड़ जाती है। क्रियायोग के अलावा और किसी भी उपाय से क्लेशों का क्षय होना सम्भव नहीं है। अन्य चाहे जिस किसी उपाय का अवलम्बन किया जाय उससे क्लेशों को दबा कर रक्खा जा सकता है जिसके कारण क्लेश उन्मुख होकर तत्काल अपना काम न कर सकें। किन्तु क्लेशों का अस्तित्व और गुरुत्व पहले की तरह ज्यों का त्यों ही रहता है। किसी प्रकार की उत्तेजना या उद्दीपक कारण के उपस्थित होते ही वे सब सुप्त क्लेश प्रबल वेग से दुर्दान्त रूप धारण करते हैं एवं मनुष्य को बहुधा गलती करने के लिए बाध्य करते हैं। ये सब सुप्त क्लेश अत्यन्त भीषण हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व दिखाई नहीं देता एवं उनमें तीव्रता और विरोधी भाव प्रबल रहता है। क्रियायोग में ऐसी शक्ति है, कि वह उनके बल को क्षीण कर सकता है। इनका प्रताप तब मन्दा पड़ जाता है फिर भी निश्शेष नष्ट नहीं होता। क्योंकि क्रिया के प्रभाव से संस्कार नष्ट नहीं होते। संस्कारों के नाश का एकमात्र उपाय ज्ञानरूप अग्नि है। पर क्रिय ज्ञान की उद्बोधक होने के कारण परम्परा से उसका कारण है यह सत्य है।

क्रियायोग चाहे जिस किसी प्रकार का क्यों न हो, उसके द्वारा चित्त क्रमशः ध्यानोन्मुख होता है। जिसका मन पहले से ही अन्तर्मुख रहा उसके लिए क्रियायोग की उतनी आवश्यकता नहीं है यह सही है, किन्तु जो पहले पहल साधन मार्ग में पदार्पण करते हैं उनके लिए, जिस किसी धारा का अवलम्बन करके ही क्यों न हो, क्रियायोग अवश्य ही ग्रहणीय है। चित्त में ध्यान के लिए उन्मुखता जाग्रत् होने पर चित्त बिना प्रयत्न के ही ध्यानस्थ हो जाता है एवं क्रमशः ध्यान की गहरी तह में मग्न होने में समर्थ होता है। चञ्चल चित्त से प्रयत्नपूर्वक ध्यान करने की कोशिश की जाय तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए माँ ने कहा है, "चित्त के अपने आप ध्यानोन्मुख होने पर ध्यान होता है।" वही वास्तविक ध्यान है, वही होना आवश्यक है। प्रथम अभ्यासी के लिए कृत्रिम ध्यान भी सराहनीय है। पर वह प्राथमिक अवस्था है। क्रमशः वह कृत्रिम ध्यान स्वाभाविक ध्यान में परिणत हो जाता है।

इस प्रसंग में किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि कृत्रिम ध्यान तथा स्वाभाविक ध्यान में क्या अन्तर है? दोनों की प्रक्रिया तथा लक्ष्य में कोई भेद है क्या? इन प्रश्नों का समाधान करने के पहले संक्षिप्त रूप से ध्यान के तत्त्व पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।

अति प्राचीन काल में जब कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ था उस

समय वैदिक धर्म के अनुयायी ऋषियों की तरह बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध योगियों का आविर्भाव हुआ था। अन्यान्य साधनों की अपेक्षा वे ध्यान की साधना में अधिक मनोयोग देते थे। क्योंकि ध्यान के सब गूढ़ रहस्यों की चित्त के विश्लेषण के साथ उन्होंने जैसी विशद व्याख्या की है वैसी अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देती। इस प्रसङ्ग में हम अति प्राचीन योगि-सम्प्रदाय के मत की आलोचना पूर्वक ध्यान तत्त्व के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं।

साधन-मार्ग में तीन मूल तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं—प्रथम शील, द्वितीय समाधि एवं तृतीय प्रज्ञा। प्रज्ञा अथवा निर्मल ज्ञान की प्राप्ति ही साधक जीवन का लक्ष्य है। किन्तु जब तक चित्त समाहित न हो और संस्कारविहीन न हो तब तक चित्त प्रज्ञारूप विशुद्ध ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। पक्षान्तर में यह भी सत्य है कि जब तक चित्त शील और संयम के अनुशीलन के प्रभाव से भली भाँति परिशोधित नहीं होगा तब तक वह शान्त भी नहीं होगा और समाहित भी नहीं होगा। इसीलिए आचार्यों ने पञ्च शील अथवा दश शीलों की व्यवस्था की है। योगियों के यम, नियम आदि इन्हीं के अन्तर्गत हैं। वर्तमान समय में समाज में जो असंयत और उच्छृङ्खल जीवन की धारा बह चली है उससे संयम का आदर्श दूर से भी दूर होकर प्रायः अस्तंगत हो पड़ा है। संयमव्रत के द्वारा हो चाहे प्रकारान्तर से ही हो जीवन को कतिपय नियमों के द्वारा नियन्त्रित रखना चाहिये। जब तक बन्धन स्वीकार नहीं किया जायगा तब तक बन्धन से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। एकान्त में निवास, गुरु द्वारा उपदिष्ट प्रक्रिया के अनुसार विविध प्रकार के संयमों का अनुष्ठान तथा उत्कण्ठा, भय, प्रलोभन आदि भावों से रहित होकर निष्ठा के साथ अविच्छिन्न रूव से दीर्घ काल तक किसी एक साधना का यथाविधि अभ्यास करना अत्यन्त आवश्यक है।

इस अभ्यास में दृष्टान्त के रूप में हम दृष्टि अभ्यास को लेते हैं। क्योंकि दृष्टि के स्थिर होने पर सब इन्द्रियों की वृत्तियाँ स्थिर हो जाती हैं एवं मन में भी स्थिरता प्राप्त होती है। आचार्य दृष्टि को स्थिर करने के लिए अभ्यासी साधकों के लिए किसी एक अवलम्बन को ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। दृष्टि के सन्मुख उस अवलम्बन को स्थिररूप से रखकर दृष्टि की स्थिरता का अभ्यास करना आवश्यक है। उक्त अवलम्बन कोई भी वस्तु हो सकती है। क्योंकि 'यथाभिमतध्यानाद् वा' यह योगशास्त्र का सिद्धान्त है। फिर भी व्यक्ति विशेष के अधिकार तथा योग्यता के तारतम्य वश विभिन्न साधकों के लिए उक्त अवलम्बन का तारतम्य रहता है। स्थिर दृष्टि से उस अवलम्बन को देखने के लिये चेष्टा करनी पड़ती है। जो लोग त्राटक का अभ्यास करते हैं, उनकी साधना भी एक प्रकार से इसी के अन्तर्गत है। दृष्टि के पलक गिरते समय चित्त में उस अवलम्बन की अनुरूप छाया को यथार्थ रूप से देखने का अभ्यास करना चाहिये। इस तरह पुनः पुनः अभ्यास करते करते ऐसी एक अवस्था का उदय होता है जिस समय आँखें बन्द करके भी अन्तर्दृष्टि से वह अवलम्बन ठीक चाक्षुष प्रत्यक्ष के समान ही दिखाई

देता है । योगी लोग उस अवलम्बन को 'निमित्त' कहते हैं । जिस समय प्रारम्भिक अवस्था में बाह्य अवलम्बन का दर्शन कर भीतर उसके अनुरूप छाया के चिन्तन का प्रयत्न किया जाता है उस समय इस अवलम्बन का 'परिकर्म निमित्त' नाम पड़ता है । साधारणतः हर एक साधक उससे परिचित हैं । किन्तु जिस समय नेत्र बन्द करके भी पहले की तरह वह अवलम्बन चित्त में विद्यमान दिखाई देता है उस समय उसका पारिभाषिक नाम पड़ता है 'उद्ग्रह निमित्त' । जिस अवस्था में उद्ग्रह निमित्त का आविर्भाव होता है उस अवस्था में बाहरी अवलम्बन की फिर आवश्यकता नहीं रहती है। फोटोग्राफिक कैमरे के द्वारा कोई चित्र लेने पर वह जैसे फोटोग्राफिक प्लेट पर स्थायी रूप से अङ्कित हो जाता है किन्तु साधारण दर्पण में प्रतिबिम्बित चित्र वैसा नहीं होता है, वैसे ही परिकर्म निमित्त और उद्ग्रह निमित्त का अन्तर समझना चाहिये । अर्थात् परिकर्म निमित्त अस्थायी अङ्कन है एवं उद्ग्रह निमित्त स्थायी अङ्कन है । उद्ग्रह निमित्त की प्राप्ति होने के अनन्तर वास्तविक ध्यान का कार्य आरम्भ हुआ यह कथन सगत होता है । किन्तु वह निम्न स्तर का ध्यान है, इसमें सन्देह नहीं है । उद्ग्रह निमित्त ही धारणा है, क्योंकि उस अवस्था में ही चित्र चित्त में ठहरता है, चला नहीं जाता ।

तदनन्तर सुदीर्घ काल तक उद्ग्रह निमित्त रूप अवलम्बन को अन्तर्दृष्टि द्वारा लक्ष्य में रखने पर ऐसा एक समय आता है जिस समय वह हट जाता है । उस समय एक अभूतपूर्व ज्योतिर्मय प्रकाश का आविर्भाव होता है । उसका पारिभाषिक नाम 'प्रतिभाग निमित्त' है । मनोमय क्षेत्र में उस अन्तर्निहित ज्योति के उदय के साथ साथ विज्ञान का पथ प्रशस्त हो जाता है । जो सब दोष और विघ्न चित्त में रह कर चित्त के एकाग्र होने में बाधा डालते हैं, वे सब दोष और विघ्न उक्त प्रकाश के आविर्भाव के साथ ही साथ निर्बल हो जाते हैं । वे सबके सब उसी समय नष्ट नहीं होते किन्तु उनकी उत्थान शक्ति नष्ट हो जाती है । योगियों ने उन सब विघ्न बाधाओं को समझने की सुविधा के लिए पाँच श्रेणियों में विभक्त किया है ।

उक्त प्रकाश का उदय होने के अनन्तर वास्तविक ध्यान की अपेक्षाकृत उच्च अवस्था का उदय होता है । उसका नाम 'उपचार ध्यान' है । वह भी ध्यान की पूर्णावस्था नहीं है । क्योंकि ध्यान की पूर्णावस्था होने पर एकाग्रता का आविर्भाव अवश्यम्भावी है एवं क्षणभर के लिए भी यदि एकाग्रता की प्राप्ति हो जाय तो ऐसी स्थिति में अनन्त काल के लिए चित्त का रूपान्तर हो जता है। अर्थात् लौकिक चित्त दिव्य चित्त में परिवर्तित हो जाता है। चित्त के जिन नैसर्गिक विघ्नों की चर्चा की गई है, उनका यहाँ पर विस्तारपूर्वक उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है । फिर भी यह सत्य है कि ध्यान के प्रत्येक अङ्ग के परिपूर्ण होने के साथ ही साथ उसके विरोधी सब अन्तराय हट जाते हैं। चित्त की पञ्चम अवस्था में एकाग्रता सिद्ध होती है। किन्तु उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वितर्क, विचार, प्रीति और सुख—इन चार अवस्थाओं को क्रमशः प्राप्त कर धीरे धीरे उनका परिहार कर आगे बढ़ना चाहिये । सुख के परिहार के साथ सुख दुःख के अतीत साम्यभावमय उपेक्षा का उदय

होता है। तभी चित्त की यथार्थ एकाग्रता होती है। चित्त में एकाग्रता के जागने पर चित्त की चञ्चलता चली जाती है, कामना, वासना आदि चित्त पर फिर आक्रमण नहीं करते हैं एवं अखण्ड चित्त एकाग्र अवस्था में आलम्बन अथवा निमित्त को पूर्णरूप से आत्मसमर्पण करता है। उस समय ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं रहता है। उसी का नाम अर्पणा है, उसीको समाधि कहते हैं। उक्त अवस्था का अतिक्रमण न कर सकने पर विशुद्ध ज्ञान के प्रकाश का उदित होना असम्भव है।

ऊपर लिखे गये विवरण से यह जाना जा सकता है कि ध्यान करना और ध्यान होना—इनमें क्या अन्तर है। परिकर्म निमित्त का अवलम्बन करके जो ध्यान किया जाता है वह वास्तव में ध्यान ही नहीं है फिर भी उसे ध्यान कहा जाता है। वह ध्यान करने की अवस्था है। उद्ग्रह रूप निमित्त के अवलम्बन से जो ध्यान होता है वह इसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। किन्तु यह भी ध्यान करना है, स्वाभाविक ध्यान नहीं है। क्योंकि जब तक प्रतिभाग निमित्त का उदय नहीं होता तब तक स्वभाव का विकास नहीं होता है, आवरण नहीं हटता है एवं प्रकाश का उन्मेष नहीं होता है। अतएव प्रतिभाग निमित्त का अवलम्बन करके जो ध्यान होता है, जिसका नामान्तर उपचार ध्यान है, वही वास्तविक ध्यान है, पर वह निम्न स्तर का ध्यान है। वह वास्तविक ध्यान के अन्तर्गत होने पर भी आभासरूप है। उक्त अवस्था में ध्यान के साथ ज्ञान का उन्मेष होता है। एवं थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे चित्त के मल और विक्षेप का नाश होता है। 'उपचार' ध्यान के बाद 'अर्पणा' का उदय होता है, वही यथार्थ ध्यान है। वह स्वभा का खेल है। उसमें कृत्रिमता भी नहीं रहती है। उस अवस्था में चित्त पूर्णरूप से बदल जाता है। उसके प्राप्त होने पर फिर पूर्व अवस्था की प्राप्ति अर्थात् वास्तव में पतन नहीं हो सकता।

## २—ध्यान और मन का लय

कुछ लोगों का मत है कि ध्यान करते करते मन का लय हो जाता है। क्रमशः ध्यान का अभ्यास बढ़ने एवं शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने पर एक ऐसी अवस्था का उदय होता है जिसमें चित्त अवलम्बन का त्याग कर निरालम्ब अवस्था को प्राप्त होता है। चित्त की वृत्ति और संस्कार ये दो ही अवस्थाएँ हैं। जब चित्त ज्ञेय विषय के सम्पर्क में परिणत अवस्था को प्राप्त होता है उस समय वह विषयों से रँग जाता है तथा तदाकाराकारित हो जाता है। वह रँग जाना साधारणतः प्रारम्भिक अवस्था में इन्द्रियप्रणाली द्वारा ही होता है। किन्तु परिणत अवस्था में इन्द्रियों का सहकार उत्प आवश्यक नहीं है। वायु के हिलोरों से जैसे शान्त समुद्र विक्षुब्ध होकर तरङ्गों के रूप में परिण होता है ठीक वैसे ही विषय-सम्पर्क से चित्त भी परिणाम को प्राप्त होकर विषयाकार धारण करता है। उसी का नाम चित्तवृत्ति है। किन्तु चित्त सदा वृत्ति-अवस्था में स्थित नहीं रहता है। वृत्ति की निवृत्ति होने पर वह संस्कार रूप से अथवा वासना के रूप से चित्तक्षेत्र में बीज का आकार धारण करके रहता है। वस्तुतः उस समय वृत्तिरहि

चित्त संस्कार रूप से ही रहता है। उद्दीपक कारण की प्रेरणा से वे सब संस्कार फिर जाग्रत् होकर वृत्ति का रूप धारण करते हैं। वृत्ति और संस्कार का चक्र इस प्रकार निरन्तर चलता रहता है। चित्त चाहे किसी अवस्था में क्यों रहे वह पूर्णतः स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि वह परिणामशील होने के कारण सदैव चञ्चल रहता है। यहाँ तक की संस्कार-अवस्था में भी चित्त का वह सूक्ष्मस्पन्दन निवृत्त नहीं होता है। एकमात्र आत्मस्वरूप में स्पन्दन नहीं रहता—वह संस्कारातीत अवस्था है। ध्यानावस्था में चित्त क्रमशः सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर अवलम्बन का आश्रयण कर निवृत्ति की ओर अग्रसर होता है। जैसे स्थूल अवलम्बन के प्रभाव से चित्त स्थूल आकार में प्रकाशित होता है वैसे ही सूक्ष्म अवलम्बन के प्रभाव से चित्त सूक्ष्म अवस्था धारण करता है। ये दोनों स्थूल और सूक्ष्म अवलम्बन ध्यान के विषयीभूत ग्राह्य वस्तु के सिवा और कुछ नहीं हैं।

वितर्कानुगत समाधि में अवयवी रूप स्थूल अवलम्बन विद्यमान रहता है। किन्तु उसके अनन्तर सूक्ष्म अवलम्बन का ग्रहण करने पर परमाणु से लेकर सूक्ष्मतर सभी तत्त्व प्रकाशित होते हैं। उस समय प्रकृति के अन्दर की सूक्ष्म ग्राह्य सत्ता साधक के सन्मुख प्रकट होती है। वस्तुतः वह स्थूल और सूक्ष्म सत्ता समाहित योगियों के चित्त का ही स्थूल और सूक्ष्म रूपमात्र है। उसके बाद करणरूपी अवलम्बन का आश्रय कर ध्यान होता है और गाढ़ होते होते वह सानन्द समाधि में पर्यवसित हो जाता है। उस अवस्था में चित्त स्थूल और सूक्ष्म विषयों के आकार का भेदन कर स्वयं ही ज्ञान के करण रूप में प्रकट होता है।

उस समय प्रज्ञा के सन्मुख ज्ञेय रूप में पृथक् कोई सत्ता नहीं रहती है। वह करण रूप में परिणत चित्त सत्त्व में विलीन हो जाता है। उसके बाद भी चित्त अपने स्वरूप में अर्थात् ज्ञाता के रूप में विश्राम लेता है। यही सम्प्रज्ञात समाधि में उच्चतम अवस्था है। उस अवस्था में एकमात्र "मैं हूँ" इस प्रकार से प्रकाशमान सत्ता का केवल बोध होता है। उस समय बाहर में ग्राह्य कुछ भी नहीं रहता एवं करणरूपी ग्रहण भी नहीं रहता है। दोनों ही ग्रहीता चित्तस्वरूप में विलीन हो जाते हैं। एकमात्र चित्त ही उस समय 'अस्मि' रूप में अपने में आप ही विराजमान रहता है। वही विश्व की बीज-अवस्था है। ज्ञान आदि अनन्त विभूतियाँ उस अणुरूप अस्मिता का अवलम्बन कर ही प्रकाशित होती हैं। वह अस्मिता ही अभिव्यक्त सम्पूर्ण सृष्टि का केन्द्र अथवा बिन्दु है। चित्त में एकाग्र वृत्ति का चरम उत्कर्ष होने पर उस बिन्दु में स्थिति होती है। उसके बाद फिर चित्त के पुनः प्राप्त होने की सम्भावना नहीं रहती है। इस अस्मिता रूप ग्रन्थि का हृदयग्रन्थि के रूप में महापुरुषों ने वर्णन किया है। सांसारिक दृष्टि से यह उच्चतम अवस्था होने पर भी वास्तव में अविवेक या अज्ञान की ही अवस्था है। चित् और अचित् की अविवेकरूपा इस मूल ग्रन्थि के उच्छिन्न हुए बिना चित्त वृत्ति की अवस्था से संस्कार अवस्था में नहीं पहुँच सकता है। जिसे सर्वज्ञत्व या सर्वविषयक ज्ञान का उदय कहते हैं उसका परिचय इस अस्मिताक्षेत्र में ही प्राप्त होता है।

अस्मिता का विनाश करने वाला विवेकज्ञान सर्वज्ञत्व के भी अतीत की अवस्था है। क्योंकि उस अवस्था में चित्त क्रमशः निरोध की ओर अग्रसर होता है। विवेकज्ञान का क्रमविकास वास्तव में चित्त निवृत्ति की ही क्रमवृद्धि का इतिहासमात्र है। उसका पर्यवसान एकमात्र विवेकख्याति के अन्तिम क्षण में प्राप्त होता है, जिसके बाद इस महाख्याति का भी निरोध होने से आत्मा गुणमुक्त होकर निज स्वरूप में स्थिति को प्राप्त होता है।

पूर्वोक्त विवेचन से विदित होता है कि ध्यान अथवा समाधि की पूर्णता वश प्रज्ञा अथवा ज्ञान का उदय होता है। चित्त या मन उस समय भी विद्यमान रहता है। उसके बाद असम्प्रज्ञात समाधि की चरम अवस्था में पूर्वोक्त प्रज्ञा का भी निरोध हो जाता है, अर्थात् ज्ञान का उदय होने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर ज्ञान का भी निरोध हो जाता है। ज्ञान के निरोध के साथ चित्त का अतिक्रमण होता है और आत्मस्वरूप में स्थिति होती है। इसलिए ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से स्वरूपस्थिति यही शास्त्रोक्त स्वाभाविक क्रम है।

जिस का कुछ लोग चित्त के लय के रूप से उल्लेख करते हैं वह इसी प्रणाली के अन्तर्गत केवल एक अवान्तर स्थितिमात्र है। चित्त का लय स्वीकार करने पर व्युत्थान भी अवश्य मानना होगा। किन्तु भगवान् के परमधाम अथवा आत्मस्वरूप में स्थिति प्राप्त होने पर व्युत्थान की कोई आशङ्का नहीं रहती है, यही शास्त्र का सिद्धान्त है— 'यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।' इस दृष्टिकोण से विचार करने पर समझ में आ सकेगा कि चित्त के लय को चाह नहीं होनी चाहिये। ज्ञान के उदय से चित्त के आत्यन्तिक निरोध की ही चाह होनी चाहिये। वस्तुतः लय की अवस्था केवल दबे रहने की अवस्थामात्र है। उसमें अज्ञान और अनर्थ ज्यों के त्यों ही रह जाते हैं, किन्तु ज्ञान के उदय से चित्त जले हुए वस्त्र की सी अवस्था को प्राप्त होता है—उस समय वह रहने पर भी न रहने के समान है।

ज्ञान के सिवा अन्य किसी भी उपाय से उक्त जले हुए वस्त्र की सी अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए एक ज्ञान ही प्रार्थनीय है, जिसके प्रभाव से मन रहने पर भी न रहने के समान हो जाता है। वास्तव में मन उस समय निर्बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। केवल मन के लय को साधक अथवा योगी कोई भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि मन का लय होने पर पुनः उसका उत्थान होगा ही। भगवान् शङ्कराचार्य के परम गुरु गौडपाद मुनि ने इसीलिए विक्षेप के तुल्य लय का भी अन्तराय के रूप में उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है—

लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः।
सकषायं विजानीयात् शमप्राप्तं न चालयेत्॥

अर्थात् चित्त को लीन न होने देकर सदा उसे जगाये रखना चाहिये। उस प्रकार के चित्त को विक्षिप्त न होने देकर उसे शान्त रखना चाहिये एवं चित्त को रागद्वेष और मोह रूप दोष से दूषित न होने देकर विवेकज्ञान के द्वारा चेतन किये रखना चाहिये। उन्होंने और भी कहा है—

यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः।
अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा॥

अर्थात् जब चित्त में लय नहीं रहता है, विक्षेप नहीं रहता है, चञ्चलता नहीं रहती है एवं जब चित्त विषयाकार नहीं होता है, तब वह चित्त नित्य सिद्ध ब्रह्म-स्वरूप में प्रकाशमान होता है। इससे विदित होगा कि चित्त वास्तव में ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किन्तु जब तक उससे पूर्वोक्त सब दोष हटते नहीं हैं तब तक वह चित्त कहलाता है। चित्तलय और मनोनाश का रहस्य ऊपर लिखे हुए संक्षिप्त विवरण से कुछ कुछ समझ में आ सकेगा।

चित्त रहने पर भी न रहने के तुल्य हो सकता है एवं चित्त के न रहने पर भी चित्त के कार्य चल सकते हैं यह बात ज्ञानी और योगी जन सहज में ही समझ जायँगे। इसी कारण बौद्ध योगी कहते थे कि अर्हत् अथवा जीवन्मुक्तों का चित्त केवल क्रियाचित्तमात्र है। वह अत्यन्त दुर्लभ आध्यात्मिक सम्पत्ति है। अर्हत् अवस्था के पूर्व की अनागामी अवस्था में भी इस प्रकार के क्रिया-चित्त का उदय नहीं होता है। बुद्धगण जिस समय धर्मोपदेश देते हैं उस समय वे लोग उस क्रियाचित्त का अवलम्बन करके ही उपदेश देते हैं। क्रियाचित्त कहने से यही ज्ञात होता है कि चित्त में क्रिया है पर उस क्रिया का कुछ विपाक नहीं होता है। जब तक चित्त में भले अथवा बुरे संस्कार विद्यमान रहते हैं तब तक क्रिया से विपाक पैदा होता है। अर्थात् कर्मबीज अङ्कुरित होकर क्रमशः अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं। साधारणतः चित्त में सुप्त तृष्णा या अनुशय सूक्ष्मरूप से रहता है। उसी से भविष्य में अनुरूप फल का विपाक पैदा होता है। किन्तु जब राग, द्वेष और मोह के हटने के साथ साथ चित्त से अनुशय नष्ट हो जाता है तब उस चित्त में क्रिया के रहने पर भी उससे शुभ अथवा अशुभ फल उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार का चित्त चित्त होकर भी अचित्त है। उसी को दार्शनिक भाषा में क्रियाचित्त कहा जाता है। मनोनाश का वास्तविक तत्त्व क्या है यह इससे कुछ कुछ समझ में आ जायगा।

# जन्मोत्सव

### योगी भाई

यह बात निर्विवाद है कि महापुरुषों का अवतरण इस संसार में केवल लोककल्याणार्थ ही होता है । उनका सारा जीवन अद्भुत लीलाओं से परिपूर्ण होता है । उनका हर एक कार्य निःस्वार्थ, शिक्षाप्रद तथा लोक-कल्याण के हेतु ही होता है । श्री श्री १००८ परमपूज्य माँ आनन्दमयी का जीवनचरित्र भी ऐसी ही घटनाओं से परिपूर्ण है। इसी ब्रह्मस्वरूपिणी पराशक्तिस्वरूपा माँ का ५९ वाँ जन्मोत्सव इस वर्ष बड़े समारोह के साथ अल्मोड़ा पाताल देवी में मनाया गया है। माँ का जन्मोत्सव अल्मोड़ा में मनाया जायगा इसका कोई निश्चय न था । माँ तो अल्मोड़ा केवल भाईजी की समाधि पर शिवलिंग की स्थापना करने के लिए पधारी थीं और कुछ ही दिनों के बाद माँ के वापिस आने की बात थी।

अल्मोड़ा एक बड़ा ही रमणीय स्थान है। वहाँ का जलवायु और दृश्य बहुत ही सुन्दर है। पाताल देवी एक प्राचीन देवी का स्थान है। वहीं पर माँ का भव्य आश्रम बना हुआ है । आश्रम में ही बालकों के लिए एक विद्यापीठ स्थापित है, जो बच्चों को प्राचीन पद्धति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता हुआ आधुनिक शिक्षा दे रहा है। जिस समय विद्यापीठ के ब्रह्मचारियों तथा आचार्यों को माँ के दर्शन प्राप्त हुए उस समय उनका मन प्रेम तथा हर्ष से परिपूर्ण हो गया ।

माँ का जन्मोत्सव माँ के आश्रित जनों के लिए एक बड़े ही हर्ष, उत्साह तथा मंगल का समय होता है । जो भी प्रारब्ध वश उस अवसर पर पहुँच सकता है वह अपनेको महासौभाग्यशाली मानता है । माँ १४ अप्रैल को यहाँ पधारीं और १६ अप्रैल को माँ के परम भक्त भाईजी की समाधि पर शिवलिंग की स्थापना हुई । इस शिव-लिंग का नाम योगेश्वर (शिवलिंग) महादेव रखा गया । यह बड़ा ही सुन्दर तथा आकर्षक शिवलिंग है। प्रतिष्ठा होने के अनन्तर इसकी कान्ति बड़ी ही रमणीय हो गई, यह स्पष्टरूप से सबने देखा । इस शुभ अवसर पर श्री १०८ स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज भी अल्मोड़े में ही थे। वे माँ के पहुँचने से पहिले ही इस प्रान्त में आ गये थे और आश्रम में ही निवास कर रहे थे। इस शुभ शिव-स्थापना के बाद ही दीदीजी ने निश्चय किया कि माँ का जन्मोत्सव यहीं होगा। दीदीजी के इस निश्चय से लोगों को बड़ा ही सन्तोष और आनन्द हुआ। इसी कारण माँ का अल्मोड़े में ठहरने का समय लम्बा हो गया । लोग तो चाहते ही थे कि माँ अल्मोड़े ज्यादा दिन ठहरें तो अच्छा हो । एक पंजाबी महिला ने तो बड़े ही नम्र और प्रेमभरे शब्दों में माँ से प्रार्थना की थी कि माँ हम तो पापी हैं ही, स्थानभ्रष्ट भी हो गये हैं । किसी तरह से अपना जीवन यहाँ बिता रहे हैं । हमारे पास दूर जाने की तो सामर्थ्य नहीं है । यदि आप ज्यादा दिन यहाँ रहें तो अच्छा है, आपके दर्शन से हमारा भी कल्याण हो जायगा । वे

पाकिस्तान से आई हुई एक परिवार की महिला के उद्गार थे। इन्हें भगवान् ने पूर्ण किया।

२ तारीख मई से माँ के जन्मोत्सव का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। इसी शुभ अवसर पर परमपूज्य श्री १०८ हरिबाबाजी महाराज भी अल्मोड़ा पधारे और श्री १०८ कृष्णानन्द अवधूतजी भी पधारे। हरिबाबाजी महाराज के आने से सत्संग में और भी आनन्द तथा प्रेम का संचार हो गया। आप बड़े ही दयालु, सरल, हरिप्रेमी तथा हरिकीर्तनप्रेमी महापुरुष हैं। आपकी नम्रता तथा सौजन्य अकथनीय हैं। जब माँ की और उनकी वार्ता होती है तो बड़ी ही मनोहर लगती है। बाबा तो कहते हैं, माँ अमुक कार्य कैसे होगा जैसी आप आज्ञा दें वैसे ही किया जाय। माँ कहती हैं, बाबा यह तो छोटी बच्ची है जैसे पिताजी आज्ञा दें तथा उचित समझें वही ठीक है। बच्ची तो पिताजी पर ही सारी बात छोड़ती है। भावार्थ यह है कि माँ पिताजी के अनुकूल ही सारा कार्य हो इस हेतु सारा कार्यक्रम पिताजी ही पर सौंप देती हैं और उधर बाबा महाराज बड़ी सरलता से फिर भी माँ की आज्ञा की इच्छा रखते हैं, अर्थात् परस्पर अभेद भाव से ही सारा कार्यक्रम चलता है।

२ तारीख मई से घटस्थापनादि के पश्चात् शतचण्डी-पाठ आरम्भ हुआ और अखण्ड जप भी भक्त लोगों ने उसी दिन से आरम्भ कर दिया। प्रातः श्रीहरिबाबाजी की कथा तथा श्री १०८ स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी का भाषण होता था। सायंकाल को फिर हरिबाबाजी की कथा तथा श्री १०८ अवधूतजी महाराज का भाषण होता था। प्रातःकाल का सत्संग ९—३० से आरम्भ होकर ११ बजे समाप्त होता था। सायंकाल का प्रोग्राम प्रायः ३—३० से आरम्भ होकर ६ बजे समाप्त होता था। रात्रि को ७—३० बजे से बाबाजी के कीर्तन से कार्य-क्रम आरम्भ होता था। ८—४५ पर सब मौन हो जाते थे। मौन के बाद कभी लीला होती थी और कभी स्वतन्त्रानन्दजी का भाषण होता था। यही कार्यक्रम २ मई से २१ मई तक चलता रहा। २१ मई की रात्रि को माँ की पूजा की गई। उस रात्रि को तो भीड़ बहुत ज्यादा थी। आस पास के ग्राम के लोग भी दर्शनार्थ पधारे थे। बहुत ही उत्तम समारोह रहा। प्रायः सारी रात्रि अधिकांश लोगों ने जागरण ही किया, माँ नाम की ध्वनि होती रही। एक दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक माँ नाम का संकीर्तन हुआ। ता० २१ की रात्रि ३ बजे माँ को मण्डप में लाया गया। मण्डप में पूजन के समय सब महात्मा लोग भी पधारे थे। श्रीहरि बाबाजी महाराज, अवधूतजी महाराज, स्वामी स्वतंत्रानन्दजी सभी पधारे थे। माँ तो मण्डप में आते ही समाधिस्थ हो गईं। उसी अवस्था में लिटा दिया गया, जब तक पूजन हुआ माँ तो वैसी ही अवस्था में लेटी रहीं। कोई वस्त्र तक नहीं हिलता था मानो प्राणजय करके माँ लेटी हों ऐसा प्रतीत होता था। यह सब कुछ मैं अपनी भाषा और समझ के अनुसार लिख रहा हूँ। माँ की ठीक अवस्था का वर्णन करना मेरे सदृश व्यक्ति के लिए असम्भव है।

माँ के विषय में श्री १०८ स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज ने २१ की रात्रि को ९ से १० बजे तक बहुत विस्तार-पूर्वक भाषण किया। उसका

उल्लेख करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि ऐसा सुन्दर, मनोहर, युक्तिपूर्ण भाषण मैंने पहिले कभी नहीं सुना था। सब लोगों ने मुक्तकण्ठ से उसकी प्रशंसा की। जन्मदिवस के दूसरे दिन श्री १०८ अवधूतजी महाराज ने भी माँ के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और रात्रि के पूजन के समय का अनुभव भी बताया। वह भी बड़ा ही मनोहर था। माँ के विषय में बहुत सी घटनायें अवधूतजी ने सुनाईं। उन सबका लिखना असम्भव है। हाँ, एक घटना, जिसका अवधूतजी महाराज ने स्वयं अनुभव किया तथा जैसी मुझे याद है, लिख देता हूँ। अवधूतजी महाराज ने कहा कि जब पूजन हो रहा था वे ध्यान में बैठ गये। उन्होंने अनुभव किया कि माँ सिंह पर बैठी हैं और अवधूतजी महाराज प्रेम से सिंह से सट कर बिलकुल अभय होकर माँ के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। एक हाथ सिंह पर भी लगा हुआ है। उसी अवस्था में कुछ प्रेमाश्रु भी उनकी आँखों से गिर पड़े। पूजन के समय मैं भी अवधूतजी महाराज के पास ही बैठा था। वे तो आँख बन्द कर ध्यान में मग्न थे। मैं उनके मुख की ओर देख रहा था। उनके मुखमण्डल पर मुझे भी कुछ विचित्र सा भाव दिख रहा था। चेहरा प्रेम-विह्वल सा प्रतीत हो रहा था। मुझे यह कहने का साहस न होता यदि महाराज स्वयं अपना अनुभव न कहते। अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो महाराजजी से क्षमा चाहता हूँ। मेरे जैसे अल्पज्ञ के लिए यथार्थ वर्णन करना सम्भव नहीं है। तारीख २२ को प्रसाद वितीर्ण किया गया और सबने प्रेम से ग्रहण किया। अल्मोड़े की सारी जनता ने, क्या ग्राम तथा क्या शहर के सभी ने बड़े प्रेम से श्रद्धा का भाव प्रदर्शित किया। पर्वतीय लोग बड़े ही श्रद्धालु और सरल होते हैं। उनकी श्रद्धा और सरलता उनके व्यवहार से स्पष्ट प्रकट हो रही थी। इस साल अल्मोड़े की जनता का बड़ा ही अच्छा प्रारब्ध है, क्योंकि उनको मातृसंग प्रायः जून के अन्त तक मिलता रहेगा।

इस प्रकार माँ का ५८ वाँ वर्ष समाप्त होकर ५९ वाँ वर्ष आरम्भ हुआ। माँ से यही हार्दिक प्रार्थना है कि वह अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने अनेक अबोध बालक तथा बालिकाओं पर अपनी कृपादृष्टि करती रहें। इस असार संसार में माँ ही एक आधार हैं। वही इस दुस्तर समुद्र से पार कर सकती हैं। इस दुःखित और पीड़ित संसार को अपने महान् शान्तिमय रूप से शान्ति प्रदान करें तथा कल्याण का मार्ग दिखलावें यही पुकार है। माँ हमारे बीच में चिरकाल तक विचरती रहें और अपने चरण कमलों से दूर न करें।

जैसा और सब आनन्द रहा वहाँ एक खेद का कारण भी बन पड़ा। वह यह कि दीदीजी, जो माँ की परम भक्त हैं और निशिदिन सेवा में तत्पर रहती हैं, इस वर्ष कमर दर्द की व्यथा से कलकत्ते में बीमार हैं। जन्मोत्सव में नहीं आ सकीं इसका दुःख सबके मन में रहा और दीदीजी के बिना कुछ सूना सूना सा मालूम होता था। दीदीजी के बिना आनन्द में कुछ त्रुटि सी प्रतीत होती रही। माँ से ही प्रार्थना है कि दीदीजी को शीघ्र नीरोग कर देवें।

जन्मोत्सव के कारण आश्रम में बिजली भी आ गई, इससे विद्यापीठ के बच्चों को बड़ा ही

आनन्द हुआ। इसकी बड़ी कमी थी, माँ की कृपा से यह भी पूर्ण हो गई। जन्मोत्सव के प्रबन्ध तथा बिजली के लाने में माँ के पुरातन परम भक्त हरिराम जोशी भाईजी ने बहुत परिश्रम किया। उनके ही परिश्रम से बिजली आने मे सुविधा हुई, अतएव वे बहुत धन्यवाद के भाजन हैं। इसी तरह और भी बहुत से स्थानीय भक्तगण, जिन्होंने उत्सव में सब प्रकार से सहयोग किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बिना इन सब लोगों के सहयोग के अल्मोड़े में सुचारुरूप से उत्सव का प्रबन्ध होना सुगम न था। अतः सब भक्त-वृन्दों को पुनः पुनः धन्यवाद है। माँ की कृपा से माँ के सब आश्रित भाई बहनों में इसी प्रकार का प्रेम तथा सद्भाव बना रहे यही प्रार्थना है और माँ के ऐसे असंख्य जन्मोत्सव देखने का हम सबको अवसर मिलता रहे।

# आदिगुरु दत्तात्रेय

## महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज

### (१)

भारतीय अद्वैत-साधना के इतिहास में अवधूतप्रवर आदिगुरु परमहंस दत्तात्रेय का नाम चिरप्रसिद्ध है। खण्डनखण्डखाद्य के रचयिता श्रीहर्ष ने स्वरचित नैषधीय-चरित काव्य में (२१/९४) उन्हें 'अद्वयमयेऽध्वनि सन्तम्'—अर्थात् अद्वैतमार्ग में स्थितिशील कह कर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया है। शिशुपालवध में कविवर माघ ने 'अविनाशिविग्रह' अथवा सिद्धदेहसम्पन्न कह कर उनका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि गुरुपरम्परा का उच्छेद होने के कारण जिस समय सब श्रुतियाँ लुप्तप्राय हो गई थीं, उस समय भगवान् ने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपनी अप्रतिहत स्मृतिशक्ति द्वारा सब लुप्त श्रुतियों का उद्धार करने के लिए, अत्रिमुनि से देवी अनुसूया के गर्भ में जन्म ग्रहण किया था❀।

क्षीणप्राय वैदिक धर्म में प्राण-शक्ति का सञ्चार करना ही भगवान् विष्णु का दत्तात्रेय के रूप में आंशिकरूप से अवतार लेने का मुख्य कारण है†।

महाभारत, हरिवंश, भागवत आदि विभिन्न पुराणों में तथा पाञ्चरात्रसंहिता आदि प्राचीन शास्त्रग्रन्थों में सर्वत्र ही उनकी महिमा उज्ज्वलरूप में वर्णित है।

भगवान् दत्तात्रेय केवल महायोगी अथवा महाज्ञानी ही नहीं थे, आत्मविद्या के उपदेशकों में वे सबके अग्रणी थे। मदालसा के पुत्र अलर्क को उन्होंने योगिचर्या, योगसिद्धि, निष्काम बुद्धि आदि के उपदेश के साथ परम योग या ब्रह्मविद्या का प्रदान किया था। कयाधु के पुत्र प्रह्लाद को उन्होंने वैराग्य और सन्तोष की महाशिक्षा देकर उनका ज्ञानमार्ग प्रशस्त किया था। ययाति के पुत्र यदु को जीवन की सब प्रकार की शिक्षाएँ श्रीदत्तगुरु से ही प्राप्त हुई थीं❀।

पुराणों की आलोचना करने से ज्ञात होता है कि हैहयवंशी राजा कार्तवीर्य गर्गमुनि के उपदेशानुसार दत्तात्रेय के आश्रम में जाकर विधिपूर्वक उनकी सेवाशुश्रू

---

❀ अनसूया कर्दम ऋषि की कन्या तथा कपिल की बहन थीं। उनके गर्भ से विष्णु के अंश से दत्त, शिव के अंश से दुर्वासा तथा ब्रह्मा के अंश से चन्द्रमा ने जन्म ग्रहण किया था।

† श्रीकृष्णयामलतन्त्र में अन्यान्य विशिष्ट अवतारों की श्रेणी के साथ दत्तात्रेय का नामोल्लेख किया है। अहिर्बुध्न्यसंहिता नामक पाञ्चरात्रतन्त्र में उनका विष्णु के ३६ विभवों में अन्यतम के रूप में वर्णन किया गया है।

❀ एकनाथकृत महाराष्ट्रीय भागवत में यदु-अवधूत-संवाद में दत्तात्रेय से यदु की दीक्षा लेने की कथा कही गई है। यह दीक्षा योगशास्त्र में स्पर्शदीक्षा के नाम से परिचित है। कहा गया है कि सद्गुरु दत्तात्रेय ने आविर्भूत होकर यदु का प्रेमपूर्वक आलिङ्गन किया। उस आलिङ्गन के साथ ही साथ क्षण भर में यदु को प्रपञ्च का विस्मरण और स्वस्वरूपज्ञान हो गया।

उन्होंने स्वयं अवधूत [illegible] कर ? क्यों?
स्थानका नाम "आत्मतिर्थ" होना। [illegible] कहाई कि "शिवं न मानामि कदंचनामि ....
यह ही सुचित करता है" कि वह आत्मोपासनाथी "शिव" माने शिवस्वरूप आत्मा की उपासना।

में निरत हुए थे। उनकी परिचर्या से प्रसन्न होकर दत्तगुरु ने उन्हें कई वरदान और धर्मोपदेश दिये। वरदानों में युद्ध के लिए हजार भुजाएँ, सम्पूर्ण पृथिवी में एकच्छत्र साम्राज्य की प्राप्ति तथा उपयुक्त योद्धा के हाथ से अपनी मृत्यु—ये तीन विशेषरूप से उल्लेखयोग्य हैं। तन्त्रशास्त्र में कार्तवीर्य का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उस प्रसिद्धि के मूल में श्रीदत्तगुरु का अनुग्रह निहित है, इसमें सन्देह नहीं है।

दत्तात्रेय ने स्वयं अवतार होने पर भी पृथिवी पर आकर लीला के बहाने साधन-जीवन का अभिनय किया था। उन्होंने अपने पिता अत्रिमुनि के आदेश से गौतमीवन में दीर्घकाल तक तपस्या और योगिचर्या द्वारा भगवान् शङ्कर की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और उनकी कृपा से वे ज्ञान तथा मुक्ति के अधिकारी हुए। सिद्धि प्राप्त होने के बाद से ही उनका यह तपस्या का स्थान आत्मतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भागवत में उनके २४ गुरुओं की कथा का वर्णन है (स्कन्ध ११), किन्तु इस समय इस प्रसंग में उसकी आलोचना अनावश्यक है।

कहीं कहीं दिखाई देता है कि वे कामविलास में मत्त होकर भी विकार विहीन, संसार में रहकर भी संसार से बाहर, मत्त न होकर भी मत्त के तुल्य आचरण करने वाले थे ❀।

वे अव्यक्त लिङ्ग और अव्यक्त आधार परमहंस थे, ऐसा जाबाल उपनिषद् में वर्णित है। संवर्त, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, रैवतक आदि भी उसी श्रेणी के अवधूत परमहंस थे। ये 'अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्ति' अर्थात् वास्तव में उन्मत्त न होकर भी लोगों के सन्मुख उन्मत्त का सा आचरण करते हैं।

स्वयम्भू मन्वन्तर के पूर्व सत्ययुग में दत्तात्रेय अवतीर्ण हुए थे। संसार के जीवों की आर्ति और ताप का नाश करने के लिए ही वे स्वेच्छा से जगत् में प्रकट हुए थे। इसलिए जब तक जगत् में आर्ति और ताप विद्यमान रहेंगे तब तक वे देहत्याग न कर एक ही भाव और एक ही देह से विद्यमान रहेंगे। इसलिए महाप्रलय तक उनकी स्थिति मानी जाती है। राम, कृष्ण आदि अवतार पृथिवी का भार हरने के लिए आते हैं एवं यथासमय रावण, कंस आदि विरोधी शक्तियों के सब मूर्तिमान् विग्रहों का विनाश कर स्वेच्छामय शरीर का त्याग करते हैं। भागवत में लिखा है (१।१५।३०) जिस शरीर के द्वारा भगवान् ने भू-भार का हरण किया था, उस शरीर का उन्होंने त्याग किया था—'तां तनुं विजहौ'। काँटे से काँटा निकाल कर जैसे काँटा फेंक दिया जाता है भगवान् का वह त्याग भी बहुत कुछ वैसा ही है। श्रीदत्त शरणागत की आर्ति दूर करने के लिए जगत् में आये हैं, इसलिए उन्हें कल्प की समाप्ति होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वे स्मरण करते ही भक्तों को दर्शन देकर यथासम्भव उनके दुःख की निवृत्ति करते हैं। दत्तात्रेयतापिनी उपनिषत् में लिखा है कि सत्यक्षेत्र में सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा के संशय को दूर करने के लिए भगवान् नारायण ने अपने को दत्त के रूप में प्रसिद्ध कर महासायुज्य और तारकतत्त्व के सम्बन्ध में समुचित उपदेश दिया था।

विष्णुदत्त, राजा आयु, साध्य देवगण, दलादन नाम के मुनि आदि अनेक विशिष्ट पुरुष सद्गुरु श्रीदत्तात्रेय की कृपा प्राप्त कर धन्य हुए हैं। प्रसिद्धि है कि भगवान् दत्तात्रेय ने महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका माता के स्नेह के कारण जमदग्नि के और्ध्वदैहिक कर्म में आचार्यपद

---

❀अवधूतगीता में जिस तरह मद्य और स्त्रीसंग की निन्दा की गई है, उससे वे मद्यप्रिय थे, ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता।

ग्रहण किया था। कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों ने जिस समय जमदग्नि की हत्या की उस समय रेणुका देवी की प्रार्थना से उन्होंने उन्हें समयोचित परामर्श प्रदान किया था।

जमदग्नि और रेणुका के पुत्र भगवान् परशुराम ने दत्तात्रेय से भगवती त्रिपुरासुन्दरी का माहात्म्य सुनकर उनकी उपासनाविधि जानने की इच्छा प्रगट की थी। परशुरामजी ने विधिपूर्वक त्रिपुरासुन्दरी की साधना में दत्तात्रेय से दीक्षा प्राप्त की एवं दीक्षा के अनन्तर गुरु के उपदेशानुसार बारह वर्षों तक दक्षिणप्रदेश में महेन्द्र पर्वत के शिखर पर स्थित आश्रम में तपस्या की थी। तपस्या करते करते उनके चित्त में परमतत्त्व का रहस्य जानने के लिए विचार उदित हुआ। उस विषय में सदुपदेश और यथार्थ समाधान के लिए वे गुरु के समीप गये। परशुराम को पहले संवर्त से श्रीमाता के सम्बन्ध में कुछ कुछ उपदेश प्राप्त हुआ था। संवर्त अवधूतों में अग्रगण्य थे। परशुराम श्रीरामचन्द्रजी से पराजित होने के अनन्तर अर्थात् त्रेतायुग में श्रीमाता के रहस्य के सम्बन्ध में साक्षात्रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकुल हुए थे एवं समय पर उक्त ज्ञान गुरुकी कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ था। दत्तात्रेय ने परशुराम को जो ज्ञान दिया था वह उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति न थी—वह संवर्त के प्राचीन उपदेश का ही संक्षिप्त संस्करणमात्र था। इसलिए कहना पड़ेगा कि भगवती त्रिपुरा का रहस्य-कीर्तन पहले संवर्त ने किया, उसके बाद किया दत्तात्रेय ने एवं दत्तात्रेय के पश्चात् परशुराम ने उसे प्रकाशित किया।

कहा जाता है कि दत्तसंहिता नाम से दत्तात्रेय के उपदेशों से पूर्ण १८००० श्लोकों में रचित एक ग्रन्थ था। परशुराम ने स्वयं उस ग्रन्थ को पढ़ा था और ६००० सूत्रों में उसका सार संकलित किया था। उक्त ग्रन्थ ५० खण्डों में विभक्त था। परशुराम के शिष्य सुमेधा ने दत्तात्रेयपरशुरामसंवाद के रूप में उक्त संहिता और सू के सारांश का संकलन किया था।

मध्ययुग में नाथसम्प्रदाय के नेता गोरखनाथ ने दत्तात्रेय से बहुत शिक्षाएँ प्राप्त की थीं। नाथसम्प्रदा में प्रचलित ज्ञानदीप नामक पोथी में इसका विवरण मिल है। उससे ज्ञात होता है कि दत्तात्रेय और गोरक्षनाथ दो परस्पर एक दूसरेके प्रति श्रद्धा रखते थे। दत्तात्रेय नाराय के रूप थे एवं गोरक्ष थे शिव के रूप, इसलिए दोनों हरिह रूप थे यह कहना पिष्टपेषण के तुल्य है। इस प्रसंग के दत्ता ने सहज समाधि के सम्बन्ध में विशेष व्याख्या की थी ऐस प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त भी दत्तात्रेय-गोरक्ष के संवाद के सम्बन्ध में कुछ कुछ विवरण मिलता है। क पर उसके सम्बन्ध में आलोचना करना अनावश्यक है।

दत्तात्रेय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत है। साधु-समा में प्रसिद्धि है कि वे सह्याद्रि की तलहटी में रेणुका अथवा मातृपुर नामक स्थान में प्रतिदिन रात्रि को विश्र करते हैं। सह्याद्रि के शिखर पर उनका निवासस्थान है। उक्त स्थान में उनकी पीठ है। काशी अथवा वाराणसी क्षे में वे प्रतिदिन गंगास्नान करने आते हैं। बारहाटक नाम स्थान में वे अर्घ्यदान करते हैं एवं प्रातःसंध्या समाप्त कर हैं। महालक्ष्मी के पीठस्थान कोलापुर अथवा दक्षि काशी में वे भिक्षाग्रहण करते हैं एवं पाञ्चालपुर में मध्य भोजन करते हैं। विट्ठलपुर में अर्थात् भीमानदी के त पर स्थित पाण्डुरङ्गपुर में वे पत्ररचना या तिलकसेवा कर हैं। (७।।२७।।५२) गन्धर्वपुर में सायंकृत्य समाप्त कर विश्राम करते हैं इस प्रकार देखा जाता है कि प्रतिदिन सूर्योदय से पु सूर्योदय पर्यन्त किसी न किसी कर्म के बहाने वे सम्पू भारतवर्ष की परिक्रमा करते हैं। इसमें आश्चर्य करने कोई कारण नहीं है, क्योंकि सिद्धदेह में देश और काल व्यवधान गति का बाधक नहीं होता। (क्रमशः)

"Of Thee alone must be the spoken word,
All else is but futility and pain."

# MATRI VANI*

( *Replies to letters from different people at different times.* )

## How to Meet Adversity and Danger

10.

No two days pass alike. Do not allow yourself to be overpowered by despair. Have complete trust in Him in spite of everything — to Him you should call out, whether surroundings make it easy or not. If you have fallen to the ground, use it as a spring-board to raise yourself up again, for it is man's duty to exert himself, no matter what he undertakes.

11.

Misfortune must not be looked upon as a disaster: it would be a sin to do so, for Who sends the misfortune? What *He* does is all-beneficial. Under no circumstances, however adverse, should man accept defeat.

"Gurudeva, you do only what is for my real well-being," keep this thought ever with you. In this world there are bound to be all sorts of troubles. If you have lost wealth and position, let them be gone. Pray to God only for the lives of your family.

---

*Mother's Words.

## 12.

At all times let patience be your stronghold. Say to yourself: "Lord, everything Thou doest is for the highest good!" Pray for th power of endurance. Nothing happens that is not an expression of God' Grace: verily, all is His Grace.

Anchored in patience, bearing everything, abide by His Name and live joyously.

## 13.

What else can be expected from this world, whose very nature i constant flux; times are never the same. To live in time is to be bound by it — by death.* If you do not rise above time, how can you escap the clutches of death? Had time not swallowed up the moment tha brought you such acute distress and agony, would any life be left i your body? This is the way of the world. What you have experienced continually happens to every family in one form or another. Consol yourself with the thought that this is how the world is fashioned.

When one resides in a country not one's own, how can one possibl evade the hardships that are a foreigner's lot? Your motherland is where there is no question of distress and sorrow, of violence and hatred, o alienism, neither of the opposites of light and darkness.

The endeavour to find Himself in his real home, in his true nature, is the sole duty of man. Courage and steadiness is what i required.

### Consolation in Bereavement.

## 1.

It is the will of the Almighty that prevails at all times, suc verily is the law of creation. 'World' means a ceaseless round of sorrow

---

*Here Mother plays upon words. *Kala* means both 'time' and 'death.'

temporary happiness and affliction: to experience this, man is born. Do you not see that the world is nothing but this in infinite variety?

For him who has set out on this life's last journey with the name *Durga* on his lips, there should be no grief, no tears; at any rate do your utmost. If weep you must, weep for God. Fortunate is he who breathes his last pronouncing God's Name. One must strive to keep one's mind ever concentrated on His Feet. Pray for the Guru's Grace and constantly remember His Lotus Feet.

### 2.

Such is the nature of the world. Girded with fortitude like a hero you must try to calm yourself. There simply is no hope of peace save in the contemplation of God. Let this be your firm conviction. It is man's duty under all circumstances to seek refuge in Him, by virtue of whose Law all things are wrought. Not to wail or pine for the physical presence of the departed should be your sole effort. This is a journey which everyone without exception has to take and it is necessary for each one to provide himself for the way. Those who have been received into His Arms should be abandoned entirely to His care.

Regard as the Supreme Being whomsoever you serve. Rely on Him absolutely.

## The Fear of Ghosts and Evil Spirits.

### 1.

Where God's Name is, no ghost or evil spirit can exist, for His Name is the destroyer of all sorrow and sin. Cherish this Name! Be sure to attend to your *japa* regularly morning and evening and ever let your thinking be pervaded by his Name. Make a special effort to understand and have faith that where His Name is there can be no danger or adversity of any kind.

## 2.

Do not give into your inclination to think about ghosts and apparitions; rather keep your mind solely on God's Name and meditate on Him. In the presence of His Name no other power can function. This is the truth, be firmly convinced of it. The moment you have recourse to God's Name you should feel that no other lesser power can touch you. If at that time you are aware of any physical anxiety, be quite certain that it is merely a bodily reaction.

## 3.

When he retires for the night he should repeat the Lord's Name and fall asleep with it. If he be afraid even then, let him place a sacred book like the ***Bhagavad Gita,*** the ***Chandi*** or the ***Rāmāyana*** near his head. Besides he should unceasingly sustain the flow of God's Name and remember that where scriptures are, there is He Himself and no fear of any kind can exist in His Presence.

### The Duties of a Brahmachari.

Those who attempt to be ***Brahmacharis*** or ***Sadhus*** must live a life of renunciation. Sloth, greed, fame, praise and impatience constitute serious obstacles. Taking great care to avoid them, all work should be done in a spirit of service. Furthermore the rules enjoined on ***Brahmacharis*** and ***Sadhus*** have to be given special attention. What might seem an offence in the eyes of others should not be pursued, nor what is likely to cause even the slightest harm to oneself.

# MATAJI'S AMARA VANI

( 4* )

*Question :* So long as physical existence, which is the result of one's actions in former lives ( *Prarabda* ) ‡ continues, must not at least a trace of ignorance be left over ?

**Mataji :** If everything can be consumed, cannot this trace be burnt up too ? At a certain stage of course a last vestige of ignorance does persist ; however there is a state where there is no question of it.

*Question :* It is said, a Realized Being remains in his body in response to the wishes of others on the basis of their *Prarabda.*

**Mataji :** One's own desire, another's desire and indifference — these terms certainly indicate the various kinds of bondage that desires represent. If, although one seems established in one's True Being (*Swarupa*), one can be touched by desire or its opposite, it is a sign that dependence in one direction or another still continues. Remember that where there is no sense of having a body, he who is under the spell of the physical, sees the body as a concrete fact. If you say after enlightenment the body will not survive, is embodiment then an obstacle to Supreme Wisdom (*Gyan*) ? Where the revelation of the Self is, there the problem of the body simply does not arise, for in that state there is no question of anyone or anything in particular.

*Question :* Since illumination can consume everything, it is only logical that the physical body should be consumed too ; some hold this theory.

**Mataji :** Most certainly the body will be consumed ; 'body' means what is subject to change, and this will be burnt up. It is as you say. When you hold to a theory you thereby commit yourself to a certain position and you will be limited to it. But where the revelation of the Self is, the query whether the body survives or not, cannot possibly occur.

---

* The Bengali original appeared in "Ananda Varta" Vol. 2, No. 1.

‡ *Prarabda Karma* is that portion of one's past actions which is bound to fructify in the present life and cannot be averted.

***Question :*** What is *'Nitya Lila'* (God's Eternal Play) ?

***Mataji :*** What do you understand by 'Nitya' (eternal) ?

***From the audience*** : That which cannot be affected by the states of waking, dreaming or deep sleep is called *'Nitya'* (eternal); this is how I have heard it explained.

***Someone else*** : Duality (*Dwaita*) and non-duality (*Advaita*) are both eternal, it is merely a matter of divergent angles of vision. When one allows for different points of view, then amidst this diversity the non-eternal will find a place.

***Mataji :*** In the Supreme, in the Ultimate, when limited vision has disappeared, how can there be distinctions such as duality and non-duality ? He who inquires, perceives the two and there is likewise duality for him who practises *Sādhana* although he aims at Oneness. You must grasp the truth that He who is duality, is the One who is non-duality — just like water and ice.

***A voice*** : Ice is not mere water, it is necessary to mix something else with the water to obtain ice.*

***Mataji :*** No simile can be complete in every respect. Therefore in this case one's attention is focussed on the water which is melted ice.

A state exists where the distinction between duality and non-duality has no place. He who is bound by a particular angle of vision will speak from the stand-point which happens to be his at the time. But where *Brahman* is, the One-Without-A-Second, nothing else can possibly exist. You separate duality from non-duality because you are identified with the body, which means you are in a condition of constant wanting.†

---

*This question was asked by a dweller of the Indian plains, where the temperature never sinks to freezing-point and he therefore was ignorant of the fact that ice is nothing but water below a certain temperature.

†Here Mataji plays upon words: *deho'*—body, and *'deo'*—the imperative of 'to give.'

Besides it has to be pointed out that, if through sense-perception of any kind or description, anything arises which is not THAT and THAT alone, then, it is *avidya* (illusion). To say 'there is only one Vishnu', when you do not behold Him everywhere, what is the sense of it? Again whether you call it *Shabda Brahman** and therefore *Brahmā*, or whether you call it *Vishnu* or *Shiva*—these are only the various manifestations that are necessary at different states and stages. Thus all names are His Names, all forms His Forms, all qualities His Qualities, and the nameless and the formless are also He alone.

A state of being exists where it is immaterial whether He assumes a form or not — what is, is HE. In this case what is there to express in words? Furthermore at a certain level the Self may reveal Itself to Itself. At the same time He does not reveal Himself at all : to whom is He to reveal Himself? When there is neither form nor quality, what is to be put into language? Where nothing is excluded, how can Oneness be obstructed? In this state of complete poise nothing at all is any longer apart from Him, what is, is the THING ITSELF. So what can be said or left unsaid, since it is entirely beyond words! Obviously each one speaks from the level at which he finds himself, and whatever is uttered are His words, His song, addressed to Him. In the Supreme State nothing whatsoever can possibly be an obstacle : if it is, then ignorance has survived. In reality there is only He — He alone and nothing but He.

Suppose you have modelled a doll in butter; whichever aspect of it you may survey, its shape, peculiarity or appearance, butter it remains and nothing but butter : it is one indivisible substance. If you try to split it up, its integrity will be lost, that is to say, division is out of the question.

What is called *"Nitya Lila"* means God playing with Himself. Where God is — His play can never be transient. He, the Almighty, stages His infinite *Lila*, His endless Play. Within the Infinite lies the finite and in the finite Infinity. He alone, He who is the SELF, He stages a play with Himself : this is called *'Nitya Lila'*. Viewed from this stand-point, whatever is required at any level becomes manifested, for is it not the sphere of Pure Consciousness! Here even division partakes of the nature of Pure Consciousness, since it is transcendental. When you speak of non-duality ( *Advaita* ), is not the idea of duality implied? But in the realm of Pure Consciousness, if you say '*Maya* exists', so it does; and if you say 'there is no such thing as *Maya*', it is equally correct, for nothing can be excluded. Non-duality which cannot be conceived of, is as true as that which one is capable of conceiving, for all is HE, and so discord, doubt, dissension are not there. The false as such must vanish. How can one speak of *Advaita* and include individuals, the world? Since there is non-duality, can there still be individuals, can there still be the world? Where do these find a place? Where exclusively Oneness is, how can there be room left for the two? Furthermore is it not said: 'Wherever a living being is, there is *Shiva* and wherever a woman, there is *Shakti*.' From such a point of view you should now try to ponder over all this.

---

* Shabda Brahman is the eternal sound which is the first manifestation of the Supreme Reality and which lies at the root of all subsequent creation.

Albeit, whatever anyone may say from any standpoint, everything is always right, nothing can be outside of THAT. Whether you say there is or there is not the appearance of *Maya* — actually there is no place for speech. Using words or not, seeing or failing to see is merely a matter of angles of vision. On the other hand where THAT is, there can be no angles of vision. Problems are born through want of knowledge, due to the veil of ignorance. Until one is established in one's own Essential Being (*Swarupa*), it is natural that queries should arise.

In the realm of phenomena there are all kinds of differentiation, such as 'above' and 'below'. But THERE — what is and what is not? Where ascent and descent can still be spoken of, what will you call such a state? Must you not admit that various directions have remained? If you speak of descent and ascent it is implied that there must be a place to descend to: but whither can He descend? To Himself alone of course. Ascending and descending are one and the same thing and He who ascends is He who descends, and the acts of ascending and descending are also He. Although *you* may well speak of Divine Descent, *He* surely does not become divided. You see fire flare up here and there, but this does not affect its unity: fire as fire is eternal. This is how you should understand it. No simile is ever complete. He who descends, whence he descends, and whither — all are one. There is nothing whatsoever outside of THAT.

*Question*: If the Thing Itself remains what it is, what then do ascent and descent mean ?

*Mataji*: What you say represents a particular viewpoint of the world. Where the Ultimate, the Supreme is, the question you ask is impossible. On a certain plane descent and ascent exist. It is *you* who say: 'God descends.' On the other hand there is no such thing as descent: where He is, there He remains and all possibilities are contained in Him. To understand* intellectually, which means to be burdened by mental conceptions, prevents one from grasping the Truth.

Again, to what can you attain ? It is already present here itself ! Anything gained will be lost again. To prepare oneself for the revelation of THAT which eternally IS, there are injunctions, numerous paths. But do you not see, every path must come to an end ; in other words you should concentrate upon that imagination which will sweep away all other imaginations, which means when you have gone beyond all imagination there is the revelation of THAT which you really are.

The beauty of it is that man's very nature is to desire the Real, Supreme Wisdom, Divine Joy ; his nature to return home when the play is over. The field of the play is His, the play His as well, and so are those who take part in it, friends and fellow-beings — all is He alone. Ignorance surely, is not what one seeks. To aspire to Immortality is man's true nature — or is death desirable ? The world is concerned with the knowledge which is ignorance. Although it is true, even here one can observe how man builds a solid house in order that it may last for a long time, because he wants stability. At times one may tell a lie under some uncontrollable impulse, yet one feels uneasy about it.

---

*A play upon words : '*bhoja*' means 'to understand' as well as 'burden.'

To long for the cessation of want is your very nature and t explore and penetrate to the root of whatever you perceive. When yo buy clothes you choose durable material, which will not wear out quickly: even this is an indication of your innate tendency to seek the Everlasting. It is your nature to crave for the revelation of THAT which IS, for the Eternal, for Truth, for limitless Knowledge. This is why you do not feel satisfied with the evanescent, the untrue, with ignorance and limitation.

To yearn for the revelation of WHAT YOU ARE is your true nature.

# BIRTHDAY CELEBRATIONS AT ALMORA

*By*

**Kali Prasad**

The turning-point of every year in the lives of Mataji's Bhaktas is the period, varying between two and four weeks, when Her birthday is celebrated in the month of Vaisakh. This year Mataji stayed in Almora for the whole period and a very large number of Bhaktas from all over India had gathered, besides those of the Almora District, to join in the one-pointed devotion of worship; also coming for Mataji's Darshan were people from Germany, Austria, Switzerland, England, Scotland, America, Canada, Australia and Mauritius. Facilities for residence were made in or near the Ashram for the gradually increasing number of visitors. From May 2nd to 23rd the Ashram was the scene of constant activity, Satsang, discourses by Sanyasis and Pandits, Kirtan, Bhajans and a variety of ceremonies, all for the purpose of maintaining intense dedication to the worship of God throughout the twenty-four hours of every day. A harmony and single-mindedness was forged from the feeling of love and devotion for Mataji in the hearts of all assembled. Here was a friendliness devoid of obstructive attachment, which only those united in a single purpose such as this can create. There was a buoyancy and joy in all, inspired by the constant loving attention bestowed on everyone by Mataji, a detailed attention, utterly selfless, which She alone can give. Many, who for the first time were living close to Her for a prolonged period, were amazed by the endless pains She took, to ensure the comfort and welfare of each person. Thus She created the atmosphere of Love and Service which pervaded the weeks of celebration and transformed all the routine activities and natural *Tapas* of Himalayan Ashram life into a source of profound happiness for everyone. From early morning almost until late at night Mataji was in our midst; hardly was there a time when She was not somewhere in the Ashram supervising every little detail, seven hours of every day remaining with us in Satsang. So many things happened, so many moments of significance and beauty that in this small space it is not possible to record them.

Mataji had been in Almora since April 14th and by May 2nd a number of Bhaktas were already there to prepare for the arrival from Brindaban of Sri Haribabaji Maharaj with his party. The night preceding May 2nd there was all-night *Nam-Kirtan* with Puja at 3 a. m. Next morning with decorations going up and beautiful Pahari floor patterns (*alpanas*) being completed, Mataji was seemingly everywhere at once. In the evening the huge crowd assembled in the Bhajan Hall were fortunate enough to hear Mataji lead the Kirtan with Her own exquisite voice. Throughout the evening and after the arrival of Sri Haribabaji Maharaj there was much rejoicing, and a feeling of elation spread through the vast gathering.

Every day in Satsang Sri Hari Babaji read and discussed Bhaiji's book about Mataji '*Matri Darshan*'. Swami Svatantranandaji of Sri Shankaracharya Math discoursed on Vedanta and Sri Krishnanandaji Avadhuta on the *Bhagavad Gita*. On these occasions anything up to 500 people were present. In the morning and evening Sri Hari Babaji sang Kirtan with his disciples, and whether one was present in the hall or perhaps somewhere out on the slopes of Patal Devi, this was a profoundly stirring sound which imbued all with a sen of exaltation as they came to at the feet of Mataji.

On most evenings after the fiftee minutes of silence at nine o'cloc Mataji would answer questions an give profound discourse on man subjects. The mood in the evening was always one of happiness an laughter. Manohar (now Paramanand Das) and others of Sri Hari Babaji's party performed religious parables with brilliant characterisatio and rich humour. These parables always illustrated some serious spiritual subject, sometimes one of Mataji own stories which She often invent or recounts, and their humour an real devotion kept everyone enthralle As Mataji has said:" Whenever yo have the chance, laugh as much you can. By this all the rigid kno in your body will be loosene But to laugh superficially is no enough: your whole being must b united in laughter, both inwardl and outwardly. Do you know ho this is expressed? You simply sha with merriment from head to foo so that it is impossible to tell whic part of your body is most affecte

"What you usually do is to laug with your mouth, while your em tions are held in check. But I wa you to laugh with your whole co tenance, with your whole heart and with all the breath of your life." *

After the first few days, Didi, who had been ill for some time, had a set-back and therefore unwillingly consented to leave Mataji on the great occasion in order to go to Calcutta for treatment. Her dynamic presence in our midst was sadly missed and we wish her an early recovery to full health. Swami Paramananda was in charge of all the arrangements in the Ashram, no mean task as by the end of the celebrations a few hundred Bhaktas were living in or near the Ashram, and with the many ceremonies, he was constantly busy, yet ever smiling and ready to give assistance and to work at any task.

People began to flock to the Ashram and news travelled from village to village that Anandamayi Ma was in Almora for Her birthday. Some of the hill people travelled long distances on foot to have Her Darshan. One evening a man arrived from a remote village after walking for nine days, remembering Mataji from 1937 when She had visited Kailash. Just as he was saying: 'I do not know whether I shall have the chance of Mataj's Darshan today,' Her door opened. She looked towards him, as if solely to give him what he wished, after he had travelled that tremendous, hard distance. Outstanding faith and devotion always call forth a correspondingly wonderful response from Mataji, and She performs the real miracle of granting exactly one's deepest wish.

As all present became gradually transformed by long periods of japa, meditation, Satsang, by joining in the daily Arati and Puja and by the inspiration of Her Presence, the significance of Her birthday dawned in our hearts. Yet the true inner meaning of Her birthday will perhaps always remain a mystery. This is not just the celebration and rejoicing, the presentation of gifts which are the spontaneous expression of the event. Nor again is it only a celebration of the blessed day on which She came into the world. Living amongst us and directing us solely towards God, the day of Her birth when She assumed this Her body could perhaps be considered of no importance. Yet She has said. "This body is what you think it to be." Here lies the crux of the matter that we, almost unconsciously, for we do not know the full reason, desire to enter some kind of communion with Her on this anniversary of Her birth. If

---

* Quoted from "Sad Vani."

we are really in harmony, then Her birthday is *our* birthday, it is the day on which our hearts were set alight with the Divine fire, whatever the date upon which we first met Her and whether or not we were yet born when She was born into Time. For the Divine fire is eternal, and its kindling also an eternal process as Birth, Life and Death partake of the same eternal stream. So too, whatever may be its significance to Her, for this is beyond our conception, in that lies the mystery, in that which is completely beyond our comprehension we seek to participate, such as we are able, to have communion with Her, each in his own way.

Therefore, since Mataji's Birthday meant something different to each individual present, it is impossible to attempt an objective description of it. It is necessary to employ the personal account, since each seeing it differently would have cause to disagree as to the *quality* of the bald facts. Only through the actuality of the subjective experience as something that really happened, can the so-called objective reality be glimpsed. What we recount can only be in the duality of subject and object, not the real, total experience. What is written of Mataji should be a kind of transparent structure of word-mirrors through which diversity of view.point may be permitted a glimpse of that which is the ultimate actuality of Mata Anandamayi.

### The Night of May 21st.

What magnetic force beyond our ken attracted over two thousand people to the Ashram to keep an all-night vigil? An all-night vigil holds no prospect of feasting, of *Prasad*, as perhaps might attract many to what is conventionally considered an ordeal. Yet this huge crowd of people from widely scattered parts of India came and sat silently for hours, awake, patient, completely absorbed, suffused with happiness, people from all walks of life, Sanyasis, Pandits, children, Rajas, business men, families, artists, beggars, — pilgrims all on the route to the inner Kailash. Kirtan and Bhajans were sung throughout the night and a grotto was created out of pines and banana leaves on a stepped terrace. At three in the morning Mataji came out from Her room; She was radiant in white, a kind of minuscule fineness and perfection, wreathed in garlands. She mounted the steps and after briefly sitting surrounded by devotees, She lay down on a couch and was covered with a beautiful golden and floral coverlet. Only Her forehead gleamed out of this robe of Spring flowers and freshness, and Her black hair fell like a plume on the pillow.

Puja commenced and salvers of sweets laid out in rows on the steps were uncovered. Three Sanyasis, led by Sri Hari Babaji Maharaj, sat near Her like the Three Wise Men in the Adoration. For two hours the ceremony continued in a mood of intense exaltation. Yet there could hardly be anything more simple and supremely undramatic. Almost no outward sign was manifested beyond Her recumbent figure. But here within the black arena of invisible Himalayas Mataji lay in Her birth dream, the mystery of mysteries, Her brow alone marking Her presence like a face, like a mountain peak, inscrutable. This *Murti* seemed like *Vishnu* asleep upon the Ocean of Bliss, dreaming of the universe, or *Queen Maya* dreaming of the birth of *Lord Buddha*, or *Devi* immersed in the imponderable mystery of *Shunya*, beyond creation and dissolution, birth and re-birth. Yet it was none of these things, for it was the very essence of *Anandamayi*. And the assembled crowd filled with *Bhakti*, kept vigil for That. Whether the pandits may have called this *Samadhi*, or *Sushupti*, complete absorption in the causal *Prakriti*, whatever the guess, nothing can either approach the full truth, nor dissolve the reality of that surge of devotion which filled those assembled and made them as *one*. For if, as is supposed, only the perfected Yogi can perceive One *Jiva* where before there was the whole world of many *Jivas*, here was an unvoiced awareness of that reality, lived for those few wondrous moments.

As the Puja ended, everyone, still entirely absorbed by the moment, by the mystery of the Birth Day, processed quietly, unhurriedly to the foot of the couch, there to *Pranam* and re-dedicate themselves. As the last filed past a new mystery was born, reborn, and Mataji awoke ; laying aside the coverlet of flowers She walked forth into the morning in Her simple white robes. But now it seemed that one had never really seen Her before, so different She appeared to us, almost delicate, pale and beautiful as a full-moon in a blue day sky, with eyes utterly remote and serene, remote in that they seemed to embrace all, rather than any single person, to look beyond and to embrace That which abides deep within ; but never in so close a communion with Her Bhaktas as at that unforgettable moment.

* * * * * *

That day there was feasting and singing of hymns and discourse of the learned. In the night as I returned home I saw a single glow-worm ahead of me on the path, as if I had found myself being called to the attention of something within. My eyes then wandered and saw by contrast the distant flashes of a great Himalayan storm and suddenly from the direction of the hidden Nanda Devi came a piercing bright light, and as straight as an arrow, serenely, with awsome, incalculable silent power a comet traversed the sky. It sped in a huge arc across the star-broken blackness, piercing the brain, proceeding to some nameless distance, leaving behind it a long sparkling plume of fire — and vanished. And then a wind came rushing through the night, stirring and weaving through the pine groves, voice of the night, poised between the void of the unknown and the Light of a promise.

# At Mataji's Camp on the Day of the Kumbh Disaster

By

**A Devotee.**

The news of the terrible tragedy spread like wild-fire: first through the vast city of tents and huts that had been erected near the confluence of the three sacred rivers, and a little later through the whole world by broadcasts, newspapers, pictures, films and by the horror-stricken tales of eye-witnesses who had themselves escaped as if by miracle. Everywhere there was great distress, grief and mourning for those who had been trampled to death, and deep sympathy for those who had lost their loved-ones in so tragic a manner. A special commission was appointed to unravel the causes of the catastrophe; there were discussions and rumours without end.

Amidst all the conflicting views and statements it is but natural that many of Mataji's Bhaktas wanted to know, how the memorable day that is considered so auspicious and occurs only once in almost a century, was spent in Mataji's Camp and what Mataji had to say about the dreadful event. Indeed on learning the details of this, the whole matter presents itself in a surprisingly new and unexpected light. One has a sensation which can best be compared to the experience one gets at a sudden flash of lightning on a pitch dark night in an unfamiliar place: for a second the landscape is lit up and clearly seen.

Over 300 men, women and children from all over India had gathered in Mataji's Camp, eager to bask in the sunshine of Her Presence as well as to purify their bodies and souls by plunging into the sacred waters at the Triveni on February 3rd, the most auspicious day of the Kumbh Mela. The problem was how to get this large number of people safely to the Sangam and back again. Following Mataji's suggestion it was decided after midnight only that the bathers should form themselves into small groups, each under the leadership of one or two men. But a little later Swami Paramananda came and said he had hired two spacious boats in which all the inmates of Mataji's Camp could be taken to the Sangam in two or three large batches. Mataji said : "Since you have already made the arrangement, proceed as best you can." The Swamiji who is well known as an excellent organizer could not foresee the terrible difficulties he would have to encounter, trying to keep such a large number of people together amongst the teeming crowd.

At 2 a. m. about a hundred devotees were accommodated in the boats, ready to take off. Before embarking all had ***pranamed*** to Mataji and She had impressed on them to choose a sacred Name like ***'Jai Guru', 'Jai Rāma', 'Jai Shiva',*** which they should repeat aloud uninterruptedly—so that if anyone got separated from the others he would be able to recognize his party on hearing the Name. Vibhu at once called out : "We have decided on ***'Jai Ma',"*** to which Mataji laughingly replied : "See, how you don't accept a single one of my suggestions." Everybody was in high spirits and started away with great hopes.

Mataji walked to the gate of Her Camp. Watching the broad stream of bathers pressing on relentlessly, She said : "Does it not look like an endless procession of ants ! This mighty ocean of human beings, all pilgrims on the path to liberation." With that She returned to Her hut and lay down, only to emerge again after a short while. She obviously was in one of Her strange moods, seeming so distant and yet so near, in one of those states which are so extremely hard to describe, but which have often been noticed in Mataji during Kirtans.

Just then the Swamiji had sent someone back to the Camp to escort the second batch to the Triveni. When they took leave of Mataji She enjoined on them also to repeat God's name incessantly right through their pilgrimage. Then Mataji at short intervals alternately rested in Her hut and strolled hither and thither. At about 9 a. m. She was lying down, appearing to be in a state of Samadhi, when suddenly She sat up and exclaimed : ***"There, there, they are being crushed, choked, they are being suffocated !"*** Mataji's chief attendant and great Bhakta Sri Gurupriya Devi, known as 'Didi' ( elder sister ), who was by Her side, started up in alarm. Were her younger sisters and brothers in danger, those who had gone to bathe amongst the uncontrollable crowds at the Sangam. Abruptly her anxiety gave place to exaltation. With almost supernatural determination she declared : "Nothing will happen to anyone of our party." "Are you quite sure ? "questioned Mataji. In a very definite tone Didi reaffirmed : "Yes, Ma, nothing will happen to anyone of our party." Twice Mataji repeated Her question, and twice Didi promptly gave exactly the same reply. At last Mataji said : "Good !" and reclining once more, remained silent. Didi straightened herself as if in a defiant mood. Again Mataji's voice rang out : "Didi, I see apparitions, they are horror-stricken ! " "What is this again ?" Didi began to feel troubled. "They are clearly visible," insisted Mataji. Didi became thoughtful : she knew from experience that whenever Mataji speaks of apparitions *(Murtis)*, it is an unfailing indication of disaster. As if to keep up her spirits, Didi said after a moment's reflection : "Well, Ma, all that takes place in the world is within your consciousness. You must be seeing what is happening elsewhere. Most certainly nothing has befallen our party." As if in confirmation Mataji said in the end, "Very well, be it so !" and once more seemed to become absorbed.

From where came Didi's unshakable conviction ? Was it Mataji Herself who inspired it ? At that time Didi could have no idea that her words were prophetic : not a single person belonging to Mataji's party incurred even the slightest injury.

Confusion and difficulties there were no doubt, but everyone returned safely. Some got separated from the rest and had to force their way back to their camp on foot. Others could not advance as far as the Triveni and had to be content with a bath in the Ganges. The boat got stuck in the sand and was pulled out only with difficulty. The second batch never met the Swamiji at all.

Between 10 and 10-30 a. m. Mataji, Didi, Yogibhai and Dr. Pannalal were ready to go to the Sangam by car. Just then Swami Paramananda turned up. Mataji wanted to know how everyone was faring. The Swamiji brought the news that many of the first batch had returned, but he knew nothing about the fate of the second batch. Amongst the gigantic masses it had proved impossible to keep to his original plan. Moreover, Gangadi, the lady superintendent of the Kanyapith*, had remained back at the Sangam with all the girls in her charge to wait for a procession of Sadhus. "You should have brought them back with you", said Mataji,

---

*The girls' school housed in the Banaras Ashram.

"you should never have allowed them to stay without male protection."

Now Mataji's car started for the camp of Jogibhai's people. Though he himself had chosen to reside in Mataji's Camp, the Camp of his people was situated near the Triveni. There Mataji sat down on a chair on the river bank. Dr. Pannalal and Swami Paramananda tried to persuade Mataji to go to the Sangam by boat, but She said very firmly: "I am not going anywhere just now." Then She requested the Swamiji to go in search of the people who had not yet returned. Mataji seemed in a peculiar mood. We were aware of something special, quite unusual in Her behaviour.

How could the Swamiji possibly find anyone amidst the swarming mass of humanity? He was struggling to drag a boat along for Mataji. Meanwhile a few of the second batch, who had been separated from the main body, managed somehow to catch sight of Mataji from a great distance and fought their way to Her through the multitude. They related all their various adventures. Nothing was then known about the remainder of the second batch.

Paramananda was still trying to pull along the large boat. His efforts seemed in vain. Mataji and Her party therefore got into a small boat and rowed to the Sangam. Mataji did not bathe. She put a little Ganges water on Her head and then sprinkled some on all who had come with Her. Onlookers were intrigued to know who were this strange lady and her companion (Didi), who were satisfied with a little sprinkling of Ganges water on a day when bathing was considered so exceptionally auspicious. By that time the Swamiji had succeeded in pulling along the large boat and all returned to Mataji's Camp. She asked: "Is there any news?" No one could then have any idea of the real purport of Her question. Later when we learnt about the dreadful disaster, Mataji said: "I could clearly see great heaps of human corpses!" After a thorough search in our Camp it was luckily ascertained that every single person was present, hale and hearty.

There was naturally much consternation about the catastrophe and everyone began to question Mataji as to the fate of its victims. According to the Shastras '*Apamrityu*,' untimely death by accident, causes the departed to undergo a state of restless ghostly existence. In some cases the deceased is tied to the place of the accident, unable to proceed to higher states of consciousness.

Mataji said: "What the Shastras declare holds good in the ordinary course of events. In special cases it is different. In this case, just consider: the constellation of the Kumbh, the sacredness of the Triveni, the atmosphere created by a vast gathering of Sadhus and Sanyasis with their spirit of complete renunciation. Death occurred at that auspicious moment: this must certainly mean the opening out of a path to higher planes of consciousness. Just as there is such a thing as '*Apamrityu*', there are other possibilities as well."

A few days later Mataji sent Her car for Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, who visited our Camp for a day. With him also Mataji discussed the disaster. "What is your opinion about the fate of its victims?" She asked. Sri Gopinath Kaviraj gave the following reply: "The condition of man after he leaves his physical body depends on his state of mind at the instant of death. On that auspicious day and when at the crucial moment everyone was deeply concentrated, I cannot believe that this could have been a case of *Apamrityu*. It is of course true that the time, place and manner of death are the result of one's past actions; but since it happened during the constellation of the *Maha Kumbh*, at the Triveni, in the holy month of *Magh* and in the presence of so many Saints, Sages and Rishis, I feel as good as certain that there can have been no question of *Apamrityu*; on the contrary the departed must have had the very rare good fortune of being raised up into higher states of existence."

On another occasion the topic came up again and Sri Gopinath Kaviraj enlarged on the subject, saying: "I know of a similar occurrence where, by some special Divine Grace the dying in their subtle bodies were severed from their physical just an instant before death took place, and were lifted up into higher states of consciousness. I have a strong feeling that here also, due to the intervention of some special Divine Mercy the dying were blessed with the capacity to ascend straight away into loftier states of being." Mataji very definitely seemed to endorse the Mahamahopadhyaya's view. He added: "I have visited three other Kumbh Melas at Prayag. The crowd was equally dense on those occasions; but this time I have been aware of a very exceptional atmosphere of Divine Blessing, which I did not notice then."

Someone asked Mataji: "When you exclaimed 'they are being crushed, suffocated', did you see only those who were trampled to death?"

Mataji: "I saw those who were saved

as well as those who shut their eyes for ever. I saw pile upon pile of human beings being crushed and choked, and some were completely suffocated. Many closed their eyes and opened them again, others shut them for good. It was as if this body were being crushed and suffocated. I was those who were being stifled to death and those who were trampling on them — and all the time I was lying on my bed in my hut. "Here Mataji smiled Her beautiful, radiant smile, as if nothing had happened. Someone asked : "Why did you feel all this ? Did you take their suffering upon yourself ?"

***Mataji :*** "What I felt was not suffocation in the worldly sense, just as I seem to laugh as you do, as I seem to speak your language, yet I remain what I am. Who is it that appears as suffocation ? Who is it that appears as distress ? To take upon oneself the agony of another is a different matter. Every kind of action is not possible everywhere. Where in very truth all is THAT, where in the shape of misfortune and suffering, in the shape of laughter and play is the ONE who also manifests as suffocation, in that state there is no such thing as taking on the tribulation of others, there is only perfect identify, sameness (*Sama*). Again, the whole thing might not have happened at all ; what was is but a play !

"Do I not ask you sometimes, 'why did you go there ? Only to meet with much trouble and discomfort ?' To say this is as good as not saying it, for all is THAT and here can be no question of taking on suffering. Participation in another's sorrow implies mutual relationship, one talks to another. There is a place for that also. To take suffering upon oneself means to share it : this is possible only when one can still speak of give and take."

# SRI SRI MA ANANDAMAYI

By

**S. C. Mitter, Barrister-at-Law.**

What were my reactions after I saw the Holy Mother ? is the question posed.

In all humility and with the deepest reverence I approach the subject and just in a few lines I give my personal impressions :

When I first saw the Mother nearly five years ago, I found Her in the company of a motley crowd of men and women, some of whom appeared to me liberally minded and a little intellectually advanced of others and some orthodox in their ways and habits of life, and also a few children of varying ages. One person asked the Mother : "Do tell us who you are, from where you come ? etc. etc."

The Mother kept silent, but being pressed again, She answered, "Why not, my child, ask yourself and get the reply ? Surely you do not come to see my earthly frame. Perhaps you get at something within this body which attracts you."

That silenced the inquirer. This picture has remained vivid in my memory. Ever since this incident, I have visited the Mother's Ashramas several times both in Calcutta and Banaras. And every time I see Her, She reminds me of a guardian angel descended from Heaven on earth carrying a divine message ; and what is this divine message ? "Think of your creator, if not every moment, at least for some time every day ; pray to your Maker to show you the Light ; have abiding faith in Him, love Him so that you may come nearer and nearer to Him and enjoy bliss".

The Mother's gaze appeared to me to be constantly on the Eternal : Her authority comes out of her gentle, loving and serene eyes. My impression of the Mother Anandamayi is of a physical body divinized, of Love personified, of the sweetest flower that lends enchantment to the landscape, of divine music that comes from afar through the medium of a human voice, of something that attracts irresistibly and at the same time is awe-inspiring.

The picture of the image of the

Mother that comes to my mind is the vision of a Deity, of a messenger from Heaven living on earth in flesh and blood, teaching us to love all; and of one so deeply rooted in *Akhanda Sachchidananda* (Indivisible Existence-Knowledge-Bliss), in constant tune with the Infinite. Her early life is a vivid manifestation of the Divine Mother in flesh and blood, who lures us on to meditate on that Divinity and shake off fear, and by our faith and surrender, genuine and complete, Her Grace descends on us. If we really wish to realise Her, we must cultivate purity, calm and inner strength which alone can transform us. When you give yourself entirely without demand, condition or reservation, so that all in you shall belong to the Divine Mother and nothing be left to the ego, then alone you get a glimpse of the Mother Anandamayi. As a life-long devoted student of philosophy I have been familiar with the highest metaphysical thought, both Eastern and Western, but my approach towards those eternal values was on the intellectual plane; whereas sitting at the feet of the Mother and listening to Her words one breathes purer air. Her presence inspires: She diffuses a luminous atmosphere all around Her and fills our hearts with joy unspeakable and helps us imperceptibly to lead healthier, nobler and happier lives. Dry, printed pages of books lack that inspiration. The Divine Mother Anandamayi transcends time and space. That eternal invisible force assumes name and form to lift up her creatures to a higher plane and to demonstrate to the world the eternal truths. But how is it possible to compress eternity in any compass? Nevertheless these few unassuming lines speak for themselves. May my humble voice reach the hearts of millions of humanity. In the words of Jesus: "Give up everything. Follow me and you shall see the Kingdom of Heaven". So why not make up your mind, go ahead, struggle and turn over the page for real Bliss?

# As The Flower Sheds Its Fragrance

## Diary Leaves

by

**Atmananda.**

In Mataji's Presence even the trivial becomes sublime, the pettiest incident acquires significance. This fact itself is an important part of Her teaching.

* * * *

A young girl approached Mataji with the request to write in her autograph book. I felt sure Mataji would decline with a gracious smile, explaining: " I do not write." Nothing of the sort. Mataji nodded. "All right, on which page would you like it ?" Delighted the girl opened the book and handed it to Mataji. With the utmost concentration and a childlike seriousness Mataji drew a tiny dot in the middle of the page. Then raising Her head, She looked straight into the girl's eyes, and pointing to the dot, said : "In this everything is contained !" and handed the book back to its owner.

* * * *

Satsang in the hall of the Banaras Ashram. Not many people were present. Scripture was being read. Suddenly a fairly large dog came racing into the hall. Two or three men got up and tried their best to drive it away. But the dog defeated all their attempts running round and round the hall, causing much distraction. Mataji made signs to them to sit down quietly and take no notice of the animal, but they were not looking at Her. Swiftly Mataji beckoned to a young man sitting near Her. She took the garland of fresh flowers from Her neck and handed it to him : "For the dog !" The boy at once succeeded in throwing the garland over the dog's head. The animal tugged at it happily and hastened straight out of the hall. A smile of relief showed on everyone's face.

There was something extremely touching about this little incident. We feel indignant at a dog disturbing our religious meeting — Mataji offers it the garland from Her neck !

* * * *

Mataji was sitting surrounded by a group of devotees. An ant was busily crawling up Her garment. Someone tried to brush it off. With an expression of infinite tenderness Mataji looked at the tiny creature and said: "Why chase it away? It has come out of love."

* * * *

In 1948 Mataji's birthday was being celebrated in the garden of Dr. J. K. Sen's house, at New Delhi. A large crowd attended the Satsang three times daily. Sri Haribabaji Maharaj and other well-known Mahatmas graced the function with their presence.

One morning in the middle of a meeting, a weird looking man entered the garden. He was dressed in a queer fashion and his face bore a look of insanity. He was obviously disturbed. He walked straight over to the women's side and spoke to each woman whose head was uncovered: "Cover your head, be a Devi!" No one heeded him. This seemed to annoy him intensely. He was obviously getting more and more desperate. Finally he approached Mataji and repeated his request to Her as well. She at once complied with his wish and motioned to the girls sitting near Her to do likewise. Every woman in the assembly followed suit. The stranger was visibly pleased at his sudden success, and with a triumphant smile walked across to the men's side and sat down quietly. After some time however he got up, anouncing in a loud voice that he wanted to leave. Mataji handed an orange to someone to give to him. This for some reason infuriated the stranger and he threw the fruit at Mataji with violence. He aimed well, it hit Her. A wave of indignation surged through the crowd. Two of Mataji's Bhaktas caught hold of the intruder and tried to lead him out of the garden. At the gate he freed himself from their grip and attempted to return to the Satsang. One of the devotees hit him, and with difficulty he was finally turned out into the street.

After the meeting Mataji called the two young men who had dealt with the stranger. She wanted to know all the details. On hearing them, She said: "You are not to prevent anyone from coming to me, moreover you must not beat anybody. To atone for what you have done keep a fast to-morrow, and you who have hit the stranger may not even drink water." "But how could we allow him to throw the orange at you?" protested the young men. "There was no knowing what he might have done next." "Never mind, he wanted to return to me, you should have let him do so."

The next morning the stranger

came again. This time he was decently dressed like everyone else. The insane look had vanished from his face. He did not concern himself with the women's bare heads, but straight away sat down quietly with the men and remained throughout the Satsang. When it was over he went up to Mataji and talked to Her. She invited him for lunch and he stayed with us until after the meal. We found him an educated, cultured and amiable person.

Afterwards we learnt that throwing the orange at Mataji had caused him such deep remorse that he was healed of his mental disturbance. He had been unbalanced and was restored to normality by Mataji's Grace.

This surely is an incident to be pondered over. Mataji sometimes says: "If you must be angry, be angry with me, for you will not be able to keep it up for long. If you focus your anger on me, it will soon evaporate."

This reminds me of a conversation with Sri Ramana Maharshi at Arunachala which left a deep impression. Someone asked: "How was it that St. Paul who hated Jesus Christ so violently that he went out to kill him, later became his most ardent disciple?" Sri Ramana replied: "Whether it be love or hate, it is the thought of Him that takes you there."

* * * *

A small party had arrived from Rishikesh at the Kishenpur Ashram. Among them was a lady from South India. Probably in her late thirties, beautiful and cultured, she seemed absent-minded. Showing no interest in her surroundings, she hardly spoke to anyone. Some deep grief was obviously gnawing at her heart. She asked for an interview with Mataji. She knew very little Hindi and so a few of us were allowed to be present to translate when she told her sad tale: "First my husband died. I was upset, but I could bear it, because I had my only daughter, a lovely, talented child. When she was 12 she became ill and died. Since then I cannot find peace of mind. She was all I had, so beautiful and promising. When she had hardly begun her life she was torn away from me. Why did she have to leave me? Why? I cannot understand.

"For some time I worked in an orphanage. I thought, if I have no child, let me at least serve motherless children. I got attached to those orphans and they to me; but my heart is still broken.

"My Guru says: 'Go on with

your *Sadhana* and gradually you will find consolation.' But I cannot concentrate. All the time I am pining for my darling. Nothing appeals to me. I want my child back. What am I to do?"

Mataji said: " First of all: sorrow comes from the sense of 'I' and 'mine'. You say: '*My* daughter died' and so you grieve. But who are you? Find out who you are! She was the fruit of your body. As long as you are identified with the body, there must be pain, it is inevitable. So many boys and girls die, young and beautiful, yet it does not affect you much. You only think that this one child was your own and you have lost her.

"Then there is another thing to be learnt: all sorrow is due to the fact that one keeps apart from God. When you are with Him, all pain disappears: let your thoughts dwell on Him. Remember that your daughter is now with Him. The more you think of God, the nearer you will be to her. If you must shed tears, cry for Him.

"Just as some blossoms fall off without bearing fruit, so some human beings die young. For a while God had entrusted the child to your care and then He took her back unto Himself. Now He Himself is looking after her. One day you will go there too. Until then keep your mind on God and you will also be with your child.

"How do you know your daughter is not much better off where she is now. How much trouble and distress life has brought you! Would you have desired a similar fate for her?

"Then again on the level where there is only One Self, there is no question of birth and death. Who is born? Who dies? All is One Self.

"The same mind that identifies itself with the body can be turned towards the Eternal and then the pain the body experiences will be a matter of indifference. Since the body is bound to get hurt at times, there must be suffering as long as one is identified with it. This world oscillates endlessly between happiness and sorrow, there can be no security, no stability here. These are to be found in God alone. How can there be both, the world and the ONE? On the way there seem to be two, God and the world, but when one has arrived there is only ONE. What the wordly life is you have seen. Who is yours? Only your Guru, your Ishta, in Him you will find everything and everyone.—I am your child."

Several months later the same lady came to Banaras for Mataji's

*Darshan.* She looked younger [and happier. "I have got over my grief," she told us. "I am now reconciled to my fate. When Mataji said: 'I am your child', Her voice was my daughter's voice. My hair stood on end and I had an extraordinary feeling, which I cannot put into words. From that moment the wound in my heart began to heal. I have gained an inner conviction that my child is happy where she is. I am finding ever greater peace and am able to attend to my meditation. Now I am planning to go on a pilgrimage to Badri and Kedarnath. I only wish all bereaved mothers would have the chance to be comforted by Mataji, as I have been."

* * * *

One of Mataji's outstanding characteristics is that She does not reply from any particular point of view, but exhausts a problem by throwing light on it from every possible angle. Here is a striking example.

The other day a practical question was asked. "Suppose I have business dealings with someone and he cheats me by not giving me my money's worth. Is it right to go to court or should I shrug my shoulders and keep quiet?"

Mataji said: "Some feel: ' If I do not give this person a lesson he will go on cheating and become worse,' and so they go to court.

"But there is another way of looking at it: ' Who is it that has cheated me? Are not all forms, all beings manifestations of Him? What I have been deprived of was evidently not my due, it is God who has taken it from me.'

"There is a third way of dealing with the culprit, illustrated by the following story. A thief broke into the hut of a Sadhu and stole whatever he could find. As he was escaping with his loot, the Sadhu returned home. From a distance he saw the burglar with the load on his head. He quickly followed him, shouting: 'Wait a moment, brother, there are a few more things that you might want. Would you not like this, and this and this as well?' The thief was so overcome by the astounding way the Sadhu reacted that he fell at his feet, left off stealing and became a Sadhu himself.

"There is yet a fourth way of looking at the matter: 'is it my business to punish the evil-doer?' Listen to another story!

"Once a great *Bhakta* of Sri Krishna was walking absorbed in the contemplation of his Beloved, completely oblivious of his surroundings. Without noticing it he stepped right over the newly washed clothes that had just been spread out on the ground to dry by a washerman. 'Have you no eyes,' shouted furiously the washerman whose work had been spoiled. Getting hold of a stick he was about to beat the *Bhakta*.

At that moment Sri Krishna was having food with Rukmini. All of a sudden he jumped up and without explanation hurried away, returning after a short while. 'My Lord', questioned Rukmini, 'why did you leave so suddenly in the middle of your meal and how is it you have returned so speedily ?' This is what Sri Krishna replied. 'A very dear *Bhakta* of mine was in danger of being belaboured with a stick, so I hastened to his rescue. But when I got there I saw that he had picked up a stone ready to throw it at his adversary. Since he was protecting himself, there was no need for me to intervene and hence I returned to you without delay.'

There is still another aspect of the problem to be considered. Once a saint was being badly abused by someone without any reason. He reflected : 'What a terrible punishment has this man incurred by his grave injustice.!' He therefore gave him a light slap to lessen the disagreeable fate his offence would inevitably bring about.

"And lastly : if the person who cheated you were your brother, would you call his action cheating ? To remove something from one's home is not stealing : one takes one's own. Are not all men brothers, children of one Father ? Who is to punish whom ?

"Whichever of all these points of view appeals to you most, according to it you should act."

***Question :*** Suppose one feels that the evil-doer must be taught a lesson and goes to court, does one not thereby injure oneself, specially if one happens to be a seeker after Truth ?

***Mataji*** : Yes, certainly, for by acting thus one's ego will be enhanced.

# NOTES AND COMMENTS.

It rarely happens that Mataji remains at any one place for even a month without a break. This summer Almora had the exceptional privilege of Her presence for very nearly two and a half months, from April 14th till June 27th. In former years Mataji used to visit Almora frequently, but preceding this recent sojourn She had not been to Almora for six years, except for twelve short days in June 1953. The greater in consequence were the rejoicings when She came this time, indeed it seemed one long series of celebrations in succession and perpetual exultation and wonder.

A special article giving a detailed description of Mataji's birthday celebrations from May 2nd to 22nd has been included in this issue. As soon as the function was over a *Bhagavata Saptah* was held from May 23rd to 30th, for which many guests remained and new-ones arrived. In the course of Mataji's stay several Sacred Thread as well as, *Shraddha* Ceremonies were performed, one *Annaprashana** and a naming ceremony of some Brahmacharis. Visitors also vied with one another in giving feasts to all present on the occasions of their own or their children's birthdays or at the news of a successfully passed exam. etc. In fact Mataji jokingly remarked: "We have had every kind of celebration except a wedding!"

Several times the Swamis of both the *Sri Ramakrishna Mission* and the *Sri Ramakrishna Dham* came and were entertained by Mataji. Everyone was charmed with their delightful Kirtans. They in turn invited Mataji and Her large party for Satsang and Kirtan, followed by sumptuous dinners at their own beautiful, spotlessly clean and well organized Ashrams. Ministers of the U. P. Govt., M. P. s, M. L. A. s, and officials came from Ranikhet, Nainital and even from the plains for Mataji's Darshan. Some of them asked questions that received very generous response from Her.

During Mataji's stay useful and most welcome improvements were made in the Almora Ashram, such as the installation of electricity, the completion of new bathrooms and lavatories with septic tanks for the students of the Vidyapith*, and the building of a watertank with pipes supplying about 8 taps in kitchens and bathrooms.

---

*The first feeding of a baby with solid food.

It seems only befitting to express our appreciation and warm gratitude to the people of Almora for being so exceptionally well disciplined, orderly and considerate throughout the whole period. There was no pushing, no blocking of Mataji's way by falling at Her feet when She was walking, which are of so common occurrence almost everywhere Mataji goes. Yet this exemplary behaviour was certainly not due to indifference, as could be clearly seen from the fact that there were but few occasions when the hall was not packed to overflowing, and that for many hours daily the compound of the Ashram was crowded with visitors eager for Mataji's Darshan or a few words from Her. Even at the all-night Kirtans a great number of women attended who had come on foot several miles; Patal Devi is far from almost every part of Almora and there are no conveyances, with the exception of two or three private cars.

During the last few days many of the visitors from outside dispersed, yet even then about 80 people, among them a few Westerners, could be counted daily at lunch time at the Ashram. Late at night a small group of devotees would collect in Mataji's sitting-room to discuss and have their doubts and difficulties cleared. Those were unforgettable hours of intimate and close personal touch with Mataji. On the last night but one a few of the citizens of Almora, instead of returning to their homes after the Satsang, sat waiting patiently for this informal gathering. Rich was their reward. Mataji sat up till 1 a. m., replying to questions in great detail and relating incidents of Her early life. Everyone kept wide awake, listening entranced. At the end one of the residents of Almora exclaimed: "Mataji, you are leaving us, we shall feel so lonely! Our lives will be empty without you!" "Why do you say I am leaving you?" replied Mataji. "Why do you want to push me far away? I am always with you!" "Do you then dwell in our hearts?" continued the questioner. "In your hearts?" said Mataji. "Why do you want to restrict me to a particular spot? *Blood of your blood, bone of your bone* am I. This is the truth. Believe me, I never tell an untruth!"

---

*Vidyapith is the name of the school housed in the Almora Ashram where boys are brought up according to the ancient ideals of the *Brahmacharya Ashrama*, as well as taught all modern subjects.

The following evening, the last at Almora, the hall could scarcely hold the crowd. Sri Hari Babaji Maharaj and his party left the Satsang before 9 o'clock. Mataji got up but sat down again. No one stirred from their places and Mataji sang with Her wonderful, crystal clear, gentle voice: "He Bhagavan, ha Bhagavan, All-bountiful Lord of Love" and then "Sita Ram, Breath of my Life", and all present, as if welded into one body, repeated each line in a mighty chorus, deeply moved. As on the previous night someone clamoured: "Mataji, we have been coming to you daily, but now you are going away. How desolate we shall feel! How are we to go on?" "Why do you say I am going away?" said Mataji. "I am your little baby, always with you. Remember this, I am ever with you! Does an infant leave his parents? I am not asking you to sit up straight, to hold your breath, to purify yourselves. In whatever condition you are, I am with you. Bear this in mind! A child remains with his parents, be they what they may." "But we revere you as our mother," someone else protested, "we do not look upon you as our child." "Well, everything is all right," conceded Mataji. "If you say 'mother', that also is right. But does a mother forsake her children? *Never!*"

At 11 p. m. Mataji reminded us that it was getting late. A few men got up and left, but not the women. "We are not going home to-night," they declared with determination. They had come prepared to spend the night in the hall and sing Kirtan. Mataji was to leave at day-break and they wished to see Her off and so they did. Mataji went to Her room to retire for the night, but soon She was back again in the hall and for several hours sat listening to the songs of these true Bhaktas. At 4-30 a. m. they performed *Arati* in the Ashram courtyard and at 5 sharp, in the dim light of dawn, a large crowd with heavy hearts and tears in their eyes watched Mataji's car start and disappear in the distance, followed by two buses in which travelled Mataji's and Sri Hari Babaji's parties.

At the 'Brewery', where the Almora and Nainital Roads meet, a number of Bhaktas from Nainital were waiting with flowers and fruits, anxious to have a few moments with Mataji. From there Mataji, accompanied by Sri Haribabaji Maharaj and Swami Paramananda motored straight down into the flaming heat of Bareilly. The monsoon had not yet broken.

After five days at Bareilly, on the early morning of July 3rd the whole party left for Moradabad and remained there till July 7th. That night Sri Haribabaji Maharaj and his disciples said good-bye to Mataji who left for Her Kishenpur Ashram near Dehradun, whilst they proceeded to Delhi the next morning.

On the night of the 12th of July Mataji was again in the train travelling to Lucknow. The 13th was spent in the capital of the U. P. and on the 14th early morning Mataji alighted at Banaras and was greeted enthusiastically by a great number of devotees, who after Her absence of over four months had been impatiently looking forward to Her arrival. The next day *Guru Purnima* was observed. People had come from Bombay, Calcutta, Nainital, Kanpur, Allahabad, Patna and other places to do obeisance to Mataji and receive Her Blessing on this special day. From early morning till late at night a steady stream of visitors continued to pour in, eager to offer garlands and gifts and to do Puja. There was Kirtan from dawn onwards, and from approximately 10 to 12 a. m. Puja was performed at the *Chandi Mandap*. The day ended with a common dinner on the moonlit terrace of the Ashram overlooking the Ganges, where at nearly midnight everyone partook of the Prasad from the Annapurna Temple.

How great was our disappointment when the following morning Mataji announced that She intended to leave on July 17th after barely three days at Banaras. She stayed at Hardwar for three days and from there returned to Kishenpur on the 21st.

Didi (Sri Gurupriya Devi) had come to Banaras from Calcutta on July 12th, definitely improved in health though not yet recovered. She stayed in Banaras till July 20th, when she set out for Dehradun with Didima (Mataji's mother) and others by the train that Mataji was to board at Hardwar on the 21st morning.

Until August 8th Mataji remained in Dehradun, oscillating between the two Ashrams at Kishenpur and Raipur and reached Banaras on the 9th to be present at the *Jhulan* and *Janmashtami* celebrations.

There is a possibility of Durga Puja being performed in Mataji's Presence at Ranchi this year.

---

# List of Publications from Shree Shree Ma Anandamayee Ashram

## B 2/94, BHADAINI, BANARAS.

| No. | Name of Books | Language | Author | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matri Darshan .... .... | Bengali | Bhaiji | 2 0 0 |
| 2. | Matri Darshan .... .... | Hindi | ,, | 2 0 0 |
| 3. | Matri Darshan .... .... | Gujrati | ,, | 2 0 0 |
| 4. | Matri Darshanam .... .... | Sanskrit | ,, | 1 8 0 |
| 5. | Mother as Revealed to Me (English Version of Matri Darshan) | English | ,, | 1 12 0 |
| 6. | Sadvani .... .... .... | Bengali | Bhaiji | 1 0 0 |
| 7. | Sadvani .... .... .... | Hindi | ,, | 1 0 0 |
| 8. | Sadvani .... .... .... | English | ,, | |
| 9. | Sri Sri Ma Anandamayi | Bengali I | Gurupriya Devi | 2 0 0 |
| 10. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, II | ,, | 2 0 0 |
| 11. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, III | ,, | 2 0 0 |
| 12. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, IV | ,, | 2 0 0 |
| 13. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, V | ,, | 2 0 0 |
| 14. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, VI | ,, | 2 0 0 |
| 15. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, VII | ,, | 2 0 0 |
| 16. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, VIII | ,, | In Press |
| 17. | Sri Sri Ma Anandamayi | Hindi I | ,, | 2 0 0 |
| 18. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, II | ,, | 2 0 0 |
| 19. | Ma Anandamayi | English | Devotees | 3 8 0 |
| 20. | Mother as seen by Her Devotees | ,, | ,, | In Press |
| 21. | Matri Lila Sankirtan | Bengali | ,, | 0 4 0 |
| 22. | Matri Lila Sankirtan | Hindi | ,, | 0 5 0 |
| 23. | Akhanda Mahayajna | Bengali | Gurupriya Devi | 2 8 0 |
| 24. | Akhanda Mahayajna | Hindi | ,, | 2 8 0 |
| 25. | Ma Anandamayi Upadeshamrita | Bengali | ,, | 1 8 0 |
| 26. | Ma Anandamayi Upadeshamrita | Hindi | ,, | In' Press |

## PHOTOS & BLOCK PRINTS OF SRI SRI MA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Photo Print Rs. 15/- (mounted) | 8. | Block Print Re. 1/- each Seashore |
| 2. | ,, ,, Rs. 10/- ,, | 9. | ,, ,, Re. 1/- each Chuda |
| 3. | ,, ,, Rs. 5/- each | 10. | Bengali Album Rs. 2/- each |
| 4. | ,, ,, Rs. 3/ each | 11. | ,, ,, Rs. 1/8/- each |
| 5. | ,, ,, Rs. 1/8/- each | 12. | English Album Rs. 2/- each |
| 6. | ,, ,, Re. 1/- each | 13. | ,, ,, Rs. 1/8/- each |
| 7. | ,, ,, As. -/8/- each | | |

# ĀNANDA VĀRTĀ

NOVEMBER

1954

VOL. II ❀ NO. 3

# Contents

Page No.

1. মাতৃবাণী ... ... ... 195
2. শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজকৃত ব্যাখ্যাসহ ... 198
3. শ্রীশ্রীমা কাহাকেও দীক্ষা দেন কি না—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল ... 211
4. অজপা রহস্য—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ... ... 215
5. রাঁচীতে সৎসঙ্গ—শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী, এম-এ ... ... 223
6. বাল-গোপাল—শ্রীমতী রাণী মজুমদার ... ... 226
7. मातृ-वाणी .... .... .... 229
8. श्री श्री मां की अमरवाणी—महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज कृत व्याख्या सहित .... 232
9. आरोप साधन—महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज .... 246
10. Matri Vani .... 255
11. Mataji's Amara Vani .... .... 259
12. Yantram—what it means ?—Swami Pratyagatmananda .... 263
13, The Golden Orange—Richard Lannoy .... 267
14. Mother's Home is the Heart—Kenneth Grant .... 273
15. Diary Leaves—Atmananda .... 276
16. Notes and Comments .... 282

Price : Rs. 1/8/-
Annual subscription ( for four issues ) India Rs. 4/- Fore[illegible]

*Printed & Published by*—Brahmachari Kamal Bhattacharjee for
Shree Shree Anandamayee Sangh, Banaras, at the Kamala Press, Godhowlia, Banaras.

ĀNANDA VĀRTĀ

হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।

VOL. II NOVEMBER 1954 No. 3

# —মাতৃ-বাণী—

( বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীমা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন উহার সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন )

## উপবীত ধারণের প্রয়োজনীয়তা

( ৪৪ )

ভগবানের জন্য যদি ভগবান্‌কে ডাকা না হয়, পৈতা কেন যা' ইচ্ছা তা' বিসর্জ্জন দেওয়া চলতে পারে, এবং তা'র এইরূপই ইচ্ছা করে। কারণ ভগবানের জন্য ভগবান্‌কে না ডাকলে, না চাইলে, তা'র ভাব ত এ রকম হওয়া স্বাভাবিকই। তা'র স্বরূপই এই। আর ধ্বংস করার শক্তিই যদি থাকে, তবে বিঘ্নগুলিকে কেন এতক্ষণ তাই করছে না? এক তৃণ উঠাবার শক্তি কারো নাই। সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। সাময়িক কষ্ট হলেও মঙ্গলময় মঙ্গল করেন। সাধারণ জীবের পক্ষে তা বুঝা কঠিন।

পৈতা, গায়ত্রী ছাড়া ব্রাহ্মণের পক্ষে অকল্যাণ, অমঙ্গল। নিজেরা আর মঙ্গলের পথ কতটুকু দেখতে পার? মঙ্গলময় যা' করেন সবই মঙ্গল। হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।

( ৪৫ )

আত্মীয় বিয়োগে কেহ উপবীত ত্যাগ করিলে শ্রীশ্রীমা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছেন—পৈতা ফেলিয়া দিয়াছে? বেশ। উহার মনে যা'তে শান্তি হয় তা'ইত করবে। সংসারে স্বামী মরিলে সঙ্গে স্ত্রী যায় না, স্ত্রী মরিলেও স্বামী যায় না। পিতা মরিলে সঙ্গে সন্তান যায় না। আত্মীয় পরিজন কেউ কি গেছে, না যায়? এ ত প্রত্যক্ষই দেখল। আপন আপন কর্ম্মানুযায়ী আপন আপন গতিতে চলে।

আজ এই বিপদে কি আহার চলে গেছে, না স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন ত্যাগ হইয়াছে? নিজের পরণের কাপড়খানি ত্যাগ হয়েছে, না নিদ্রাই ছাড়িয়া গিয়াছে, না জগতের সঙ্গে বাক্যালাপ স্তব্ধ হয়ে গেছে? হাঁ, দুঃখের সাগর ত হয়েছে—তা' ঠিক। তবে সঙ্গে গেল কি কেবল পৈতাটিই—যা' পিতামাতার

স্নেহের ও আদরের দান, যা' অমূল্য, চিরন্তন পরমপদের সহায় ? আজ—উপলক্ষ্যে পৈতাটি গ্রহণ হ'লে —র স্মৃতিই হৃদয়ে জাগ্রত করে রাখত। তা'র উপলক্ষ্যে গ্রহণ হয়েছিল, অমৃতের অনুকূলের প্রতীক। গ্রহণ হয়েও সেটি চলে গেল, ইহাও সাধারণের পক্ষে পরিতাপের বিষয়! —র স্মৃতি স্বরূপও ত এটা রাখতে পারত। কাহারও জন্য যেন ভগবান্‌কে ডাকা না হয়। যাহাকে পেলে সব পাওয়া হয় তাহারই জন্যই তাঁকে ডাকা, পৈতা নেওয়া।

## বিবিধ

( ৪৬ )

হাঁ, সবদিকে সামঞ্জস্য রেখে মৌন রাখতে পারলে ত ভাল। ইঙ্গিত ইসারার আশ্রয় না নিয়ে যতটা সময় হয়।

( ৪৭ )

মালা গ্রন্থি দিয়ে জপ করতে হয়।

( ৪৮ )

জীব স্বভাব, মা, এই রকমই। জেনে শুনে পাপ করা বড়ই ক্ষতিকর।

( ৪৯ )

এক সময়ে ত একটা বিশেষ কথা হইয়াছিল—চাকুরী পেলে যোগিরাজ ভোগিরাজ এক সঙ্গে হবে। ভোগিরাজ ত পূর্ণমাত্রায় দেখা যাচ্ছে। যোগিরাজের অঙ্কুর কোন্ রাজ্যে রইল, অন্ধকার গুহা-গহ্বরের মত! সে অন্ধকার গুহায় আলো জ্বালবার চেষ্টা কখন আরম্ভ হবে ? যে দিন যায় সে ত আর আসে না। অমূল্য সময় চলে যাচ্ছে। দিন থাকিতে দীননাথের দিকে। তৃতীয় বয়সে অলসে অবশে হয় না হরিনাম বলা। কালের কর্ম্ম কি করা যায় সেই বেলা ?

( ৫০ )

মহাদেব আসিয়া নিজ শরীরে মিশিয়া যাওয়া, জ্যোতিঃ প্রকাশ—ইহা ত ভাল লক্ষণ। চিন্ময় মূর্ত্তির আভাস দর্শন মঙ্গল।

( ৫১ )

দ্বিদল ভ্রূমধ্যে কাশী বিশ্বনাথের প্রকাশ, ইহা ত সাধকের হয়ই। ঐ যে কোমর হইতে গলা পর্য্যন্ত আকারটির প্রকাশ—সাধকের অনেক সময়ই নানারূপ আকার প্রকারের প্রকাশ হইয়া থাকে। তিনি বলিয়া যখন অন্য কোন প্রমাণ নাই, শুধু আকার দেখিয়াই তিনি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে, এইটির ভাবনা ত্যাগ করিতে চেষ্টা করা। কেন না সাধকের তো শক্তির কত রকম ক্রম ধরিয়া ধারা প্রকাশ হয়। যেখানে আশ্রয় লইলে ভগবদ্‌ভাব, ভগবদ্‌ভাবেরই যত অনুকূল আসে, সেই ভগবদ্‌ভাবেরই একটা শক্তি ধারার বিকাশ সূত্রাকারে। সেইজন্য তৎশক্তির বিকাশ বলিয়া সবটার ভিতরেই তাঁহারই এত রকমের প্রকাশ

ইহাই চিন্তনীয়। পূজা, জপ, ধ্যান ইত্যাদি সবই প্রাণময় হইয়া প্রকাশের জন্য যথাশক্তি প্রাণ দিয়া চেষ্টা করণীয়।

( ৫২ )

বাহিরে আদর না দেখাইয়াও যে মা, সেই খাঁটি মা আছে ও থাকবে। তাঁকে সরাইয়া দিতে চাহিলেও সে যায় না। তাঁরই সন্তান কিনা? মনে করা তাঁর ব্যবস্থা, সেইজন্য মা অনুকূল অনুযায়ী সব কিছু করে। হাঁ, সৎ আকাঙ্খা জাগরণ হওয়া ভাল। মা মানে, যিনি সন্তানকে মেপে পরিমিত দিতে পারেন। সন্তানকে মাপ, ক্ষমা করতে পারেন, সেইজন্যই মা।

( ৫৩ )

আসল বড়লোক কে? বড়লোক হল যে পরমধনে ধনবান্, সেই বড়লোক, ধনী। নির্ধন, দরিদ্র তাকেই বলে ভগবৎ স্মৃতি যার হৃদয়ে নাই। তাঁহার উপর নির্ভর একমাত্র কর্ত্তব্য।

---

# শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী

( মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্ কৃত ব্যাখ্যা সহ )

## ছয়

( অনুবৃত্তি )

প্রশ্ন—কি করিয়া এটা ধরব ?

মা—লাইন ত গুরু দেন। কি ক'রে ধরবে এর লাইন গুরু নির্দ্দেশ করেন। গুরুই সাধনা দেন—করতে করতে ফললাভ স্বয়ং প্রকাশ। অধর ধরার শক্তি-প্রকাশ ত গুরুতেই। যেখানেই কি করবে এই প্রশ্ন হচ্ছে, বলছ, সেখানে ত আর পরিপুষ্টি লাভ হয় নাই। তাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশ না হ'বে, নিরন্তর ক'রে যাওয়া। ফাঁক দিতে নাই, ফাঁকে পাক পড়ে যায়। যেমন বল, তৈলধারাবৎ।

তোমার চেষ্টা থাকবে, নিরন্তর অখণ্ড ধারায় ক'রে যাওয়া। আহার নিদ্রা তোমার হাতে নাই, নাই বা থাকল। তোমার লক্ষ্য থাকবে অখণ্ডের দিকে। দেখ, আহার নিদ্রা প্রত্যেকটাই ত যে সময়ের যাহা অখণ্ডভাবেই চাইছ। ঠিক তেমনই এদিকেও অখণ্ডভাবের চেষ্টা। যখন মনের গতি সেই অখণ্ডের ছোঁয়া লাগ্‌বে, যদি একবার সেই ক্ষণকে পেয়ে যাও। ক্ষণের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ রয়েছে। সে ক্ষণটার ছোঁওয়া লাগলে তুমি সর্ব্বক্ষণটা পেয়ে যাবে। যেমন ধর না সন্ধিক্ষণ,—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা। যাওয়া আসার সন্ধিতে যে শক্তি আছে তাহার প্রকাশ হয়। এই যে তোমাদের electric light ইত্যাদি যা বল, অর্থাৎ যুক্ত স্থিতির ক্ষণটা আর কি। যে স্থায়িত্বে সেই সত্তার প্রকাশ। সর্ব্বক্ষণই আছে ত, পাচ্ছ না, সেইটে পাওয়া। সেই সন্ধিটা যদি তুমি পাও। কিন্তু সেই ক্ষণ যে কার কখন প্রকাশ হ'বে, বলা যায় না। লেগে থাকা। কাহার কোন ক্ষণ, যে লাইন যে গ্রহণ কচ্ছে সেই অনুসারে আর কি। যে যে-ক্ষণে জন্মিয়াছে, সারাটা জীবন তাহার সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত চল্‌ছে ত। সেইরূপে সেই ক্ষণটাই তোমার চাই যাতে তুমি এ ধারায় পড়িয়া যাইবে। এ ধারা মানে স্বভাবের ধারা, মহাগতি অর্থাৎ মহাযাত্রা। তা' না হ'লে পূর্ণতা হয় না। সেইজন্য গুরুলাভে পূর্ণ জন্মে কাহাকে কাহাকে সময় নির্দ্দেশ ক'রে দেন, যেমন সকাল, সন্ধ্যা, দুপুর অথবা মধ্যরাত্রি। চারিটা সময়ই ত বলেছে। গুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে যার যার কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। গুরুর উপদেশ যার যে ভাবে থাকে। সকলের এক পন্থা নয়। যোগাযোগ অনুসারে কার কোন্ দিক যে কি ভাবে পূর্ণ করিয়া আসিতে হইবে সাধারণের জানা ত নাই। গুরুর আদেশই পালনীয়।

সেই ক্ষণটা যদি তোমার ভাবে ও কর্ম্মে ঠিক ঠিক যোগ হয় তখন তাহা প্রকাশ হইতে বাধ্য। তাই গুরুর ধারা ধ'রে থাকবার চেষ্টা। তারপর দেখিবে হইয়া যাইতেছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন একটা সময় নির্দ্দিষ্ট কর তাঁকে দিব। ধর, যদি সুবিধা—এই আসনে বসব, এই জপ করব। ক্রমশঃ সময় বা সংখ্যা বাড়াও। রোজ বাড়ান হয় না অবশ্য। নিয়ম কর অমুক তিথিতে বা বারে

বাড়াবে, অর্থাৎ এতটা বেশী করব। এমনি ক'রে নিজকে সেখানে নিবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা—যেখানে থাকা সেখানেই লক্ষ্য নিয়ে পড়ে থাকা তাঁকে ধরে। এই চেষ্টার দরুণ এই যে ধারা সে ধারায় যদি তোমার গভীরতা আসে, দীর্ঘ সময় নিয়া আরম্ভ হয়, তোমাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছে, দেখিবে ইহা তোমার ভোগের বৃদ্ধির দিক্ কমাইয়া দিতেছে। সঞ্চিত লইয়াই কাজ করিয়া যাইতেছে। এমনও মনে আসিতে পারে কোন মুহূর্ত্তে শরীর চলে যাবে, মৃত্যু যে কোন মুহূর্ত্তে আসতে পারে।

জগতে যেমন নিত্য নূতন সৃষ্টি, মন তাকে নিত্য নূতনভাবে গ্রহণ কর্চ্ছে ত। এইভাবে চলার ফলে দেখতে পাবে বাইরের কথা কমে যাচ্ছে; তুমি অন্তর্ম্মুখীন হয়ে যাচ্ছ। যতই।এই চেষ্টা বেড়ে যাচ্ছে ততই তোমার এই দিকৃটা খুলে যাচ্ছে। এই রকমভাবে যত বাড়াবে ততই দুর্ভোগ কম হ'বে, আর বাড়বে না। কর্ম্মে কর্ম্ম ক্ষয় হয়—এও ত বলে। হ্যাঁ, ভাগ্য অনুসারে অল্প সময়েও হয়। দেখ, শরীরকে খাবার না দিলেও তার খাদ্য গ্রহণ কিন্তু বন্ধ হয় না। বলে, শরীর তখন নিজের মাংস খাইতে আরম্ভ করে। সেইজন্য বাহিরের ভাবে যেমন পুষ্ট থাক তেমন এই ভাবটা নিয়ে যদি আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ কর তখন তোমার ঐ দিকৃটা পুষ্ট হ'বে। তারপর কখন কোন্ মুহূর্ত্তে অগ্নি প্রজ্জলিত হ'বে কে জানে। সেইজন্য সেই কথা, সেই ভাব নিয়ে থাকিতে চেষ্টা। ফলে তোমার ধ্যানের পুষ্টি হবে—সর্ব্বক্ষণ সেই। কারণ মন ত চায় যাহা দিলে সে পুষ্ট হইবে—একমাত্র পরম বস্তু ছাড়া মন পুষ্ট হয় না, তখন তুমি সেই ধারায় পড়িয়া যাইবে।

দেখিবে যতই তোমার ভিতরের গতিতে রস জমা হ'চ্ছে, ততই বাইরের গতিতে আর ভাল লাগ্‌ছে না। তখন মন এত পরিপুষ্ট যে তাতে কখন সেই অভিন্নত্ব প্রকাশ হ'য়ে যাবে। লয়ের কথা যা বলছ, লক্ষ্যার্থে যদি 'তৎ'বলে থাক তবে লয়ের কথা যা বলছ ঠিক আছে। জড় সমাধি চাই না, মন যেন লয় না হয়, মনটা যে কি, কে, তাহা পাওয়া চাই।

মন লয় হইয়া তৎ আকার, ঐ কি বলছ? এক হয় আর জায়গা পায় না, অর্থাৎ রাস্তা পায় না বলিয়া লয়। আবার ঐ দিকে যে তৎ, সেই যে স্বয়ং প্রকাশ, তাই মনের আলাদা অস্তিত্বের কোন প্রশ্ন নাই। সেই স্বয়ং প্রকাশ, তখন মন লয়, কি অলয়, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার অবসর কোথায়? তুমি যে দিক্ দিয়া জিজ্ঞাসা কর্‌লে। একাংশ নিয়া যে ধ্যান আরম্ভের কথা বল্‌লে একাংশের মধ্যেই ত সর্ব্বাংশ রয়েছে, সেইটি প্রকাশ করিবার জন্যই ত গুরুশক্তিযুক্ত আদেশ পালন। সবই একদিকের কথার সামান্য একটু আভাস মাত্র বলা হ'ল।

আবার দেখ, কোন সময় দেখা যায় ধ্যানে বসে হুঁস ছিল না। কারও কারও হয়, একটা নেশার ভাবের আনন্দবোধ, যেন এলিয়ে পড়ে, দীর্ঘ সময় কেটে যায়। উঠে বলে, কি একটা আনন্দে ছিলাম। কিন্তু এ ত জ্ঞান নয়। কাজেই ধ্যানেরও একটা স্থান আছে—আনন্দ বোধ করে, যেন আনন্দে ডুবে ছিল। কে ছিল? মনই ত। এটা কিন্তু কোন জায়গায় কোন স্থলে বিঘ্ন করে। বার বার এই জায়গায় যেয়েই যদি ফিরে ফিরে স্থিত থাকে তবে মুলের স্বাদ কিন্তু পাবে না। বাস্তব ধ্যান যখন হ'বে জাগতিক রসবোধ থাকবে না। বাস্তবিক যখন ব্রহ্মভাব বা আত্মোপলব্ধির দিক্, সেখানে কোথায় ছিলাম, বা এতক্ষণ ত কিছুই জানি নাই। অজানা ত? এটাও থাকবে

না। মুখে যখন বল্‌তে পারা যায়, কি আনন্দে ছিলাম, এটা রসাস্বাদ, বিঘ্ন। সচেতন থাকা চাই, জাগ্রৎ থাকা চাই। জড় বা যোগনিদ্রা হ'লে চল্‌বে না।

ধ্যানের পর জাগতিক আনন্দ ফিকা ফিকা বোধ হ'বে, আলুনা আর কি। বৈরাগ্য কাকে বলে? জাগতিক প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে যেন বৈরাগ্যের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে, যেন shock লাগ্‌ছে। তখন অন্তর বাহির জাগরিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু বৈরাগ্যে জাগতিক বস্তুর উপর বিরক্তি বা উপেক্ষা থাকবে না—গ্রহণ হ'বে না, শরীর নেয় না। বিরক্তি বা ক্রোধ আস্‌বে না। যখন বৈরাগ্য দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌বে, তখন ক্রমশঃ কি হ'বে? এটা (জগৎ) কি, এই প্রশ্ন বিচার আস্‌বে। জগতের মিথ্যাত্ব বোধটা প্রত্যক্ষ প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠবে। জগতের প্রত্যেক জিনিষটা যেন আগুন—ছোঁয়া যায় না। কোন সময়ে ইহাও জাগে।

এখন যা ভোগ কর অনিত্য বোধ হয় না, সুখ বোধ হয়। যতই বৈরাগ্য প্রজ্জ্বলিত হ'বে ভোগের রস মরে যাবে, মৃত্যুর মৃত্যুই হয়, কালের জিনিষ কি না? এখন যে কালের অতীতের দিকে যাচ্ছ, তাই তোমার সংসারী সুখ বোধ জ্বালাইয়া দিতেছে। ফলে জগৎটা কি, এই প্রশ্ন জাগবে। যতক্ষণ সুখবোধ থাকবে ততক্ষণ এটা প্রকাশ হয় না। কালাতীতের দিকে যাচ্ছ ব'লে কালের জিনিষ ধরা দিবে।

যদি নেবে এসে যেমন তেমন করতে পার তবে তোমার বদল হয় নাই। যখন ধ্যান হয় আর বৈরাগ্য জন্মে তখন ঐদিকে হাহাকার লাগ্‌বে, ক্ষুধা জাগরণ করে দিবে। আর জাগতিক কোন জিনিষে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হচ্ছে না, তোমার তৃপ্তি লাগ্‌ছে না, এটা জানবে।

কি বলব বাবা, শরীরের কাছে এসে বলে, আমার মেয়েটা ছেলেটা এ রকম। চোখের সামনে মোটরে উঠে চলে গেল, বাপ মায়ের কি কান্না, একবার ভ্রূক্ষেপও করলে না। এদের কান্না ঐ সময় তাকে ছুঁলও না। দেখ বাবা, এ রাস্তায়ও ঠিক ঐ রকমই বিষয় ভোগে ছোঁয় না এরূপ স্থান আছে। যাদের যাদের আপন ভাবা হল এ ত সব রক্ত মাংসের পিণ্ড মাত্র, এ দিয়ে কি করব? এই রকম হয়। যেমন জেনে শুনে আগুনে হাত দিতে পারে না, সাপের ঘাড়ে পা দিতে পারে না, ঠিক সেই রকম এদিকে তাকাইয়া মাত্র চলিয়া যাইবে। তখন তোমার ঐ দিকের গতি আসিবে। তারপর যখন বৈরাগ্যের উপরও বৈরাগ্য আস্‌বে তখন বৈরাগ্য অবৈরাগ্যের প্রশ্ন নাই—যা-তা। দেখ এ রকম ত বলে, কারও কর্‌তে কর্‌তে জ্ঞান হয়। কর্‌তে কর্‌তে কি জ্ঞান হয়? জ্ঞান কি ক্রিয়াধীন? আবরণ নষ্ট হয়, আবরণ নষ্ট হ'লে যা প্রকাশ আছে তার প্রকাশ। কর্ম্মের যে ফল, যে দিকের ক্রিয়া করে সে দিকের প্রকাশ। নিরাবরণ প্রকাশ হ'ল স্বয়ং যা নিত্য আছে। কার কোন ধারা গুরু জানেন।

প্রঃ—কখনও মনে হয় বিষয় মাত্র, কখনও বা জ্ঞান মাত্র। একই বস্তুর দুই সময়ে দুই রকম জ্ঞান হয় কেন?

মা—কারণ তুমি সময়ের অধীন বলে। স্ব-স্ব ত আর হও নাই, সেখানেই মীমাংসা। মনে হওয়াটা ভাল, পরমার্থ দিকের। কারণ বৃথা ত কিছুই যায় না। যাহা গ্রহণ কর তাহা কোন না কোন সময়ে কাজ দিবে। আসল কথা, যেমন জলতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব ইত্যাদি—এইগুলি কি? ফলে সৃষ্টিটা কি? তখন ক্রমে ক্রমে এক একটা তত্ত্বের প্রকাশ জ্ঞানেতে ফুটবে। স্থূ

ফোটার মত আর কি—গাছেতে ফুল ফল আছে তাই না প্রকাশ। সে জন্য যে তত্ত্বের প্রকাশ হ'লে সকল তত্ত্বের মীমাংসা।

বিষয় যে বলে, বিষয় মানে যা'তে বিষ হয়, যাহা ক্ষতি করে, মৃত্যুর দিকে টেনে নেয়। নির্ব্বিষয় অমৃত, যেখানে বিষের গন্ধ নাই—তাহার প্রকাশ।

প্রঃ কঃ—ঐ বৈরাগ্যের দাহও ত একটা থেকে গেল ?

মা—দাহটা কি নিয়ে হয় ? একটা ঘা হয়ে ত ? তবে ত প্রদাহ—সে ঘা কিসের ? ঘা থাকে তবে ত দাহ হ'বে ?—এটা ভান। ঘা-টা, যতক্ষণ সেই প্রকাশ না হ'বে। যে জায়গায় জ্বালা হ'লে ভাল হয় সে ত' ভাল কথা। বিকারগ্রস্ত হ'লে জ্বালার বোধ নাই—দেখতে পাচ্ছ না সুখ শোক তাপে ডুবে পড়ে আছে, এটা ত চাই না। এইরূপ, এই ত সংসার যেখানে নিত্য সংশয়রূপে আছে। বল ত জ্বালা হচ্ছে কেন ?

প্রঃ কঃ—ভগবানও টানে, বিষয়ও টানে—এর জ্বালা।

মা—ছাড়িতে পারি না, ছাড়াইতে সাধ, ঐ যে কথা। এই সাধটা জাগুক না, সাধ জাগলে কোন সময় ছাড়াইতে পারিবে। পাইলে জ্বালা ( বিষয় ), আর না পাইলেও জ্বালা। এই যে পাইলে জ্বালা এটা চাই, বিষয় না পাইয়া বিষয় পাবার ইচ্ছার যে জ্বালা এটা মৃত্যুর দিক্, দুঃখের দিক্।

প্রঃ কঃ—প্রাওয়ার জ্বালার ত নিবৃত্তি নাই, যত পাও ততই চাই। (বিষয় ভোগের পরিণামে জ্বালা)

মা—এখানে বিষয়ের অভাব ত মূর্ত্তিমান্ আছে, অভাবের জ্বালা ত থাক্‌বেই। সেইজন্যই বলা হয় অভাবের গতি আর স্বভাবের গতি। অভাবের গতির স্বভাব হইল কখনও পূরণের দিকে। সর্ব্বক্ষণ অভাব জাগরিত রাখাই তার স্বভাব। স্বভাবের গতি হ'ল স্বভাবে স্থিত করা, স্বভাবের কর্ম্মের পূর্ণতা লাভ করা। তাই স্বভাবের গতি দিয়া যদি পূর্ণ করিতে চেষ্টা কর, তবে স্বভাবের গতিতে স্বভাবে স্থিত হওয়ার দিকে নিয়া যাবে।

প্রঃ কঃ—আর না পাওয়ার জ্বালা ?—(ভগবৎ অপ্রাপ্তির জ্বালা ) বিষয় ভোগ চাই না, কিন্তু এসে যাচ্ছে। ভোগ করে যেতেই হচ্ছে।

মা—আরে, অপ্রাপ্তির জ্বালা ত ভাল। যাহা খেয়েছ, তার উদগার আস্‌বেই ত। সাধ করে গয়না পড়েছ, ভার বহন ত করতেই হবে। তবে কি-না, এ ভার পড়ে যায়, পড়ে যাওয়ারই কি-না ?

প্রঃ কঃ—জ্ঞানীর সাময়িক অজ্ঞান হয় কি-না ?

মা—জ্ঞানী বল্‌বে আর সাময়িক অজ্ঞান বল্‌বে, এ কথা ত হয় না, বাবা। কোন একটা স্থানে সাময়িক স্থিতি আছে তাহাতে একথা আন্‌তে পার। আসলে জ্ঞান যা' সেখানে এ কথা নয়। তুমি তা'কে যেরূপেই দেখ না কেন, সে যা' তাই। জ্ঞান যা'কে বল্‌বে, অজ্ঞানের প্রশ্ন কোথায় ? জ্ঞানকে অজ্ঞানের মত দেখায়, অজ্ঞানের কথা যেখানে। তাই এখানে নাবা ওঠার কথা নিয়ে এস। মুক্ত হ'য়ে গেলে যেমন দেহের প্রশ্ন নাই, তেমন নাবা ওঠারও প্রশ্ন নাই। নাবা ওঠারও স্থান আছে, সত্যি সত্যি আছে।

## ব্যাখ্যা

### ৩। সাধনা কতদিন পর্য্যন্ত করিতে হয়—

সিদ্ধিলাভের জন্য সাধনা আবশ্যক। যদিও দেখা যায় অনেক সময় কাহারও কাহারও সাধন না করিয়াও অথবা সম্যক্ প্রকারে সাধন পথে অগ্রসর না হইয়াও ফললাভ হইয়াছে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে এই ফললাভও অহেতুক নহে। এবং অধিকাংশ স্থলে এই হেতু সাধকের জন্মান্তরীন সাধন বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। অবশ্য আমরা এখানে অহেতুক কৃপা এবং তজ্জন্য ফললাভের কথা বলিতেছি না। কারণ উহা ভগবানের স্বাতন্ত্র্যমূলক বলিয়া আমাদের আলোচনার অন্তর্গত নহে। এখানে যাহা বলা হইল তাহার তাৎপর্য্য এই যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সাধন পথ অবলম্বন করিয়া যথাবিধি দীর্ঘকাল আদরের সহিত সাধন কার্য্য সম্পাদন করা আবশ্যক। সাধন কখনই ব্যর্থ হয় না। একজন্মে উহা ফলপ্রসব না করিলেও উহা সংস্কাররূপে চিত্তে নিহিত থাকে এবং ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে হইতে জন্মান্তরে ফল প্রসব করে। একজন্মেই হউক অথবা বহুজন্মেই হউক যতদিন পর্য্যন্ত সাধন পূর্ণ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত সিদ্ধি অথবা ফলের আশা সুদূর পরাহত। কাহারও কাহারও অল্প সময়ের মধ্যে ফললাভের কথা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে বিনা সাধনাতেই আকস্মিক ভাবে ঐ প্রকার ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ঐ সব স্থানে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যাইবে যে ঐ ফললাভের পশ্চাতে পূর্ব্বজন্মের কঠোর সাধনার ইতিহাস বিদ্যমান রহিয়াছে।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সাধনা করা একান্ত আবশ্যক। নতুবা সিদ্ধিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অবশ্য ইহা লৌকিক দৃষ্টির কথা। কিন্তু প্রশ্ন হয়, সাধনা কতদিন পর্য্যন্ত করিতে হইবে। এই প্রশ্নের উত্তরে মা বলিয়াছেন—"যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশ না হবে নিরন্তর করে যাওয়া। ফাঁক দিতে নেই, ফাঁকে পাক পড়ে যায়—যেমন বল তৈল-ধারাবৎ। তোমার চেষ্টা থাকবে নিরন্তর অখণ্ডধারায় করে যাওয়া।" মা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর সূক্ষ্মভাবে নিহিত রহিয়াছে। মা কোন কাল-নির্দ্দেশ করেন নাই। কারণ কাল এক দৃষ্টিতে বাহ্যপদার্থরূপে পরিগণিত হইলেও বস্তুতঃ আভ্যন্তর ভাব মাত্র। সুতরাং যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসারে একমাসে সিদ্ধ হয় তাহা অত্যন্ত তীব্র সংবেগের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে একদিনে, অথবা কাহারও ন্যূন সময়েও, সম্পন্ন হইতে পারে। সংবেগের তীব্রতা অনুসারে কালের বিস্তার বুঝিতে হইবে। সুতরাং স্থূল দৃষ্টিতে কালের নির্দ্দেশ করা মোটেই সম্ভবপর নয়। কারণ সাধকের প্রাণের আবেগ বর্দ্ধিত হইলে বাহ্যকালের সঙ্কোচ স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কাল কিন্তু একই। কিন্তু এই সূক্ষ্মকাল একমাত্র যোগী বা মহাজ্ঞানী ভিন্ন কেহ ধারণা করিতে পারে না। এইজন্য কতদিন পর্য্যন্ত সাধনা করিতে হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে মা কোন কাল-নির্দ্দেশ না করিয়া শুধু ইহাই বলিয়াছেন যে যতদিন পর্য্যন্ত প্রকাশ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে এক লক্ষ্যে সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। কোন্ কারণে

ফলপ্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে এবং কোন্ কারণে দ্রুত সিদ্ধিলাভ হয় তাহা অজ্ঞানী সাধকের পক্ষে জানা সম্ভবপর নহে এবং জানিবার কোন প্রয়োজনও নাই। যে কর্ম্ম হইতে যে ফলের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী সেই ফলের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত সেই কর্ম্মকে সমগ্র অন্তরের সহিত ধরিয়া থাকা আবশ্যক। ইহাই মার উপদেশের তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ ফল অথবা সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখার কোনই প্রয়োজন নাই। ক্রিয়মাণ সাধন কর্ম্ম যাহাতে গুরুর আদেশ অনুসারে যথোচিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। একমাত্র সেইদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ইহাতে কর্ম্ম বা সাধনাও ভাল হয় এবং ফলের দিকে দৃষ্টি না থাকার দরুণ ফলপ্রাপ্তির সময়ও সন্নিহিত হইয়া আসে।

পতঞ্জলি বলিয়াছেন—দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্য ও সৎকারের সহিত সাধনা অভ্যাস করিলে সাধকের ভূমি দৃঢ় হয়। নৈরন্তর্য্য বলিতে অবিচ্ছিন্ন সাধনার প্রশংসা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাধনার ধারাতে বিচ্ছেদ অথবা ব্যবধান থাকিলে উহার ফলে প্রকৃতির আবরণ আসিয়া সাধন ধারাকে আচ্ছন্ন ও মলিন করিয়া ফেলে। 'সৎকার' শব্দের এই তাৎপর্য্য যে যিনি যে সাধনাই করুন তাহা শ্রদ্ধার সহিত না করিলে ভূমি দৃঢ় হয় না। বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। এইজন্য উপায় মার্গের প্রথমেই যোগিগণ শ্রদ্ধাকে স্থান দিয়াছেন। গীতাতেও আছে—'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।' মূলে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সৎকার একই বস্তু। তারপর দীর্ঘকাল, ইহাও ভূমি-সিদ্ধির পক্ষে আবশ্যক হয়। অবশ্য এই দীর্ঘকাল সংবেগের তারতম্য বশতঃ বাহ্যদৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতিভাসমান হইতে পারে। বুদ্ধদেব যখন বোধি-বৃক্ষমূলে তপস্যা করিতে বসিয়াছিলেন তখন, 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' ইত্যাদি বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প সহকারে পূর্ণবিশ্বাসের সহিত আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমার ত্বক্, অস্থি, স্নায়ু প্রভৃতি শুষ্ক হউক, শরীরের রক্ত-মাংস প্রভৃতি শুষ্ক হউক, যাহা হইবার তাহাই হউক, কিন্তু আমি উদ্যম বা পরাক্রম ছাড়িব না, যতদিন উদ্যমলভ্য বস্তু প্রাপ্ত না হই।' বৌদ্ধগণের দশ পারমিতার একটি প্রধান পারমিতার নাম বীর্য্য। পতঞ্জলি মতেও উপায়-মার্গের মধ্যে শ্রদ্ধার পরেই বীর্য্যের স্থান। তাই বৌদ্ধগণ বলেন, 'অত্তাহি অত্তনো নাথ, কোহি নাথ পরোসিয়া।' অর্থাৎ আত্মাই আত্মার প্রভু, দ্বিতীয় কেহ আত্মার প্রভু হইতে পারে না। এই প্রকার মনে দৃঢ় বল নিয়া আসনে উপবেশন করিতে হয়। মা বলেন,—"যতই জাগতিক প্রতিবন্ধক আসুক লক্ষ্যটি যেন অখণ্ডের দিকে থাকে। তা'হলে কখনও না কখনও অখণ্ডের ছোঁওয়া মনের গতিতে লেগে যাবে।" ছোঁওয়া লাগিলে একক্ষণেই পূর্ণপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। তখন একক্ষণ আর সর্ব্বক্ষণের কোন প্রভেদ থাকে না। কারণ প্রাপ্তি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে।

এই মহাক্ষণটি কাহার কখন আসে বলা যায় না। এই মহাক্ষণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণস্বরূপ অখণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন প্রকাশ খুলিয়া যায়—অপ্রকাশ কিছুই থাকে না। এই মহাপ্রকাশের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যথাশক্তি সাধন করিতেই হইবে। ক্ষণের উদয় হইলে কালের বন্ধন কাটিয়া যায়।

৪। একাংশ নিয়া ধ্যান আরম্ভ—

প্রশ্ন হয় একাংশ ধ্যান হইতে সর্ব্বাংশ হইবে কি

প্রকারে ? ইহার সমাধান ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে একাংশ ও সর্ব্বাংশের পরস্পর সম্বন্ধ অনুধাবন করা আবশ্যক। সাধারণতঃ মনে হয়, যে অংশকে চিত্ত অবলম্বন রূপে গ্রহণ করে সেই অংশ হইতে অতিরিক্ত কোন অংশ বা সত্তা চিত্তে প্রকাশিত হইতে পারে না। কিন্তু উহা সত্য নহে। লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে একটির সঙ্গে অপরটির ভেদ সম্বন্ধ আছে এবং যে কোন একটির সঙ্গে সমগ্রটিরও ভেদ সম্বন্ধ আছে। যদিও অংশ ও অংশী মূলতঃ অভিন্ন বলিয়া এই ভেদের মূলেও অভেদ সম্বন্ধ রহিয়াছে তথাপি ভেদেরই প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। এই পরিস্থিতিতে একটি অংশকে ধ্যান করিয়া সমগ্রটিকে ধারণ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যোগিগণ বলেন—"জাত্যনুচ্ছেদেন সর্বং সর্ব্বাত্মকম্"—অর্থাৎ যে কোন জাতীয় বস্তু হউক উহা অপর যে কোন জাতীয় বস্তুর সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ সবের মধ্যেই সব আছে। তবে যাহা স্পষ্ট ও প্রধান তাহা বাহ্যদৃষ্টিতে পরিস্ফুট হয়, বাকী সমস্ত বাহ্যদৃষ্টির অগোচরে প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু যাহার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী তাহার দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত কিছুই থাকিতে পারে না। সে স্পষ্টই দেখিতে পায় প্রতি বস্তুর মধ্যেই সমগ্র বিশ্ব ভাসিতেছে; প্রতি কার্য্যের পশ্চাতেই পরম কারণ নিহিত রহিয়াছে। তাই মা বলিয়াছেন—গুরুশক্তির প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত আবরণ কাটিয়া গেলে সর্ব্ব জিনিষের মধ্যেই সর্ব্ব জিনিষের সত্তা দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুশক্তি ভিন্ন ঐ আবরণ কাটাইবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। গুরুশক্তির অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য নির্ব্বিচার চিত্তে গুরু আজ্ঞা পালন করিয়া যাইতে হয়। ইহার পর একাংশ ধ্যান হইতে সর্ব্বাংশ কি ভাবে ফুটিয়া উঠিবে, এই প্রশ্ন আর চিত্তে উদিত হয় না।

### ৫। বাস্তব ধ্যান কাহাকে বলে—

ধ্যান শব্দ বহু অর্থের বাচক। বহু সাধক বহু অবস্থাকে ধ্যান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টি অনুসারে তাঁহারা ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু তবুও বলিতে হইবে ধ্যানের একটা বাস্তব এবং অবাস্তব ভেদ আছে। সাধারণ সাধক সমাজে প্রচলিত বহু ধ্যানই তদনুসারে অবাস্তব ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। একটা আনন্দের আস্বাদ এবং গভীর তন্ময়তা থাকিলেই যে ধ্যান বাস্তব হয় তাহা বলা যায় না। অনেক সময় ধ্যানে চিত্ত আনন্দরসে মগ্ন হইয়া যায়। অনেক সময় চিত্ত আত্মহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই সব বাস্তব ধ্যানের লক্ষণ নহে। এইগুলি ধ্যানের অন্তরায় স্বরূপ জানিতে হইবে। এই আনন্দরস এক হিসাবে জাগতিক রসেরই অন্তর্গত। ইহাকে ত্যাগ করিয়া না উঠিতে পারিলে "মূলের স্বাদ" পাওয়া যায় না। তা' ছাড়া অজ্ঞানজনিত কোন ভাবও বাস্তব ধ্যানে থাকিতে পারে না। উহাতে একটা সচেতন ও জাগ্রৎ ভাব সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণ থাকে। জড়ত্ব ও নিদ্রা সচেতন ভাবের অন্তরায়। সুষুপ্তিতে যেমন,—'ন কিঞ্চিৎ অবেদিষম্,' অর্থাৎ আমি কিছুই জানিতাম না, এই প্রকার অনুসন্ধান ব্যুত্থান কালে জন্মিয়া থাকে, এই জাতীয় ভাব সচেতন ধ্যানে থাকে না। কারণ অজ্ঞান বা শূন্যতা জড়ের লক্ষণ, চৈতন্যের নহে। বেদান্তের সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তে সুষুপ্তি অবস্থার পরিচায়ক রূপে দুইটি ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি—'সুখমহম্ অস্বাপ্সম্' অর্থাৎ আমি বেশ আনন্দে নিদ্রিত ছিলাম এবং অপরটি 'ন কিঞ্চিৎ অবেদিষম্' আমি কিছুই

জানিতাম না। একটি রসাস্বাদ, অপরটি অজ্ঞান। বাস্তব ধ্যানে এই দুইটির একটিও থাকে না। কারণ এই রসাস্বাদ এক হিসাবে ভোগের অন্তর্গত এবং কিছু না জানা অজ্ঞানের স্বরূপ লক্ষণ। বাস্তব ধ্যানে যে আনন্দ থাকে না তাহা নহে, কিন্তু উহা স্বরূপের দিকের আনন্দ ভোগানন্দ নহে,—মার ভাষাতে 'মূলের স্বাদ।' এইজন্য বাস্তব ধ্যানের পর জাগতিক সর্ব্বপ্রকার আনন্দ, এমন কি সুষুপ্তি অথবা ব্রহ্মলোকের আনন্দও, অত্যন্ত হাল্কা বোধ হয়। এই জন্যই জাগতিক আনন্দের দিকে স্বভাবতঃই চিত্ত বিতৃষ্ণ হয়, অর্থাৎ বৈরাগ্যের উদয় হয়। বাস্তব ধ্যানের ইহাই একটি পরিচায়ক লক্ষণ। যতই এই ধ্যানের গাঢ়তা বাড়িতে থাকে ততই সমগ্র বিশ্বের, এমন কি বিশ্বের মূলভূত প্রকৃতি বা গুণময়ী সত্তার, প্রতি স্বভাবতঃ বৈরাগ্যের উদয় হয়। নিত্য ও অনিত্যের বিবেক আপনিই ফুটিয়া উঠে।

### ৬। মনের পুষ্টি—

দেহের পুষ্টির জন্য যেমন আহার আবশ্যক তেমন মনের পুষ্টির জন্যও তাহার উপযোগী আহার চাই। মন একমাত্র পরম বস্তু ব্যতীত আর কিছুতেই পুষ্ট হয় না। যতক্ষণ এই পরমবস্তু প্রাপ্ত না হইবে ততক্ষণ তাহার চঞ্চলতা দূর হইতে পারে না। জাগতিক কোন রসে মনের যে তৃপ্তি হয় তাহা সাময়িক তৃপ্তি। ঐ তৃপ্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। পরে আবার চঞ্চলতা জাগিয়া উঠে। কিন্তু পরমবস্তু প্রাপ্ত হইলে মন স্থির হইয়া যায়, উত্থান-রহিত হয়, নিষ্ক্রিয় পরম শান্তরূপে পরম সত্তার সহিত এক হইয়া যায়। পরমবস্তুর রস প্রাপ্ত হইলে স্বভাবের ধারাতে মন পতিত হয়। তখন উহা বাহিরের দিকে আর আকৃষ্ট হয় না এবং স্বভাবের ধারাতেই অন্তর্ম্মুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। মন ঠিক ঠিক পুষ্টি লাভ করিলে জড় সমাধি, লয় প্রভৃতি সম্ভবপর হয় না। তখন পুষ্ট মন নিজেকে জানিতে চায় এবং তাহার ফলে কোন শুভ মুহূর্ত্তে সে নিজেকেই পরমবস্তু বলিয়া চিনিয়া ফেলে।

### ৭। ক্ষণ রহস্য—

ক্ষণের রহস্য অত্যন্ত জটিল, অথচ সরল অপেক্ষাও অতি সরল। আমাদের চিত্তবৃত্তি কালের অধীনে সংস্কারবশে নিরন্তর আন্দোলিত হইতেছে। সেইজন্য উহা স্থূল ভিন্ন সূক্ষ্ম সত্তা ধারণ করিতে পারে না। যোগশাস্ত্রে ক্ষণের মহিমা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাল ক্ষণের সমষ্টি। বস্তুতঃ কাল বলিয়া বুদ্ধির বাহিরে পৃথক্ কোন পদার্থ নাই। কালের বাস্তব সত্তা যোগিগণ স্বীকার করেন না। ক্ষণই বাস্তবিক সত্য। কাল বুদ্ধিতে কল্পিত পদার্থ-বিশেষ মাত্র। ক্ষণের আনন্তর্য্য হইতেই কালের বোধ উদিত হয় এবং মূল স্পন্দনের প্রভাবে একই ক্ষণ আন্দোলিত অবস্থায় বহুক্ষণরূপে বুদ্ধি ক্ষেত্রে প্রতিভাসমান হয় বলিয়া বিস্তার বিশিষ্ট কালের প্রতীতি জন্মে। সমগ্রকালের পৃষ্ঠভাগে একমাত্র ক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই একই ক্ষণে অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পরিণাম সংঘটিত হইতেছে। ক্ষণের মধ্যে ক্রম নাই। ক্রম কালের ধর্ম্ম। এইজন্য ক্ষণকে আশ্রয় করিয়া যে মহাজ্ঞান উদিত হয় তাহাতেও ক্রম থাকে না। যখন এই মহাজ্ঞানের উদয় হয় তখন ইহা ক্রমশঃ হয় না। ক্রমকে অভিভূত করিয়া সর্ব্ববিষয়ক সর্ব্বাকার জ্ঞান একই ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারই নাম সর্ব্বজ্ঞত্ব। এই জ্ঞান একই সঙ্গে সামান্যজ্ঞান ও বিশেষজ্ঞান উভয়ই। সেইজন্য এই জ্ঞানের উদয় হইলে আর কিছু জানিবার

যোগ্য অবশিষ্ট থাকে না। জ্ঞান অনন্তরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া জ্ঞেয় তখন জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। যোগীর বিবেকজ জ্ঞান, যাহাকে প্রাতিভ জ্ঞানও বলা হইয়া থাকে, এই মহাজ্ঞানেরই একটা দিক্ মাত্র। স্তরের পর স্তর ক্রম ধরিয়া পূর্ণজ্ঞানের উদয় হয় না। অখণ্ডজ্ঞান যখন উদিত হয় অতর্কিত ভাবে একটি ক্ষণের মধ্যেই উদিত হয়, ভাগে ভাগে হয় না।

কালের মধ্য হইতে ক্ষণের সন্ধান সহসা পাওয়া যায় না। কারণ কাল ক্ষণকে আবরণ করিয়া নিজের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। যদিও কালের সত্তায় প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বত্রই ক্ষণ নিহিত রহিয়াছে তথাপি সন্ধি ভিন্ন উহাকে আবিষ্কার করা যায় না। দিনের মধ্যে কালের অবয়ব সকলের সন্ধি স্থূলভাবে তিন অথবা চারি অথবা আট মানা হইয়া থাকে। ত্রিসন্ধ্যা, চতুঃসন্ধ্যা, অষ্টকাল প্রভৃতি এই বিভাগের উপর কল্পিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের অষ্টকালের লীলা-স্মরণও এই অষ্টক্ষণকে ধরিবার জন্য। ত্রিসন্ধ্যা বা চতুঃসন্ধ্যা অনুষ্ঠান ও এই সন্ধিক্ষণকে ধরিবার জন্য। যে কোন প্রকারেই হউক একবার সেই মহাক্ষণের প্রাপ্তি হইলে আর তাহা হারাইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তখন কালের মধ্যে সর্ব্বত্রই সেই মহাক্ষণকে সাক্ষাৎকার করা যাইবে। একবার স্বরূপে আত্মদর্শন হইলে বা ইষ্টদর্শন হইলে যেমন জগতের প্রতি বস্তুতে আত্মদর্শন বা ইষ্টদর্শন সহজ হয় তদ্রূপ একবার সেই মহাক্ষণকে পাইতে পারিলে কোন সময়েই আর তাহার অভাব অনুভব করিতে হয় না। তাই মা বলিয়াছেন—"ক্ষণের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ রয়েছে। সেই ক্ষণটার ছোঁওয়া লাগলে তুমি সর্ব্বক্ষণকে পেয়ে যাবে।" মহাক্ষণ একই বটে, কিন্তু এক হইলেও উহা সকলের মধ্যে একই সময়ে প্রকাশিত হয় না। সেইজন্য প্রত্যেককেই প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকিতে হয়। আর একটি কথা। প্রতি মনুষ্যই একটি বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে এই বৈশিষ্ট্য জন্মান্তরের কর্ম্মসংস্কারের বৈচিত্র্যদ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কর্ম্মবৈচিত্র্যও মূল কারণ নহে। মূল কারণ জন্মকালীন ক্ষণ-সম্বন্ধ। অর্থাৎ জন্মকালে যে ক্ষণ প্রবল থাকে সেইক্ষণই সমগ্র জীবনকে নিয়মিত করে। সাধারণ জীবের পক্ষে ইহা অতিক্রম করা সহজ নহে। মা বলিয়াছেন—"যে যে-ক্ষণে জন্মিয়াছে সারাটা জীবন তাহার সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত চল্‌ছে ত।" গর্ভাধান কালের স্থিতি অথবা ভূমিষ্ঠ হইবার সময়কার স্থিতি সমস্ত জীবনের ধারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

### ৮। প্রকৃত বৈরাগ্য কাহাকে বলে—

বৈরাগ্য বলিতে সাধারণতঃ বিতৃষ্ণা বুঝায়। যোগশাস্ত্রানুসারে পরবৈরাগ্য ও অপর বৈরাগ্য ভেদে বৈরাগ্য দুই প্রকার। ভোগ্য বস্তু অথবা কাম্য পদার্থের উপর বিতৃষ্ণাই অপর বৈরাগ্যের স্বরূপ। এই জগতেই হউক অথবা লোক লোকান্তরেই হউক, কোন স্থানে ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্তিভাবের উদয় না হইলে বুঝিতে হইবে বৈরাগ্য আবির্ভূত হইয়াছে। এই অনাসক্তি বাস্তবিক পক্ষে জগতের প্রতি অথবা বাহ্য বিষয়ের প্রতি বিরক্তি অথবা তাচ্ছিল্য নহে। এমন কি, দ্বেষও নহে। ইহা ভোগাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার ফলে অথবা কারণান্তর হইতে উপজাত চিত্তের একটি উদাসীন ভাব। শরীর ও মনের উপাদান এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে উহাতে আর বিষয়-সম্বন্ধ সহ্য হয় না। বিষয়ের লেশমাত্র সংস্পর্শ, এমন কি সংস্পর্শের সম্ভাবনাও

চিত্তকে আকুল করিয়া তোলে। ভিতরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে বাহিরের শীতলতা তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। যাহার হৃদয়ে প্রকৃত বৈরাগ্য-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাহার পক্ষে জাগতিক সুখে তৃপ্তি বোধ করা সম্ভবপর নহে। প্রকৃত বৈরাগ্যের বর্ণনা-প্রসঙ্গে মা সেইজন্য বলিয়াছেন—"বৈরাগ্যে জাগতিক বস্তুর উপর বিরক্তি বা উপেক্ষা থাকে না, গ্রহণ হ'বে না, শরীর নেয় না, বিরক্তি বা ক্রোধ আস্‌বে না।"

এই অপর বৈরাগ্যের উপরে পরবৈরাগ্যের স্থান। যে প্রকৃতির গুণ হইতে লোক-লোকান্তর ও যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ রচিত হইয়াছে যখন চিত্ত শুধু ভোগ্য পদার্থের উপর বিরক্ত না হইয়া আরও উর্দ্ধে পরিণামশীল জগতের মূল উপাদানের উপর বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় তখন তাহার এই গুণ-বিতৃষ্ণাকে পরবৈরাগ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। পরবৈরাগ্য হইলে লোক-লোকান্তরের ঐশ্বর্য্য ত দূরের কথা, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ও তজ্জন্য প্রজ্ঞার, এমন কি বিবেকজ্ঞানের, উপরও বৈরাগ্য হইয়া থাকে। গুণ-সংশ্লিষ্টভাবে আত্মস্বরূপের দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত পরবৈরাগ্যের আবির্ভাব ঘটে না। পরবৈরাগ্যের পর সংস্কারাত্মক চিত্তের নিরোধ অবশ্যম্ভাবী। তাই ইহার অব্যবহিত পরেই চিৎস্বরূপ আত্মার স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

### ৯। বিষয় কাহাকে বলে—

মা বলেন, "যাহাতে বিষ হয় অর্থাৎ যাহা ক্ষতি করে ও মৃত্যুর দিকে টানিয়া নেয় তাহাই বিষয়।" যেখানে বিষের গন্ধ নাই তাহার প্রকাশই নির্ব্বিষয়, অর্থাৎ অমৃত। বস্তুতঃ বিষয় বলিয়া কিছুই নাই। একমাত্র জ্ঞানই অখণ্ডরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ সময়ের অধীন থাকে ততক্ষণ এই জ্ঞানকে কিয়দংশে সংস্কার বশতঃ বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সকল বন্ধন কাটিয়া গেলে একমাত্র অখণ্ড জ্ঞানই বিরাজ করিয়া থাকে। তখন আর বিষয়ের ভাব থাকে না। জ্ঞানকে বিষয়রূপে সাজাইলেও জ্ঞান জ্ঞানই থাকে। তাহার রূপান্তর সিদ্ধ হয় না। ইহাই অমরত্বের নিদর্শন। চৈতন্য শক্তিকে জাগাইয়া রাখিতে পারিলে ইহাই স্বাভাবিক।

### ১০। গুরু ও ধারা—

মা বলেন, "কার কোন্ ধারা গুরু জানেন।" সাধকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি অর্থাৎ তাহার জন্মান্তরের সংস্কার, রুচি, সামর্থ্য এবং অধিকার অনুসারে তাহার সাধন-পন্থা অথবা অধ্যাত্ম জীবনের ধারা নিরূপিত হইয়া থাকে। সাধক নিজেও নিজের প্রকৃত ধারা জানিতে পারে না। রোগী যেমন সাধারণতঃ নিজের রোগের বৈশিষ্ট্য ধারণা করিতে পারে না এবং নিদান সম্বন্ধে চিকিৎসকের বিচার-শক্তির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ জ্ঞানহীন সাধকও নিজের সাধন-পন্থা নিরপেক্ষভাবে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া সর্ব্বদা গুরুর উপরই নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। একমাত্র গুরুই সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বদর্শী, তাই তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে অল্পজ্ঞ জীব নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ধারাও ঠিক ঠিক নিশ্চয় করিয়া উঠিতে পারে না। মা আরও বলেন, "লাইন ত গুরু দেন, লাইন গুরু নির্দ্দেশ করেন, গুরুই সাধনা দেন। করতে করতে ফললাভ স্বয়ং প্রকাশ।" সাধকের কর্ত্তব্য নির্ব্বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিয়া যাওয়া। গুরু যাহাকে যাহা করিতে অথবা না করিতে যে প্রকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহার পক্ষে সেই নির্দ্দেশ অনুসারে যথাশক্তি চলিতে চেষ্টা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন

প্রবাহে অর্থাৎ অখণ্ডভাবে সাধককে গুরুদত্ত সাধন-সম্পদ্‌কে বিকাশ করিবার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। অখণ্ডকে পাইতে হইলে তুইটি বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ, লক্ষ্যটি একমাত্র অখণ্ডের দিকে স্থাপন করা। খণ্ড সত্তার দিকে লক্ষ্য অভিনিবিষ্ট হইলে সহস্র সাধনাতেও অখণ্ডের ঘটে না। সমুদ্র যতই বিশাল হউক না কেন, ক্ষুদ্র ঘট সমুদ্র হইতে জল আহরণ কালে নিজের পরিমাণ অনুসারেই জল আহরণ করিয়া থাকে। সুতরাং লক্ষ্য যাহাতে অখণ্ডের দিকে নিবদ্ধ থাকে তাহার জন্য নিজের আধারকে প্রস্তুত করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, অখণ্ডকে পাইতে হইলে সাধকের ব্যক্তিগত চেষ্টাও অখণ্ডভাবেই প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক। চেষ্টার ধারাতে কোনও সূত্রে বিচ্ছিন্নতা আসিয়া গেলে লক্ষ্য অখণ্ডে নিবদ্ধ থাকিলেও অখণ্ডের অনুগ্রহ লাভ অনেক সময়ে কঠিন হইয়া পড়ে। চেষ্টা নিয়মিত ভাবে এবং অটুট নিষ্ঠার সহিত অক্ষুণ্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া করা আবশ্যক। মাঝে ব্যবধান পড়িলে পূর্ব্বের সহিত পরের সম্বন্ধ অনেক সময় ভগ্ন হইয়া যায় এবং বহুদিনের সঞ্চিত সাধন-সংস্কার সাময়িক অসাবধানতার ফলে বাহ্য জগতের বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাবে অভিভূত হইয়া যায়। ইহার জন্য মা উত্তমশীল সাধককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ফাঁকে পাক পড়িয়া যায়।" যাহাতে ফাঁক না পড়ে, অর্থাৎ পূর্ব্বাপর সাধনের মধ্যে নৈরন্তর্য্য ভগ্ন না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। কারণ পাক পড়িয়া গেলে গ্রন্থিমোচন করিতে অযথা বহু সময় নষ্ট হয়।

সাধন করিতে করিতে কোন-না-কোন সময় এক মঙ্গলময় মহামুহূর্ত্তে সেই মঙ্গলময় মহাপ্রকাশময় সত্তা স্বয়ংই ফলরূপে সাধকের মধ্যে অভিন্নভাবে প্রকাশিত হন। যাঁহাকে ধরা যায় না, যিনি সকল সাধনের অতীত, তিনি নিজে হইতেই তখন ধরা দেন। ইহারই নাম অধরকে ধরা। বস্তুতঃ ইহা স্বয়ং-প্রকাশ সত্তারই আত্মপ্রকাশন। একমাত্র গুরুতেই এই শক্তি আছে। তা'ই বলা হয়, গুরুই ধারা দিয়া থাকেন এবং গুরুশক্তি স্বভাবের গতিতে সাধককে চালনা করেন। ইহারই নাম "যুক্তস্থিতির মহাক্ষণের স্পর্শ।" একবার এই স্পর্শ পাইলে আর কিছু পাইবার বাকী থাকে না। কারণ ইহা একটি ক্ষণের ব্যাপার হইলেও এই একক্ষণের মধ্যেই অনন্তক্ষণ নিহিত রহিয়াছে। কাহার জীবনে কখন যে এই মহাক্ষণের উদয় হয় তাহা বলা যায় না। নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম অধিকার ও সামর্থ্য অনুসারে যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করিতে পারিলে এবং ঠিক ঠিক ধৈর্য্যসহ প্রতীক্ষা করিতে পারিলে সেই ক্ষণ কখনও না কখনও আসিবেই আসিবে। সকল সাধকের কর্ম্মের প্রকৃতি এক নহে। যাহার যে দিক্ অপূর্ণ থাকে কর্ম্মদ্বারা তাহাকে সেই দিক্ পূর্ণ করিতে হয়। এইজন্য সাধকদিগের মধ্যে সকলের কর্ম্মের ব্যবস্থা এক প্রকার হয় না। কাহার কোন্ দিকে কর্ম্ম আবশ্যক গুরুই তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

### ১১। করতে করতে জ্ঞান –

কেহ কেহ মনে করেন, কর্ম্ম করিতে করিতে জ্ঞানের উদয় হয়। কিন্তু মা বলেন—"বাস্তবিক পক্ষে কর্ম্ম হইতে জ্ঞান হয় না।" জ্ঞান সাধ্য বস্তু নহে, উহা নিত্যসিদ্ধ স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু। উহা উৎপন্ন হয় না, এবং এক হিসাবে বলিতে পারা যায়, আবির্ভূতও হয় না। তাই বস্তুতঃ উহা অন্য-নিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র

বলিয়া স্বয়ং-প্রকাশ। কিন্তু স্বয়ং প্রকাশ হইলেও সাধকের নিকট উহার প্রকাশ বা আবির্ভাব হইয়া থাকে। সাধকের অন্তঃকরণ নানা প্রকার আবরণে আচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া এই নিত্যসিদ্ধ প্রকাশও তাহার নিকট তিরোহিত হইয়া রহিয়াছে। ক্রিয়ার দ্বারা সাধকের চিত্তগত আবরণ নষ্ট হয়। এইজন্য ক্রিয়ার সার্থকতা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। তবে ক্রিয়া জ্ঞানের কারণ নহে, ইহাও সত্য।

### ১২। সময় ও স্ব-ময়—

সাধক কালরাজ্যে সময়ের অধীন থাকে। তাই একই বস্তু সময় ভেদে তাহার নিকট ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। কালরাজ্যে ভেদ জ্ঞানের প্রাধান্য থাকে। এইজন্য সর্ব্বত্র স্ব-ময় ভাব তখন উদিত হইতে পারে না। কিন্তু কালরাজ্যে ভেদজ্ঞান থাকিলেও সাধন পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমশঃ পরমার্থের দিকে গতি হয় বলিয়া ভেদজ্ঞানের মধ্যেও ক্রমশঃ একটা উৎকর্ষ অনুভূত হয়। এইজন্য প্রথমে যে সকল তত্ত্বের প্রকাশ হয় তাহার উর্দ্ধস্তরে অধিরোহণ করিলে অধিকতর ব্যাপক তত্ত্বের প্রকাশ হইয়া থাকে। তখন বুঝা যায় যে ভেদজ্ঞান ক্রমশঃ অভেদজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চরম অবস্থায় যখন অখণ্ড মহাতত্ত্বের প্রকাশ হয় তখন ঐ একতত্ত্বের সাক্ষাৎকার দ্বারা যাবতীয় তত্ত্বের মীমাংসা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া যায়।

### ১৩। অভাবের গতি ও স্বভাবের গতি—

জীবনের ধারা আলোচনা করিলে এই দুইটি গতির সহিত আমরা পরিচয় লাভ করি,—একটি অভাবের গতি ও অপরটি স্বভাবের গতি। সাধারণতঃ জাগতিক জীব অভাবের গতি ধরিয়াই চলিয়াছে। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার অভাবের বোধ জাগান ইহার স্বভাব। শুধু তাহাই নহে, অভাবের বোধ জাগানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অভাব পূরণের চেষ্টাও হইয়া থাকে। চেষ্টা মাত্রই হয়, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফললাভ হয় না। কারণ অভাব পূরণ হইয়াও ঠিক পূরণ হয় না। পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠে সুশীতল বারি নিষেক করিলে শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র হয় এবং পিপাসাও নিবৃত্ত হয়, ইহা সত্য। কিন্তু এই পিপাসা-নিবৃত্তি স্থায়ী হয় না। আবার কিছু সময় পরেই পূর্ব্ববৎ পিপাসার পীড়নে কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠে। অভাবের জগতে জীব আছে বলিয়া অভাবের গতিই ক্রিয়া করে। কোন অভাবই পূর্ণ হইয়াও ঠিক ঠিক পূর্ণ হয় না, পুনরায় অভাবের উদয় হয়। পিপাসার ন্যায় সকল প্রকার অভাবই এক প্রকার জানিতে হইবে। অভাবের ধারাতে থাকিতে গেলে অভাব-শূন্য হইবার কোন উপায় নাই। সমগ্র জগৎ এই অভাবের গতিতে রহিয়াছে। তাই অভাবের বোধ হইতে চিরশান্তি লাভের উপায় খুঁজিয়া পাইতেছে না। কিন্তু মা বলেন, প্রত্যেকের মধ্যেই অভাবের গতির ন্যায় আরও একটি গতি আছে, সেইটি স্বভাবের গতি। সেইটিই মহাগতি। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই স্বভাবের ধারা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কার্য্য করিতেছে। কিন্তু আমাদের চৈতন্য অভাবের সংস্পর্শে জড়িত বলিয়া স্বভাবের ধারার কোন সন্ধান রাখে না। ফল্গু-নদীর ধারা যেমন অন্তঃ প্রবাহশীল, স্বভাবের ধারাও তেমনি অতিগুপ্ত এবং ভিতরে ভিতরে ক্রিয়াশীল। গুরু কৃপাতে এবং নিজের ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের ফলে যদি কখনও এই ধারাতে পতিত হওয়া যায় তাহা হইলে অনন্তকালের জন্য অভাবের পীড়ন হইতে মুক্তি লাভের পথ পাওয়া যায়। অভাবের ধারাতে যেমন অভাব বা অপূর্ণতার বোধই স্বাভাবিক, তেমনি স্বভাবের

ধারাতে পূর্ণতা লাভ স্বাভাবিক। স্বভাবে স্থিতি দান করা স্বভাবের কর্ম্মের পূর্ণতা সাধন করা, ইহাই স্বভাবের ধারার বৈশিষ্ট্য। একবার এই ধারার স্পর্শ লাভ করিলে মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। কারণ শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক, এই ধারাই তাহাকে স্বভাবে অথবা পূর্ণতাতে পৌঁছাইয়া দিবে এবং তাহার সকল প্রকার অপূর্ণতা দূর করিবে। প্রশ্ন হইতে পারে, জীব স্বভাবের গতি কখন প্রাপ্ত হয়? মা ইহার উত্তরে বুঝাইয়াছেন—যদিও স্বভাবের গতি প্রত্যেক জীবের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সর্ব্বদা রহিয়াছে, তথাপি উহা ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে না, যতক্ষণ জীব জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত না হয়। মা বলেন—যখন হৃদয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হয়, যখন এ জগতের কোন বস্তুই আর মনকে শান্তি দিতে পারে না, যখন চারিদিকে অবিচ্ছিন্ন এবং অসহ্য জ্বালা ও তাপ অনুভূত হয়, তখনই স্বভাবের গতি আপনা হইতে জাগিয়া উঠে। জাগতিক আনন্দ বিরস বোধ না হইলে; জাগতিক ঐশ্বর্য্য এবং শক্তি মন হইতে প্রত্যাহৃত না হইলে, স্বভাবের আকর্ষণ জীব অনুভব করিতে পারে না। স্বভাবের গতি অনুভব করাও যা', নিত্যসিদ্ধ গুরুর অনুগ্রহ-শক্তির সঞ্চারও তাহাই। কারণ স্বভাবের ধারাতে জীবকে চালনা করা, ইহাই গুরুর অনুগ্রহ-শক্তির প্রধান কার্য্য।

# শ্রীশ্রীমা কাহাকেও দীক্ষা দেন কিনা

### ( শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ )

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল

১৭ই শ্রাবণ, বুধবার ১৩৫৭ ( ইং ২।৮।৫০ ), ৺কাশীধাম। গত গুরু-পূর্ণিমার দিন দীক্ষা জাতীয় যে ব্যাপারটি হইয়াছিল উহা নানা জনের মুখে শুনিলেও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে জানিবার আমার খুব ইচ্ছা ছিল। তা'ই আজ যখন বেলা এগার টার সময় পাঠ শেষ হইল তখন আমি মাকে বলিলাম, "মা, গুরু-পূর্ণিমার দিন যে ব্যাপারটা হইয়া গেল উহা তোমার মুখ হইতে শুনিতে পারিলাম না।"

মা। (হাসিয়া) ও, সেই কথা। ব্যাপার বিশেষ কিছু নয়! গুরু-পূর্ণিমার দুই তিন দিন পূর্ব্বে এক রাত্রিতে দেখিতেছি কি যে কয়েকজন লোক আসিয়া আমার পেছন দিকে দাঁড়াইয়াছে। আমি অন্যান্য লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছি এবং তাহাদিগকেও দেখিতেছি। উহাদের মধ্যে একজন হইল এ দেহের জেঠাত ভাই। সে অনেক দিন হয় মারা গিয়াছে। সে ডাক্তার ছিল এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিল। তাহার যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় তখন এ দেহের বয়স এগার বার বৎসর হইবে। তাহার সহিত এ দেহের বিশেষ আলাপও ছিল না। ঐ দিন রাত্রিতে সে আসিয়া আমাকে বলিল, "আমাকে কিছু দাও;" অর্থাৎ ভাবটা ছিল এই যে আমাকে দীক্ষা দাও। আমি তাহাকে বলিলাম, "এ দেহ ত সাধারণ ভাবে কাহাকেও দীক্ষা দেয় না।" ইহার উত্তরে সে উপস্থিত লোকজনকে দেখাইয়া বলিল, "তোমার কাছে ত এই সব লোক আছে, ইহাদের কেহ যদি বেল-পাতায় কোন মন্ত্র লিখিয়া তোমাকে উহা স্পর্শ করাইয়া দেয় তাহা হইলেই হইবে।" কি ভাবে যে কাজটি করিতে হইবে তাহা কিন্তু সে-ই আমাকে বলিয়া দিল। এ দেহের মুখ হইতেও হঠাৎ বাহির হইয়া গেল, "আচ্ছা।" এ দেহ ত ঐরূপ করিয়াই গেল। কেহ তুলসী পাতায় হরিনাম লিখিয়া উহা দিয়া মালা গাঁথিয়া এ দেহকে দিলে ঐ মালাও ত এ দেহ অন্যকে দিয়া থাকে। অবনী (শর্ম্মা) বাবা অনেক সময় বেল পাতায় বীজমন্ত্র লিখিয়া এ দেহের মাথায় বা হাতে দিয়া থাকে; ঐ বেলপাতাও ত এ দেহ কাহাকে কাহাকেও দিয়া দেয়।

যাহা হউক, আমি দিদিকে (খুকুনী দিদিকে) ঐ সমস্ত কথা বলিয়া বলিলাম, "আমি ত কথা দিয়া ফেলিয়াছি, তুই গুরু-পূর্ণিমার দিন ইহা আমার খেয়ালে আনিয়া দিস্। আরও এক কাজ করিস্—বেলপাতায় তুই শিব এবং শক্তি বীজ রক্ত চন্দন দিয়া লিখিয়া দিস্, আর তুলসী পাতায় শ্বেত চন্দন দিয়া বৈষ্ণব বীজ লিখিয়া দিস্। কি বীজ লিখিতে হইবে তাহা আমি না বলিলেও দিদি আমার নিকট নানা বীজের কথা শুনিয়াছে ত, তাই উহা হইতে ঠিক করিয়া নিল যে বেলপাতায় কি কি বীজ লিখিবে।

ঐ দিন আরও দেখিয়াছিলাম যে একদিকে কতকগুলি বেলপাতা এবং অন্য দিকে তুলসী পাতা সাজান রহিয়াছে এবং ইহারা ( অর্থাৎ আশ্রমের কুমারীরা ) চন্দন ঘষিতেছে। দিদি বেলপাতায়

রক্ত চন্দন দিয়া কিছু লিখিতেছে। ইহার পর সে তুলসী পাতা হাতে নিয়া উহা পরিষ্কার করিল, কিন্তু কি বীজ যে উহাতে লিখিবে সে সম্বন্ধে আর তাহার কোন ধারণা আসিল না এবং সে উহা ঐভাবে রাখিয়াই চলিয়া গেল। এ সমস্তই কিন্তু স্বপ্নে দেখা হইয়া গেল।

গুরু-পূর্ণিমার আগের দিন রাত্রি তে শুইয়া আছি ঘুম আসিতেছে না। শুধু এ-পাশ আর ও-পাশ করিতেছি, কয়েকদিন যাবৎ ঘুমের কোন ভাবই নাই। চত্বরের উপরে খাটিয়া পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কতক্ষণ ঐখানে শুইয়া রহিলাম, পরে দোতলায় গিয়া শুইলাম। কিছুক্ষণ পরই মেয়েদের কীর্ত্তনের শব্দ শুনিতে পাইয়া বুঝিলাম যে ভোর হইয়াছে।

দিদির (খুকুনী দিদির) ইচ্ছা ছিল যে গুরু-পূর্ণিমার দিন এ দেহকে সাজাইয়া পূজা করে। কিন্তু সকাল বেলা আমি নীচে আসিয়া বলিলাম যে ওসব কিছু হইবে না। নূতন মন্দিরে ( অর্থাৎ বিরজা মন্দিরে ) গিয়া বিশুকেও ঐ কথা বলিয়া উপরে শুইতে গেলাম। যখন দিদি দেখিল যে সে যাহা মনে করিয়াছিল তাহা হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই তখন সে দেহের যে পায়ের ছাপ রাখা হইয়াছিল উহার উপর পূজার আয়োজন করিয়া দিয়া রান্না করিতে গেল। ঐ দিন আশ্রমে অনেক লোকের প্রসাদ পাওয়ার কথা ছিল ত? আমি তাহাকে যে কথা খেয়াল করাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম তাহা সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

এদিকে আমি সকাল বেলা বিছানায় শুইয়া আছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম যে, এ দেহের সেই জেঠাত ভাই আসিয়া উপস্থিত। এবার তাহার স্ত্রীও তাহার সঙ্গে আছে। তাহাদিগকে দেখিয়াই আমি দিদিকে ডাকিতে উদাসকে পাঠাইলাম। মজাও এমন যে আমার খেয়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিদিরও পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়া গেল এবং উদাস তাহাকে খবর দিবার পূর্ব্বেই সে ছুটিয়া আমার কাছে আসিল। তখন তাহাকে লইয়া নূতন মন্দিরে গেলাম।

দিদি তাড়াতাড়ি দুইটি বেলপাতায় রক্ত-চন্দন দিয়া শিব বীজ এবং শক্তি বীজ লিখিল। লিখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এগুলি দিয়া কি করিব?” আমিও বুলিলাম, “তা'ইত, কি করা যায়?” দিদি বলিল, “তবে এ গুলিকে গঙ্গা জলেই দেওয়া যাক্।” আমিও বলিলাম, “তাহাই ভাল।” ইহার পর সে তুলসী পাতা হাতে লইয়া উহা পরিষ্কার করিতে লাগিল। তাহার ভাবটা খুব চঞ্চল। সে চুলার উপর রান্না চাপাইয়া আসিয়াছে, পাছে উহা পুড়িয়া যায় সেইজন্য সে এত ব্যস্ত। এমন সময় কে যেন দিদিকে ডাকিতে আসিল। সে তখন তুলসী পাতাটি বিশুর হাতে দিয়া চলিয়া গেল। বিশু তুলসী পাতা হাতে পাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে উহাতে কোন্ বীজ মন্ত্র লিখিবে। আমি তাহাকে বলিলাম, ‘তোমরা ত নারায়ণ পূজা কর, তুলসী পাতায় ঐ জাতীয় কোন বীজ লিখিতে পার।’ সে তাহাই করিয়া তুলসী পাতাটি আমার হাতে দিল। আমি আবার উহা তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম।

এই বিশুই ছয় বৎসর পূর্ব্বে এ দেহ হইতে স্বপ্নে তিনটি বীজ পাইয়াছিল। উহার দুইটি তাহার মনে ছিল, তৃতীয়টি সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। ঐ কথা সে পূর্ব্বেও এ দেহকে মাঝে মাঝে বলিয়াছে; কিন্তু তখন দেহের কিছু খেয়াল হয় নাই বলিয়া এ দেহ কিছু বলে নাই। একবার বিন্ধ্যাচলে গিয়া

সে আবার ঐ কথা উঠাইলে এ দেহ তাহাকে বলিয়াছিল যে, তাহার যে দুইটি বীজ স্মরণে আছে সে যেন সেই দুইটি বীজই জপ করিয়া যায়। এ যাবৎকাল সে তাহাই করিয়া আসিতেছিল। আজ যখন আমি ঐ তুলসী পাতাটি তাহার হাতে ফিরাইয়া দিলাম তখন তাহার হঠাৎ মনে হইল যে, তুলসী পত্রে যে বীজটি লেখা হইয়াছে উহাই তাহার তৃতীয় বীজ। সে ঐ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। আমি উহা স্বীকার করিলাম। আনন্দে তাহার মুখ চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এখন বাকী রহিল ঐ দুইটি বেলপাতায় লেখা দুইটি বীজ। উহা যে কাহাকে দেওয়া হইবে তাহার কোন খেয়ালই এ পর্য্যন্ত ছিল না। যখন বিশুকে ঐভাবে তুলসী পাতাটি দেওয়া হইল তখন এ দেহের খেয়াল হইল যে এই মন্দির ( অর্থাৎ বিরজা মন্দির ) ত মনা (মনোমোহন ঘোষ) বাবা তৈয়ার করিয়াছে, তাহাকে একটি বেলপাতা দিলে হয়। তখন তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া একটি পাতা দেওয়া গেল। বাকী রহিল আর একটি। তখন আবার খেয়াল হইল কোন অদীক্ষিত লোক এখন যদি এ ঘরে আসে তবে তাহাকেই ইহা দেওয়া যাইবে। এ যেন লটারী করার মত ( সকলের হাস্য )। এমন সময় বাহিরে চাহিয়া দেখি যে গোপাল ( ডাঃ দাশগুপ্ত ) বাবার স্ত্রী জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভিতরে আসিবে নাকি ?" সে অমনি ভিতরে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া সে যখন ফিরিয়া যাইতেছে তখন বিশুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাকে এই বেলপাতা দিয়া দিব ?" বিশু বলিল, "বেশ ত দিন না।" তাহাকে তিনবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে তিনবারই ঐ জবাব দিল। তখন বেলপাতাটি গোপাল-বাবার স্ত্রীকে দেওয়া হইল। ইহাই হইল গুরু-পূর্ণিমা দিনের ঘটনা।

আমি। গুরু-পূর্ণিমার দুই দিন পূর্ব্বে যে দিন তোমার জেঠাত ভাই সূক্ষ্মদেহে আসিয়াছিলেন সে দিন তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন সূক্ষ্মদেহধারী পুরুষ ছিলেন, এ কথা তুমি বলিয়াছ।

মা। হাঁ।

আমি। তাঁহারা বোধ হয় সকলেই মৃত ?

মা। না।

আমি। তবে তাঁহারা কে ?

মা। কেন, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা কি সূক্ষ্মদেহে আসিতে পারে না ?

আমি। তা' পারে। তাঁহারাও কি দীক্ষা-প্রার্থী ছিলেন ?

মা। হাঁ।

আমি। যাঁহারা তোমার নিকট হইতে স্থূলে বিল্বপত্র পাইলেন তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহও কি ঐ সকল সূক্ষ্মদেহীদের মধ্যে ছিল ?

মা। তাহা না হইলে তাহারা পাইল কেন ?

আমি। এই যে ব্যাপারটা হইল ইহাকে দীক্ষা বলিতে পারি কি ?

মা। তোমার যাহা ইচ্ছা।

আমি। তুমি কি বল ?

মা। ঐ যে বলিলাম, "তোমার যাহা ইচ্ছা।"

আমি। যদি আমরা ইহাকে দীক্ষা বলি তবে কাহার নিকট হইতে ইঁহারা দীক্ষা পাইলেন ?

মা। (হাসিয়া) ভগবানের নিকট হইতে।

আমি। যদি বলি ইঁহারা তোমার নিকট দীক্ষা পাইয়াছেন ?

মা। ঐ যে বলিলাম, "ভগবানের নিকট হইতে।"

স্বামী শঙ্করানন্দজী। ইহা ত এক কথাই হইল।

আমি। আচ্ছা, তুমি তোমার জেঠাত ভাইকে বলিয়াছিলে, "এ দেহ সাধারণতঃ দীক্ষা দেয় না।" এখন ইহাই যদি আমি তোমার সীমা বলিয়া মনে করি, অর্থাৎ একটি কাজ তুমি করিতে পার না, তাহা হইল দীক্ষা দেওয়া।

মা। (হাসিয়া) সীমা দিলেও সীমা রাখিতে পারিবে না।

আমি। কেন? যে নিয়মের কোন ব্যভিচার নাই তাহা সীমা বই আর কি?

মা। তোমাদের মধ্যে যে রূপ দীক্ষা হয় সাধারণতঃ এ দেহ সে ভাবে দীক্ষা দেয় না। তবে এ দেহের মুখ হইতেও ত মন্ত্র বাহির হইয়াছে এবং উহা অন্যে গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই একভাবে না একভাবে মন্ত্র ত বলিয়া দেওয়াই হইয়াছে। তাহা ছাড়া অনেক সময় বলিয়াছি যে এক একজন উলট পালট করিয়া তাহাদের মন্ত্র জপ করিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ দেহের কাছে আসিয়া বলিয়াছে, "মা, যে ভাবে জপ করিতেছি তাহা ঠিক হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। তবে কি এই এই ভাবে জপ করিব?" যেভাবে জপ করিলে উহা ঠিক ঠিক হইবে বলিয়া এ দেহের খেয়াল হইয়াছে, উহারাও কিন্তু ঠিক সেইভাবেই জপ করিতে চাহিয়াছে।

আমি। মা, তুমি যে বল যে, তুমি সাধারণতঃ দীক্ষা দেও না, ও কথার কোন অর্থই নাই; কারণ ভোলানাথ এবং ভাইজী তোমার মুখ হইতে মন্ত্র পাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, তুমি নিজেই বলিয়াছ, লোককে যে তুমি ফুল, মালা দেও উহা শক্তি সঞ্চারের কাজ করে। শক্তি সঞ্চারকেই দীক্ষা বলে। দীক্ষার আর এক নাম শক্তিপাত।

মা। (হাসিয়া) কেবল ফুল, মালা কেন? কাহাকেও যে সন্দেশ ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হয় উহার সহিতও ইহা হইয়া থাকে।

নারায়ণ স্বামী। তোমার জেঠাত ভাই যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা কি তিনি পাইয়াছিলেন?

মা। হাঁ।

আমি। ঐ নূতন মন্দিরেই কি তিনি উহা পাইয়াছিলেন?

মা। হাঁ। সে, তাহার স্ত্রী, তাহার ছোট ভাই, সকলেই পাইয়াছিল।

---

# অজপা রহস্য

**মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট**

## ( ১ )

অতি প্রাচীন কাল হইতেই আধ্যাত্মিক সাধনের মধ্যে জপের মহিমা সাধক সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক কর্ম্মের মধ্যে জপের স্থান অত্যন্ত উচ্চ। যজ্ঞ নানা প্রকার আছে এবং প্রতি যজ্ঞেরই এক একটি বিশেষ ফলের নির্দ্দেশও আছে। কিন্তু জপ-যজ্ঞের মাহাত্ম্য অন্যান্য যজ্ঞ অপেক্ষা অনেক অধিক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ইহা স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। জপের তত্ত্ব এবং ফলাফল বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় নহে, কিন্তু জপ সাধনার যাহা চরম লক্ষ্য সেই অজপা সাধন সম্বন্ধে প্রাচীন মহাজনদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজের অনুভব ও বুদ্ধি অনুসারে যথাসম্ভব সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিতে চেষ্টা করিব। জপের প্রকৃত বিজ্ঞান না জানিলেও জপ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর সামান্য জ্ঞান অনেক সাধকেরই আছে। কিন্তু অজপা সম্বন্ধে সাধারণতঃ অনেকেই বিশেষ কিছু জানেন না। স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধ, ভাবুক ও ভাবহীন সকল অধিকারীর পক্ষেই অজপা-সাধনের উপযোগিতা রহিয়াছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এই সাধনা বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইহা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রমিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

একদিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইহা যে অত্যন্ত সরল সাধনা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ কোন সাধনাই ইহা হইতে সরল হইতে পারে না। মানুষের দেহ-ধারণের পর হইতেই, অর্থাৎ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে প্রয়াণ-কাল পর্য্যন্ত, সমগ্র জীবনের মধ্যে যে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিয়া থাকে তাহাকে মূল ভিত্তি করিয়া অজপা সাধন অনুষ্ঠিত হয়। ইহার জন্য কোন বিশেষ উপকরণ, কোন কৃত্রিম প্রক্রিয়া, কোন বিশেষ অনুশাসন আবশ্যক হয় না। শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে সকল সময়েই প্রবাহিত হইতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট অজপা ক্রিয়াও তেমনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সর্ব্বকালেই সমরূপে চলিতে থাকে। এই ক্রিয়া আরব্ধ হইলে ইহা চেষ্টা অথবা মনোযোগের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা হইতেই নিরন্তর চলিতে থাকে। সুতরাং এক হিসাবে ইহা যে অত্যন্ত সরল সাধন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সরল হইলেও এই সাধনটি অত্যন্ত নিগূঢ় এবং ইহার বিজ্ঞান একটি গভীর রহস্য। ইহার ফল অন্য কৃত্রিম সাধনার অনুরূপ নহে। নিষ্ক্রিয় পরমসত্তার হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া যে ক্রিয়া বিশ্বমধ্যে নিরন্তর চলিতেছে, অজপা মনুষ্য-দেহে তাহারই প্রতিচ্ছায়া মাত্র। ইহা স্বভাবের সাধনা। প্রকৃতির মধ্যে ব্যষ্টি ভূমিতে এবং সমষ্টি ভূমিতে সমরূপে ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। অজপা-বিজ্ঞান ঠিকভাবে বুঝিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ উদয় অবশ্যম্ভাবী। এই সাধনা যেমন স্বাভাবিক, ইহার ফলও তেমনি স্বাভাবিক, অর্থাৎ স্বভাবে স্থিতিলাভ।

ভগবান্ বুদ্ধদেব অতি প্রাচীনকালে 'আনাপান-সতি' নামে যে সাধনা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহা অজপা-সাধনেরই একটি অঙ্গমাত্র বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণ বহুস্থানে ইহার আলোচনা করিয়াছেন এবং বিস্তার পূর্ব্বক ইহার বিশ্লেষণও করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ ও অন্যান্য নাথ যোগিগণ অজপা-সাধনের মহিমা জানিতেন—তাঁহারা এই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তকণ্ঠে ইহার মহিমা উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। নাথ-সম্প্রদায়ের সাহিত্যে বহুস্থানে অজপা সাধনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিংবদন্তী আছে যে মহাযোগী নানক সাহেব রাজা শিবনাথকে তাঁহার অধিকার অনুরূপ পর পর কয়েকটি উপদেশ দিয়াছিলেন। এই উপদেশ-পরম্পরার মধ্যে প্রথমে রাম নাম, তাহার পর প্রণব এবং সর্ব্বশেষে হংসরূপ অজপা মন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অজপা-গায়ত্রী, হংস-বিদ্যা, আত্মমন্ত্র,* প্রাণযজ্ঞ প্রভৃতি বিবিধ নামে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত্যে এই সাধন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শিখি মাইতী ও তাঁহার ভগিনী মাধবীকে, অর্থাৎ তাঁহার সারে তিনজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে, এই সাধনার গুহ্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সন্ত কবীর, মহাত্মা তুলসীদাস প্রভৃতি মহাজনগণের সিদ্ধির মূলে এই সাধনার অনুষ্ঠান বিদ্যমান রহিয়াছে, সাধক সম্প্রদায়ে ইহা সুপ্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান যুগেও যোগী গম্ভীর নাথ, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহাত্মা রামঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট সাধকগণ এই সাধনের মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন। শ্বাসে-প্রশ্বাসে সাধন করিতে পারিলে যে সহজ উপায়ে অতি দুর্লভ মহাতত্ত্বের উন্মীলন হয় তাহা ইহারা বহুস্থানে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ভক্ত ও শিষ্যগণও অজপা-সাধনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কথা প্রচার করিয়াছেন। সিদ্ধজীবনীকার স্বামী ব্রহ্মানন্দ বারদীর ব্রহ্মচারী মহাযোগী লোকনাথ হইতে এই সাধনেরই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য।

এই সাধন অনাদিকাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। সদাশিব; ব্রহ্মা, নারদ, বশিষ্ঠ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতিও এই সাধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে অন্যান্য সকল প্রকার সাধনের ন্যায় এই সাধনেরও আদিগুরু শ্রীভগবান্ স্বয়ং, এই সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্রও নাই।

## ( ২ )

শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং যখন তাহার নাড়ীচ্ছেদ হয় তখন হইতেই তাহার দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া লক্ষিত হইতে থাকে। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে গর্ভধারিণী জননী হইতে পৃথক্ ভাবে শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে না। গর্ভস্থ শিশু মায়ের আহৃত খাদ্যেই পুষ্টিলাভ করে, এবং মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসেই তাহার দেহের বিকাশ হয়। কিন্তু প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবী মায়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং তখন হইতেই সে বস্তুতঃ কাল রাজ্যে বাস করিতে আরম্ভ করে। শিশুর যৌ

---

* গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে 'প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি' এই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই প্রাণযজ্ঞের স্বরূপ। শ্রীধর স্বামী তাহার টীকাতে ইহাকে অজপা-সাধন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে বিষয়ে তত্ত্বের ব্যতিহার ( বিনিময় ) ও তত্ত্বে বিষয়ের ব্যতিহার ( বিনিময় ), ইহাই প্রাণ-যজ্ঞের স্বরূপ।

প্রথম শ্বাস গ্রহণ তাহার নাম জন্ম এবং ঐ শ্বাসের শেষ ত্যাগই মৃত্যু নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী অবস্থা তাহার জীবন। এইজন্য মনুষ্যের সমগ্র জীবনটিই শ্বাস-প্রশ্বাসময়। মনুষ্য আত্মবিস্মৃত অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের অধীন থাকে এবং নিরন্তর কালের প্রেরণায় ইড়া ও পিঙ্গলা নামক বাম ও দক্ষিণ মার্গে সঞ্চরণ করিতে থাকে। মূলে অবিদ্যার আবরণরূপ পর্দ্দা না থাকিলে বিক্ষেপরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া থাকিত না। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্বাস-প্রশ্বাস কালেরই খেলা, এবং আমরা যাহাকে জীবন বলি তাহা কাল বা মৃত্যুরই আপন প্রকাশের মহিমা মাত্র।

যোগিগণ বলেন, যোগপথে নয়টি মুখ্য অন্তরায় রহিয়াছে।—এইগুলি চিত্তের বিক্ষেপ স্বরূপ। চিত্তের বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি বিদ্যমান থাকে। নয়টি মুখ্য অন্তরায়ের নাম—ব্যাধি, স্ত্যান বা চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা, সংশয়, প্রমাদ বা সমাধি-সাধনের অনুষ্ঠানের অভাব, দেহ ও চিত্তের অলসভাব, অবিরতি বা বিষয় তৃষ্ণা, ভ্রান্তিজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান, সমাধির ভূমিলাভ না হওয়া এবং ভূমিলাভ হইলেও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারা। দুঃখ, ইচ্ছার অপূর্ণতা-বশতঃ চিত্তের ক্ষোভ, দেহের কম্পন ও শ্বাস-প্রশ্বাস, এইগুলি পূর্ব্ববর্ণিত মুখ্য অন্তরায়ের আনুষঙ্গিক সহকারী।

এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে শ্বাস-প্রশ্বাস মূল রোগ নহে, রোগের উপসর্গ মাত্র। মূল রোগের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসও আয়ত্ত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের মূল চিত্তের বিক্ষেপ এবং বিক্ষেপের মূল প্রত্যক্ চৈতন্যের অনুপলব্ধি অর্থাৎ সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানের অভাব। যে উপায়ের দ্বারা প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার হয় তাহারই প্রভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ কালের খেলাও শান্ত হইয়া যায়। প্রণব-জপ এবং প্রণব-বাচ্য ঈশ্বরের ভাবনাকে যোগিগণ আত্মজ্ঞান লাভের মুখ্য হেতু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। প্রণব-জপের রহস্য অবগত হইলে বুঝিতে পারা যায় যে অজপা জপই শ্রেষ্ঠ জপ এবং অন্য সকল জপই চরম অবস্থায় অজপাতে পর্য্যবসিত হয়। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক জপ।

## ( ৩ )

এক অহোরাত্রে মানুষের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা ২১৬০০ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অবস্থাভেদে ইহার কিঞ্চিৎ তারতম্য হইলেও ইহাই সাধারণ নিয়ম। শ্বাসটি বাহির হইয়া যায় 'হং' ধ্বনি করিতে করিতে—ইহার নাম প্রশ্বাস, এবং এটা আবার ভিতরে আসে 'সঃ' ধ্বনি করিতে করিতে—ইহার নাম নিঃশ্বাস। *

যোগিগণ বলেন, জীব নিরন্তর শ্বাস-প্রশ্বাসচ্ছলে এই হংসমন্ত্র বা অজপা-গায়ত্রী জপ করিতেছে। জীবমাত্রই ইহা করিতেছে, সুতরাং মনুষ্যও করিতেছে, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইতর জীব

---

* "হংকারেন বহির্যাতি সঃকারেন বিশেৎ পুনঃ"—ইহাই সাধারণ মত। কিন্তু রামপ্রসাদের গানে আছে—

'হং'বর্ণ পূরকে হয় 'সঃ'বর্ণ রেচকে বয়,
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়া।

ইহা কিন্তু বিরুদ্ধ কথা, কিন্তু অশাস্ত্রীয় নহে। কারণ যোগবীজে (১৩১) আছে যে 'সঃ' ধ্বনির সহিত নির্গম ও 'হং' ধ্বনির সহিত প্রবেশ হয়। জীব সর্ব্বদা হংসঃ মন্ত্র জপ করিতেছে। ইহার পর আছে—

'গুরু বাক্যাৎ সুষুম্নায়াং বিপরীতো ভবেৎ জপঃ।
সোহং সোহং ইতি প্রাপ্তো মন্ত্রযোগঃ স উচ্যতে॥' (১৩২)

হইতে মানুষের পার্থক্য এই যে মনুষ্য তাহার পুরুষকার দ্বারা এমন সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারে যাহার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের এই স্বাভাবিক গতিতে বিপর্য্যয় সম্ভব হয়। অর্থাৎ মানুষ সাধনবলে হংসঃ গতিকে সোহং গতিতে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। তখন আত্মজ্ঞানের পথ খুলিয়া যায় এবং ইড়া-পিঙ্গলাতে প্রবাহশীল বায়ুর বক্রগতি সুষুম্নাতে সরল গতিরূপে পরিণত হয়। সুষুম্না ব্রহ্ম মার্গ। বায়ু ইড়া-পিঙ্গলার মার্গ হইতে আকৃষ্ট হইয়া যে পরিমাণে সুষুম্নাতে প্রবিষ্ট হয় সেই পরিমাণে বিকল্পের উপশম ঘটে। নির্ব্বিকল্প আত্মজ্ঞানের অবরুদ্ধ দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতে আরম্ভ হয়। সুষুম্নাতে প্রবেশ না করিলে বায়ু ও মনের উর্দ্ধগতি সম্ভবপর হয় না এবং উর্দ্ধগতি ব্যতিরেকে বিকার ত্যাগ করিয়া চিত্ত সাম্যভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। যোগিগণ যাহাকে কুম্ভক বলেন তাহা এই উর্দ্ধগতির ফলে ক্রমশঃ সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ কুম্ভকের মধ্যে যে গতি থাকে না তাহা নহে। কিন্তু বক্রগতি পরিত্যক্ত হইয়া অন্তর্ম্মুখী সরল গতির সূচনা হয়। এই সরল গতি হইতে অন্তে গতিহীন অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাকে আমরা জাগতিক ভাষায় প্রাণ-অপানের ব্যাপার বলি তাহাই যোগীর ভাষায় হংস মন্ত্রের উচ্চারণ বুঝিতে হইবে।

এই প্রকার বিষম গতির কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে প্রকৃতির ভিতরেই এই বৈষম্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে। প্রাণ অপানকে এবং অপান প্রাণকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছে—কিন্তু উভয়ের স্বাভাবিক গতি পরস্পর বিরুদ্ধ। প্রাণ যে দিকে সঞ্চারিত হয় অপান তাহার বিপরীত দিকে সঞ্চারিত হয়। যদি তাহারা অন্য-নিরপেক্ষ হইত তাহা হইলে বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু তাহা নহে। অপানকে না হইলে প্রাণের চলে না, তাই প্রাণ অপানকে চায়, তাহাকে আকর্ষণ করে, যদিও অপান বিরুদ্ধবাহী। তদ্রূপ প্রাণকে না হইলে অপানেরও চলে না, তাই অপান প্রাণকে টানে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃত সাম্য অবস্থা হইতে চ্যুত হইয়াই উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ গতির উদয় হইয়াছে। তাই অজ্ঞাতসারে প্রাণ ও অপান বিরুদ্ধ সঞ্চারী হইয়াও অবিরুদ্ধ সাম্যভাবেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়। যতক্ষণ তাহা না ঘটিবে ততক্ষণ শান্তির সম্ভাবনা নাই। বদ্ধ জীব এই দো-টানার মধ্যে পড়িয়া একবার উঠিতেছে ও একবার নামিতেছে। বাম ও দক্ষিণ পথে সঞ্চরণ করিতেছে, ইহার বিশ্রাম নাই। যোগীর লক্ষ্য এই দুইটি বিরুদ্ধ গতির সমন্বয় সাধন করা। সকল প্রকার অধ্যাত্ম সাধনার ইহাই উদ্দেশ্য।

এই বৈষম্যময়ী গতির দুইটি দিক্ আছে।—একটি দেহগত ও অপরটি কালগত। নাসাপুট হইতে শ্বাস বাহিরের দিকে প্রবাহিত হয় এবং বাহির হইতে উহা ভিতরের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই বহির্গতির একটি সীমা আছে। সাধারণ অবস্থায় নাসাপুট হইতে বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুল পর্য্যন্ত এই বাহ্যগতি লক্ষিত হয়। আগন্তুক *কারণ বিশেষে কখনও একই ব্যক্তির শ্বাস-গতিতে গতির কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তদ্রূপ প্রকৃতির বৈচিত্র্য

---

* কথিত আছে, ভোজন ও বাক্যালাপে বহির্গতির বৃদ্ধি হয় ছয় হইতে বার আঙ্গুল, গমনে বৃদ্ধি হয় বার হইতে চব্বিশ আঙ্গুল। দ্রুত বেগে ধাবনে ত্রিশ হইতে বিয়াল্লিশ আঙ্গুল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হয় স্ত্রী-সঙ্গে —তিপান্ন হইতে পয়ষট্টি আঙ্গুল।

বশতঃ বিভিন্ন ব্যক্তির শ্বাসের গতিতেও কিছু কিছু ভেদ থাকে। গতির বিস্তার যত অধিক, বহির্ম্মুখতা ও কালের প্রভাবও তত অধিক জানিতে হইবে। সংযত জীবন অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ এই বহির্গতির হ্রাস হইতে থাকে। এইটি দেহগত বিষম গতির বিবরণ।

কালগত বৈষম্য অন্য প্রকার। একটি নির্দ্দিষ্ট কালের শ্বাস-সংখ্যা দ্বারা এই বৈষম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্বাস বলিতে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে পূরক ও রেচক উভয়ই বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ এক মিনিটে সংসারী সুস্থ মনুষ্যের পনেরটি শ্বাসোচ্ছ্বাস হয়, এইরূপ ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও আগন্তুক কারণ বশতঃ ও প্রকৃতি ভেদে ইহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। তাহা নগণ্য। সংযম ও অভ্যাসের প্রভাবে এই সংখ্যাও ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এইটি হইল শ্বাস গতির কালের দিক্। বলা বাহুল্য, শ্বাসের বাহ্যোন্মুখতা ও সংখ্যার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। সাধারণতঃ বাহ্যগতি বার আঙ্গুল হইলে সংখ্যা পনের হইয়া থাকে, এইরূপ মানা হয়। যোগাভ্যাস অথবা বিশিষ্ট শক্তির প্রভাবে বাহ্যগতি কম হইলে সংখ্যাও তদনুপাতে কম হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্বাসের দেশ সম্বন্ধ ও কাল সম্বন্ধ সমভাবে একই সঙ্গে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বাহ্যগতি এক আঙ্গুল কমিলে সংখ্যা কমে সোওয়া, দুই আঙ্গুল কমিলে সংখ্যা কমে আড়াই। অন্তে যখন বাহ্যগতির বার আঙ্গুলই শূন্যে পরিণত হয় তখন সংখ্যাও পনের হইতে শূন্যে পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ শ্বাসের দেশগত ও কালগত সম্বন্ধ একই সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়। এই অবস্থায় শ্বাসের স্থূল সঞ্চার রুদ্ধ হয় এবং রেচক পূরক রূপ ব্যাপার শান্ত হয়। ইহারই নাম কুম্ভক, যাহা হইতে পূর্ণ সমাধানের মার্গ উন্মুক্ত হয়। এই সমাধানই স্থিতি। তখনই পূর্ব্ব-বর্ণিত বিক্ষেপের উপশম হয়, তৎপূর্ব্বে নহে।

প্রাণের বাহ্যগতি বা সংখ্যা ন্যূন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার অলৌকিক শক্তির বিকাশ হয়। প্রথমে কামনা ত্যাগ হয়। প্রাণের চঞ্চলতা হইতেই বাসনার উদ্ভব হয়। প্রাণ শান্ত হইতে আরম্ভ করিলে চিত্তে ক্রমশঃ নিষ্কামভাব স্থান লাভ করে। নিষ্কাম ভাবের অভিব্যক্তির পর আনন্দের অভিব্যক্তি স্বভাব-সিদ্ধ। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'অশান্তস্য কুতঃ সুখম্'। শান্তির উদয় ভিন্ন প্রকৃত সুখের আবির্ভাব হয় না। ইহার পর বাক্‌সিদ্ধি, দূরদৃষ্টি, আকাশ গমন, ছায়ানাশ, এমন কি নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত আয়ত্ত হয়। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

প্রাণের বাহ্যগতির উপশম সাধনার উদ্দেশ্য। যে প্রকার চিন্তা ও আচরণ দ্বারা এই বাহ্য গতির বৃদ্ধি হয় তাহা সাধন ক্ষেত্রে বর্জ্জনীয়। অন্ততঃ এই সব বিষয়ে সংযমের অভ্যাস আবশ্যক।

## ( ৪ )

অজপা সাধনের তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মহাজনগণ গুরু-পরম্পরা অনুসৃত পদ্ধতির বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন প্রকার বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। সাধকের যোগ্যতা ও অধিকারগত বৈশিষ্ট্য হইতে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় ইহাদের প্রত্যেকের সার্থকতা আছে।

অজপা কুণ্ডলিনী হইতে উদ্ভূত প্রাণধারিণী

প্রাণবিদ্যারূপে যোগি-সমাজে পরিচিত। শ্যেনপক্ষী যেমন উর্দ্ধ আকাশে উড্ডীন হইলেও গুণবদ্ধ থাকিলে নিম্নে পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয় তদ্রূপ প্রাণ ও অপানের ক্রিয়ার বশীভূত জীব উর্দ্ধদিকে ও অধোদিকে গতিলাভ করিয়া থাকে। কোন কোন আচার্য্য বলেন, 'তৎ' পদবাচ্য পরমাত্মা হংসবিদ্যার প্রথম অবয়ব 'হ'কার দ্বারা বর্ণিত হন এবং 'ত্বং' পদবাচ্য প্রত্যক্ চৈতন্য অথবা খেচরী বীজ দ্বিতীয় অবয়ব 'সঃ' কার দ্বারা দ্যোতিত হয়। প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে যে অব্যাকৃত আকাশ আছে তাহাতে লিঙ্গ-শরীর বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার প্রতিলোমভাবে হংসের গতি হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে—'সঃকারো ধ্যায়তে জন্তুর্হংকারো জায়তে ধ্রুবম্'। 'সঃ' অথবা জীব নিজের জীবত্ব পরিহার করিয়া সোহং শব্দের লক্ষ্য প্রত্যক্ আত্মার সহিত অভিন্ন পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছু নহে। যে সাধক নিজের আত্মাকে ধ্যান করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে 'হ'-কারাত্মক পরমাত্মভাবের প্রাপ্তি সুলভ হয়।

দ্বিতীয় মতে, হংস বলিতে প্রত্যক্ আত্মা অথবা ব্যষ্টি-তুরীয় বুঝিতে হইবে এবং পরমহংস শব্দে পরমাত্মা অথবা সমষ্টি-তুরীয়কে বুঝাইয়া থাকে। ব্যষ্টি-তুরীয় ও সমষ্টি-তুরীয় পরস্পর যুক্ত হইলে হংসযোগ নিষ্পন্ন হয়। ইহাই অজপার তত্ত্ব।

তৃতীয় মতে, সাধকের প্রজ্ঞা ও সাধনশক্তির তারতম্য অনুসারে অজপা তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। মন্দপ্রজ্ঞ, মধ্যপ্রজ্ঞ এবং উত্তমপ্রজ্ঞ সাধকের দৃষ্টি যে ভিন্ন তাহা অধোলিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। যাহার জ্ঞানশক্তি উজ্জ্বল নহে, যে অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার নাম মন্দপ্রজ্ঞ। এই প্রকার সাধক 'হ'কার দ্বারা পুরুষ এবং 'স'কার দ্বারা প্রকৃতি এই দুইটি ধারণা করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার দৃষ্টিতে হংসযোগ বলিতে পুরুষ ও প্রকৃতির যোগ বুঝায়। কিন্তু যাহার প্রজ্ঞা অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ, অর্থাৎ যে মধ্যপ্রজ্ঞ, তাহার দৃষ্টি অনুসারে 'হ'কার অপানের সঞ্চার এবং 'স'কার প্রাণের সঞ্চার বুঝাইয়া থাকে। মুখ্য প্রাণ যখন পরাঙ্মুখভাবে আবর্ত্তিত হয় তখন তাহাকে প্রাণ না বলিয়া অপান বলা হয়। সুতরাং হংস বিদ্যার রহস্য মধ্যম সাধকের দৃষ্টি অনুসারে প্রাণ ও অপানের সংযোগ ভিন্ন অপর কিছু নহে। কিন্তু যে সাধক উত্তম প্রজ্ঞাসম্পন্ন তাহার দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম। সে প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ অথবা প্রাণ ও অপানের সম্বন্ধ পরিহার করিয়া আত্ম-স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। এই সাধক অজপা মন্ত্রের পূর্ব্বভাগ 'অহং'কে জীবাত্মার বাচক এবং উত্তরভাগ 'সঃ'কে শক্তিবাচক বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে।

অধিকার ভিন্ন বলিয়া অজপা জপের বিধানও ভিন্ন। নিম্নাধিকারী তালু, ওষ্ঠ প্রভৃতি দৈহিক উচ্চারণ-যন্ত্রের ব্যাপারের দ্বারা অজপা-জপ সম্পাদন করে। এই সকল সাধকের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত বা শোধিত নহে। তাই ইহারা দেহগত ক্রিয়াকে আশ্রয় না করিয়া জপ সাধন করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা মধ্যম অধিকারী তাহাদের চিত্ত-সংস্কার অধিক। এইজন্য তাঁহাদের পক্ষে অজপা জপ করিবার জন্য তালু প্রভৃতির কোন প্রকার ক্রিয়া আবশ্যক হয় না। তাহাদের অধিকার উচ্চ বলিয়া

তাহাদের বিধানও ভিন্ন। তাহাদের পক্ষে দৈহিক উচ্চারণের প্রয়োজন না থাকিলেও অন্য প্রকার অনুসন্ধানের আবশ্যকতা রহিয়াছে। তাহাদিগকে ভাবনা করিতে হয় যে অজপা মন্ত্রের 'সঃ' অংশ প্রাণরূপে এবং 'হং' অংশ অপান-বৃত্তিরূপে নিজ দেহে সর্ব্বদা অনুস্যূত রহিয়াছে। 'হং' শব্দের সহিত অপান বৃত্তির সাম্যমূলক সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাই 'হং'কার অপান বৃত্তির সূচনা করে। তদ্রূপ 'সঃ'কার প্রাণকে বুঝাইয়া থাকে। 'সঃ' এবং 'হং', মন্ত্রের এই দুইটি ভাগ, প্রাণ ও অপান বৃত্তিরূপে নিজের দেহে সর্ব্বদাই ক্রিয়া করিতেছে—এই প্রকার নিরন্তর চিন্তাই অজপা-জপ। প্রাণাপানরূপে বিদ্যমান এই মন্ত্র যে সাধক গুরুমুখ হইতে অধিগত হয় সে 'অজপন্নপি' অর্থাৎ তালু আদির ব্যাপার না করিলেও তাহাতে প্রাণাপানরূপ মন্ত্র অনুস্যূত থাকে। সেইজন্য সর্ব্বদাই তাহার জপ হইয়া থাকে। তাই এই হংসমন্ত্রকে অজপা বিদ্যা বলে। বাচিক জপ অপেক্ষা এই অনুসন্ধানরূপ জপ অধিক প্রবল এবং অধিক ফলপ্রদ। তথাপি এই জপের সঙ্গে আস্তিক্যভাব, গুরুভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সমাবেশ থাকিলে বলের আধিক্য হয়। এই হইল মধ্যম অধিকারীর কথা। কিন্তু উত্তম অধিকারীর জন্য অজপার বিধান অন্য প্রকার। বলা বাহুল্য, উচ্চ অধিকারীর চিত্ত শ্রবণ, মনন প্রভৃতির অভ্যাস-বশতঃ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। এই জাতীয় সাধক ধারণা করে যে অজপা-মন্ত্রের পূর্ব্বভাগ 'অহং' জীবকে বুঝায়, যে জাগ্রৎ প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার সাক্ষী। নিজেকে সুখী অথবা দুঃখী অনুভব করা যায়, তাই বুঝা যায় যে, 'অহং' পদার্থ জীবের বাচক। কিন্তু মন্ত্রের উত্তরভাগে যে 'সঃ' পদ আছে তাহা ইহাদিগের মতে শক্তির বাচক। এই শক্তি বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র বিশ্বের কারণ পরমেশ্বরের নামান্তর। সুতরাং সংসারিরূপে প্রতীয়মান 'অহং'ই প্রকৃত প্রস্তাবে 'সঃ' অথবা পরমাত্মা। ইহাই অজপা-জপের তাৎপর্য্য।

## ( ৫ )

যোগিসমাজে অজপা-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আরও বহু বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কোন কোনটি শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

এই মতে সর্ব্বপ্রথম কেবল-কুম্ভক দ্বারা এমন একটি অবস্থা লাভ করিতে হয় যখন রেচক ও পূরক কিছুই থাকে না। এই সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের বেগ শান্ত থাকে। এই অবস্থায় নাভিকন্দে প্রাণ ও অপানের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে সহস্রদল কমল হইতে নিরন্তর যে অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে উহা ঐ সময়ে পান করিবার অবসর জন্মে। প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় ঐ অমৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই। যখন যোগী প্রাণ ও অপানের সমতা লাভ করিয়া শান্তিতে অবস্থিত হয় ও পূর্ব্বোল্লিখিত অমৃত প্রাপ্ত হয় তখন তাহার কর্ত্তব্য ঐ অমৃত স্বয়ং পান না করিয়া উহার দ্বারা নাভিস্থিত জ্বলন্ত মহাদেবের অভিষেক করা ও সঙ্গে সঙ্গে হংস হংস বলিয়া হংস মন্ত্রের আবর্ত্তন করা। এই উপলক্ষ্যে দেহে প্রত্যক্ষ যজ্ঞ করার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইটি আধ্যাত্মিক সূর্য্যগ্রহণ। দেহতত্ত্ববিদ্ যোগী যখন দেহে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন নামক দুইটি অয়ন ও বিষুব দর্শন করেন তখন তিনি দেহে থাকিয়াই সকল ও নিষ্কল বিন্দুর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। প্রাণ ইড়া

হইতে পিঙ্গলাতে সঞ্চরণ করে এবং পিঙ্গলা হইতে ইড়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই তুইটি উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণ নামে প্রসিদ্ধ। প্রাণের মূলাধারে প্রবেশ একটি বিষুব এবং উহার মস্তকে প্রবেশ আর একটি বিষুব। বিষুব বলিতে ঠিক সেই অবস্থা বুঝায় যাহাতে দিন ও রাত্রির সাম্য প্রকাশিত হয়। দেহের মধ্যেও এই তুইটি বিন্দুতে সাম্য প্রকাশিত হয়। তাই ইহাদিগকে বিষুব বলা হয়। যোগীর কর্ত্তব্য, সহিত ( মন্ত্রযুক্ত ) অথচ কেবল ( মন্ত্রহীন ) প্রাণায়ামের দ্বারা অর্থানুসন্ধান সহকারে প্রণব ও হংস মন্ত্র উচ্চারণ করা, প্রণবার্থ যে হংস তাহাকে সোহং রূপে অনুসন্ধান করা। এই ঐক্যানুসন্ধানই নমস্কারযোগের রহস্য। অজপার তাৎপর্য্য ইহাতেই নিহিত হইয়াছে। ইহার পর মূদ্রাধারণ আপনিই হইয়া থাকে। এই মুদ্রাটিকে চিন্মুদ্রা বলে। প্রচলিত ভাষায় ইহারই নাম শাম্ভবী বা খেচরী মুদ্রা। এই মুদ্রার তাৎপর্য্য এই যে নিজে হইতে ভিন্ন অপর কিছুই নাই এই বোধে স্থিতি। আত্মার অর্চ্চনের প্রশস্ত পদ্ধতি সর্ব্বদা 'সোঽহমস্মি' রূপে ধ্যানে মগ্ন থাকা। ইহার নাম প্রত্যক্ষ যাগ। এই সময় প্রাণ পিঙ্গলা মার্গে কুণ্ডলিনী স্থানে প্রবেশ করে। ইহাই আধ্যাত্মিক সূর্য্যগ্রহণ। —ক্রমশঃ

# রাঁচীতে সৎসঙ্গ

### শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী, এম-এ

[রাঁচীতে শ্রীশ্রীমায়ের যে নূতন আশ্রম সংস্থাপিত হইয়াছে, সেইখানে এ বৎসর মায়ের সান্নিধ্যে শারদীয় দুর্গোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ উৎসবের ক'দিন বহু ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাকে অধ্যাত্ম বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিতেন। মা উত্তর দিতেন। ঐ সকল প্রশ্ন এবং উত্তরের কিয়দংশ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গাঙ্গুলী মহাশয় সঙ্কলন করিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। উহা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা আনন্দ বার্ত্তার বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। —সম্পাদক]

প্র—মা, ঠিক ভাবে কখন প্রশ্ন করা যায়?

উ—যখন জিজ্ঞাসা আসে।

প্র—জিজ্ঞাসা কিসের?

উ—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে।

প্র—প্রশ্নের ভিতরেই কি উত্তর থাকে?

উ—হ্যাঁ, অনেক সময় থাকে।

প্র—আচ্ছা মা, এই যে তোমার সামনে বাতাসা প্রসাদ রাখা আছে এই প্রসাদ খেলে কি সেই প্রসাদ লাভ হয়?

উ—প্রসাদ তো একটাই। যে প্রসাদে প্রসন্নতা লাভ হয় সেইমাত্র প্রসাদ।

প্র—সে প্রসাদের অধিকার লাভ করতে এই প্রসাদ কি সাহায্য করে?

উ—হ্যাঁ, এই প্রসাদ পেতে পেতে আসল প্রসন্নতা এসে যাবে।

প্র—সেই প্রসাদ লাভের অবস্থাটি কেমন?

উ—সেই অবস্থা বোঝা যায় না। বুঝলে বোঝা বাড়ে কি না, তাই।

প্র—বুঝলে যদি বোঝা বাড়ে তবে লোকে পড়াশুনা করে কেন?

উ—আরে বুঝ্‌লা না। দুনিয়া দুই নিয়া কিনা। তাই দুইরে বুঝাইবার জন্য পড়া দরকার। এই শরীরটা এই রকম আবোল তাবোল বলে। তোমরা লেখাপড়া শেখাও নাই তো। ঐ যে তোমরা কি একটা শাস্ত্রের কথা বল, 'উর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্।' মাথাটা মূল, বোঝবার স্থান। গাছের শিকড়ে যেমন জল দেওয়া হয় তেমনি মাথা বোঝবার জায়গা। ওখানেই সমস্ত ধরবার জিনিষ। তাই এই শরীরটা বলে, দেখ তুমি তো একটা জিনিষ বুঝলে। যেটা আগে বুঝেছিলে তা নয়। বিশেষ বিশেষভাবে ক্রমাগত বোঝা আছে। জাগতিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান আলাদা হলেও মূলে এক বলে মাথা দিয়ে দুটোই বুঝতে হয়। দ্বিতীয়টা বুঝলে আর একটা বোঝাই নিলে। যখন বোঝাবুঝির পারে যাবে তখন ঠিক বোঝা যাবে। ত্রিপুটী অর্থাৎ তিন পুটলী না গেলে আসল তত্ত্ব ধরা পড়ে না। তিনি নিত্য স্বয়ং প্রকাশ আছেন।

প্র—মা, "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী" বলা হয় কেন? অর্থাৎ বোঝার থেকে সর্ব্বশাস্ত্রের পুনঃ পুনঃ পাঠকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে কেন?

উ—এটা একটা স্থিতির কথা মাত্র। পড়াটা শুধু পড়ার জন্য নয়। বারে বারে পড়লে আসল তত্ত্ব বেরিয়ে পড়ে। বহু বার পড়লে ও চিন্তা করলে মূল তত্ত্বটি ধরা পড়ে। কিন্তু আসল বোধ যা, তার থেকে পড়া শ্রেষ্ঠ নয়। তাই কোন এক স্থিতিতে বল্‌ছি।

প্র—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম এই তিনটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্‌টি ?

উ—সকলের এক পন্থা নয়। নিজ নিজ গুরু যে পথ বলে দেন। যদিও শেষে সেই এক পদই পাবে।

প্র—মন্ত্রশক্তি ব'লে কি কিছু আছে ?

উ—আছে। তার ক্রিয়া হবেই। উচ্চারণের ক্রিয়া নিশ্চিত।

প্র—মন্ত্রটির কি শুদ্ধ উচ্চারণ হওয়া দরকার ?

উ—কোন কোন স্থলে স্পষ্ট উচ্চারণ ঝঙ্কার আছে। তাহলে সেই দিক দিয়ে ফললাভ করবে। কেউ যদি ভক্তিভাব নিয়ে অশুদ্ধ উচ্চারণ করে তবুও ফললাভ হয়। ভক্তিভাবটা ফল প্রসব করে। সম্পুর্ণ ফলের জন্য দুইই দরকার—শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ আর ভাব ভক্তি। নীলমণি, সেই "জগঢ্‌ঢিপায়" গল্পটা কও না।

তখন নীলমণি সংক্ষেপে গল্পটি বলিল :—"এক বৈষ্ণব 'ভক্ত' "জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ" না ব'লে "জগঢ্‌ঢিপায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ" বলতো এবং শ্রীকৃষ্ণপূজার সময় তার পুলক, শিহরণ, অশ্রু, কৃষ্ণ-দর্শন ইত্যাদি হতো। একদিন একজন সন্ন্যাসী অতিথি তার ভুল উচ্চারণ শুনে সংশোধন করে বলে গেলেন যে জগঢ্‌ঢিপায় হবে না, জগদ্ধিতায় হবে। তাঁর কথামত সেই ভক্ত জগদ্ধিতায় বলে প্রণাম করতে লাগলো, কিন্তু পূর্ব্বেকার সেই ভাব আর হোতো না। তখন তার মনে ভারি দুঃখ হোলো। কিছুদিন পরে আর এক বৈষ্ণব সাধু এলে সেই ভক্ত তাঁকে সব নিবেদন করলো। সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা জগঢ্‌ঢিপায় বল্‌তে তুমি কি বোঝ ? ভক্ত বললো, জগঢ্‌ঢিপায় মানে জগৎটাকে যেই কৃষ্ণ উইএর ঢিপির মত ঢেকে রেখেছেন। কৃষ্ণরূপ উইএর ঢিপির মধ্যে আমরা নিশ্চিন্ত মনে বাস করছি। ঐ বল্‌তে বল্‌তে কৃষ্ণের গাত্রস্পর্শ অনুভব ক'রে ভক্ত আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে লাগলো। তখন সাধু বললেন, দেখ, তুমি যে মন্ত্র উচ্চারণ করতে সেটাই ঠিক, সেটাই করবে। তারপর থেকে ভক্তের আবার সেই সাত্ত্বিক লক্ষণগুলি দেখা দিতে লাগলো।"

এই গল্প বলা হলে শ্রীশ্রীমা আবার বললেন, "কিন্তু যদি উচ্চারণ ও ভাব দুই ঠিক হয় তবে পূর্ণ অনুভূতি হবে। সেই ভক্তের একটা অসম্পূর্ণ ছিল বলে 'জগদ্ধিতায়' বলায় কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন বন্ধ হয়ে গেল। ভাব ভক্তিতে যদি গলে যায় বা জ্বলে যায়, যাই বল না কেন, তবে সত্য নিশ্চয় প্রকাশ হবে। প্রেমের দিকে গলে যাওয়া। জ্ঞানের দিকে বিবেক আগুনে জ্বলে যাওয়া। উভয় দিকেই চরমে স্বরূপ প্রকাশ হবে। নিছুক ভাব সে রকম এলে সম্পূর্ণ গলে গেলে পূর্ণ প্রকাশ হবেই। মন্ত্র কিনা, তাই। মন্ত্র মানে মনকে যে ত্রাণ করে। অথবা এই শরীরের ছোট্ট মেয়েটির আবোল তাবোল ভাষায় মন্তর মানে 'মন তোর।'—যা জপ করলে মন তোর হয়ে যায়। বুঝলা কি না ?—এই ব'লে মা হাসতে হাসতে আটখানা হয়ে পড়লেন। ভক্তবৃন্দও আনন্দে হাসতে লাগলো। ( ২৯।৯।৫৪ রাত্রি )

প্র—মা, বিনা ধ্যানজপে, শুধু নাম-কীর্ত্তনে কি কাজ হয় ?

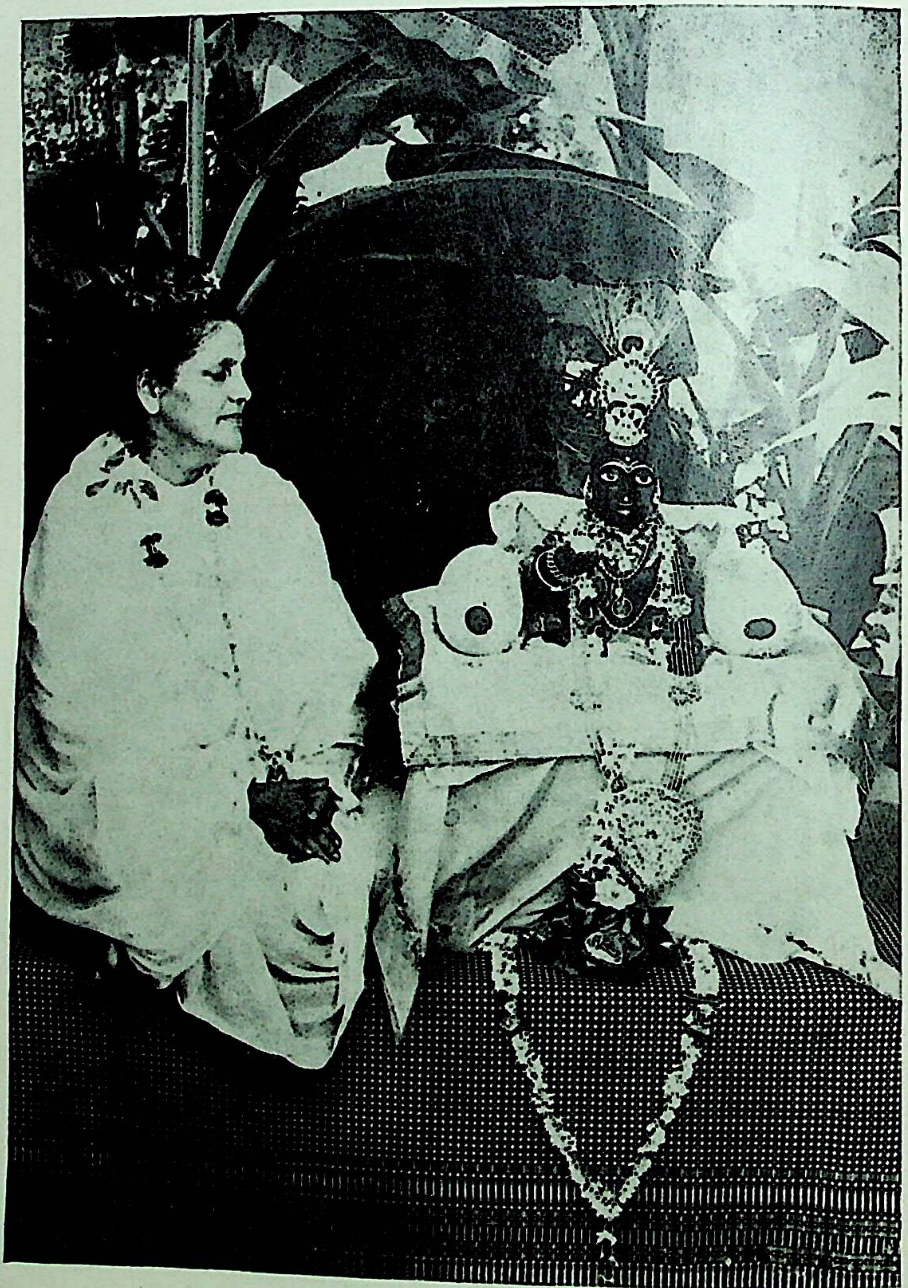

উ—ওখানে সব সম্ভব। নাম কর্‌তে কর্‌তে সব কিছু আসতে পারে।

প্র—কীর্ত্তনের সময় মন চঞ্চল হয় না। অথচ জপ কর্‌বার সময় নানা চিন্তা আসে কেন ?

উ—কীর্ত্তন সমবেতভাবে হয় কিনা। সুর তাল শব্দ সব একভাবের হয়।

এমন সময় এক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে হিন্দীতে বল্‌তে অনুরোধ করায় মা হিন্দীতে বল্‌তে লাগলেন।

সহজ কথা এই যে সুর তাল শব্দ সব মিলে নাম করে। মনের স্বভাব হ'ল রসালবস্তুকে ধরে থাকা। এই কারণে মন লাগে। কাহারও কাহারও জপেতেও মন লাগে। স্ব-স্ব সংস্কারানুসারে জপ অথবা কীর্ত্তনে মন লাগে।

প্র—কীর্ত্তনের দ্বারা কি জীবাত্মার উদ্ধার হ'তে পারে ?

উ—যদি ঠিক্ ঠিক্ কর্‌তে পার তবে নাম হ'তে সব কিছু হ'তে পারে। ভগবান্ স্বয়ং নামরূপে, অক্ষর ( অর্থাৎ যাঁহার ক্ষয় হয় না ) রূপে আছেন। নামের সঙ্গ করাই হ'ল ভগবানের সঙ্গ করা। তাঁহার স্বভাব হ'ল নিজকে প্রকাশ করা। এইজন্য নাম-কীর্ত্তন শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিবার অনুকূল নিশ্চয়ই হ'বে।

প্র—কেহ কেহ নাম কর্‌তে কর্‌তে শান্তি অনুভব করেন। তাঁহারা কি ঐ সময় শান্তভাবে থাকিতে পারেন ?

উ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় থাকিতে পারে।

প্র—অর্জ্জুনের মত শ্রীভগবান্‌কে মিত্ররূপে প্রাপ্ত না হইয়াও কি নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ধারা সম্ভব ?

উ—ভগবানের রাজত্বে সবই সম্ভব।

প্র—ভগবান্ কাহারও কাহারও উপর কেন কৃপা করেন:?-

উ—ভগবানের কৃপা সকলের উপর আছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপে কৃপার প্রকাশ হয়। যে ভগবান্‌কে যে ভাবে চায়, তাহাকে তিনি সে ভাবেই কৃপা করেন। যে বিষয়ের আকাঙ্খা করে, তাহার বিষয়-ভোগরূপী কৃপা লাভ হয়। সকাম কৃপা—বিষয়-ভোগরূপী কৃপা এক রকম। আরেক রকমের কৃপার দ্বারা অমৃতের দিকে গতি হয়। সকলের উপর কৃপা আছে। যেমন মার পাঁচটি ছেলেপেলে, পাঁচটি ছেলেপেলে পাঁচ রকমের খাবার পায় ;—বার্লি, পোলাউ, মিষ্টি—যাহার যেমন প্রয়োজন এবং হজম হয়। সংসারেও ভিন্ন ভিন্ন রকমের কৃপা পাওয়া যায়। কাহারও অনুগ্রহরূপে, দয়ারূপে, কাহারও নিগ্রহরূপে, শাসনরূপে, কর্ম্মফল ক্ষয়রূপে, কৃপা লাভ হয়।

প্র—ভগবৎ আলোচনার সময় কান্না কেন আসে ?

উ—এ খুবই ভাল কথা। ভগবান্ হচ্ছেন আত্মা বা প্রাণ। বিরহ হ'তে কান্না আসে অথবা প্রেমাশ্রু আসে। সাধারণ দৃষ্টিতে কান্না আসা ভাগ্যের কথা, ভাল কথা। প্রকৃত বিরহ না হইলেও ভাল।

প্র—কর্ম্মফল ভোগ কি সংস্কারানুসারে ভুগিতে হয় ?

উ—হ্যাঁ। ঐ আগুন না লাগা পর্য্যন্ত ভুগিতে হয়।

প্র—ঐ আগুন লাগিবার উপায় কি ?

উ—তদ্-ভাবনা বা তৎ-চিন্তাই এক প্রকারের উপায়। আর এক প্রকারের উপায় হ'ল সৎসঙ্গ করা, যাত্রীদের সঙ্গ করা। (৩০।৯৫৪ রাত্রি)

# বাল-গোপাল

### শ্রীমতী রাণী মজুমদার

শারদীয়া পূজার উৎসবে এবার অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ রাঁচিতে গিয়েছিলাম শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আশ্রমে। কথা প্রসঙ্গে পুষ্পের কাছে শুন্‌তে পেলাম মায়ের কাশীর আশ্রমে বালগোপালের এক আশ্চর্য্য আবির্ভাবের কাহিনী। মুহূর্ত্তে আমার মন মহাকৌতূহলে ভরে উঠ্‌লো—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জান্‌তে চাইলাম সমস্ত বিবরণ। শুনলাম নবপ্রতিষ্ঠিত বাল-গোপালের ফটো তুলে আনা হয়েছে। কিন্তু কি জানি কেন সেই কর্ম্মব্যস্ততার মাঝখানে ও সমস্ত ভীড় ঠেলে আমি দিদি গুরুপ্রিয়ার কাছে গিয়ে বালগোপালের ফটোটি দেখবার জন্য রীতিমত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লাম। বিস্মরণের আঁধার স্তর ভেদ ক'রে স্মৃতিপটে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল অতীতের দীর্ঘ এক স্বপ্ন-কথা। চার বছর আগেকার সেই অবলুপ্ত কাহিনীর মাঝে লুপ্ত হয়ে আছে আমার অন্তরের গভীর মনোবেদনা। সেই অন্তরের অন্তরতমকে ক্ষণেক অনুভবের স্পর্শ-স্মৃতি যেন আবার নতুন করে আসায় মন ব্যাকুলতায় ভরে উঠ্‌লো। আজ সেই পুরাণো স্বপ্ন-কাহিনী মনের পটে ভেসে উঠ্‌লো স্পষ্ট হয়ে।

গঙ্গার অন্তর্দেশ ভেদ ক'রে উঠে এসেছে বহু প্রাচীন কালের ধাপে গড়া বিস্তৃত একটি সিঁড়ি। ঐ সিঁড়ির শেষ মাথায় বিশাল উন্মুক্ত এক ছাত আর ছাতের এক পাশে একটি মন্দির। ভোরের রোদ সবে মাত্র আকাশে সোনালী রং ধরিয়েছে—গঙ্গা-তীরের সিঁড়ির প্রান্তে বহু ভক্ত বহু বৈষ্ণবের সমাবেশ হয়েছে। মন্ত্র উচ্চারণের সাথে সাথে কেউ শিব পূজায়, কেউ তিলক ধারণে, কেউ বা মালা হাতে জপে নিরত। হরিনামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ছাতের এক প্রান্তে আমি আসনে বসে আছি স্থির হয়ে—আমার মধ্যে যেন একটা ধ্যানস্থ আত্মমগ্নতার ভাব। হঠাৎ দেখি একি! নবদূর্বাদলশ্যাম আয়তলোচন স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত এক বালগোপাল ঘন কৃষ্ণমূর্ত্তি আমার কোলে দাঁড়িয়ে। মুখে মৃদু মৃদু হাসি—যেন আমার সঙ্গে তার কত কালের পরিচয়, একটা নিবিড় আন্তরিক প্রীতির সম্বন্ধ। আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্বাক্। শিশু হেসে হেসে দুলে দুলে আমায় জিজ্ঞেস করলে, "আমায় চিন্‌তে পার্‌লি?" মাথা নেড়ে বল্লাম, "না তো!" শিশু বল্লে মন্দির দেখিয়ে, "ঐ মন্দিরে যে থাকে আমি সেই।" প্রশ্ন করলাম 'প্রমাণ?' শিশু জিজ্ঞেস কর্‌লে, "প্রমাণ চাস্?" স্নিগ্ধ আকর্ণ বিস্তৃত হাস্যময় দৃষ্টি মেলে এদিক্ ওদিক্ একটু দেখে শিশু বল্লে—"ঐ তুলসীমঞ্চের নীচে খুঁড়ে দেখলে একটা মোহর পাবি, তা-হলেই ত প্রমাণ হবে।" আর বল্লে বারে বারে কত অনুনয় সুরে, "পূজা কর, আমায় পূজা কর না, আমায় পূজা কর।" ইতিমধ্যে একজন দুজন করে লোকের ভীড় আমার কাছাকাছি এসে জমতে লাগলো। অকস্মাৎ কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি অনিন্দ্য সুন্দর সদ্যোজাত নব শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে আমার কোলে শুয়ে রইলো। কোথায় বা গেল এত কথা, এত হাসি, আর তার সেই চঞ্চল মূর্ত্তি! জনতার ভীড় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখ্‌লাম। মৃদু অথচ অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি উঠতে লাগলো, "বালগোপালের

আবির্ভাব হয়েছে ! বালগোপাল এসেছেন !" আমি শিশুটিকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম । মুখে আমার নামের ধ্বনি ফুটে উঠলো—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

আমার সঙ্গে জনতা ঐ নামের জয়ধ্বনি ক'রে উঠলো। দীর্ঘ সিড়ি বেয়ে শিশুটিকে কোলে নিয়ে দোতলায় উঠছি; আর আমার পেছনে হরিনামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে ভক্তদের মুখে "হরে কৃষ্ণ হরে রাম……।" দোতলায় উঠলাম। আশেপাশে যত ঘর তাদের মধ্যে থেকে আবেদন আস্‌তে লাগলো—"আমাদের ঘরে বালগোপালকে একটু নিয়ে এসো, আমরা পূজা কর্‌বো।" আমি বল্‌তে লাগলাম, "সে হবে না। তোমাদের সঙ্গতি নেই যে তোমরা এঁর সেবা কর্‌বে। এই বাড়ীর যিনি মালিক তাঁকে ডাকো—গোপাল আমি তাঁর হাতে দিয়ে যাবো।" কে যেন বললো, "মালিককে খবর দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে তার আর আজ যাওয়া হবে না। এখনই আসচেন।" আমি শিশুটিকে নিয়ে বসেছি, বিরাট জনতা আমায় ঘিরে আছে—কেউ কেউ বাদাম, পেস্তা থালায় নিয়ে এসেছে। ভীড়ের মাঝে একজন বলে উঠলো, "আচ্ছা, এ যদি সত্যি বালগোপাল হবে তবে এর অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই, বুঝবো কি ক'রে এ শিশু বালগোপাল।" কথাটি শুনে আমিও শিশুর দিকে তাকিয়েছি। দেখি শিশুটি মুখে এক টুকরো বাদাম নিয়ে ফোগ্‌লা মুখে চুস্‌ছে। আমি তখন জনতাকে বল্‌ছি, "এই দেখ! গোপাল বাদাম খাচ্ছে। এত্তটুকু সদ্যোজাত শিশু, যে এখনও তাকাতে শেখে নাই, সে এম্‌নি চুষে চুষে বাদাম খেতে পারে?" তাই দেখে সবাই চুপ। আবার আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম বাড়ীর মালিকের জন্য কিন্তু এর পরেই আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে-গেল। মনটা যেন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে গেল।

আমার এই স্বপ্নদর্শনের কাহিনী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এবং আরও দু' একজন জান্‌তেন।

দিদি গুরুপ্রিয়ার নিকট হ'তে আকুল আগ্রহভরে তৃষিত চাতকের মত ফটো নিয়ে দেখলাম। এই বড় সড় গোপাল, ঘন কৃষ্ণ কালো কষ্টিপাথরের মত রং, বড় বড় স্নিগ্ধ দু'টি চোখ, যেম্‌নিটি দেখেছিলাম সবই তো মিল্‌ছে, তবুও আমার সন্দেহ মন সংশয় যায় না—যেমন স্বপ্নেও প্রমাণ চেয়েছিলাম। গুরুপ্রিয়া দিদির কাছে বাল-গোপালের সমস্ত বিবরণ শুন্‌লাম। ঐ মূর্ত্তি নাকি বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত। কাশীধামের কোনও এক প্রাচীন অবস্থাপন্ন পরিবারের গৃহদেবতারূপেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কালক্রমে সেই পরিবারের আর্থিক অবস্থা পড়ে যাওয়াতে নিত্যপূজা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠে এবং বিগ্রহটিকে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত ক'রে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়ার কথা হয়। লোক-পরম্পরায় তখন মায়ের কাছে অনুরোধ আসে বিগ্রহটিকে আশ্রমে রাখার জন্য। মা স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে গোকুলের বাল-গোপালকে রাজ-সমারোহে উল্লসিত জয়ধ্বনির মাঝে অভ্যর্থনা কর্‌লেন শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রমে। দিদি গুরুপ্রিয়া আমায় মায়ের সাথে কাশী যাবার জন্য অনুরোধ কর্‌লেন, বাধা আমার কম ছিল না, কিন্তু এ-ও জানি যেতে আমার হবেই—দিদির মুখ দিয়ে কথাটা যখন বেরিয়েছে। মায়ের সাথে কাশীতে পৌঁছুলাম। সন্দেহ দোলায় মন আমার সংশয়ে দুল্‌ছে—কী দেখ্‌বো জানি না। শীঘ্র স্নান সেরে তৈরী হ'য়ে নিলাম গোপালের মন্দিরে যাবো। একা নয় মায়ের

পায়ে পায়ে মায়ের আঁচল ধ'রে—ভীত ত্রস্ত শিশু যেমন মায়ের মুখপানে চায়—শক্ত করে মাকে জড়িয়ে ধরে। মন আমার কিসের অজানিত আশঙ্কায় ভরে উঠেছে। বসে আছি মায়ের প্রতীক্ষায় তাঁর তুয়ারে, প্রতিটি সময় গুণ্‌ছি। হঠাৎ মা তাঁর ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন—"চলো" ব'লে এগিয়ে চল্লেন গোপালের ঘরের দিকে। মায়ের সাথে গোপালের ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখি আমার স্বপ্নে দেখা সেই গঙ্গার ঘাট, সেই মন্দির, সেই ছাদ, সেই তুলসীমঞ্চ আর সেই গোপাল, যাঁকে আমি কোনদিন ভাবি নি, আহ্বান ক'রে জীবনের আসনে বসাবার চেষ্টা করিনি, আমি যাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, যিনি স্বতঃ প্রণোদিত হ'য়ে বাল-গোপালের রূপ ধরে এক বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে আমার কোলে এসে বসেছিলেন। আমার চার বৎসরের স্বপ্ন-গোপাল আজ আমায় তাঁর দ্বারে পেঁ ৗছে দিয়েছে। আমি ভক্ত নই, বৈষ্ণব নই, বৈষ্ণবীয় আর্ত্তি আমার অজ্ঞাত। কোন দিন জ্ঞানে, অজ্ঞানে মন্দিরে মন্দিরে আমি তাঁকে অন্বেষণ করে বেড়াইনি, কেঁদে বলিনি—"জগন্নাথ স্বামী নয়ন-পথগামী ভবতু মে!" দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই স্বপ্নে দেখা বিগ্রহ একদিন না একদিন আমার দৃষ্টিগোচর হবে-ই। এতক্ষণে আমার সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হ'য়ে গেল। মনে হলো, আমার সংশয়ের কিছু মাত্র নেই। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই আকৃতি, সেই ভুবন-ভুলানো হাসি। মন প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো কোলে নেবার জন্য—মা অনুমতি দিলেন। ঠাকুরকে কোলে নিয়ে বস্‌লাম। মা আমায় গোপালের দেহে হাত বুলিয়ে দিতে বল্লেন। তাঁকে আমি কি দিয়ে, কেমন ক'রে সন্তুষ্ট কর্‌বো জানি না। কোন অধিকারই যার নেই, কোন সম্বলই যার নেই—সেই দীনহীনার কাছে কিসের পূজা তিনি চেয়েছিলেন, সে কথা একমাত্র তিনিই জানেন। প্রভু, সত্যিই তুমি কৃপাসিন্ধু, বিচিত্র তোমার লীলা।

# ——मातृ-वाणी——

[ विभिन्न समयों में भिन्न-भिन्न लोगों के पत्रों के उत्तर में श्री श्री माँ ने जो उपदेश दिये हैं, उनका संक्षिप्त संग्रह ]

## यज्ञोपवीत-धारण की आवश्यकता

### ( ४४ )

यदि भगवान् के लिए भगवान् को पुकारना न हो, तो मनुष्य यज्ञोपवीत ही क्यों जो इच्छा हों उसे छोड़ दे सकता है एवं उसकी ऐसी ही इच्छा होती है। क्योंकि यदि भगवान् के लिए भगवान् को पुकारना न हो, भगवान् की चाह न हो, तो उसका भाव ऐसा होना स्वाभाविक ही है। उसका स्वरूप ही ऐसा है। और यदि ध्वंस करने को शक्ति ही रहे तो विघ्नों का अब तक ध्वंस क्यों नहीं कर रहा है? एक तृण उठाने की शक्ति किसी में नहीं है। उस इच्छामय की इच्छा ही पूरी होती है। क्षणिक कष्ट होने पर भी मङ्गलमय भगवान् मङ्गल करते हैं। साधारण जीव के लिए तो उसे समझना कठिन है।

यज्ञोपवीत, गायत्री का त्याग करना ब्राह्मण के लिए अकल्याणकारी है, अमङ्गल है। तुम स्वयं फिर मङ्गल का मार्ग कितना देख सकते हो? मङ्गलमय जो करते हैं वह सभी मङ्गल है। हरिकथा ही कथा है और सब व्यर्थ की व्यथा है।

### ( ४५ )

किसी ने अपने किसी आत्मीय का वियोग होने पर यज्ञोपवीत का परित्याग कर दिया था इस पर उसके विषय में श्री श्री माँ ने लिखा है—क्या उसने यज्ञोपवीत फेंक दिया है? ठीक है। उसके मन में जिससे शान्ति हो वही तो करेगा। संसार में स्वामी के मरने पर स्त्री संग नहीं जाती है, स्त्री के मरने पर स्वामी नहीं जाता। पिता के मरने पर सन्तति साथ नहीं जाती। आत्मीय परिवार का क्या कोई संग गया है, या कभी जाता है? यह तो उसने प्रत्यक्ष ही देखा है। अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने मार्ग पर जीव चलता है।

आज इस विपत्ति में क्या उसने आहार का त्याग किया है, या स्त्री, पुत्र, कन्या, आत्मीय स्वजनों का त्याग किया है? अपने पहनने के कपड़े त्यागे हैं, या नींद ही छोड़ी है, क्या जगत् के लोगों

के साथ वार्त्तालाप करना बन्द किया है ? हाँ, दुःख का समुद्र तो अवश्य उमड़ा है—यह ठीक है। तब क्या साथ गया केवल यज्ञोपवीत ही, जो पिता माता का स्नेह और प्रेम का दान है, जो अमूल्य चिरन्तन परम पद की प्राप्ति में सहायक है। आज ····के निमित्त यदि यज्ञोपवीत का ग्रहण करता तो वह ····की स्मृति ही हृदय पर जाग्रत् रखता। उसके निमित्त वह गृहीत हुआ था, अमृत की ओर जाने का प्रतीक। ग्रहण किया हुआ भी वह चला गया, यह भी सर्वसाधारण के लिए परिताप का विषय है। ····की स्मृति रूप में भी तो उसे रख सकता था। मालूम पड़ता है कि भगवान् को पुकारना नहीं है। जिसकी प्राप्ति होने पर सब कुछ प्राप्त होता है उसीके लिए उनको पुकारना, यज्ञोपवीत धारण करना।

## विविध

### ( ४६ )

हाँ, चारों ओर सामञ्जस्य की रक्षा करते हुए मौन रख सकने पर तो अच्छा है। इङ्गित, इशारा न कर जितने समय तक बन सके।

### ( ४७ )

माला से गाँठ देकर जप करना चाहिये।

### ( ४८ )

माँ, जीव का स्वभाव ऐसा ही है। जान सुन कर पाप करना बहुत ही हानिकारक है।

### ( ४९ )

एक समय एक विशेष बात हुई थी। +++नौकरी मिलनें पर योगिराज और भोगिराज एक संग होगा। भोगिराज तो पूर्ण मात्रा में दीख पड़ रहा है। योगिराज का अंकुर किस राज्य में रहा, अन्धकार गुहा के अन्दर की तरह ? उस अन्धकार गुहा में आलोक प्रज्वलित करने की चेष्टा कब आरम्भ होगी ? जो दिन जाता है वह तो फिर आता नहीं है। अमूल्य समय चला जा रहा है। दिन रहते दीनानाथ की ओर अग्रसर होना चाहिये। तीसरी अवस्था में आलस्य तथा अशक्ति के कारण हरिनाम का उच्चारण नहीं होता है। उस समय काल का कर्म क्या किया जा सकता है ?

### ( ५० )

महादेवजी का आकर अपने शरीर में मिल जाना, ज्योति का प्रकाश होना है—यह तो शुभ लक्षण है। चिन्मय मूर्ति का आभास दर्शन होना मङ्गल है।

### ( ५१ )

द्विदल भ्रूमध्य में काशीविश्वनाथ का प्रकट होना तो साधक को होता ही है। यह जो कमर से गले तक आकृति का प्रकाश । साधकों को तो बहुधा विविध रूप के आकार प्रकारों का प्रकाश होता ही रहता है। ये अमुक हैं ऐसा मानने के लिए जब दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, केवल आकार देखकर ही वही हैं ऐसा जो मान लिया जा रहा है, इस भावना का त्याग करने की चेष्टा करनी चाहिये। क्योंकि साधकों की शक्ति की धारा तो कितने ही प्रकारों के क्रमों को पकड़ कर प्रकट होती है। जहाँ आश्रय लेने पर भगवद्भाव और भगवद्भाव के हो सहायक सब कुछ प्रकट होते हैं उस भगवद्‌भाव की ही एक शक्ति की धारा का सूत्र के रूप में विकास यह है। इसलिए तत् शक्ति के विकास रूप से सभी के अन्दर उनके इतने तरह के प्रकाश हैं ऐसा चिन्तन करना चाहिये। पूजा, जप, ध्यान आदि सभी जीवन्तरूप में प्रकट हों इसके लिए यथाशक्ति प्राणप्रण से चेष्टा करनी चाहिये।

### ( ५२ )

बाहर प्रेम न दिखाते हुए भी जो माँ हैं वही यथार्थ माँ हैं—हैं भी और रहेंगी भी। उन्हें हटा देने की इच्छा करने पर भी वह हटतीं नहीं। उन्हीं की सन्तान है न। सोचना चाहिये कि यह उन्हींकी व्यवस्था है, इसलिए माँ भलाई के लिए ही सब कुछ करती हैं। हाँ सत् आकाङ्क्षा का जागरण होना अच्छा है। माँ का अर्थ है जो सन्तान को नाप कर परिमित दे सकती हैं। सन्तान को माफ अर्थात् क्षमा कर सकती हैं, इसीलिए वे माँ कहलाती हैं।

### ( ५३ )

असली में बड़ा आदमी कौन है ? बड़ा आदमी वह है जो परम धन से धनी हो, वही बड़ा आदमी और धनी है। निर्धन, दरिद्र उसी को कहते हैं जिसके हृदय में भगवान् का स्मरण नहीं है। उन्हीं के ऊपर निर्भर रहना एकमात्र कर्तव्य है।

# श्री श्री माँ की अमरवाणी

( महामहोपाध्याय श्रीयुक्त गोपीनाथ कविराज, एम्० ए०, डी० लिट्, कृत व्याख्या सहित )

छः

( गताङ्क से आगे )

**प्रश्न**—हम कैसे इसे धारण करें ?

**माँ**—लाइन तो गुरु बतलाते हैं। कैसे धारण करना चाहिये इसकी लाइन गुरु बतलाते हैं। गुरु ही साधना की शिक्षा देते हैं; करते करते फल की प्राप्ति अपने आप सामने आती है। अधर (अग्राह्य) को ग्रहण करने की शक्ति गुरुकृपा से ही प्राप्त होती है। जहाँ पर क्या करें यह प्रश्न होता है, ऐसा कहते हो, वहाँ पर तो फिर परिपुष्टि प्राप्त हुई नहीं। इसलिए जब तक प्रकाश न हो, निरन्तर किये जाओ। व्यवधान नहीं पड़ना चाहिये। व्यवधान पड़ने से गाँठ पड़ जाती है। जैसे कहते हो तैलधारावत्।

तुम्हारा ऐसा प्रयत्न रहना चाहिये कि निरन्तर अखण्ड धारा से किये जाना। आहार-निद्रा तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, न रहें। तुम्हारा लक्ष्य रहना चाहिये अखण्ड की ओर। देखो, आहार, निद्रा प्रत्येक को ही, जिस समय का जो है, अखण्डरूप से तुम चाहते हो न, ठीक वैसे ही इधर भी अखण्डभाव से ही प्रयत्न रहना चाहिये। जिस समय मन की गति के साथ उस अखण्ड का स्पर्श हो जायगा, यदि भाग्य में बदा होगा, तो उस क्षण को पा जाओगे। क्षण के भीतर सब क्षण रहते हैं। उस क्षण का स्पर्श होने पर तुम सब क्षणों को पा जाओगे। जैसे मान लो न सन्धि-क्षण-प्रातःकाल, मध्याह्न और सन्ध्या जाने आने की सन्धि में जो शक्ति है उसका प्रकाश हो जाता है। यही जो तुम लोग Electric Light इत्यादि कहते हो। अर्थात् युक्त स्थिति का क्षण, और क्या है ? जिस स्थिति में उस सत्ता का प्रकाश होता है। सभी क्षणों में वह है तो, पर तुम उसे पाते नहीं हो, उसी को पाना चाहिये। अगर तुम उस सन्धिक्षण को पा जाओ। किन्तु वह क्षण कब किस के लिए प्रकाश में आवेगा, कहा नहीं जा सकता। लगे रहना चाहिये। किस का कौन क्षण है, जिस लाइन को जो ग्रहण करता है उसके अनुसार और क्या ? जो व्यक्ति जिस क्षण में पैदा हुआ है, उसका सारा जीवन उसी रूप से नियन्त्रित रहता है न। उसी प्रकार तुम्हारे लिए वह क्षण चाहिये जिससे तुम इस धारा में पड़ सको। इस धारा का अर्थ है स्वभाव की धारा, महागति अर्थात् महायात्रा। उसके प्राप्त हुए बिना पूर्णता नहीं आ सकती। इसलिए गुरु किसी किसी को समय बतला देते हैं, जैसे प्रातः, सन्ध्या, दोपहर अथवा अर्धरात्रि। चार ही तो समय कहे जाते हैं। गुरु के निर्देश के अनुसार जिस जिसका जो कर्तव्य हो, उसका उसे पालन करना चाहिये। गुरु का उपदेश जिसके लिए जैसा

रहे। सबका एक मार्ग तो नहीं है। संयोग वश किस को किस दिशा से किस प्रकार पूर्ण करके आना पड़ेगा यह साधारण मनुष्य को ज्ञात नहीं है। इसलिए गुरु का आदेश ही पालनीय है।

यदि तुम्हारे भाव में और कर्म में उस क्षण का ठीक ठीक योग हो जाय तो उसका प्रकाश हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए गुरु की पद्धति पकड़े रहने की चेष्टा करनी चाहिये। उसके बाद दिखाई देगा कि हो रहा है। २४ घण्टों में कोई एक समय निश्चित कर उनके अर्पण करना चाहिये। निश्चय करना चाहिये कि यदि सुविधा हुई तो अमुक आसन से बैठूँगा और अमुक जप करूँगा। क्रमशः समय अथवा संख्या बढ़ाओ। हर रोज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। नियम कर लो कि अमुक तिथि या बार को बढ़ाऊँगा अर्थात् इतना अधिक करूँगा। ऐसा करके अपने को वहाँ पर बाँधे रखने की चेष्टा करनी चाहिये। जहाँ पर भी रहना वहाँ ही उनका आश्रय लेकर लक्ष्य पकड़ कर पड़े रहना चाहिये। इस चेष्टा के फलस्वरूप यह जो धारा है इसमें यदि तुम में गम्भीरता प्राप्त हो, बहुत समय बिताकर वह प्रारम्भ हो जाय, तुम्हें परिवर्तित कर दे, तो तुम्हें दिखाई देगा कि वह तुम्हारी भोग की वृद्धि की दिशा घटा रही है, संचित को लेकर ही क्रिया हो रही है। ऐसी भी कदाचित् तुम्हारे मन में प्रतीति हो सकती है कि किस क्षण में शरीर चला जाय, मृत्यु किस क्षण में आ जाय।

जगत् में जैसे नित्य नूतन सृष्टि होती है, मन उसे नित्य नूतन रूप में ग्रहण करता है तो। इस प्रकार चलने के फलस्वरूप तुम्हें प्रतीत हो सकेगा कि बाह्य बातें कम होती जा रही हैं और तुम अन्तर्मुख होते जा रहे हो। जितना ही यह प्रयत्न बढ़ता जायगा उतनी ही तुम्हारी यह दिशा खुलती जायगी। इस प्रकार जितना बढ़ाओगे उतने ही दुर्भोग कम होंगे फिर बढ़ेंगे नहीं। कर्म से कर्मक्षय होता है यह भी तो कहा जाता है। हाँ, भाग्यानुसार थोड़े समय में भी होता है। देखो, शरीर को यदि खाना न दिया जाय, तो उसका खाद्यग्रहण बन्द नहीं होता। कहते हैं कि शरीर उस समय अपना माँस खाना शुरू कर देता है। इसलिए बाहरी भाव में जैसे पुष्ट रहते हो वैसे ही इस भाव को लेकर यदि आध्यात्मिक भाव ग्रहण करो तो तब जाकर तुम्हारी वह दिशा पुष्ट होगी। उसके अनन्तर कब किस क्षण में अग्नि प्रज्वलित हो उठेगी यह-कौन जाने। इसलिए उसी बात को उसी भाव को लेकर रहने की चेष्टा करनी चाहिये। उसके फलस्वरूप तुम्हारे ध्यान की पुष्टि होगी—सदा वही। क्योंकि मन तो उसी को चाहता है जिसे देने से वह पुष्ट होगा। एकमात्र परम वस्तु के सिवा और किसी से मन पुष्ट नहीं होता। तब तुम उस धारा में पड़ जाओगे।

तुम देखोगे कि जितना ही तुम्हारी भीतर की गति में रस का संचय हो रहा है, उतनी ही बाहर की गति में फिर रुचि नहीं हो रही है। उस समय मन इतना परिपुष्ट हो जायगा कि उसमें कब वह अभिन्नत्व प्रकट हो जाय। लय की बात जो तुम कहते हो, लक्ष्य अर्थ में यदि 'तत्' कहते हो तो लय की बात जो कहते हो वह ठीक है। जड़ समाधि

नहीं चाहिये, मन का जिससे लय न हो। मन क्या है, कौन है, इसका पता लगना चाहिये।

मन लीन होकर तदाकार,—यही कहते हो क्या? एक तो ऐसा है कि स्थान नहीं मिल रहा है अर्थात् मार्ग नहीं मिला रहा है इसलिए मन लीन हो गया और दूसरी ओर जो 'तत्' है वह स्वयंप्रकाश है, इसलिए मन के पृथक् अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। वही स्वयंप्रकाश, उस समय मन का लय हुआ या नहीं इस प्रश्न के उठने का अवसर कहाँ है? तुमने जिस दृष्टिकोण से जिज्ञासा की तदनुसार यह कहा। एकांश को लेकर जो ध्यान आरम्भ की बात कही है एकांश के भीतर ही तो सर्वांश रहता है, उसका प्रकाश करने के लिए ही तो गुरुशक्तियुक्त आदेश का पालन करना पड़ता है। यह सब एक दिशा की बात की साधारण केवल एक झलकमात्र कही है।

और देखो, किसी समय दिखाई देता है कि ध्यान में बैठने पर होश नहीं रहता है। किसी किसी को एक प्रकार के नशे का सा आनन्द प्रतीत होता है, जिससे विवश हो जाता है, लम्बा समय उसी भाव में बीत जाता है। उठ कर कहता है क्या अपूर्व आनन्द है, मैं आनन्द में था। किन्तु यह तो ज्ञान नहीं है। अतएव ध्यान का भी एक स्थान है, जिसमें आनन्द की प्रतीति होती है, मानो आनन्द में डूबा था। कौन था? मन ही न। किन्तु यह किसी जगह स्थलविशेष में विघ्न डालता है। यदि बार बार उसी जगह जाकर भी यदि लौट लौट कर खड़ा रहे तो मूल का स्वाद पावेगा नहीं। वास्तविक ध्यान तब होगा जब कि सांसारिक रस का ज्ञान नहीं रहेगा। जिस समय वास्तविक ब्रह्मभाव या आत्मसाक्षात्कार की दिशा प्राप्त होगी, वहाँ कहाँ था, अथवा इतनी देर तो कुछ भी नहीं जान सका। अनजाने ही तो? यह भी नहीं रहेगा। सुख से जिस समय कहा जा सकता है कि क्या आनन्द था, यह रसास्वाद है, यह विघ्न है। सचेतन रहना चाहिये, जाग्रत् रहना चाहिये। जड़ या योगनिद्रा होने पर चलेगा नहीं।

ध्यान के बाद सांसारिक आनन्द फीका फीका लगेगा, अलूना और क्या। वैराग्य किसे कहते हैं? सांसारिक प्रत्येक वस्तु में मानो वैराग्य की आग जला दी हो, मानो Shock लग रहा हो। उस समय अन्तर बाहर जागरित हो उठता है। किन्तु वैराग्य से सांसारिक पदार्थों में वैराग्य या उपेक्षा नहीं होगी, ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि शरीर लेना नहीं है। विरक्ति या क्रोध नहीं होगा। जब वैराग्य धड़धड़ करके जल उठेगा, तब क्रमशः क्या होगा? यह (जगत्) क्या है? यह प्रश्न विचार में आवेगा। जगत् का मिथ्यात्वबोध प्रत्यक्ष प्रज्वलित हो उठेगा। जगत् की प्रत्येक वस्तु मानो आग सी प्रतती होती है, छूई नहीं जाती। किसी समय यह अवस्था भी जागती है।

इस समय जो भोग भोगते हो वे अनित्य प्रतीत नहीं होते, उनमें सुख की प्रतीति होती है। जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना ही भोग का रस मर जायगा, मृत्यु की मृत्यु ही हो जायगी, काल की वस्तु है न? सम्प्रति जो काल के अतीत की ओर जा रहे हो, वही तुम्हारे संसारी सुखबोध को जला रहा है। उसके फलस्वरूप जगत् क्या है, वह प्रश्न उठेगा। जब तक सुखबोध रहेगा तब तक तो

यह प्रकट होगा नहीं। कालातीत की ओर जाते हो इसलिए काल की वस्तु अपने को पकड़ा देगीं।

यदि नीचे उतर कर जैसा तैसा विपरीत आचरण कर सकते हो तो समझना चाहिये कि तुम में परिवर्तन नहीं हुआ। जब ध्यान होगा और वैराग्य पैदा होगा तब उधर हाहाकार लगेगा, क्षुधा को जगा देगा। फिर तुम देखोगे कि सांसारिक किसी वस्तु से भी तुम्हारी भूख निवृत्त नहीं हो रही है, तुम्हारी तृप्ति नहीं हो रही है।

क्या कहूँ बाबा, (इस) शरीर के निकट आकर कहते हैं, मेरी लड़कियाँ और लड़के इस प्रकार के हैं। आँखों के सामने मोटर में बैठकर चले गये, पर बाप माँ का क्या रोना है, एक बार आँख उठा कर देखा भी नहीं। इनके रोने का वह समय उसे छू भी नहीं गया। देखो बाबा, इस मार्ग में भी ठीक ऐसे ही विषयभोग छूते नहीं हैं ऐसा स्थान है। जिन जिनको अपना समझा था ये तो केवल रक्त और मांस के पिण्ड हैं, इनसे क्या करूँ? ऐसी प्रतीति होती है। जैसे कोई जान सुनकर अग्नि में हाथ नहीं डाल सकता हैं, साँप की गर्दन पर पैर नहीं रख सकता है, ठीक वैसे ही इधर केवल देख कर चले जाओगे। तब तुम्हारी उस ओर गति होगी। तदुपरान्त जब वैराग्य के ऊपर भी वैराग्य होगा तब वैराग्य अवैराग्य का प्रश्न ही नहीं रहेगा—जो है वही। देखो, ऐसा भी तो कहते हैं, कि किसी को करते करते ज्ञान होता है। करते करते क्या ज्ञान होता है? ज्ञान क्या क्रिया के अधीन है? आवरण का नाश होता है। आवरण का नाश होने पर जो प्रकाश है उसका प्रकाश होता है। कर्म का जो फल है, जिस ओर की क्रिया करता है उस दिशा का प्रकाश होता है। निरावरण प्रकाश ठहरा स्वयं जो नित्य है। किसकी कौन धारा है यह गुरु जानते हैं।

**प्रश्न**—कभी प्रतीत होता है विषयमात्र है और कभी ज्ञानमात्र है। एक ही वस्तु की दो समयों में दो प्रकार की प्रतीति कैसे होती है?

*माँ*—क्योंकि तुम समय के अधीन होकर कहते हो। स्व-मय तो फिर हो नहीं, वहीं पर मीमांसा है। परमार्थ दिशा का मन में होना अच्छा है। कारण कि व्यर्थ तो कुछ भी नहीं जाता। जिसका ग्रहण करो वह किसी न किसी समय काम देगा। असली बात है, जैसे जलतत्त्व, वायुतत्त्व, आकाशतत्त्व इत्यादि—ये सब क्या हैं? फलतः सृष्टि क्या है? तब क्रम क्रम से जब एक एक तत्त्व का प्रकाश ज्ञान में प्रस्फुटित होगा फूल फूलने के समान और क्या? पेड़ में फूल फल हैं, इसीलिए न वे प्रकट होते हैं। इस कारण जिस तत्त्व का प्रकाश होने पर सब तत्त्वों की मीमांसा होती है।

विषय जो कहते हैं, विषय माने जिसमें विष है, जो हानि पहुँचाता है, मृत्यु की ओर खींच ले जाता है। निर्विषय अमृत है, जहाँ विष की गन्ध नहीं है उसका प्रकाश।

*प्रश्नकर्ता*—उस वैराग्य का दाह भी तो कुछ रह गया।

*माँ*—दाह किस से होता है? कोई घाव होने पर ही तो? तभी तो प्रदाह होता है। यह घाव किसका? घाव रहे तभी तो दाह होगा? यह

भान है। घाव तब तक रहेगा जब तक कि वह प्रकाश न होगा। जिस स्थिति में ज्वाला रहने पर अच्छा होता है वह स्थिति तो अच्छी है, विकारग्रस्त होने पर ज्वाला का अनुभव नहीं होता है, देखते हो न सुख, शोक और ताप में डूबे पड़े हैं, यह तो चाहिये नहीं। इस प्रकार का, यही तो संसार जहाँ पर नित्य संशयरूप में है। कहो तो ज्वाला क्यों होती है ?

*प्रश्नकर्ता*—भगवान् भी खींचते हैं, विषय भी खींचते हैं, इसकी ज्वाला है।

*माँ*—मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, छुड़ाने की साध है, यह जो बात है। यह साध जागे तो, साध के जागने पर किसी समय छुड़ा सकोगे। पाने पर भी ज्वाला ( विषय ), और न पाने पर भी ज्वाला। यह जो पाने पर ज्वाला है, यह चाहिये, विषय न पाने पर विषयप्राप्ति की इच्छा की जो ज्वाला है यह मृत्यु की दिशा है, दुःख की दिशा है।

*प्रश्नकर्ता*—पाने की ज्वाला की तो निवृत्ति नहीं होती है, जितना ही पाता है उतनी ही चाह होती है। ( विषयभोग के परिणाम में ज्वाला )।

*माँ*—यहाँ विषय का अभाव तो मूर्तिमान् है, अभाव की ज्वाला तो रहेगी ही। इसीलिए कहा जाता है अभाव की गति और स्वभाव की गति। अभाव की गति का स्वभाव ठहरा कभी पूरण की ओर। सदा अभाव को जागरूक रखना ही उसका स्वभाव है। स्वभाव की गति ठहरी स्वभाव में स्थित करना, स्वभाव के कर्म की पूर्णता की प्राप्ति करना। इसलिए यदि स्वभाव की गति द्वारा पूर्ण करने की चेष्टा करो तो स्वभाव की गति से स्वभाव में स्थित होने की ओर ले जायगा।

"*प्रश्नकर्ता*—और न पाने की ज्वाला ?—(भगवान् की अप्राप्ति की ज्वाला ) विषयभोग नहीं चाहिये, किन्तु आ जाता है। भोग किये जा रहा हूँ।

*माँ*—अरे, अप्राप्ति की ज्वाला तो अच्छी है। जो खाया है उसकी डकार तो आवेगी ही। साध करके गहना पहनते हो, उसका भार वहन तो करना ही पड़ेगा। परन्तु बात यह है कि यह भार हट जायगा, क्योंकि हटने की ही चीज है न।

*प्रश्नकर्ता*—ज्ञानी को क्षणिक अज्ञान होता है या नहीं ?

*माँ*—ज्ञानी कहोगे और क्षणिक अज्ञान कहोगे, ऐसी बात तो नहीं होती बाबा। किसी एक स्थिति में क्षणिक स्थिति है उसमें यह बात ला सकते हो। असल में ज्ञान जो है वहाँ यह बात नहीं है। तुम उसे जिस रूप में ही क्यों न देखो वह जो है वही है। ज्ञान जिसको कहोगे उसमें अज्ञान का प्रश्न कहाँ ? जिस जगह अज्ञान की बात है वहीं पर ज्ञान अज्ञान के सदृश दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर उतरने और चढ़ने की बात उठाते हो। मुक्त होने पर जैसे देह रहने न रहने का प्रश्न नहीं होता, उसी प्रकार उतरने चढ़ने का प्रश्न भी नहीं रहता। चढ़ने उतरने की भी स्थिति है वास्तव में है।

# व्याख्या

## ३—साधना कितने दिनों तक करनी चाहिए—

सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधना आवश्यक है। यद्यपि देखने में आता है किन्हीं किन्हीं को साधना किये बिना भी अथवा भली भाँति साधना पथ पर अग्रसर हुए बिना भी फल-प्राप्ति हुई है, तथापि यह कहना ही पड़ेगा कि वह फल-प्राप्ति भी अकारण नहीं है। एवं अधिकांश स्थलों में वह कारण साधक के जन्मान्तर के साधन के रूप से ही गृहीत होता है। हम यहाँ पर अहैतुक कृपा या उससे उत्पन्न होने वाले फललाभ की चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वह भगवान् की स्वतन्त्रता पर निर्भर है इसलिए वह हमारी आलोचना के अन्तर्गत नहीं हैं। यहाँ पर जो कहा गया है उसका तात्पर्य यही है कि यदि सिद्धि प्राप्त करनी हो तो साधन पथ का अवलम्बन कर विधिपूर्वक दीर्घकाल तक आदर के साथ साधन कार्य का सम्पादन करना उचित है। साधन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। एक जन्म में यदि फल न भी दे तो वह संस्कार के रूप से चित्त में रहता है एवं क्रम से पुष्ट होते होते दूसरे जन्मों में फल उत्पन्न करता है। एक ही जन्म में हो चाहे बहुत से जन्मों में हो जब तक साधन पूरा न होगा तब तक सिद्धि अथवा फल की आशा करना अत्यन्त निरर्थक है। किसी किसी को थोड़े ही काल में फलप्राप्ति हुई है यह बात सुनकर कोई लोग यह धारणा कर बैठते हैं कि बिना साधन के ही आकस्मिक रूप से इस प्रकार की फलप्राप्ति हुई है। उन सब जगहों पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर समझ में आ सकेगा कि उस फलप्राप्ति के पीछे पूर्वजन्म की कठोर साधना का इतिहास विद्यमान है।

ऊपर लिखे गये विवरण से भली भाँति समझ में आ सकता है कि साधना करना नितान्त आवश्यक है। उसके बिना सिद्धिलाभ की कोई सम्भावना नहीं। अवश्य यह लौकिक दृष्टि की बात है। किन्तु प्रश्न होता है कि साधना कितने दिनों तक करनी चाहिये। इस प्रश्न के उत्तर में माँ ने कहा है—"जब तक प्रकाश न हो, निरन्तर किये जाओ। व्यवधान नहीं पड़ना चाहिये। व्यवधान पड़ने से गाँठ पड़ जाती है। जैसे कहते हो तैलधारावत्। तुम्हारा ऐसा प्रयत्न रहना चाहिये कि निरन्तर अखण्ड धारा से किये जाना।" माँ ने जो कहा है उसमें पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर सूक्ष्मरूप से निहित है। माँ ने किसी काल का निर्देश नहीं किया है। कारण कि काल की एक दृष्टि से बाहरी पदार्थ के रूप में गिनती होने पर भी वास्तव में वह केवल आभ्यन्तरिक भाव ही है। इसलिए जिस काम की सिद्धि निदिष्ट क्रम के अनुसार एक महीने में होती है वह यदि अत्यन्त तीव्र वेग के साथ किया जाय तो एक दिन में अथवा किसी का उससे भी कम समय में सम्पन्न हो सकता है। संवेग की तीव्रता के अनुसार काल का विस्तार जानना चाहिये। अतएव स्थूल दृष्टि से काल का निर्देश कथमपि सम्भव नहीं है। क्योंकि प्राणों का आवेग बढ़ने पर बाहरी काल का संकोच स्वभावतः ही हो जाता है। किन्तु वास्तविक पक्ष में काल एक ही है। परन्तु इस सूक्ष्म काल की एकमात्र योगी अथवा महाज्ञानी के सिवा दूसरा कोई धारणा नहीं कर सकता। इसलिए कितने दिनों तक साधना करनी चाहिये इस प्रश्न के उत्तर में माँ ने काल का कोई निर्देश न कर केवल यही कहा है कि जितने दिनों तक

प्रकाश न हो उतने दिनों तक अविच्छिन्न रूप से एकाग्रतापूर्वक साधना किये जाना चाहिये। किस कारण से फलप्राप्ति में विलम्ब होता है और किस कारण से शीघ्र फलप्राप्ति होती है यह जानना अज्ञानी साधक के लिए संभव नहीं है एवं जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। जिस कर्म से जिस फल का विकास अवश्यंभावी है उस फल का जब तक उदय न हो तब तक श्रद्धा के साथ उस कर्म को पूरे मनोयोग से पकड़े रहना चाहिये। यही माँ के उपदेश का तात्पर्य है। वास्तव में फल अथवा सिद्धि की ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रियमाण साधन कर्म गुरु के उपदेश के अनुसार यथार्थरूप से अनुष्ठित हो एकमात्र इसी ओर ध्यान देना आवश्यक है। इससे कर्म या साधना भी उत्तम होती है एवं फल की ओर दृष्टि न रहने के कारण फलप्राप्ति का समय भी निकट हो आता है।

पतञ्जलि ने कहा है—दीर्घकाल तक नैरन्तर्य और आदर के साथ साधना का अभ्यास करने पर साधक की भूमि दृढ़ होती है। नैरन्तर्य कहने से निरवच्छिन्न साधना की प्रशंसा की गई है, यह समझना चाहिये। साधना की धारा में विच्छेद अथवा व्यवधान पड़ने पर प्रकृति का पर्दा आकर साधन-धारा को आवृत और मलिन कर डालता है। सत्कार शब्द का यह तात्पर्य है कि साधकगण जो भी साधना क्यों न करें उसे यदि श्रद्धा के साथ नहीं करेंगे तो भूमि दृढ़ नहीं होगी। विश्वास ही सिद्धि का प्रधान लक्षण है। इसलिए योगियों ने उपाय मार्ग के आरम्भ में ही श्रद्धा को स्थान दिया है। गीता में भी कहा है—"श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्।" मूल में श्रद्धा, विश्वास और सत्कार एक ही वस्तु है। तदनन्तर दीर्घकाल का स्थान है, यह भी भूमिसिद्धि के लिए आवश्यक है। अवश्य ही यह दीर्घकाल वेग के तारतम्य वश बाह्य दृष्टि से भिन्न भिन्न रूपों में भासित हो सकता है। बुद्धदेव जिस समय बोधिवृक्ष के नीचे तपस्या करने बैठे थे, उस समय "इहासने शुष्यतु मे शरीरम्" यह कहकर दृढ़ संकल्प से पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने आसन ग्रहण किया था। 'मन्त्र का साधन या शरीर का पतन' यही उनका उद्देश्य था। उन्होंने कहा था—मेरे त्वचा, अस्थि, स्नायु आदि सूख जायँ, शरीर के रुधिर, मांस आदि सूख जायँ, जो होने वाला है वह हो, किन्तु उद्यम अथवा पराक्रम तब तक न छोड़ूँगा जब तक उद्यमलभ्य वस्तु प्राप्त न हो। बौद्धों की दस पारमिताओं में से एक प्रधान पारमिता का नाम वीर्य है। पतञ्जलि के मत में भी उपायमार्ग में श्रद्धा के बाद ही वीर्य का स्थान है। इसीलिए बौद्धगण कहते हैं, "अत्तापि अत्तनो नाथ को हि नाथ परोसिया" अर्थात् आत्मा ही आत्मा का प्रभु है, दूसरा आत्मा का प्रभु नहीं हो सकता है। इस तरह मन में दृढ़ता कर आसन पर बैठना चाहिये। माँ कहती हैं—"कितनी भी सांसारिक विघ्न बाधाएँ क्यों न आवें मन अखण्ड की ओर रहे। ऐसा होने पर कभी न कभी अखण्ड का स्पर्श मन की गति से लग जायगा।" स्पर्श लगने पर एक ही क्षण में पूर्ण की प्राप्ति हो जाती है। उस समय एक क्षण और सब क्षणों में कोई भेद नहीं रहता। क्योंकि प्राप्ति काल के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है।

वह महाक्षण किसको कब प्राप्त होगा यह कहा नहीं जा सकता। उस महाक्षण के आविर्भाव के साथ ही साथ पूर्णस्वरूप अखण्ड रूप से अपने को प्रकट करता है। तब प्रकाश खुल जाता है। अप्रकाश तनिक भी नहीं रहता। जब तक इस महाप्रकाश का आविर्भाव नहीं होता तब तक इसी की ओर लक्ष्य रखकर यथाशक्ति साधन करना ही चाहिये। क्षण का आविर्भाव होने पर काल का अत्यय कट जाता है।

## ४—एकांश को लेकर ध्यान आरम्भ—

प्रश्न उठता है कि एकांश ध्यान से सर्वांश ध्यान कैसे होगा ? इस शङ्का का समाधान यदि यथोचित रूप से हृदयंगम करना हो तो एकांश और सर्वांश के परस्पर सम्बन्ध का अनुसरण करना आवश्यक है। साधारणतः प्रतीत होता है कि जिस अंश का चित्त अवलम्बन के रूप में ग्रहण करता है उस अंश से अतिरिक्त कोई अंश अथवा सत्ता चित्त में प्रकट नहीं हो सकती है। किन्तु यह सत्य नहीं है लौकिक दृष्टान्तद्वारा यह हृदयंगम किया जा सकता है कि एक के साथ दूसरे का भेद सम्बन्ध है एवं जिस किसी एक के साथ सभी का भेद सम्बन्ध है। यद्यपि अंश और अंशी मूल में अभिन्न हैं इसलिए इस भेद के मूल में अभेद सम्बन्ध भी है तथापि भेद का ही प्राधान्य जानना चाहिये। ऐसी परिस्थिति में एक अंश का ध्यान कर सबको धारण करने की कोई सम्भावना नहीं है। किन्तु योगिगण कहते हैं —"जात्यनुच्छेदेन सर्वं सर्वात्मकम्"—अर्थात् चाहे जिस किसी भी जाति की वस्तु क्यों न हो उसका दूसरी जिस किसी जाति की वस्तु के साथ तादात्म्य सम्बन्ध है अर्थात् सबमें सब हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रधान होता है वह बाह्य दृष्टि से स्पष्ट होता है शेष सब बाह्य दृष्टि के अगोचर में प्रच्छन्न रहते हैं। किन्तु जिसकी दृष्टि अन्तर्मुख है उसकी दृष्टि में प्रच्छन्न या गुप्त कुछ भी नहीं रह सकता। वह स्पष्टतया देखता है कि प्रत्येक वस्तु में समस्त विश्व भासमान है; हर एक कार्य के पीछे परम कारण निहित है। इसलिए माँ ने कहा है—गुरुशक्ति के प्रभाव से पूर्वोक्त आवरण के हट जाने पर सभी वस्तुओं में सब वस्तुओं की सत्ता दिखाई देती है। गुरुशक्ति के सिवा उस आवरण को काटने को दूसरा उपाय नहीं है। गुरुशक्ति के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए निर्विचार चित्त से गुरु की आज्ञा का पालन किये जाना चाहिये। तदुपरान्त एकांश के ध्यान से सर्वांश का किस प्रकार आविर्भाव हो उठेगा यह प्रश्न फिर चित्त में उदित नहीं होता है।

## ५—वास्तविक ध्यान किसे कहते हैं—

ध्यान शब्द बहुत से अर्थों का वाचक है। बहुत से साधकों ने बहुत सी अवस्थाओं का ध्यान के रूप में प्रतिपादन किया है। अपनी दृष्टि के अनुसार उन्होंने ठीक ही किया है। किन्तु फिर भी कहना होगा कि ध्यान का एक वास्तविक और अवास्तविक भेद है। साधारण साधक-समाज में प्रचलित बहुत से ध्यान तदनुसार अवास्तविक ध्यान के अन्तर्गत हैं ऐसा प्रतीत होता है। एक आनन्द का आस्वाद तथा गम्भीर तन्मयता रहने पर ही ध्यान वास्तविक हो जाता है सो बात तो नहीं है। अनेक बार ध्यान से चित्त आनन्दरस में मग्न हो जाता है। अनेक बार मन आत्मविस्मृत विभ्रान्त हो पड़ता है। ये सब वास्तविक ध्यान के लक्षण नहीं हैं। इन सबको ध्यान के विघ्नरूप समझना चाहिये। यह आनन्द एक प्रकार के सांसारिक रस के ही अन्तर्गत है। इसका त्याग कर यदि ऊपर न उठा जा सके तो मूल का स्वाद नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त अज्ञानजनित कोई भी भाव वास्तविक ध्यान में नहीं रह सकता। उसमें एक सचेतन और जाग्रत् भाव सदा ही अक्षुण्ण रहता है। जड़त्व और निद्रा सचेतन भाव के विघ्नभूत हैं। सुषुप्ति में जैसे—'न किञ्चिदवेदिषम्' अर्थात् मैंने कुछ भी नहीं जाना, इस प्रकार का अनुसन्धान व्युत्थान काल में होता है, इस प्रकार का भाव सचेतन ध्यान में नहीं रहता है। क्योंकि अज्ञान या शून्यता जड़ का लक्षण है, चैतन्य का लक्षण नहीं है। वेदान्त के सुप्रसिद्ध दृष्टान्त सुषुप्ति अवस्था के परिचायक के रूप में दो धर्मों का अनुसन्धान मिलता है। एक है—'सुखमहमस्वाप्सम्'

अर्थात् मैं खूब आनन्द से सोया एवं दूसरा है 'न किञ्चिदवेदिषम्' अर्थात् मैंने कुछ भी नहीं जाना। एक रसास्वाद है और दूसरा है अज्ञान। वास्तविक ध्यान में इन दो में से एक भी नहीं रहता है। क्योंकि वह रसास्वाद एक प्रकार से भोग के अन्तर्गत है एवं कुछ न जानना अज्ञान का स्वरूप लक्षण है। यथार्थ ध्यान में आनन्द नहीं रहता हो सो बात नहीं है, किन्तु वह स्वरूप की दिशा का आनन्द है, भोगानन्द नहीं है, माँ की भाषा में 'मूल का स्वाद' है। इसलिए वास्तविक ध्यान के बाद सांसारिक सब प्रकार के आनन्द यहाँ तक कि सुषुप्ति अथवा ब्रह्मलोक का आनन्द भी अत्यन्त फीका प्रतीत होता है। इसीलिए सांसारिक आनन्द की ओर स्वभावतः ही चित्त विरक्त हो जाता है अर्थात् वैराग्य का उदय हो जाता है। वास्तविक ध्यान का यही एक परिचायक लक्षण है। जितनी इस ध्यान की गाढ़ता बढ़ती है उतना ही सम्पूर्ण विश्व के, यहाँ तक विश्व की मूलभूत प्रकृति अथवा गुणमयी सत्ता के प्रति स्वभावतः वैराग्य का उदय होता है। नित्य और अनित्य का विवेक अपने आप ही अभिव्यक्त हो उठता है।

## ६—मन की पुष्टि—

देह की पुष्टि के लिए जैसे आहार आवश्यक है वैसे ही मन की पुष्टि के लिए भी उसका उपयुक्त आहार चाहिये। मन एकमात्र परम वस्तु के सिवा अन्य किसी से भी पुष्ट नहीं होता है। जब तक वह परम वस्तु प्राप्त नहीं होगी तब तक उसकी चञ्चलता दूर नहीं हो सकती है। सांसारिक किसी रस से मन की जो तृप्ति होती है वह क्षणिक तृप्ति है। वह तृप्ति दीर्घकाल तक नहीं रहती है। कुछ समय बाद फिर चञ्चलता जाग उठती है। किन्तु परम वस्तु की प्राप्ति होने पर मन स्थिर हो जाता है, उत्थानरहित हो जाता है। निष्क्रिय परम शान्त रूप से परम सत्ता के साथ एकरस हो जाता है। परम वस्तु के रस की प्राप्ति होने पर स्वभाव की धारा में मन पड़ जाता है। तब वह फिर बाहर की ओर आकृष्ट नहीं होता है। स्वभाव की धारा में ही अन्तर्मुख हो रहता रहता है। मन के यथोचित पुष्टिलाभ करने पर जड़ समाधि आदि का सम्भव नहीं है। तब पुष्ट हुआ मन अपने को जानना चाहता है एवं उसके फलस्वरूप किसी शुभ मुहूर्त में वह अपने को ही परम वस्तु के रूप में पहचान जाता है।

## ७—क्षण का रहस्य—

क्षण का रहस्य अत्यन्त जटिल भी है और सरल से सरल भी है। हम लोगों की चित्तवृत्ति काल के अधीन होकर संस्कार वश निरन्तर झूले की नाईं झूल रही है। इसलिए वह स्थूल को छोड़ कर सूक्ष्म सत्ता को धारण नहीं कर सकती है। योगशास्त्र में क्षण की महिमा का विशेषरूप से वर्णन आया है। काल क्षणों की समष्टि है। वस्तुतः काल नाम का बुद्धि से अतिरिक्त पृथक् कोई पदार्थ नहीं है। काल की वास्तविक सत्ता योगी लोग नहीं मानते हैं। क्षण ही वास्तव में सत्य है। काल बुद्धि से कल्पित एक पदार्थमात्र है। क्षण के आनन्तर्य से ही काल का ज्ञान उत्पन्न होता है एवं मूल स्पन्दन के प्रभाव से एक ही क्षण आन्दोलित अवस्था में बहुत क्षणों के रूप में बुद्धि में अवभासित होता है, इसलिए विस्तारविशिष्ट काल की प्रतीति होती है। समग्र काल के पृष्ठभाग में एकमात्र क्षण विद्यमान है। उस एक ही क्षण में अनन्त विश्व के अनन्त परिणाम संघटित हो रहे हैं। क्षण में क्रम नहीं है। क्रम काल का धर्म है। इसीलिए क्षण का आश्रय करके जो महाज्ञान उदित होता है उसमें भी क्रम नहीं रहता है।

जब इस महाज्ञान का उदय होता है तब वह क्रमशः नहीं होता। क्रम का उल्लंघन कर सर्वविषयक सर्वाकार ज्ञान एक ही क्षण में प्रकट होता है। उसी का नाम सर्वज्ञत्व है। वह ज्ञान एक ही संग सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान दोनों ही है। इसलिए उस ज्ञान का उदय होने पर फिर कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रहता है। ज्ञान अनन्त रूपों से प्रकाशित होता है, इसलिए ज्ञेय उस समय ज्ञान के अन्तर्भूत हो जाता है। योगी का विवेकज ज्ञान, जिसे प्रातिभ ज्ञान भी कहा जाता है, इस महाज्ञान का ही एक दिग्दर्शनमात्र है। स्तर के बाद स्तर यों क्रम का अवलम्बन कर पूर्ण ज्ञान का उदय नहीं होता है। अखण्ड ज्ञान का जब उदय होता है तब अकस्मात् एक क्षण में ही उदय हो जाता है, खण्डशः नहीं होता।

काल के मध्य में क्षण का पता सहसा नहीं लगता है। क्योंकि काल क्षण को ढक कर अपने ऐश्वर्य को प्रकट किये है। यद्यपि काल की सत्ता में प्रच्छन्नरूप से सर्वत्र क्षण निहित है तथापि सन्धि से अन्यत्र उसका आविष्कार नहीं किया जा सकता है। दिन में काल के अवयवों की सन्धियाँ स्थूलमान से तीन अथवा चार या आठ भागों में विभक्त होती हैं। त्रिसन्ध्या, चतुःसन्ध्या, अष्टकाल आदि इन विभागों के ऊपर कल्पित हैं। वैष्णवों की अष्टकाल का लीला का स्मरण भी इन आठ क्षणों को पकड़ने के लिए ही है। त्रि-संध्या या चतुः-संध्या का अनुष्ठान भी इसी सन्धि क्षण को हस्तगत करने के लिए है। चाहे जिस किसी प्रकार से भी हो एक बार उस महाक्षण की प्राप्ति होने पर फिर उसके खो जाने की सम्भावना नहीं है। कारण कि उस समय काल में सर्वत्र ही उस महाक्षण का साक्षात्कार हो जायगा। एक बार स्वरूप में आत्मदर्शन होने पर अथवा इष्टदर्शन होने पर जैसे जगत् की प्रत्येक वस्तु में आत्मदर्शन या इष्टदर्शन सहज होता है वैसे ही एक बार वह महाक्षण यदि मिल जाय तो फिर किसी काल में भी उसके अभाव का अनुभव नहीं होता। इसीलिए माँ ने कहा है—"क्षण में सब क्षण रहते हैं। उस क्षण का स्पर्श लगने पर तुम सब क्षणों को पा जाओगे।" महाक्षण एक ही है सही, किन्तु एक होने पर भी वह सब में एक ही समय प्रकाशित नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक को ही प्रकट होने तक लगे रहना पड़ता है। और एक बात है। वह यह कि प्रत्येक मनुष्य ने एक विशेषता लेकर जन्म ग्रहण किया है। स्थूल दृष्टि से उस विशेषता को जन्मान्तर में कर्म संस्कार की विचित्रता द्वारा जानने की चेष्टा की जाती है। किन्तु वास्तव में कर्मवैचित्र्य भी मूल कारण नहीं है। मूल कारण जन्मकालीन क्षण का सम्बन्ध है। अर्थात् जन्म के समय जो क्षण प्रबल रहता है वही क्षण समग्र जीवन को नियमित करता है। साधारण जीव के लिए उसका अतिक्रमण करना सरल नहीं है। माँ ने कहा है—'जो जिस क्षण में पैदा हुआ है उसका सारा जीवन उसी रूप में चलता है न।' गर्भाधान के समय की स्थिति अथवा भूमिष्ठ होने के समय की स्थिति सम्पूर्ण जीवन की धारा का निर्देश करती है।

## ८—वास्तविक वैराग्य किसे कहते हैं—

वैराग्य कहने से साधारणतः अस्पृहा का बोध होता है। योगशास्त्र के अनुसार पर वैराग्य और अपर वैराग्य के भेद से वैराग्य दो प्रकार का है। भोग्य वस्तु अथवा काम्य पदार्थ के ऊपर अस्पृहा ही अपर वैराग्य है। इसी जगत् में हो चाहे लोक लोकान्तरों मे ही हो किसी स्थान पर भोग्य वस्तु के प्रति आसक्ति का उदय न हो तो समझना होगा कि वैराग्य का उदय हुआ। यह अनासक्ति वास्तव में जगत् के प्रति अथवा बाह्य विषयों के प्रति विरक्ति अथवा तुच्छत्वबुद्धि नहीं है। यहाँ तक कि द्वेष भी नहीं है। इस भोगाकांक्षा के पूर्ण होने के फलस्वरूप अथवा कारणान्तर

से पैदा हुई चित्त में एक उदासीनता होती है। शरीर और मन के उपादान इस तरह परिवर्तित हो जाते हैं कि उनमें फिर विषयसम्बन्ध का सहन नहीं होता। विषय का लेशमात्र स्पर्श यहाँ तक कि स्पर्श की सम्भावना भी चित्त को व्याकुल कर डालती है। भीतर आग जल उठने पर बाहर की शीतलता उसे तृप्ति प्रदान नहीं कर सकती है। जिसके हृदय में वास्तविक वैराग्यरूपी अग्नि धधकी हो उनके लिए सांसारिक तृप्ति होना असंभव है। वास्तविक वैराग्य के वर्णन के प्रसङ्ग में माँ ने इसीलिए कहा है—"वैराग्य से सांसारिक वस्तुओं में वैराग्य या उपेक्षा नहीं होगी, ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि शरीर लेता नहीं है, विरक्ति अथवा क्रोध नहीं होगा।"

इस अपर वैराग्य के ऊपर पर वैराग्य का स्थान है। जिस प्रकृति के गुण से लोक लोकान्तर और सब भोग्य पदार्थ रचित हैं जब चित्त केवल भोग्य पदार्थों के ऊपर विरक्त न होकर और भी ऊपर के परिणामशील जगत् के मूल उपादानों के ऊपर वैराग्य को प्राप्त होता है तब उसकी इस गुणवितृष्णा को पर वैराग्य संज्ञा दी जाती है। पर वैराग्य होने पर लोक लोकान्तर के ऐश्वर्य तो दूर रहे, सम्प्रज्ञात समाधि और उससे उत्पन्न प्रज्ञा के यहाँ तक कि विवेक ज्ञान के ऊपर भी वैराग्य हो जाता है। गुण संश्लिष्टरूप से आत्मस्वरूप का दर्शन न होने तक पर वैराग्य का आविर्भाव नहीं होता है। पर वैराग्य के बाद संस्कारात्मक चित्त का निरोध अवश्यंभावी है। इसलिए उसके अव्यवहितोत्तर काल में ही चित्स्वरूप आत्मा की स्वरूपप्रतिष्ठा हो जाती है।

## ९—विषय किसे कहते हैं—

माँ कहती हैं—"जिसमें विष होता है अर्थात् जो हानि पहुँचाता है और मृत्यु की ओर खींचकर ले जाता है वही विषय है।" जिसमें विष का गन्ध नहीं उसका प्रकाश ही निर्विषय है, अर्थात् अमृत। वस्तुतः विषय कुछ भी नहीं है। एकमात्र अखण्ड ज्ञान ही सर्वत्र विराजमान है। किन्तु मनुष्य जब तक समय के अधीन रहता है तब तक उस ज्ञान को कुछ अंश में संस्कारवश विषय के रूप में ग्रहण करने को बाध्य होता है। किन्तु सब बन्धनों के कट जाने पर एकमात्र अखण्ड ज्ञान ही विराजमान होता है। उस समय फिर विषय का अस्तित्व नहीं रहता। ज्ञान को विषय के रूप में सजाने पर भी ज्ञान ज्ञान ही रहता है। उसका रूपान्तर सिद्ध नहीं होता। यही अमरत्व का निदर्शन है। चैतन्य शक्ति को यदि जगाया जा सके तो यही स्वाभाविक है।

## १०—गुरु और धारा—

माँ कहती हैं,—"किसकी कौन धारा है यह गुरु जानते हैं।" साधक की व्यक्तिगत प्रकृति अर्थात् उसके जन्मान्तर के संस्कार, रुचि, सामर्थ्य एवं अधिकार के अनुसार उसके साधनपथ अथवा अध्यात्मजीवन की धारा निरूपित होती है। साधक स्वयं भी अपनी वास्तविक धारा को नहीं पहचान सकता है। रोगी जैसे साधारणतः अपने रोग की विशेषता को हृदयंगम नहीं कर सकता एवं निदान के सम्बन्ध में चिकित्सक की विचारशक्ति के ऊपर निर्भर होने को बाध्य होता है वैसे ही ज्ञानहीन साधक भी अपने साधनपथ का निरपेक्षरूप से निर्णय करने में समर्थ नहीं होता है, इसलिए सदा गुरु के ऊपर ही निर्भर रहने को बाध्य होता है। एकमात्र गुरु ही सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं, इसलिए उनकी सहायता के बिना अल्पज्ञ जीव अपने व्यक्तिगत जीवन की धारा का भी ठीक ठीक निश्चय करके उन्नति नहीं कर पाता। माँ और भी कहती हैं—"लाइन तो गुरु बतलाते हैं, लाइन का निर्देश गुरु करते हैं, गुरु ही साधना की शिक्षा देते हैं। करते करते फलप्राप्ति अपने आप सामने आती है।" साधक का कर्तव्य है बिना

विचारे गुरु के आदेश का पालन किये जाना। गुरु ने जिससे जो करने अथवा जो न करने के लिये निर्देश किया है उस निर्देश के अनुसार यथाशक्ति चलने की चेष्टा करना ही उसका कर्त्तव्य है। तैलधारा के समान अविच्छिन्न प्रवाह से अर्थात् अखण्ड भाव से साधक को गुरुप्रदत्त साधनसम्पत्ति का विकास करने के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिये। यदि अखण्ड को पाना हो तो दो विषयों में सावधान होना आवश्यक है। पहला है—लक्ष्य को एकमात्र अखण्ड की ओर लगाना। खण्ड सत्ता की ओर लक्ष्य होने पर हजारों साधनाओं से भी अखण्ड की उपलब्धि नहीं हो सकती है। समुद्र चाहे कितना ही विशाल क्यों न हो, छोटा घड़ा समुद्र से जल ले जाते समय अपने परिमाण के अनुसार ही जल ले जाता है। अतएव लक्ष्य जिससे अखण्ड की ओर बँधा रहे उसके लिए अपने आधार को तयार करना आवश्यक है। दूसरा है—अखण्ड को यदि पाना हो तो साधक की व्यक्तिगत चेष्टा भी अखण्ड भाव से ही होनी चाहिये। चेष्टा की धारा में कोई एक भी सूत्र यदि विच्छिन्न हो जाय तो लक्ष्य अखण्ड में बँधा रहने पर भी अखण्ड की अनुग्रह-प्राप्ति बहुधा कठिन हो जाती है। चेष्टा नियमित रूप से एवं अटूट निष्ठा के साथ अक्षुण्ण पद्धति का अवलम्बन करके करनी चाहिये। बीच में अन्तर पडने पर पीछे के साथ आगे का सम्बन्ध बहुधा टूट जाता है एवं बहुत दिनों का संचित साधन-संस्कार क्षणिक असावधानता वश बाह्य जगत् की विरोधी शक्ति के प्रभाव से दब जाता है। उसके लिए माँ ने उद्यमशील साधकों को सावधान कर दिया है। कहा है—"व्यवधान से गाँठ पड़ जाती है।" जिस तरह व्यवधान न पड़े अर्थात् पूर्वापर साधनाओं के बीच नैरन्तर्य नष्ट न हो उसके लिए चेष्टा करना उचित है। क्योंकि गाँठ पड़ जाने पर गाँठ सुलझाने में व्यर्थ बहुत समय नष्ट हो जाता है।

साधना करते करते कभी न कभी किसी मङ्गलमय महामुहूर्त में वह मङ्गलमय महाप्रकाशमय सत्ता स्वयं ही फलरूप में साधक के अन्दर अभिन्नरूप से प्रकाशित होती है। जिसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, जो सब साधनों के अगोचर है वह स्वयं ही तब अपने को पकड़ा देती है, अपना ग्रहण करा देती है। इसी का नाम अधर का (अग्राह्य का) ग्रहण करना है। वस्तुतः वह स्वयंप्रकाश सत्ता का ही आत्मप्रकाशन है। एकमात्र गुरु में ही यह शक्ति है। इसीलिए कहा जाता है, गुरु ही धारा बतलाते हैं एवं गुरुशक्ति स्वभाव की गति में साधक को प्रेरित करती है। इसी का नाम है—"युक्त स्थिति के महाक्षण का स्पर्श।" एक बार उस स्पर्श की प्राप्ति होने पर फिर कुछ पाने को शेष नहीं रहता है। क्योंकि यद्यपि वह एक क्षण का व्यापार है फिर भी उस एक क्षण में ही अनन्त क्षण रहते हैं। किस के जीवन में कब उस क्षण का आविर्भाव होता है, यह कहा नहीं जा सकता। अपने निर्दिष्ट कर्मों को अधिकार और शक्ति के अनुसार यथासम्भव विशुद्धभाव से सम्पन्न कर सकने पर वह क्षण कभी न कभी अवश्य आवेगा ही। सब साधकों के कर्म की प्रकृति एक नहीं होती। जिसकी जो दिशा अपूर्ण रहती है कर्म द्वारा उसे उस दिशा की पूर्ति करनी पड़ती है। इसलिए साधकों में सब के कर्मों की व्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती है। किस का किस दिशा में कर्म आवश्यक है, गुरु ही इसका निर्देश करते हैं।

## ११—करते करते ज्ञान होता है—

कुछ लोग समझते हैं, कर्म करते करते ज्ञान का उदय होता है। किन्तु माँ कहती हैं—"वास्तव में कर्म से ज्ञान नहीं होता।" ज्ञान साध्य वस्तु नहीं है, वह नित्य सिद्ध स्वयंप्रकाश वस्तु है। वह उत्पन्न नहीं होता एवं एक प्रकार से कहा जा सकता है कि वह आविर्भूत भी नहीं

होता है। इसलिए वस्तुतः वह अन्यनिरपेक्ष एवं स्वतन्त्र होने से स्वयंप्रकाश है। किन्तु स्वयंप्रकाश होने पर भी साधक के निकट उसका प्रकाश या आविर्भाव होता है। साधक का अन्तःकरण विविध प्रकार के आवरणों से आवृत रहा है, इसलिए यह नित्य सिद्ध प्रकाश भी उसके लिए तिरोहित रहा। क्रिया से साधक के चित्त का आवरण नष्ट होता है। इसलिए क्रिया की सार्थकता सर्वतो भावेन स्वीकारयोग्य है। पर क्रिया ज्ञान की कारण नहीं है यह भी सत्य है।

### १२—समय और स्व-मय—

साधक कालराज्य में समय के अधीन रहता है। इसलिए एक ही वस्तु समय के भेद से उसके निकट भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होती है। कालराज्य में भेदज्ञान की प्रधानता रहती है। इस कारण उस समय सर्वत्र स्वमय भाव नहीं हो सकता है। किन्तु कालराज्य में भेदज्ञान के रहने पर भी साधनपथ पर अग्रसर होते रहने पर क्रमशः परमार्थ की ओर गति होती है, अतएव भेदज्ञान में भी क्रमशः एक प्रकार के उत्कर्ष का अनुभव होता है। इसलिए पहले जिन सब तत्त्वों का प्रकाश होता है उसके ऊपर के स्तर पर चढ़ने पर अधिकतर व्यापक तत्त्वों का प्रकाश होता है। उस समय प्रतीत होता है कि भेदज्ञान क्रमशः अभेदज्ञान की ओर अग्रसर हो रहा है। चरम अवस्था में जब अखण्ड महातत्त्व का प्रकाश होता है तब उस एक तत्त्व के साक्षात्कार द्वारा सब तत्त्वों की मीमांसा सुचारुरूप से सम्पन्न हो जाती है।

### १३—अभाव की गति और स्वभाव की गति—

जीवन की धारा का विचार करने पर इन दो गतियों के साथ हमारा परिचय होता, एक है अभाव की गति और दूसरी है स्वभाव की गति। साधारणतः सांसारिक जीव अभाव की गति का अवलम्बन करके ही चलते हैं। प्रतिनियत विभिन्न प्रकार के अभावों के ज्ञान को जगाना इसका स्वभाव है। केवल वही नहीं, अभाव का ज्ञान जगाने के साथ ही साथ उस अभाव के पूरण की चेष्टा भी होती है। केवल चेष्टामात्र ही होती है, किन्तु उससे विशेष कोई फल-लाभ नहीं होता। कारण कि अभावों की पूर्ति होना भी ठीक पूर्ति नहीं है। प्यास से सूखे हुए कण्ठ में सुशीतल जल से सेक करने पर सूखा हुआ कण्ठ आर्द्र होता है एवं प्यास भी निवृत्त हो जाती है, यह सत्य है। किन्तु यह प्यास की निवृत्ति स्थायी नहीं होती। फिर कुछ समय के अनन्तर ही पहले की तरह प्यास की पीड़ा से कण्ठ सूख जाता है। अभाव के जगत् में जीव है इसलिए अभाव की गति काम करती है। कोई भी अभाव पूर्ण होकर भी यथार्थ रूप से पूर्ण नहीं होता है, फिर अभाव का उदय हो जाता है। प्यास के तुल्य सभी प्रकार के अभाव एक ही तरह के समझने चाहिये। अभाव की धारा में रहने पर अभावरहित होने का कोई उपाय नहीं है। सारा जगत् इस अभाव की गति में स्थित है। इसलिए वह अभाव के ज्ञान से चिरशान्ति-लाभ का उपाय नहीं खोज पा रहा है। किन्तु माँ कहती हैं, 'हर एक में अभाव की गति के तुल्य दूसरी भी एक गति है, वही स्वभाव की गति है। वही महागति है। प्रत्येक जीव में स्वभाव की धारा विद्यमान है एवं कार्य कर रही है। किन्तु हम लोगों का चैतन्य अभाव के संस्पर्श से जड़ीभूत है, इसलिए स्वभाव की धारा का कोई अनुसन्धान नहीं करता है। फल्गु नदी की धारा जैसे भूमि के अन्दर बहती है वैसे ही स्वभाव की धारा भी अत्यन्त गुप्त तथा भीतर ही भीतर अपना काम करती है। गुरुकृपा से एवं अपने धैर्य और अध्यवसाय के फलस्वरूप यदि इस धारा में पड़ा जाय तो ऐसी स्थिति में अनन्त काल के लिए अभाव के उत्पीड़न से

मुक्तिप्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। अभाव की धारा में जैसे अभाव या अपूर्णता का ज्ञान ही स्वाभाविक है, वैसे ही स्वभाव की धारा में पूर्णता की प्राप्ति होना स्वाभाविक है। स्वभाव में स्थिति प्रदान करना और स्वभाव के कर्म की पूर्णता सिद्ध करना ही स्वभाव की धारा की विशेषता है। एक बार उस धारा का स्पर्श प्राप्त होने पर मनुष्य निश्चिन्त हो जाता है। क्योंकि शीघ्र हो चाहे विलम्ब से हो यही धारा उसको स्वभाव में अथवा पूर्णता में पहुँचा देगी एवं उसकी सब प्रकार की अपूर्णताओं को दूर करेगी। प्रश्न हो सकता है कि जीव को स्वभाव की गति कब प्राप्त होती है? माँ ने उसके उत्तर में समझाया है—यद्यपि स्वभाव की गति प्रत्येक जीव में गुप्तरूप से सदा विद्यमान है तथापि वह तब तक अपने को प्रकट नहीं करती, जब तक जीव सांसारिक विषयों के प्रति अनासक्त नहीं होता। माँ कहती हैं—जब हृदय में वास्तविक वैराग्य का उदय होता है, जब इस जगत् की कोई भी वस्तु मन को शान्ति प्रदान नहीं कर सकती, जब चारों ओर निरन्तर एवं असह्य ज्वाला और ताप का अनुभव होता है तभी स्वभाव की गति अपने आप जाग उठती है। जब तक सांसारिक आनन्द फीका प्रतीत नहीं होता, सांसारिक ऐश्वर्य और शक्ति का मन से दूर हुए बिना जीव स्वभाव के आकर्षण का अनुभव नहीं कर सकता। स्वभाव की गति का अनुभव करना जो है, नित्य सिद्ध गुरुकी अनुग्रह शक्ति का संचार भी वही है। कारण कि स्वभाव की धारा में जीव को प्रेरित करना ही गुरुकी अनुग्रहशक्ति का प्रधान कार्य है।

# आरोप साधन

### महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज, एम० ए०, डी० लिट्

## ( १ )

साधनाएँ बहुत प्रकार की हैं एवं साधक के अधिकार के अनुसार प्रत्येक साधना की सार्थकता है। साधक में जैसा योग्यता का तारतम्य रहता है तदनुसार वैसा ही साधना के फल में भी तारतम्य होता है। जो लोग साधना के इतिहास का अनुशीलन करते हैं वे तटस्थ दृष्टि से तारतम्य का अनुभव कर सकते हैं। किन्तु साधक स्वयं तटस्थ दृष्टि का अवलम्बन नहीं कर सकता, इसलिए उक्त तारतम्य का ग्रहण करना उसके लिए असम्भव है। अभिरुचि और सामर्थ्य के विकास के अनुसार जो साधक जिस मार्ग का अवलम्बन कर साधन-पथ का पथिक होता है उसको उस समय उस पथ का लक्ष्य ही साधना की चरम सिद्धि के रूप में प्रतीत होता है। अन्य मार्गों के साथ तुलना कर तारतम्य का विचार करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रहती। यही साधारण नियम है और यह स्वाभाविक भी है। फिर भी विशेष परिस्थितियों में इस नियम का व्यभिचार भी न दिखाई देता हो सो बात नहीं है।

मैं प्रस्तुत निबन्ध में आरोप साधन के सम्बन्ध में कतिपय बातें कहना चाहता हूँ। मैं जो कहूँगा वह यद्यपि किसी विशिष्ट धारा का अवलम्बन करके ही कहूँगा तथापि उसमें जो गम्भीर तत्त्व निहित है वह अवस्था विशेष में अन्यान्य साधन पद्धति से भी आंशिक रूप में लक्षित हो सकता है। आरोप साधन योगियों के समाज में भी अत्यन्त गुप्त साधन माना जाता है। भाग्यवान् भक्तों के सिवा और कोई उसका रहस्य नहीं जानते हैं। प्रचलित अधिकांश साधन आत्मसाक्षात्कार के उद्देश्य से किये जाते हैं। आत्मसाक्षात्कार होते ही सिद्धि प्राप्त हुई यह समझ कर आगे के मार्ग में फिर कोई अग्रसर नहीं होता। यह आत्मसाक्षात्कार आरम्भिक आत्मसाक्षात्कार है, पूर्ण आत्मसाक्षात्कार नहीं है। प्रकृति से पृथक् आत्मा का दर्शन कराना ही प्रारम्भिक आत्मसाक्षात्कार का उद्देश्य है। यह प्रारम्भिक आत्मसाक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक आरोप साधन का श्रीगणेश ही नहीं होता। आरोप साधन से जो पूर्ण आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होता है वह अद्वैत आत्मस्वरूप में अवस्थिति है। वह बहुत दूर का आदर्श है। किन्तु प्राथमिक आत्मसाक्षात्कार भी साधन-पथ में अत्यन्त उच्च अवस्था को सूचित करता है। अस्तु, आरोप साधन के वैशिष्ट्य का इससे कुछ कुछ अनुमान हो सकता है।

दीक्षा के समय गुरु शिष्य के दाहिने कान में इष्ट मन्त्र का प्रदान करते हैं, यह सब पर विदित है। वस्तुतः गुरु साधारण व्यक्ति के समान शिष्य को बाहर से कोई शब्द सुना देते हैं यह बात नहीं है। वे दीक्षा के समय अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर अन्तर्यामी के रूप में शब्द ब्रह्ममय ज्ञान देते हैं। इसीलिए दीक्षा देने वाले गुरु का ज्ञानदाता के रूप से शास्त्रकारों ने उल्लेख किया है। वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि वह शब्द से निकला है।

ज्ञान दो प्रकार का है। एक शब्दज (अर्थात् उपदेश देने वाले गुरु की उपदेश वाणी से शिष्य के हृदय में परोक्षरूप से उत्पन्न) ज्ञान है। उसे आगमोत्थ अथवा आगमजन्य ज्ञान कहते हैं। कुछ लोग उसे औपदेशिक ज्ञान भी कहते हैं। द्वितीय प्रकार का ज्ञान शब्द से उत्पन्न नहीं होता, अर्थात् गुरुवाक्य से उत्पन्न नहीं होता, किन्तु शिष्य के विवेक से अपने आप उत्पन्न होता है। उसे विवेकज ज्ञान कहते हैं—प्रातिभ ज्ञान भी उसका नामान्तर है। वह अनौपदेशिक ज्ञान है।

क्योंकि वह दूसरे के मुख से निकली हुई वाणी से उत्पन्न नहीं होता। वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। सद्गुरु की विशेष कृपा का उदय हुए बिना वह दूसरे प्रकार का ज्ञान आविर्भूत नहीं होता है। वस्तुतः वह ज्ञान ही तारक ज्ञान है। उसका कुछ भी अविषय नहीं रहता है। उसमें एक ही क्षण में अतीत, अनागत और वर्तमान सब पदार्थों का सब प्रकार का ज्ञान विद्यमान रहता है। उस ज्ञान में क्रम नहीं रहता, देश अथवा काल के व्यवधान का प्रश्न नहीं रहता। सर्वज्ञान उसी का नामान्तर है। गुरु के मुख से विनिःसृत उपदेश वाणी से उस प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। उक्त महाज्ञान के सञ्चार के समय सद्गुरु बाहर से किसी वाक्य का प्रयोग नहीं करते हैं, किन्तु मौनी रहते हैं और उसका ऐसा प्रभाव होता है कि उससे सम्पूर्ण संशयों का उच्छेद हो जाने के कारण सब कर्मबन्धन क्षीण हो जाते हैं एवं हृदय के मर्म में स्थित सब ग्रन्थियाँ कट जाती हैं। "गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यस्तु छिन्नसंशयः।"

परोक्षज्ञानप्राप्ति के अनन्तर साधक के चित्त में जब तक इष्ट-साक्षात्कार के लिए व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती तब तक सद्गुरु की कृपा का उदय नहीं होता एवं उपरोक्त ज्ञान का आविर्भाव भी नहीं हो सकता है। कठोर तपस्या, कृच्छ्र साधन, अभाव की पीड़ा, कलङ्क, आधि और व्याधि तथा विविध प्रकार की परीक्षाओं का उल्लंघन यदि न किया जा सके तो प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए उत्कट अभिलाषा पैदा नहीं होती है। गुरु की मङ्गलमय इच्छा से साधक को अवस्थाओं के बहुत प्रकार के उलट फेरों के मध्य में अग्रसर होना पड़ता है। कुछ लोगों ने इन सब अवस्थाओं की प्रारब्ध के फलभोग के रूप में व्याख्या की है। बहुत प्रकार के प्रलोभन तथा परीक्षाओं से साधक का चित्त यथार्थ सत्य के अन्वेषण के मार्ग में जागरूक रहता है। बहुत साधकों के विश्वास और धैर्य की परीक्षा इसी समय होती है। जिसके चित्त में जिस अंश में दुर्बलता होती है उसकी उसी अंश में साधारणतः परीक्षा होती है। पाश्चात्य भक्त mystic लोगों के वर्णन के अनुसार उक्त समय Dark night of the soul किं बहुना Dark night of the spirit भी कही जा सकती है। यह सचमुच गहरी अमावस्या की रात्रि के समान अन्धकारमय और आतङ्कप्रद है। प्रबल उत्कण्ठा, गुरु के आदेश के अनुसार यथाशक्ति साधन की चेष्टा, नैतिक जीवन के महान् आदर्श को अक्षुण्ण रखना एवं अत्यन्त प्रतिकूल अवस्था में भी धैर्य और सहनशीलता द्वारा अपने चित्त को संयत और स्थिर रखने की चेष्टा करना एवं सर्वोपरि अवश्यंभावी गुरुकृपा के ऊपर अटल श्रद्धा रखकर उसके लिए एकाग्र मन से प्रतीक्षा करना—ये ही उस समय के एकमात्र कर्तव्य हैं। उस अवस्था में अतर्कितरूप से सद्गुरु की महती कृपा प्रकट होती है एवं साधक के अन्धकारावृत हृदय में शान्ति और आनन्दमय चैतन्य की उज्ज्वल ज्योति का स्रोत फूट उठता है। अत्यन्त उत्तापमय ग्रीष्म ऋतु के अन्त में नव वर्षा का आरम्भ होने पर जैसे ताप से झुलसा हुआ जीवजगत् उत्फुल्ल हो जाता है ठीक वैसे ही दीर्घ काल के अवसाद और निराशा के अनन्तर गुरुकृपा का आविर्भाव होने पर साधक का चित्त भी सब प्रकार के संयम और चञ्चलताओं से मुक्त होकर एक शान्त और स्थिर आनन्द में स्थित होता है। इस अवस्था का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान का उदय है, जिस ज्ञान में सन्देह अथवा विकल्प के लिए स्थान नहीं रहता है। सूर्य का उदय होने पर अन्धकार-राशि जैसे सूर्यकिरणों से छिन्न-भिन्न होकर दूर भाग जाती है वैसे ही अपरोक्ष ज्ञान का उदय होने पर चित्त में स्थित अनादि काल से संचित कूड़ा करकट का ढेर एक क्षण में विलीन हो जाता है। शब्द-ब्रह्म से शब्दातीत परब्रह्म का बोध इसी प्रकार से होता है।

वह परब्रह्मरूपी आत्मा अथवा साक्षी निर्मल चैतन्य स्वरूप है। वह मनुष्य के शरीर में और विश्व में सर्वत्र

असङ्गरूप से व्याप्त है। देश, काल और आकृति का बन्धन उसमें नहीं है। इसलिए सर्वत्र सदा और सब आकारों में वह समानरूप से विराजमान रहता है। किन्तु ऐसा ही अद्भुत रहस्य है कि वह सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी सद्गुरु की कृपा के बिना किसी के भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। एक लोहे के टुकड़े को अँगीठी में डालकर बहुत देर बाद अँगीठी से निकालने के अनन्तर जो अग्निमय लोहपिण्ड दिखाई देता है, उस एक में ही जैसे अग्नि भी रहती है और लोहा भी रहता है, दोनों ही परस्पर मिले हुए विद्यमान रहते हैं वैसे ही एक ही आधार में देह और आत्मा दोनों ही वर्तमान रहते हैं, किन्तु अपृथक्रूप से अथवा मिश्रितरूप से, क्योंकि देह से आत्मा अथवा आत्मा से देह पृथक् करके गृहीत नहीं होता। एकमात्र गुरु द्वारा उपदिष्ट कर्मकौशल से उक्त आत्मरूप वस्तु देह से अथवा प्रकृति के अंश से पृथक् दिखाई देती है। यही विवेकज्ञान का उदय है, जो एक प्रकार से आत्मदर्शन के नाम से साधक-समाज में विदित है। सर्वदा, सब जगह, समभाव से जो विद्यमान रहता है यह उसी का साक्षात्कार है। इसी का नाम ज्ञानचक्षु का उन्मीलन है। उस समय दीक्षाकाल में प्राप्त परोक्ष ज्ञान साक्षात् अपरोक्ष ज्ञान में परिणत हो जाता है। आरोप साधक योगिगण उस साक्षिस्वरूप चिन्मय सत्ता को अपनी सरल भाषा में 'वर्तमान' कहते हैं। यह वर्तमान वास्तव में निराकार और साकार दोनों सत्ताओं की समन्वय भूमि है। गीता में उक्त उत्तम पुरुष में अथवा परमात्मा में जैसे क्षर और अक्षर दोनों सत्ताओं का समन्वय प्रदर्शित हुआ है वैसे ही इस नित्य वर्तमान में निराकार और साकार दोनों ही सत्ताएँ विराजमान हैं। इसीलिए आरोपसाधक कहते हैं :—

साक्षिभूत वर्तमान खड़ा है साक्षात् रूप में।
निराकार और साकार ये दोनों देखो उसमें॥

उस वर्तमान के आविर्भाव के साथ साथ ज्ञान का काम समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह वर्तमान ही ज्ञेय अर्थात् ज्ञान का विषय है और उसको अभिव्यक्त करना ही ज्ञान का उद्देश्य है। कर्म जैसे ज्ञान का उदय होने से सार्थक होता है वैसे ही ज्ञान भी ज्ञेय के आविर्भूत होने पर सार्थक होता है। ज्ञेय ही इष्ट है, इसलिए कर्म और ज्ञान के प्रभाव से इष्ट का आविर्भाव होने पर साधक दोनों के अतीत एक नूतन उन्नत स्तर में प्रवेश करता है। जो साधक इसी जगह निवृत्त हो जाते हैं उनके लिए आगे की अवस्थाओं की प्राप्ति का सम्भव नहीं है। इस अवस्था में आत्मदर्शन होने पर भी वह पूर्ण आत्मदर्शन नहीं है, एवं इस अवस्था में स्थिति अखण्ड आत्मरूप में स्थिति नहीं है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है।

## ( २ )

इस बार साधक के जीवन में प्रेम का कार्य आरम्भ होगा। श्री श्री गुरुदेव कहते थे, कर्म से ज्ञान होता है, ज्ञान से भक्ति होती है एवं भक्ति से प्रेम होता है। वास्तव में ज्ञान का काम समाप्त हुए बिना रससाधना का श्रीगणेश नहीं हो सकता है। इस साधना के लिए भाव का विकास आवश्यक है एवं भाव के विकास के लिए उससे पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान का उदय होना आवश्यक है। किन्तु केवल प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर ही भाव का उदय नहीं हो सकता है, उसके लिए आनुषङ्गिक साधना आवश्यक है। यहाँ पर हम उस आनुषङ्गिक साधना का परिचय देने की यथाशक्ति चेष्टा करेंगे। हमने जिसे आरोप साधन कहा है, उसका पूर्वोक्त आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद अनुष्ठान हो सकता है एवं उक्त आरोप साधन से ही पूर्ण आत्मस्वरूप में स्थिति, आत्माराम् अवस्था की प्राप्ति, नित्य लीला का आस्वादन आदि मनुष्य का उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट पुरुषार्थ सिद्ध होता है।

सीढ़ी का सहारा लेकर छत पर चढ़ने के बाद उस सीढ़ी की जैसे फिर आवश्यकता नहीं रहती वैसे ही कर्म और ज्ञान का अवलम्बन कर ज्ञेय की प्राप्ति होने पर

फिर कर्म और ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ज्ञेय ही इष्ट हैं, वे सदा और सर्वत्र विद्यमान पुरुषोत्तम हैं। कृष्ण के उपासक के वे नित्य कृष्ण हैं तथा राम के उपासक के वे नित्य राम हैं। सभी उपासकों के अपने अपने इष्ट के रूप में वे ही एकमात्र उपास्य हैं।

दीक्षाकाल में जो शब्द मन्त्र दाता गुरु के मुख से शिष्य के कान में प्रविष्ट हुआ था सद्गुरु की कृपा से वही शब्द आज प्रत्यक्ष ज्ञान की अवस्था में ज्ञेयरूप में अथवा चिन्मय इष्ट के रूप में प्रकाशित हुआ है। वैखरी वाणी आज पश्यन्ती भूमिपर आरूढ़ हुई है। क्रिया, मन्त्र, जप आदि सार्थक हुए हैं, क्योंकि जो वस्तु इतने दिनों तक केवल कर्णगोचर थी आज वह नेत्रगोचर हुई है अर्थात् श्रवण से उत्पन्न ज्ञान साक्षात्कार में परिणत हुआ है। अब पृथक् रूप से क्रिया आदि की जरूरत नहीं है। क्योंकि आत्मभाव में निष्ठा होने पर साधक की सब चेष्टाएँ अर्चना में परिणत हो जाती हैं एवं सभी वाक्य मन्त्रजप हो जाते हैं।

यह वर्तमान रूप ही आरोप साधक लोगों की परिभाषा में 'श्याम बिन्दु' के नाम से परिचित है। जगत् के अनन्त रूप, भूत, भविष्यत् और वर्तमान काल, दूर और निकट समस्त देश सभी इस नित्य वर्तमान में अभिन्नरूप से स्थित हैं। इस रूप का उदय होने पर ही जगत् आलोक से युक्त होता है एवं इसके तिरोभाव से जगत् आच्छन्न हो जाता है।

उक्त रूप अत्यन्त गुप्त और गुह्य है। यद्यपि वह सदा सर्वत्र ही पूर्णरूप से विराजमान रहता है तथापि पर्दे से आवृत होने के कारण सब की दृष्टि में भासित नहीं होता। द्रष्टा की दृष्टि में भी आवरण रहता है और वस्तु के स्वरूप में भी स्वकल्पित आवरण है। जब तक अखण्ड सत्ता का भान नहीं होता तब तक आवरण का रहना स्वाभाविक है। आत्मसाक्षात्कार के बाद उस दृष्टिगोचर आत्मस्वरूप का नियम से भजन करना आवश्यक है। वह कर्म का अङ्गभूत उपासना स्वरूप भजन नहीं है, वह नित्य भजन है। उसमें दिशा, देश और काल का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। उसमें अवस्था, वर्ण, परिमाण और लिङ्ग का कोई भेद नहीं है। वह चिन्मय, सर्वरूप और सर्वाकार है। साधकों ने उसकी निष्क्रिय भजन के रूप से व्याख्या की है। वे यद्यपि सर्वाकार हैं, फिर भी साधक स्वयं मनुष्यरूपी हैं, इसलिए अपने इष्ट की प्राप्ति होने पर ही उन्हें भजन की सुविधा होती है। इसलिए साधक के कल्याण की कामना से वे उनके ज्ञेय या इष्ट मनुष्य का आकार धारण कर आविर्भूत होते हैं। मनुष्याकार की विशेषता यह है कि साधक स्वयं मनुष्य है, इसलिए उक्त इष्ट आकार वास्तव में उनका अपना ही आकार है अथवा अपने साथ अभिन्नरूप से प्रतीत होता है। उस समय भक्त साधकों को अपने शरीर के लिए जो सेवा अथवा परिचर्या करनी पड़ती है वह उनके इष्ट की परिचर्या के रूप में परिणत हो जाती है। भक्त का रूप और उनके भजनीय का रूप पृथक् होने पर भी उस समय अपृथक् हो जाता है, दोनों ही उस समय समान हो जाते हैं। इष्ट उस समय भक्त के साथ रहकर भक्तिपूर्वक की गई भक्त-सेवा ग्रहण करते हैं। परब्रह्म उस समय मनुष्याकार या नररूप हो जाते हैं। भक्त मनुष्य है, इसीलिए भगवान् मनुष्य होते हैं, दोनों में कोई व्यवधान नहीं रहता।

यह नित्य वर्तमान का दर्शन निःसीम सौभाग्य की बात है, गुरु-कृपा की पराकाष्ठा इसी दर्शन में है। मैं पहले कह चुका हूँ कि नित्य वर्तमान में तीनों काल भासते हैं, लेकिन वास्तव में तीन काल कहाँ हैं? एकमात्र वर्तमान ही भूत और भविष्यत् पर आक्रमण कर अपने असाधारण प्रभाव से विराजमान रहता है। इसीलिए साधक चाहे जिस किसी भी अवस्था में उक्त स्थिति को प्राप्त करे, यह अवस्था उसके लिए फिर अवस्था नहीं रहती है, वह नित्य वर्तमान के रूप में प्रकाशित होती है। इसीलिए भजन के

प्रभाव से वह अवस्था या दशा विकार रहित होकर नित्य अथवा चिरस्थायी रूप धारण करती है। उस समय वह काल की दशा के रूप में नहीं गिनी जाती है। क्योंकि वह कालातीत है। उसे नित्य देह कहते हैं। जो शरीर जिस अवस्था में और जिस रूप में भजन करता है वही नित्य देह के रूप में प्रकट होता है।

( ३ )

आरोप साधन में अभ्यास अपेक्षित है। उक्त अभ्यास का क्रम है। यहाँ पर मैं स्थूल रूप से उस क्रम की एक संक्षिप्त तालिका देने की चेष्टा कर रहा हूँ।

(क) साक्षिभूत सन्मुखस्थित वर्तमान में निराकार और साकार दोनों सत्ताओं को देखने का अभ्यास करना आवश्यक है।

(ख) मन की उत्कण्ठा और प्राप्ति की उत्कट इच्छा जिससे क्रमशः अधिकतर तीव्र हो उसके लिए प्रयत्न करना उचित है। विषय और विषयी के सम्पर्क से जहाँ तक संभव हो दूर रहना उचित है, क्योंकि वह भजन में विघ्नरूप है। जिसको जितनी उत्कट आकांक्षा होगी प्राप्ति उसके लिए उतनी निकट जाननी चाहिये, अतएव आकांक्षा को हृदय में रख कर हृदय से आशा के कन तक का त्याग कर देना चाहिये अर्थात् आशा न रख कर केवल आकांक्षा बढ़ानी चाहिये।

(ग) एकान्तवास इस साधन के लिए अत्यन्त उपयोगी है। जितने अधिक समय तक सम्भव हो, निर्जन स्थान में रहने की कोशिश करनी चाहिये। लोगों के संसर्ग से यथासम्भव दूर रहना चाहिये, क्योंकि उससे शक्ति का क्षय होता है। एकान्त स्थान में रहते समय ऐसे रहना चाहिये जैसे कि कोई देख न पावे। शरीर को चाहे जिस प्रकार से हो क्यों न हो स्थिर रखने का अभ्यास करना उचित है। गाड़ा हुआ खम्भा जैसे निश्चलरूप से खड़ा रहता है वैसे ही देह को भी निश्चलरूप से स्थिर रखने की चेष्टा करनी चाहिये।

(घ) देह-स्थिति के साथ ही साथ मन को सदा यथाशक्ति भौंहों के बीच में धारण करने की चेष्टा करना उचित है। इसी के सहायक रूप से निमेष और उन्मेष विहीन अवस्था की प्राप्ति के लिए नेत्रों के पलक जैसे दीर्घ काल तक न गिरें उस ओर दृष्टि रखनी चाहिये। इसका नाम 'निमेषवर्जन' है। अभ्यास के समय तन्द्रा और निद्रा का आक्रमण किस प्रकार न हो इस सम्बन्ध में सावधान होने की आवश्यकता है। निमेषपात (पलक गिरना) और क्षणभर के लिए तन्द्रा का आना आदर्श प्राप्ति में विघ्नभूत हैं। निमेष या पलक गिरने की आशङ्का होने पर नेत्रों को ढीला रखना ठीक है। दीर्घकाल के अभ्यास से अपनी इच्छा के अनुसार 'निमेषवर्जन' अपने अधीन हो जाता है। यह एक ऊँची अवस्था है। इस तरह मन स्थिर हो जाता है, वायु स्थिर हो जाता है एवं आकांक्षा न होने पर भी सब सिद्धियाँ हस्तगत हो जाती हैं। आरोपसाधक कृत्रिम रूप से प्राणायाम या कुम्भक आदि का अभ्यास नहीं करते हैं। उनका प्राणवायु स्वाभाविक रीति से उपशम को प्राप्त होता है। उसके लिए उन्हें हठयोग आदि से होने वाले प्राणायाम क्रिया की आवश्यकता नहीं होती।

( ४ )

मन, वायु और दृष्टि स्थिर होने की बात पहले कही गई है। जब यह स्थिति प्राप्त हो जाय तभी आगे की साधनाओं का अनुष्ठान करना चाहिये, उससे पहले नहीं। उसका नाम 'लक्ष्यवेध' है। लक्ष्य किसे कहते हैं। साधक के हृदय में स्थित गुरुप्रदत्त इष्टरूप ही लक्ष्य है। उक्त अन्तःकरण में स्थित रूप को दोनों नेत्रों के बाहर खींच लाना चाहिये एवं सामने किसी स्थान में स्थापित करना चाहिये। जो हृदयाकाश में गुप्त रूप से रखा था उसे बाहर निकाल कर बाह्याकाश में प्रकट रूप से

स्थापित करना चाहिये। हृदयाकाश * और बाह्याकाश की जो सन्धि है, वही लक्ष्य स्थापन का उपयुक्त स्थान या केन्द्र है। इस सम्बन्ध में स्पष्टरूप से अधिक प्रकाश डालकर रहस्य व्यक्त करना मुझे उचित प्रतीत नहीं हुआ। सन्धि के उस पार स्थिर वायु है और सन्धि के इस पार चञ्चल वायु है। चञ्चल वायु की सीमा के बाहर स्थिर वायु की प्रान्त भूमि में लक्ष्य की स्थापना करनी चाहिये। साथ ही साथ पूर्वोक्त प्रणाली से भौंहों के बीच में स्थिर हुए मन को भी उस जगह बैठाना चाहिये। निमेष त्याग करने का अभ्यास पहले ही सिद्ध हो चुका है, इसलिए इस बार दृष्टि को निमेषत्यागपूर्वक पूर्वोक्त लक्ष्य स्थान पर लगाना चाहिये। इससे मन, नेत्र और लक्ष्य एकीभूत होकर प्रकाशित होंगे। इसका नाम लक्ष्यवेध † है। लक्ष्यवेध के समय मन में जैसे अन्य भाव न रहे एवं दृष्टि में कुछ न भासे इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है।

लक्ष्यवेध के भली भाँति निष्पन्न हो जाने पर साधक के हृदय में स्थित रूप बाहर दृष्टि के सामने प्रकट हो जाता है। रूप के दृष्टिगोचर होते ही उसके प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्गों का दर्शन करना आवश्यक है। साधकसमाज में इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का विधान है। पहले उस बाह्याकाश में स्थित मूर्ति के पैर के तलवे से क्रमशः ऊपर के प्रत्येक अङ्ग पर साग्रह दृष्टि लगानी चाहिये। इस प्रकार मस्तक के ऊपर केशों के अग्र तक निरीक्षण करना चाहिये। इसका नाम अधः ऊर्ध्वक्रम है। इसके बाद ऊपर से नीचे की ओर अर्थात् केशों के अग्रभाग से लेकर पैर के तलवे तक क्रमशः प्रत्येक अङ्ग के ऊपर दृष्टि लगानी पड़ती है। इस प्रकार एक बार अनुलोम से और एक बार विलोम से बार बार अभ्यास करना आवश्यक है। नेत्रों की कौमल और सरलरूप से रक्षा करते हुए दृष्टि लगानी चाहिये। उद्देश्य यह कि बाहरी रूप के प्रत्येक अङ्ग जैसे दृष्टि के सामने निरन्तर भासते रहें। अभ्यास के समय क्रम का अवलम्बन कर एक अवयव के बाद दूसरे अवयव का निरीक्षण करना पड़ता, यह सात्य है। किन्तु भली भाँति अभ्यास हो जाने पर सभी अङ्ग एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं, क्रमिक दर्शन की फिर आवश्यकता नहीं रहती है। यदि कभी किसी कारण से कोई अङ्ग दृष्टि के सामने न भासे तो उस अङ्ग पर पुनः दृष्टि डालनी चाहिये। जब तक सब अङ्गों का एक साथ भास न हो तब तक इसी तरह अभ्यास करते करते आगे बढ़ना चाहिये। इस रूपसन्धान कार्य में समय-असमय अथवा शुचि अशुचि का कोई विचार नहीं है। इसे सदा ही करना चाहिये—सोते, बैठते, चलते, रुकते, सदा इसे करना चाहिये। किसी समय भी छोड़ना नहीं चाहिये।

दीर्घकाल के अभ्यास से बाहरी रूप के सब अङ्ग एक ही समय दृष्टि में भासेंगे। तब अखण्ड मण्डलाकार से सारा शरीर प्रकाशित होगा एवं शरीर प्राणयुक्त अर्थात् सजीव रूप से प्रतिभासित हो उठेगा। उस अवस्था में साधक के नयनों के साथ साध्य रूप के नयनों का संमिलन होगा। इस चार नयनों के सम्मिलन को ही शुभ दृष्टि समझना चाहिये। उस समय से साधक और साध्य या इष्ट दोनों के लिए दोनों में अस्थिरता अथवा चञ्चलता पैदा होती है। इष्ट जब तक प्राणमय न हो तब तक इस प्रकार चञ्चलता नहीं होती है। वास्तव में उपास्य मूर्ति में

---

* यह योगियों के परिचित् लक्ष्यत्रय के अन्तर्गत बहिर्लक्ष्य का एक प्रकारमात्र है।

† मुण्डकोपनिषद् में दूसरे प्रकार से लक्ष्यवेध का विवरण दिखाई देता है। देह साधक का ब्रह्म ही लक्ष्य है, आत्मा ही शर है एवं प्रणव ही धनुष है। प्रणव से ही ब्रह्म में आत्मा को प्रविष्ट कराना पड़ता है। लक्ष्यवेध का दृष्टान्त सूतसंहिताकार ने इस प्रकार दर्शाया है—

“लक्ष्यं सर्वगतं चैव परोक्षं सर्वतो मुखम्।
वेद्धा सर्वगतश्चैव विद्धं लक्ष्यं न संशयः॥”

प्राणप्रतिष्ठा होने पर वह ऐसा ही होता है। प्राणप्रतिष्ठा यदि न हुई तो मूर्ति केवल मूर्ति ही है, वह चाहे मिट्टी की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे लकड़ी की हो अथवा चाहे ज्योतिर्मय हो उसमें कुछ आता जाता नहीं है। वाह्य रूप जब तक प्राणमय नहीं होता तब तक वह साधक की भावना के अनुसार अपना प्रभाव दिखाने में समर्थ नहीं होता है।

( ६ )

तदुपरान्त भाव का उदय होता है। साधक उस समय आनन्द में आत्मविस्मृत होकर अपने शरीर, मन और वचन को यहाँ तक कि अपने सर्वस्व अपने चौबीस तत्त्वों से बने शरीर को भी इष्ट के समर्पण करता है। एवं उस समय से उसकी शरण गहता है। उससे साधक उस सजीव इष्ट रूप को सदैव देखता है। वेद में प्रतिपादित है;—'सदा पश्यन्ति सूरयः।' यह कुछ अंशों में उसी के अनुरूप अवस्था है। जब तक रूप में प्राण प्रतिष्ठा के अनन्तर साधक के हृदय में भाव का जागरण नहीं होता है तब तक वह रूप भली भाँति चेतन रूप नहीं होता है एवं वह सदा दृष्टिगोचर भी नहीं होता है। कभी वह दृष्टिगोचर होता है फिर कभी दृष्टि से ओझल हो जाता है। सूर्य का जिस प्रकार एक बार उदय होता एवं एक बार अस्त होता है, तदुपरान्त कुछ समय अदृष्ट रहने के बाद पुनर्वार उदय होता, वह रूप भी उस समय उदय-अस्तमय द्वन्द्व अवस्था मे रहता है। शास्त्र में इस प्रकार का रूप शान्तोदित रूप कहा गया है। किन्तु साधक के हृदय में भाव के जाग उठने पर इस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उस समय आविर्भूत हुआ रूप चिन्मय है इसलिए फिर वह तिरोहित नहीं होता। वास्तव में उस समय उस रूप का न उदय होता है और न अस्त ही होता है—शास्त्रीय परिभाषा में उसका नाम नित्योदित रूप है।

रात्रि में, दिन में, निद्रा में, जागरण में, शयन में, भोजन में, सब समयों में, आसन पर बैठ कर, यहाँ तक कि मार्ग में चलते चलते, साधक को सदा अपने नित्य संगी इष्ट के दर्शन प्राप्त होते हैं। उस समय साध्य के साथ साधक का विच्छेद सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। संसार के सुख-दुःख और शोक-रोगों की यन्त्रणाएँ साधक को फिर कदापि स्पर्श नहीं करती हैं—आघात पहुँचाना तो दूर की बात है। क्योंकि उस समय साधक का मन सदा साध्य वस्तु में संलग्न रहता है, पहले की तरह बाहर ही बाहर घूम कर भटकता नहीं है। जगत् का कोई भी ऐश्वर्य-सुख अथवा मान सम्मान साधक को आकृष्ट नहीं कर सकते। उस अवस्था में एक अपूर्व आनन्द का आस्वादन सदा के लिए साधक को अपने में डुबाये रखता है। वास्तव में सारी सृष्टि में उस आनन्द की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। शोक, मोह, जरा, मृत्यु और भूख-प्यास फिर साधक के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती। उस समय क्षोभ अथवा भय या सब तरह के विकार साधक के हृदय से हट जाते हैं—वास्तव में सभी वृत्तियाँ उसमें रहती हैं, परन्तु उसकी अधीन होकर दासरूप में। साधक के ऊपर उनका किसी प्रकार का प्रभुत्व नहीं रहता। साधक यदि चाहे तो उन्हें जगा कर उनके साथ क्रीड़ा कर सकता है।

उस समय भक्त इच्छामय और स्वतन्त्र है और नित्य भगवत्संग का संगी है एवं है उनके भाव में सराबोर। उस समय उसमें अतुल शक्ति का विकास होता है। यद्यपि वह प्रकट नहीं होती है तथापि साधक अपने को उस समय भगवान् के तुल्य सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् समझता है। नियति की परतन्त्रता अथवा अन्य किसी खण्ड शक्ति की अधीनता उसमें फिर नहीं रहती। उस समय भक्त भगवान् के साथ समता से स्थित होता है।

( ७ )

किन्तु यद्यपि भक्त भगवान् की समता प्राप्त करता है तथापि भक्त विशुद्ध अभिमान से 'मैं दास हूँ' यों अपने को

दासत्व का अभिमान करता है 'मैं प्रभु हूँ' यों प्रभुत्व का अभिमान नहीं करता है। उस समय भक्त की आत्मा और भगवान् की आत्मा एकही अभिन्न आत्मस्वरूप से प्रकाशित होती है। फिर भी भक्त व्यवहारभूमि में आरोपित भेद अथवा आहार्यभेद मानकर दास-प्रभुभाव अक्षुण्ण रखता है। उस समय साधक एक अद्वितीय नित्यानन्दमय वस्तु है, इसीलिए अपने को सब रसों का आश्रय जान सकता है। उस अवस्था में विशुद्ध अद्वैत-भूमि में स्थिति होती है, इसलिए भक्त इच्छा होने पर अपना आस्वाद स्वयं ले सकता है। यदि इच्छा न हो तो जैसा हो वैसा ही रहता है। इच्छा की दिशा नित्य है और इच्छा न करने की दिशा भी नित्य है, उस समय दोनों की ही समानरूप से अवस्थिति रहती है।

यदि इच्छा का उदय हुआ तो इच्छा के साथ ही आत्मा की ह्लादिनी शक्ति प्रकट होती है। यह आत्मा की स्वरूपशक्ति है। जिसके द्वारा आत्मा अपने आनन्द का स्वयं आस्वाद लेता है। कृष्णभक्तों की परिभाषा में इसी का नाम राधा है एवं राम के उपासकों की दृष्टि में इसी का नाम सीता है। ह्लादिनी जब तक प्रकट नहीं होती तब तक इच्छा का उदय नहीं होता है। ह्लादिनी के प्रकट होने पर रमण के लिए साकार और निराकार दोनों सत्ताओं का योग होता है। साकार और निराकार के युक्त हुए बिना आत्माराम अवस्था प्राप्त नहीं होती है। ज्योति अथवा पुरुष निराकार है, आधार अथवा प्रकृति साकार है। ह्लादिनी शक्ति की क्रिया के बिना पुरुष और प्रकृति परस्पर मिलकर आत्माराम स्वरूप में स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ह्लादिनी का स्वभाव अत्यन्त शीतल है। उसका काम सब तरह से आनन्द से मूल का स्रोत बहाना है। इस बार ह्लादिनी शक्ति की सहायता से पुरुष-प्रकृति के योग से पूर्ण आत्मस्वरूप में स्थिति हुई। यही यथार्थ अद्वैत अवस्था है जिसका नामान्तर सच्चिदानन्द है। पहले प्रारम्भिक आत्मसाक्षात्कार के प्रसंग में जिस आत्मा का वर्णन किया गया है। वह प्रकृतिविमुक्त आत्मा अथवा रिक्त आत्मा है। इस समय जिस आत्मस्वरूप का वर्णन किया गया है, वह प्रकृतियुक्त आत्मा या पूर्ण आत्मा है।

पूर्ण आत्मा एक है। जिस समय इस मूल एक स्वरूप में स्थिति होती है उस समय अभेद अथवा अद्वैत स्थिति कही जाती है—वह लीलातीत स्वरूपस्थिति है। यह पूर्ण है—पूर्ण होने से ही अग्नि से चिनगारियों की तरह इससे स्वभावतः भेद का आविर्भाव होता है। यही उनका अपनी शक्ति का खेल है। इस भेदांश का आविर्भाव अभेद के ऊपर प्रतिष्ठित है। इसलिए एक प्रकार से इसे भेदाभेद कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी यही नित्य लीला की धारा है।

एक धारा और है। उस धारा में अपने स्वातन्त्र्य के बल से अभेद और अद्वैत अपने को छिपाकर दूसरे रूप में प्रकट होते हैं। उस धारा में अभेद-भाव गुप्त अथवा विस्मृत रहता है, इसलिए वह संसार की धारा में गिनी जाती है। पूर्ण से कला का आविर्भाव होने से अहंज्ञान का उदय होता है। यही द्वैतधारा या संसार-धारा का प्रारम्भिक मूल स्रोत है। ह्लादिनी शक्ति षोडशी कलारूप अमृतकला है, किन्तु अहंज्ञान षोडशी कला से नहीं होता है, खण्डकला से होता है, क्योंकि कला जहाँ पूर्ण रहती है वहाँ प्रकाश भी पूर्ण होता है। प्रकाश पूर्ण होने के कारण वहाँ अहंज्ञान का उदय नहीं होता है अर्थात् अहंज्ञान पैदा नहीं होता है। जो है वह परिपूर्ण रहता है, अहंभाव अहंकार नहीं है। अहंकार के रहने पर उसके प्रतियोगी के रूप में इदंभाव की सत्ता रहती है। अहंकार से अज्ञान अथवा मोह आविर्भूत होकर पुरुष को मोह में डालता है और ज्योति को आवृत कर डालता है। उस समय वह मोहग्रस्त पुरुष कर्मों के वशवर्ती होकर निरन्तर चौरासी लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। उसके बाद सद्गुरु की कृपा से तत्त्वदर्शन होने पर साधनपथ में चलता रहता है और क्रमशः साधनसम्पन्न हो प्रत्यक्ष ज्ञान

के उदय के अनन्तर सिद्धि को प्राप्त होता है और अखण्ड सुख का अधिकारी होता है।

( ८ )

आनन्द के स्वरूप का विश्लेषण करने पर ज्ञात हो जाता है कि संक्षिप्तरूप से आनन्द का तीन श्रेणियों में विभाग किया जा सकाता है। पहला ब्रह्मानन्द, दूसरा भजनानन्द और तीसरा जीवानन्द। ब्रह्मानन्द अखण्ड आनन्दस्वरूप है, किन्तु उसमें कुछ आवादन नहीं है; क्योंकि अपने को अपने से कुछ विभक्त किये बिना अपना आस्वादन नहीं किया जा सकता। जीवानन्द में आस्वादन है, किन्तु वह परिमित और विनाशी है। इस आनन्द की क्रमिक वृद्धि होती है, परन्तु पराकाष्ठा नहीं। वस्तुतः यह आनन्द स्वरूप दृष्टिसे भोगानन्द होने के कारण दुःख के ही अन्तर्गत है। आरोप साधकगण कहते हैं कि जीवानन्द सर्वदा हेय है, उनके मत में ब्रह्मानन्द भी उपादेय नहीं है। वे भजनानन्द को श्रेष्ठरूप में गिनते हैं। ब्रह्म में लीन जीव का आनन्द आम की गुठली के साथ तुलना करने योग्य है, जो वास्तविक रसास्वाद है वह गुठली में नहीं है, छिलके में भी नहीं है, वह गुठली और छिलका—दोनों के मध्य में है। वही रसपदार्थ है। बुद्धिमान् साधक दोनों छोर के दोनों का त्याग कर बीच की रस वस्तु का ग्रहण करते हैं। वास्तव में गुठली में भी रस नहीं है, छिलके में भी रस नहीं है। भजनानन्द प्रेम है, वही आस्वादन की वस्तु है।

साधक पूर्वोक्त प्रणाली से पूर्णकलासम्पन्न होकर अपना आस्वादन करने के लिए अपने से अभिन्न अखण्ड स्वरूप में स्थित रह कर भी अपने से अपने को पृथक् कर लेता है। उस समय प्रभु दो से एक होकर एक स्वरूप में स्थित रहना चाहते हैं, क्योंकि वस्तुतः सत्ता तो एक ही है; किन्तु दास प्रभु के साथ एक होना नहीं चाहता है। वह जानता है कि यद्यपि दोनों की सत्ता एक ही सत्ता है, तथापि वह स्वयं भिन्न होकर प्रत्येक क्षण में उन्मेष तथा नूतन नूतन सुख जिनके दर्शन से टपकता है उन्हीं का साक्षात्कार करना चाहता है। वह स्वरूपतः सनातन जानकर भी प्रतिक्षण नवीन नवीन—नित्य नवीन—की आकांक्षा करता है। वह ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहता है, वह प्रभु के बराबर होना भी नहीं चाहता है। वह जो चाहता है वह भगवान् शङ्कराचार्यजी की भाषा में यही है- 'सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्।' तब दासभाव दासीभाव में परिणत हो जाता है, वह देखता है एक पुरुष है, शेष सब प्रकृतियाँ—दासियाँ—हैं। जीव और अजीव सभी प्रकृति हैं।' सबके शरीर में केवल एक ही पुरुष विद्यमान है। देह ही प्रकृति है। अथवा वह देखता है एक अखण्ड अद्वैत माँ या महाशक्ति है, शेष सभी उनकी सन्तान हैं। शिव भी उनकी सन्तान हैं, जीव भी उनकी सन्तान है। असली बात यह है, वह देखता है कि एक ही अद्वैत आत्मा स्वयं विद्यमान है। वे एक होते हुए भी अनन्त रूपों और अनन्त भावों से अपने साथ स्वयं क्रीड़ा कर रहे हैं। इस एक में उनके सब भेदों का समन्वय हो जाता है। यही आरोपसाधना की चरम सिद्धि है।

"Of Thee alone must be the spoken word,
All else is but futility and pain."

# MATRI VANI

( *Replies to letters from different people at different times.* )

## The Importance of the Sacred Thread.

### 1.

If you are not seeking God, you might, at your own sweet will, throw anything whatsoever away — why only the Sacred Thread? The desire to obey impulses of this kind will most certainly arise in those who do not aspire after God for His own sake, who do not love Him; for, it is their attitude towards life, their natural bent. If you have the power to destroy, why have you not by this time done away with all the obstacles that are hampering you? Nobody of himself has the power to lift as much as a blade of grass. It is His Will, the Almighty's Will, that alone prevails. At times, it is true, man is made to suffer, yet thereby also He, the Fountain-of-Goodness does what is for the best; but to realize this is perplexing for the average person.

To be without a Sacred Tread, without the *Gayatri*, is inauspicious, nay harmful for a Brahman. To what extent are you able to judge which is the right path for you? All-beneficent is everything that He does, who is Goodness Itself. . . .

Of Him is all that need be said,
The rest but vanity, woe.

### 2.

Mataji sent the following message to someone who had discarded his Sacred Thread out of grief over the death of a beloved member of his family:

So you have cast away your Sacred Thread? Well, well! Of course you are bound to do what gives you peace of mind. In this world when a man dies his wife does not accompany him, neither does the husband go with his wife when she passes away, nor the son with his dying father. Has anyone ever been able to go with his nearest and dearest when they depart from this world? Surely, this is self-evident! Everyone has to live his life according to the results of his past actions.

Now that this misfortune has befallen you, have you given up eating, have you renounced your wife and children, your friends and relatives? Have you left off wearing clothes, or sleeping, or talking to people? It is true that you have been plunged into a sea of misery. But what possession of yours has gone with him who died? Only just your Sacred Thread? Your parents' gift of love and esteem, so precious as an aid on the way to the Eternal Goal of human life! If to-day you resume the Sacred Thread in honour of him who has left this world, it will keep his memory alive in your heart. You had accepted it for his sake, this symbol of all that is an aid towards immortality. To discard the Sacred Thread, once it has been assumed, is a matter of deep regret for the ordinary man. Surely you could keep it in remembrance of him who has passed away!

One should not pray to God for any person; all prayer has to be solely for That, which when it is found, All is found; the wearing of the Sacred Thread is also meant for this purpose.

## On Various Subjects.

### 1.

Yes, if you can observe silence and be in harmony with everyone all round, it will be excellent, Try to remain without the help of signs and gestures for as long as possible.

### 2.

A rosary that is to be used for *Japa* must be knotted according to the prescribed rule.

### 3.

Such, mother,* is the innate tendency of a man of the world. To sin knowingly is detrimental indeed.

### 4.

At one time you emphatically declared that if only you could secure suitable employment, you would, in a right royal manner, cultivate the spiritual side of life along with material comforts and pleasures. That you have kept your word as to worldly enjoyment is more than obvious; but in what dark cave, in what inaccessible abyss, have you hidden away the tender plant of spiritual aspiration? When will you start making an effort to bring light into that dark cave? Delay not! The day that is gone never returns. Invaluable time is slipping away. Devote your days to the endeavour to draw close to the Lord of the Humble. When extreme old age supervenes, you will be too sluggish, too feeble to concentrate on God's Name. How will you then make up for what you failed to do in good time?

### 5.

To see *Mahadeva* appear and dissolve Himself into your body, accompanied by a manifestation of light are undoubtedly good signs. Even the faint vision of a spiritual form (***chinmayi murti***) is very auspicious.

### 6.

The appearance of *Kashi Vishvanath* in the centre between the two eyebrows does happen to those who practise meditation. The seeing of figures from the waist up to the neck in a great variety of shapes and presenting themselves in many different guises, is quite common with *Sadhakas*. When you have no definite proof as to the identity of a particular apparition, you must not, at the mere sight of his form, take it for granted that it is he and no other. The fact is that the Sadhaka's spiritual Energy *(Shakti)* manifests itself in countless ways according to his special method of approach. If you take refuge in the form seen, which represents the outer manifestation — although in an obscure way — of that spiritual energy which is intimately connected with man's innate urge towards God ( *Bhagavad Bhava* ), it will lead you to God-centredness, it will help you to everything that favours a consecrated life. It must be borne in mind that He manifests Himself in everyone in this way through the development of His Divine Energy (*Tat Shakti*). Heart and soul have to be put into the attempt to convert religious practices such as *Puja, Japa*, meditation (*Dhyāna*) into living experiences, so that their inner significance may become revealed.

---

* Mataji addresses every married woman as 'mother'.

## 7.

Your mother may not show her affection outwardly, yet she is and always remains your real, genuine mother. Even though you may want to put God the Mother aside, She will not leave you. Are you not Her offspring ? Keep in mind that everything is under Her dispensation; She provides for each the right thing, at the right time, in the right way. Yes, certainly, it is to be welcomed if the desire for the Real awakens. A mother is she, who has the capacity to define and measure out to her child exactly what he needs. It is because she knows how to make allowance for her child, how to forgive, that she is called a mother.

## 8.

Who are the truly wealthy ? Those who are possessed of the Supreme Treasure — they only are really rich and live in abundance. Poor and destitute must be called the man in whose heart the remembrance of God abides not. To depend solely on Him is man's one and only duty.

# MATAJI'S AMARA VANI

( 5.* )

***Question :*** In the Shastras two kinds of teaching can be found concerning life after Self-realization: the one refers to living in the world as a householder, and the other to remaining in detachment in the nature of a spectator. Which of the two should be followed?

***Mataji :*** I see you are alluding to the story of *Chuḍala* and *Shikhidvaja.* Do you mean to imply that worldly life is possible after Self-realization?

***From the audience :*** No, in the case referred to here, a trace of ignorance still persisted. It was but a stage; at that time *Chudala* was not yet fully enlightened.

***Mataji :*** For a Self-realized Being neither the world with its pairs of opposites exists, nor does the body. If there is no world there can obviously be no body either!

***Question :*** But the body, surely, does exist?

***Mataji :*** Who says, the body exists? There is no question at all of name and form. To wonder whether a realized man sees anything outside of himself is also beside the point. Who is there to whom he can say: "Give, give!"† Yet this state of wanting is precisely the reason for one's belief in the reality of the body. Therefore since there is no world and no body, there can be no action either; this stands to reason. To make it quite clear: after Self-realization there is no body, no world and no action — not even the faintest possibility of these, — nor is there such an idea as "there is not." To use words is exactly the same as not to speak; to keep silent or not is identical — all is THAT alone. There simply can be no question of talking or not talking. Please try to understand this! What actually is it that appears to you to be worldly life after Self-realization? Yes, of course, what is expounded in the *Bhagavad Gita* is all true. Yet here the aforesaid holds good, for this body responds strictly to the line of thought and to the spirit in which a question is asked. Consequently what is the opinion of this body and what is not? If there is a line of approach, there must be a goal to which it leads, and beyond that is the unattainable. But where the distinction between the attainable and the unattainable does not arise is THAT ITSELF. What you hear depends on how you play the instrument. For this body the problem of difference of opinion in no wise exists.

---

* The Bengali original appeared in "Ananda Varta", Vol. II, No. 2.

† A play upon words: *'deo'* = give! and *'deho'* = body.

***Question*** : Does Mataji then give out sound* like a musical instrument? (Laughter).

***Mataji*** : According to your ear. Whether the sounds you hear Her utter make sense or not, is for you to judge. Here (with Mataji) the question of striking a chord or not does not arise. Whether your Mataji is good for nothing or useful, *you* will have to decide, because she is your mother and also your daughter. Whether she is worthless or of any service, father will be able to tell. (Laughter.)

***From the audience*** : If father knew, would there be any escape for Her?

***Mataji*** : This was said merely for the sake of argument. But it is not like this either and the word "not" is also incorrect. Now where will you proceed? Moreover, where is "where"?

* * * * *

6.

***Question*** : How can meditation on a particular part lead to meditation on the whole? One can be completely concentrated only on one point. It is said, when one is absorbed in meditation a gradual expansion of consciousness takes place and when the mind reaches what is beyond its containing capacity, it spontaneously dissolves (*Lava*). Then there is no more meditation, there is Divine Insight (*Jnāna*).

---

* A play upon words: 'Baje' means the sounding of a musical instrument as well as 'useless' or 'senseless'.

Some hold this theory. How the mind can become all-pervasive by this method I am unable to grasp.

**Mataji :** When meditation (*dhyana*) occurs spontaneously, then only is it real meditation. It must come about of its own accord, effortlessly. Furthermore, when you say the mind subsides (*lāya*)*, from where does it originate ?

**The Questioner :** From the Self (*Atma*). In the *Shrutis* it is said, it has emanated from the Self like a shadow.

**Mataji :** Where birth is, there must be dissolution (*nāsha*) ; is this what you mean ? But if it were so, the mind would emerge again ?

You say you cannot grasp the all-pervasiveness of the mind ; quite naturally so, because it is not a thing to be grasped : it is neither a thing, nor can it be grasped. You experience the pleasures and pains of the world ; again, when you enjoy temporary happiness or bliss while in meditation, this also is an experience, is it not ? Yet the former is of a slightly different nature from the latter.

When you say you come down from the heights of Divine ecstasy (*Samādhi*), then ascent and descent still remain, otherwise why do you use these expressions ? But there is also a state where ascending and descending are out of the question. If you maintain that the mind is absorbed in *Samādhi*, unless it issues from this state, how can anything of the experience be communicated, be it ever so little ? Therefore it is still of the mind, albeit of a purified mind. I am speaking from your standpoint. Experiences occur on the path. Between the two types of experience that have just been mentioned there is a difference, nevertheless they are both of the mind though on different levels — even what you call *Samādhi*.

However, there is also another state of being where one cannot speak of ascent and descent and consequently not of a body either. Should the question of the body or of action still arise, it means that this state has not been reached. When you say the mind dissolves (*laya*), into what does it dissolve ?

---

* *Laya* means the dissolution of something that however potentially still exists.

***The Questioner :*** Into the Self, of course.

***Mataji :*** Just as salt dissolves, so does the mind — is this your idea? From a particular angle of vision it may appear thus. In the case of a dissolution (*lāya*) of this kind a perfect Yogi can resuscitate the mind again and make it function once more.

***The Questioner :*** I was thinking of absolute destruction (*nāsha*).

***Mataji :*** Destruction (*nāsha*) or *dissolution* (*lāya*)? *Na Sha* means 'not He', (*na sva*) 'not the Self', this surely is what is termed destruction? Where destruction is destroyed there is THAT. Do you call the annihilation of the ego-mind (*manonāsha*), its dissolution into something else (*laya*)?

(*To be continued.*)

# YANTRAM—What it means ?

**By**

**Swami Pratyagatmananda.**

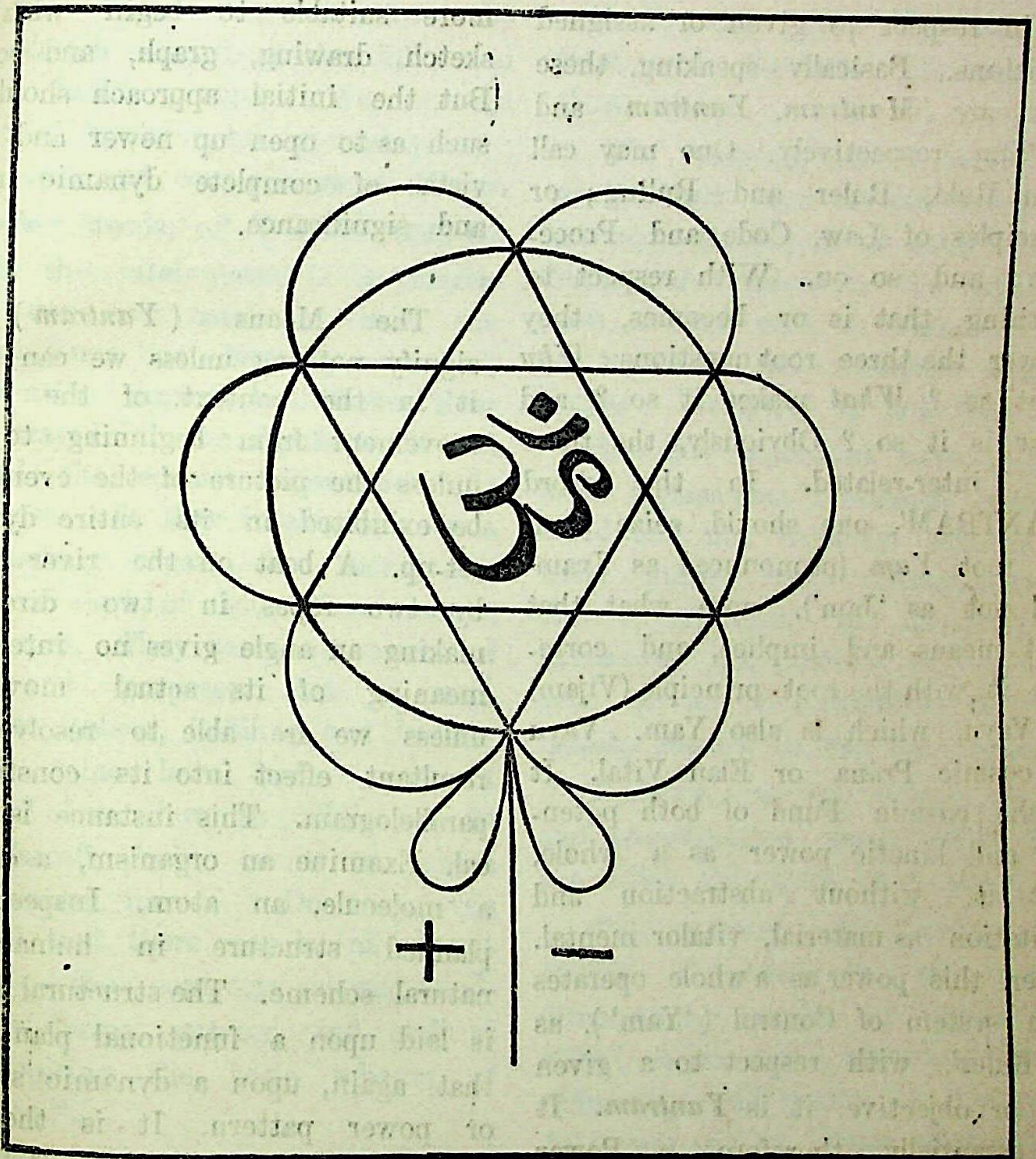

'YANTRAM', in ordinary use, means a mechanism or organ for doing work in an effective, systematised manner with a view to achieving a definite end. Such work, evidently, implies three things : the End, setting the principle or rule of action; the Means, setting the combination and co-ordination of the forces doing the work; and the Method, setting the necessary conditions and practical lines of such action. In scientific analysis, the first gives formula and equation; the second, diagram and design; the third, function according to plan, and in respect to given or assigned conditions. Basically speaking, these three are *Mantram*, *Yantram* and *Tantram* respectively. One may call them Rule, Ruler and Ruling; or Principles of Law, Code and Procedure; and so on. With respect to anything that is or becomes, they answer the three root questions: *Why* is it so? *What* makes it so? and *How* is it so? Obviously, the three are inter-related. In the word 'YANTRAM', one should seize upon the root *Yam* (pronounced as 'Iyam' and not as 'Jam'), note what that root means and implies, and correlate it with the root principle (Vījam) of Vayu, which is also Yam. Vāyu is cosmic Prāna or Elan Vital. It is the cosmic Fund of both potential and kinetic power as a whole, that is, without abstraction and limitation as material, vitalor mental. When this power as a whole operates as a system of Control ('Yam'), as a 'Ruler', with respect to a given end or objective, it is *Yantram*. It is essentially, therefore, a Power disposition and design, not a mere model representation, picture or graph.

It is superficial thinking to look upon the Mystic Yantram as symbolic or pictorial. It is dynamic *Shakti-lekha.* But in the understanding and appreciation thereof it is more suitable to begin with the sketch drawing, graph, and so on. But the initial approach should be such as to open up newer and fuller vistas of complete dynamic import and significance.

The Means (*Yantram*) will signify nothing unless we can show it in the context of the entire movement from beginning to end; unless the picture of the event can be exhibited in its entire dynamic set-up. A boat on the river pulled by two ropes in two directions making an angle gives no intelligible meaning of its actual movement unless we are able to resolve the resultant effect into its constituent parallelogram. This instance is typical. Examine an organism, a crystal, a molecule, an atom. Inspect any planned structure in human or natural scheme. The structural design is laid upon a functional plan, and that, again, upon a dynamic scheme or power pattern. It is the last that controls ('Yam') and rules. What is *this* behind any situation that presents itself, any event that takes place? That is the be-all, end-all question. And power, as we have noted, is only abstractedly and segmentally 'physical'.

Nevertheless, it is the analysis of physical science and mathematics that sets the first model and draws the first sketch suggesting the fuller and more basic pictures. We are in quest of fundamental 'ground plan'—the heart and core picture of Power, in other words, of *Hr̲llekhā* (हृल्लेखा).

In this vital quest, it is possible that one can catch or miss the 'direct home line'. Even systematised, a scientific pursuit has oftener than not strayed off the right track and missed the correct orientation. It has been said that intelligence is a tool-making organ. So there has been no lack of tools, instruments, appliances. They serve a variety of ends aud purposes. But of what positive lasting, fulfilling and harmonising value have been most of these ? Are they in affiliation to the 'far-off divine event to which all creation moves' ? Do they even suggest that there may be, all appearance to the contrary notwithstanding, 'a divine purpose and end' at all inspiring the basic scheme of creation ?

The question cannot, particularly at this critical world juncture, be evaded or postponed. Without boldly facing this, we cannot quit the fatal quicksands of mal-adaptation and vicious circle, both subjective and objective, in which we have been caught.

Hence Power (*Shakti*) as a whole has to be understood and appreciated with its appropriate *Mantram*, *Yantram* and *Tantram* in the senses above noted.

We imagine, for instance, that we are now near, if not actually at, the core picture of at least material being and behaviour. Our equations have, at any rate, a reassuring look of thorough and compact reasonableness. Deceptive is not that look.

But the equations have, in practical application, ominously equivocated and not helpfully equated the basic queries and discrepancies in the appreciation of creation and existence. So, possibly, only a side-door to an ante-chamber of what Reality resides in has been opened.

*Yantram*, in its fullest context and co-ordination, must evolve from the First Principles of Creation.

The potency of *Yantram*, or Power Diagram, in all relevant dimensions, varies in geometrical ratio (so to say), according to the refinement and purity of the power field composition. Hence what controls the intra-atomic field of energy is enormously more powerful than mechanical, chemical or molecular systems of control.

If by *Prana* is meant not simply vitality or biological entity, but an all-pervasive cosmic principle of renewing and creative activity, then prānik control ought to be more powerful than atomic. Modern science and modern methods must now essay to make that Pranik control available in an increasingly helpful measure. For in such availability lies all hope of harmonised, creative progress. The consummation of such progress can be reached only by opening *Hṛllekhā* (हृल्लेखा) of things by Yoga where the Spirit reigns as Perfect Power and Perfect Harmony.

Therefore, *Yantram* must be traced from the Magnum Matrix (Perfect Power positing itself as the Perfect Bindu), down to our appreciated planes of Magnitude, Number and Space-time. *Yantram* should affiliate all our known and appreciated matrices to the Magnum Matrix and this affiliation necessarily bears the character of a logico-mathematical descent.

The above diagram looks, apart from the internal scheme of the interlaced triangle, like a flower in partial bloom, with six symmetrical (say, parabolic) petals joined at the stem axis by two others, one at each side of the axis, which are still 'hidden' and enfolded. The two 'hidden' stem-buds are marked with plus and minus signs.

Basically, this means the six-phase functioning that becomes patent (or manifest) in the analysis of any creational entity or event (as pointed out elsewhere); and the two hidden axis buds are, or represent, the Mystic Ardha Matra, on either side of the Bindu and its axis of self-projection : they link up, both in the sense of evolution and of involution, what is patent and manifest with what is radically there as the potent and un-manifest. The entire scheme is supervised by Om at the core or Hṛllekhā. Om itself in its 'rise' shows this 8—phase pattern in dynamic creation. These, for instance, represent the 8—phase-pattern : Parāvyakta (*Bindu*), Vyaktavyakta (*Setu*), Vyakta (*Udita Nāda*) A, U, M, Avyakta (*Vilaya Nāda*), Vyaktāvyakta (*Setu*).

Ponder also over the relation of this diagram to the famous mystic mantram :

पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

*This* is Full, *That* is Full : The Full evolves from the Full :

The Full taken from the Full remains the Full.

In this mantram, the two mystic words, viz 'udacyate' and 'ādāya' (taken out and taken in) stand respectively for positive and negative *Stem Buds* or Ardha mātrā.

# THE GOLDEN ORANGE

*By*

**Richard Lannoy.**

I have been asked to write an article far away from India, physically far from Mataji, living in surroundings so remotely different from the Ashram. Upon my return to England my thoughts have naturally dwelt frequently on all that I learnt in India, particularly since I received great inspiration during the months spent near Mataji. But England is even further away from India than I had expected. The readjustment has caused me much thought, because I believe that ultimately one can and should reach a point where time and place are no longer intrinsically important; that one should be able to abide peacefully in the abode, the home, of no recognizable geography................

Surrounded on all sides by the undoubted seriousness of writers and thinkers of many different kinds, I feel nevertheless that something is lacking in the direction that they have set their thoughts: I keep on remembering a kind of dream, and this dream is of an orange.

The scene is the Banaras Ashram into which, by some miraculous means a man from London has been transported and this is what he sees.

There is a movement in the cluster of figures and She is leaving the room now. We watch Her go outside and standing on the step, She pauses for a moment, not looking at anyone, but beyond them, quite still, and we notice with what perfect beauty She stands, and we are close enough now to see Her face clearly. It ripples: there is a kind of fulness, a richness of modelling, it is as if we were looking at a Rembrandt, with every line and slightest variation of modelling containing behind it a tremendous power, so that the volumes, their density, their delicacy, their lightness are the shape of the character itself, a power which is both dark and mysterious and also radiant. The smile is not only a line, a shape, a movement, but the colour of the thought played upon by light. And we observe the eyes, and there is an immensity of distance between them and a darkness around them and they have an extraordinary colour, the colour of looking through Autumnal leaves at the sky. Above the eyes the brow is tall and lofty like an arch, fluted upwards delicately with very fine lines. A movement quivers across it and it is like the uplifting of the threads in a loom, when the warp mingles with the weft. But suddenly we find that we are looking into the midst of a dark fire, and in the fire there is a bright incandescent speck of seering light; She is looking right at us, or rather into us and we become confused, for something pierces us and we feel as if we were suddenly looking down over a precipice that unexpectedly looms up under our feet. It lasts for an instant and leaves a filament of slender fire in the spine.

There is a great throng of people on the terrace and She moves about, saying a few words here and there to smiling people. There is a bright effervescence in the air and we catch a glimpse of it in the swish of Her white raiment, a hand poised, a gesture, Her voice. For a moment She turns to one close at Her side and has a quick conversation with him. In half an hour She is leaving for another town: arrangements must be made. All the time people are pressing forward, then prostrating before Her, and we notice that every time this happens She is different. To someone in whose bend and gait we can discern real devotion She responds with a slow, very sweet smile, and as it were, collects Herself very precisely, delicately folding Her hands inside Her white shawl; but even if She does not turn, and She does not always smile, one sees a quiver course through Her body, and the expression of Her eyes becomes soft, very gentle for an instant, a softness which the camera can catch just as it can reproduce the fire or the joy of other movements. As these people prostrate themselves, their masses, the direction of lines, the fall of drapery, tilt of head, all flow into one whole. It is like an expert draughtsman who, assembling a group of figures which in reality appear separate unrelated blocs, by a few dynamic lines welds them into a compact, related composition. Her face registers not only Her own response, but something of the heart of the one bowed before Her. Even though at times She attends to practical matters as She walks among the crowd, supervising the baggage and sending people scurrying here and there with last minute arrangements, She has time to turn to those who come to Her; She gives advice, She listens intently, She directs, and throughout She is utterly calm. There is never a moment of hesitation either in Her movements or Her words. Usually we can tell and respond to the artistry, conscious or otherwise, with which a cultivated person measures his pauses and hesitations. The inflections of face and voice in one who waits for an instant before replying, or considering, or pondering, fluctuating between decision and shyness, all these things can be done with grace, with subtle shades of meaning. But with Anandamayi Ma there is no hesitation, no doubt, no pause to collect Her thoughts, no puzzling, no mystification or clouding of the eyes. Only when She is seen can this be verified, but it is true, and one comes to notice it very quickly, so striking is the contrast to the usual ways of men and women. She speaks of "effortless being" of spontaneity, not with the look of one visualizing a distant, scarcely attainable ideal. When She says these words you are looking right at them, for She is a picture, a map, a complete living representation of them: the word made flesh.

A visitor, a distinguished industrialist, has just arrived. He walks over to Her and devoutly prostrates himself and She tilts Her head and smiles sweetly. They talk quietly, at once entering upon some practical matters, for he is a great devotee. She turns and they go into Her room and for some minutes we hear voices in earnest conversation. With more than a dozen Ashrams She has many things that require attention — which She gives with Her characteristically scrupulous observation of detail. We wait until She comes out again. It is time for Her to leave. At the last moment someone comes up to Her, bows and gives Her an orange. As She walks by She looks at us, smiles, drops the orange into our hands and is gone.

The crowd disperses and we go out into the street and we walk along past the shops, eyes down in thought. We have seen Her, the famous Anandamayi Ma we had heard about in London. We have listened to Her words, seen Her walking among Her people, a cluster of humble followers and among a great multitude of people. We have heard of great men, statesmen, philosophers, writers who have come to Her. They come to Her little room and talk and go away, and we hear that sometimes they come again. They write to Her, they see Her when their busy lives permit. There are many such whom we know for their achievements in the world of men. We read of them in the newspapers and we forget that they too have their inner lives.

All of a sudden we become aware of the orange; we look at it. It is bright gold, lumpy. It seems touchingly absurd. We laugh as we remember that sparkling smile She gave us and we put it in our pocket. We walk on wondering. This is the wonderful sage we have been told about. What did we see? A very beautiful ........ and so our thoughts continue. But what did we get from all this? What did we get from Anandamayi Ma? An orange. A simple, lumpy, homely, domestic orange. As we walk along we feel it in our pocket and in a moment a flood of recollection comes up. We remember how we hung up a stocking, as is customary among Western children, on Christmas eve, and next morning we experienced that delicious sensation of feeling the orange in the toe of the sock. And we remember the time when we stole an orange and made the little boy cry who had lost it. Now, we get an orange from Anandamayi Ma! That smile She gave us and Her eyes — we remember it all minutely, and suddenly we want to run back, we want to tell Her all about the orange, only to remember that She has left for another city, that somewhere She is smiling, perhaps about the orange. Instead we are reminded of the story of the poor little boy in the story-book who could not go home at Christmas because his parents were penniless, so he painted them a picture and sent it as a present, and on it were great golden, gigantic golden, five seer oranges. Then we pull ourselves out of these thoughts, straighten up and remember who we are. We have just met Anandamayi Ma and She gave us an orange. We hold it and look at it carefully. It is very golden. Already we want to read about Her, what She says, what is Her teaching. But the sounds and sights of the strange city claim us. Then we forget.

A little later, perhaps when talking to some friends the matter comes up again. We are asked what was our impression and we find that the replies we give are not only evasive, but extraordinarily clumsy. So we ponder over the matter. Goodness, happiness, love — what are these things? Do they really transcend all other matters? What do they mean; what is their significance in a tragic world, shattered by war, suffering, starvation? She has some very special quality. We call it Joy. It seems so awfully insignificant, almost scandalous. Such a simple naked thing is Joy. Such a tormented, anguish-ridden place is the world. Joy. What is Joy? How can Joy be of any importance? People nevertheless prostrate, not before skill, not before technology, but before Joy. Why? Like a child She gave an orange and like a child we received it. If we were to write now to our London friends and tell them about it, they would say it seems so silly, so trivial. Yet this enigma has disturbed us and we like to muse about its implications, although our brains are unequal to the task, helpless before such an elementary question as: wkat is Joy? The mind becomes completely vacant and all our so-called maturity the bright ideas, clever thoughts we had a few moments ago, where have they gone now? All we can do is to remember that inexpressible, beautiful appearance of Anandamayi Ma.

Here, the dream fades, leaving the Londoner irresolute, perplexed.

By seeing Mataji the Londoner or in fact anyone, is reminded of the child that lies hidden beneath the premature adult preoccupations. The orange reminds us of the tedious and stupid efforts we make to increase self-importance and to hide the *lack* of true spiritual maturity. Mataji calls out of us a response of our only true seriousness and at first we are at a loss to know what to do at all, because that seriousness still has the frail innocence of childhood in spite of superficial adult competence stifling it. We are often desperately afraid of inconsistency, afraid that we shall discard a seriousness that befits a serious age, for the sake of such a scandalously naked, simple thing as Joy. When we make this initial discovery, Her presence inspires us and everything becomes beguilingly simple. Many are the occasions when people new to the Ashram totally forget all their worries and responsibilities, even the taking of food, for nothing matters but the chance to sit at the feet of Mataji. As time passes, life in the Ashram under Her guidance becomes a subtle intermingling of extreme simplicity and ease, the absence of worry, the doing of happy, lovely, restful things, until gradually She helps us to assume more serious tasks, in themselves simple, yet requiring utmost concentration and fully mature responsibility, real *Sadhana,* has begun. It is then, and only then, that the meaning of joy begins to dawn—when it becomes the focus of all actions, reshaping them, remoulding the entire cast of the mind, so that the deepest roots of action are gradually cleansed and the magic of childhood, the golden orange, is no longer absurd and unreal, but the source and repository of all we do. This is the philosopher's stone, the ancient symbol, by which all that it touches becomes golden too. The afflictions of the world which have reached such gravely disturbing power in the present age cannot be aided by ideas alone, nor by our accute awareness that they exist, nor by technological research and social development plans, while the orange remains just a humble, domestic, edible orange, and our childishness an awkward reminder of lost innocence. To find in Mataji a beautiful being and a loving generosity, the giver of the golden orange, is but a beginning. But it is the only beginning to chose. She is there, and this is the measure of Her supreme greatness and the very essence of Love, to guide us at every moment, step by step, as we begin to alter everything we believe in, everything we do, till the magic pervades our entire lives, even our most desperate worries and the most complicated problems of contemporary life. Beyond the beautiful gift, beyond Beauty, beyond the inviolable innocence of the child within us, She promises the way to illumination, to *Ananda.*

"Sustained effort ends in effortless being — in other words, what has been attained by constant practice is finally transcended and then spontaneity comes."

# MOTHER'S HOME IS THE HEART.

### By

### Kenneth Grant

Mother's glories are not unknown to Her devotees in England, because through Her incalculable Grace Sri Bhaiji's book has found its way to these shores. Therein is unfolded such a tale of rapture and wonder that the heart melts into bliss at the contemplation of Mothers words and at the sight of Her physical vehicle which enshrines the Light of the Spirit.

Her radiance and splendour are boundless and not confined to India alone, for She abides verily in the Heart and not in time or space. It is in the Heart that one finds Mother ever responsive to one's yearnings towards Her. She stretches forth Her all-merciful hand to the least of Her devotees and consoles them with the doctrine of undecaying Bliss.

It is difficult to describe what Mother means to one for She is too deeply identified with one's inmost heart, with the core of one's being, to be objectified sufficiently for description in common words. Yet one may express the matter as nearly as possible by saying that She is that infinite Void beyond the reach of conceptual thought which shines resplendent as the sun at noonday in the clear unclouded sky of azure emptiness. Sri Bhaiji puts it in a supremely beautiful way when he says in one of his songs to Her:

> "The Sun and the moon, Mother,
> are Thy twin ear-drops,
> the deep blue of the immense sky
> Thy hair and the universe
> Thy glorious Body."

And this "glorious Body", I think, means the body of Bliss, the Body of the Adamantine and Eternal Consciousness assuming the mind-shapes of rapture which constitute the universe as we know it, and not the mere physical vehicle of Mother, beautiful indeed as it is.

But how may a Bhakta of Ma describe the Bliss which is Mother? She is all-embracing and includes all things in Her immensity, even as the ever-vacuous sky contains the planets and the clouds and the star-dust and untold millions of worlds in its illimitable and vaulted body. How can anything express that wonder? Nothing can, for She is Nothing that we can think about, sing about, write about, or know about, for to know Her is to *know Nothing*, which is the void substratum whereon all this universe has its illusory being, its incomprehensible Lila.

But for Mother's Lilas we would be unable to envelop Her image in our minds at all; it is through Her immeasurable Grace alone that we are imbued with the knowledge of Reality through the veils of Her shining words, which breathe the echoes of Truth on the breezes of our lives which are mere dreams and reflections in the tranquil lake of Her unruffled Mind.

It is only through the doctrinal approach that we may come near to expressing Mother in words, for She teaches that Truth which has existed from all time and beyond all time: That the Self alone is real and all else unreal. Mother helps us in realizing this truth by bringing clearly to our minds the inexhaustible store of Her Lilas that we may contemplate them and derive rich spiritual benefits therefrom. Through Sri Bhaiji's words we come to a close intimacy with Mother, because She manifested a little of Her infinite Light in him and by Her Grace he was enabled to write in words some echo of Her own spontaneous and unutterable Realization.

One of Mother's characteristic sayings is: "This body is like a drum; just as you will beat it, it will produce a corresponding sound. I find that there is but one playful master-tune ringing through the whole universe." And this means, I think, that each devotee can see in Mother only the image of his own degree of attainment, exteriorized in a vehicle perfect in its ability to express that attainment in modes of spritual consciousness operative on the dualistic planes of conceptual thought. This is the reason why no one devotee can embrace Mother entirely by his verbal descriptions or intellectual comprehensions, for as soon as he *knows* Mother as *She is*, he has already become Mother and exists in pure Being where only the Adamantine and Advaitin Consciousness abides as the Sole Reality. Thus has Mother declared Herself to be the void substratum of all ideas and forms, the pure and undefiled and ever-shining vacuous Consciousness which alone is real and which is instinct with undecaying Bliss.

Mother's words, whatever they may tell us, do but show the way to merge with Her. They guide us with their subtle and beautiful power to ever more rarefied strata of Being, where the world about us is seen as a shimmering veil concealing realities of which individuality can never be a part. Only by surrendering the individuality, or ego, may we partake of Mother's Supreme Sacrament, which is the full realization of the void nature of all dharmas.

Set as a jewel of burning flame—the flame of everlasting Consciousness—Mother abides, constantly calling to us Her devotees to seek Within and consume our individualities on the pyre of Her brilliant purity.

And if we die to the body and to the mind, to the individuality as well as to hopes of future lives on earth or elsewhere, then we shall be taken up into that flame— the outer veil of the Pranava Om — which merges in that undying Silence which is the mantra of the Void.

That flame is depicted on the cover of 'Ananda Varta', and it is the humble prayer of this devotee that Mother shall absorb us all in Her infinite Compassion and consume us utterly so that we at last may come to the knowledge that Mother alone *is*, and that there never were any seperate existences apart from Her, for it is Her Lila that She divides Herself in twain as the Mother and the wayward child. We are all Her children. Let us return to Mother *now*.

# DIARY LEAVES

By

**Atmananda**

( 2 )*

Usually when people return from a journey they greet their family more or less briefly, and only after refreshing their body by washing, bathing, eating and drinking, they attend to all other business. Not so Mataji. First of all Her family does not only comprise the whole of humanity; all sentient beings as well as so-called inanimate things receive Her loving attention with one exception: Her own body. So when She arrives She has a smile, a kind word, a garland, a flower or a tulsi-leaf for everyone who has come to welcome Her. At once the whole place is lighted up with joy and a sense of fulfilment.

Next to human beings She lavishes Her grace on plants. She takes keen interest in every tree, every creeper, plant, shrub and flower. She often strokes and caresses them affectionately and does not only give minute instructions as to how they can be made to grow better, but also sees to it that what She suggests is carried out then and there.

She inspects the kitchen and the dining-rooms, the *Satsang* hall and the rooms that have been got ready for visitors, inquires about every little detail, gets a carpet moved here and a picture changed there; has a phone-message conveyed to one person and a note sent to another; scrutinizes those who had been ill when She last saw them and those who are in indifferent health at the moment, and speaks words of comfort and advice. When at Banaras She also goes to greet the cows and calves, each individually. Then She may recount some incidents from Her recent travels, tell of old bhaktas or new people She has met. In fact everything imaginable is being attended to for an hour or two or longer until at last one of Her attendants succeeds in getting Her to retire to Her room.

---

* See Ananda Varta, Vol. II, No. 2, Page 185.

I noted this down when She arrived at Banaras some time ago. But of course there are instances when Mataji behaves quite differently. At times She seems utterly distant; Her eyes look far away, She is obviously deeply preoccupied with something that we cannot perceive. There is a hush in the atmosphere and everyone present just gazes at Her in mute awe and wonder.

She is entirely unpredictable—all possibilities are contained in Her.

* * * *

Mataji was taking Her evening stroll on the terrace of the Banaras Ashram overlooking the Ganges, while a number of people stood lined up on either side. Mataji had just told me something and I prostrated. She did not notice it, as She had already turned to someone else. She suddenly stepped backwards, with Her foot right on to my back. For a second my mind stopped functioning, became dazed, then thoughts started pouring in. What was this? Mataji had nearly fallen, had literally walked over me, yet there had been no pain, no weight, no pressure; it felt as if a hand had lightly touched my back. How was this possible?

I stood up as quickly as I could. "Does it hurt much?" asked Mataji. "No, not at all. How light you are!" I could hardly speak for amazement. "Very light?" laughed Mataji and walked away. "The weight of a flower," remarked an old Sannyasi who had witnessed the incident.

* * * *

An elderly lady with a Western education asked for an interview with Mataji. She was well-to-do and childless, but had adopted a couple of young children, whom she was looking after to the best of her ability. Religiously inclined from her childhood she had given much thought to spiritual matters and met quite a number of saints and sages.

"Mataji, I want Self-realization," she said, "and quickly too! For so long have I been after it and now I am getting on in years."

"Self-realization is not in time," replied Mataji, "why do you want to bind it to time?"

"Anyway before I die I must attain," insisted the lady. "I really mean it. Please, tell me how to get Self-realization!"

"You must keep still as much as possible and meditate in solitude," was Mataji's advice." But since you are so keen on Self-realization, why have you taken on yourself the care of those children? This obliges you to pay far too much attention to worldly matters." "But I do not want to withdraw from the world. Why can't I realize here and now, in the midst of my worldly activities?"

Mataji shook Her head: "It can't be done. Look at it in this way," She added with a smile, "when you want to write a letter you don't do it in public. You take your pen and paper and sit by yourself. Once it is written you may read it out to everyone.

"Once the Self is realized the question whether to live in the world or in seclusion does not arise. But while you are striving for it, you must be by yourself."

* * * *

A Punjabi lady had come for Mataji's *darshan*. "Do you attend to your Japa regularly?" asked Mataji. "I do," was the reply, "but my mind does not become still." "All the same you must not give up the attempt," warned Mataji. "My children are so noisy," complained the lady, "not always, it is true, but no sooner have I sat down for my *puja* than, without fail, they get quite uproarious." Mataji smiled: "Suppose you stand at the seashore wishing to go into the water. Can you wait until all the waves have subsided?"

* * * *

Mataji told someone who is a worshipper of Sri Krishna: "Try to see Krishna in everyone and in everything." He answered that he could not possibly do so with regard to the particular person with whom he had just been angry — in fact he could not bear him. "To remain calm in the solitude of your room is easy enough," remarked Mataji. "It is when you are with people who get on your nerves that you have to prove your faith and devotion."

* * * *

The other day at Almora someone wanted to know what '*Maya*' was. It often happens that when learned men are present, Mataji will not open Her mouth until each one has had his say. This time also various opinions and theories had been advanced before Mataji spoke: "One day the great sage Nārada came to Sri Krishna and said: 'What actually is this *Maya* of yours?' '*Maya?*' replied Sri Krishna. 'All right, come for a walk with me.' They trudged along for some time, when a village came into sight. Sri Krishna said: 'I am feeling very thirsty. Will you please get me a glass of water?' Narada went to the village while Sri Krishna waited for him. Nārada entered a house and the housewife sent her beautiful young daughter to fetch the water. When she returned with it, the woman said to the stranger: 'Why don't you marry her? She will make you a good wife.' Nārada thought: 'She really is beautiful,' and he agreed. They had a son and a daughter and lived in great happiness for several years, until one day torrential rain caused a flood. Water penetrated into the house. Narada piled up the furniture and put his family on top of it. But it was of no avail, the water kept on rising and the house became submerged. They all went up on the roof, but the water rose higher and higher. Finally Nārada had to guard his whole family and keep them afloat. The situation was precarious. First his mother-in-law lost strength and got drowned. Narada consoled himself: 'Well, she was old, and might have died anyhow.' Next his little daughter was taken away by the turbulent waters. 'My son is still alive!' Nārada thought. However, soon the boy also let go his grip and disappeared into the rushing stream. 'As long as I have a wife I may have other children,' reflected Narada, trying to keep up his spirits. But his wife was unable to hold out much longer and after some time she also shared the fate of the others. Nārada was getting both desperate and exhausted. Gasping for breath and about to give up the ghost, he found himself standing near Sri Krishna. What is the matter with you,' questioned Sri Krishna, 'and where is my glass of water?' Narada replied: 'Now I know what your Maya is!' "

* * * * *

One night at Brindaban a most animated discussion was in full swing when one of Mataji's bhaktas, a learned old Sannyasi, who as a rule takes a very active part in all argument, fell fast asleep and was snoring peacefully, quite oblivious of what was going on around. Mataji called out to him once or twice without any response. Everyone was highly amused. At last someone by way of a joke dropped a *rasa gula,* (the famous juicy Bengali sweet) into the half-open mouth of the sleeping man. Even this did not have the desired effect, neither the hilarious laughter that followed. But when the sweet syrup began to trickle down his throat, he could not help waking. As so often happens, Mataji made this playful episode an occasion for utterances of profound wisdom. She spoke about *Rasa* ( रस ). There is a difficulty in translating what She said, for the Sanskrit word *Rasa* means any juice from water to nectar, essence, pith, as well as delight of every kind, gross and subtle, also Supreme Delight. There is no equivalent in English.

This is what Mataji said: "Unless *Bhagavad Rasa* is instilled into man, unless the nectar of the Divine penetrates deep within him, his slumbering soul does not awaken. *Vedanta* is also *rasa,* just as *Bhakti* is *rasa*; why should *Vedanta* be described as dry? It is a well-known fact that poison neutralizes poison. Similarly, when transcending nature's delights which are fleeting, man tastes of the delicious flavour of his true being (*Svabhaver Rasa*), of Supreme Delight (*Param Rasa*) then the excruciating anguish of the poison of mere worldly enjoyment is destroyed. Beyond bodily pleasures such as eating, sleeping, moving about and so on, lies Joy Supreme. Don't you recite: '*Brahmānandam Paramasukhadam*', 'Absolute Bliss, Supreme Happiness.' HE is Happiness Itself, Happiness is His very essence. Earthly happiness has its opposite — sorrow. But where happiness is in its essential form (*Ānanda Swarūpa*), unconditioned, there the opposites — joy and misery — find no place; where solely *Sva Rasa* is there can be no question of *a-rasa,* of the sense of dryness, of emptiness, of the anguish of God's absence. He is the Fountain of Joy — Joy and Joy alone is His Being. A state exists in which there is only Bliss, Beatitude, Supreme Felicity. At your level joy has its opposite, you speak of the joys of heaven and of the torments of hell. But where Eternal Bliss is, — Bliss in its own right cannot be expressed, it is entirely beyond words. There — what is? what is not? To speak means to float on the surface; what language can express that which is neither floating nor diving deep?"

* * * *

A gentleman who lives in a far-off hill-station in the Himalayas had come for Mataji's darshan and stayed for some days. During his journey back home he wrote the following letter to which Mataji replied in detail, paragraph by paragraph, as follows:

***The letter*:** At the time of parting, when with a broken heart I did ***Pranam*** to you, I knew that I had found something, but I also felt as if I were losing something. In this mood I went my way.

***Mataji's reply*:** Where nothing is, there is everything. All efforts are for the sake of this realization only.

To do *Pranam* means to pour oneself out at His feet, to become closely bound to them and thereby united to Him, to become His who alone *is*. When doing *Pranam* in a temple or anywhere else, you should not hold back anything, but give yourself without reserve.

***The letter :*** To know you always near although physically you may be far away, this experience can only come by your Grace. It seems impossible for me to attain it through my own efforts.

***Mataji's reply :*** You must know Him in such a way that no place remains where He is not. According to *Vaishnavite* terminology there is *virâha* and *milana* (separation and union). But this *virâha rasa,* this experience of profound yearning for God, is not like the worldly sense of separateness, which means not knowing the other, being unfulfilled.

Everything comes by His Grace alone — this of course is a fact. You experience as your own the power He has vested in you. Apply it in His service to the utmost of your capability, whatever be the nature of your approach, whatever your line.

***The letter :*** While I was near you, I forgot all about my home. I did not give a single thought to my family affairs and cares. But the nearer the train carries me to my home, the more my domestic hopes and worries crowd into my mind.

***Mataji's reply :*** Just as thoughts about your home crowd into your mind as you draw nearer to your dwelling-place, so also the closer you get to God, the greater grows the joy derived from the ever-increasing variety of the experiences of the Divine. Indeed as you advance totowards your real home, you realize more and more of this Joy. You are on the way to finding yourself, be it as the servant of the Lord, or as a part of Him, or as the ONE SELF. You must seek what will take you to EKA RASA, the state of undifferentiated Being, of Oneness, where nothing remains to be known, to be attained.

***The letter :*** Grant me the strength, the power to become firmly established in pure devotion, in truthfulness and sincerity. I desire no other wealth except the abandonment of myself at the Feet of the Lord.

***Mataji's reply :*** All desire must be for God only. Whatever you do, whether with your hands or with your brain, do it as His service. Whatever you accept, physically or mentally, accept it as God coming to you in this shape. If anything is to be given, it is yourself surrendered at His Feet.

# NOTES AND COMMENTS

For the last several years Mataji has blessed Banaras with Her presence during the *Jhulan* and *Janmastami* celebrations. These festivals are occasions of rejoicing for every Hindu family and Ashram, but more especially for children. The child Krishna, Divine mischievous Gopal tremendously fascinates the imagination of every boy and girl.

At the Banaras Ashram there is a small residential school, called *"Sri Sri Ma Anandamayi Kanyapith,"* where girls are brought up according to the ancient ideals of ***Brahmacharya,*** while at the same time they are taught all the subjects of the modern curriculum and prepared for the matriculation and other exams. During the *Jhulan* week (as in previous years), every night at 9 p. m., when the Satsang was over, Mataji was being invited upstairs to the girls' hall as the chief guest at their artistic performances. Every night the decorations of the hall were changed into more and more lovely ones, every night a new programme of religious songs, dances and dramatic scenes was displayed. The culmination was a really exquisite dramatic representation of the main incidents from the life of *Sri Gauranga.* Many in the audience were moved to tears.

With what simple means and few accessories the plays were made effective! Watching these children perform night after night, in Bengali as well as in Hindi, we became ever more delighted and also ever more thoughtful.

Modern education is largely outward turned. Children are given every scope to observe and get acquainted with as many interesting people, things and progressive activities in the world as possible. Here on the contrary, hidden away in a lane on the banks of the holy river, students and teachers lead a strict, secluded life, devoid of outer distractions. Not for the sake of discipline or austerity, but with the definite purpose of giving them a taste of That which alone is worth having, of laying a solid foundation for a life of dedication, under every circumstance, to the search of the Highest Good. These children never go out to a cinema or any other worldly entertainment, they do not even go home during their holidays. But do they miss, anything ? From where do they get such a remarkable sense of art and beauty ? Who teaches them to play-act with such intelligence ? Every single one of them took part in several items and they all showed surprising talent, skill and depth of feeling. 'Where else can one find such a school ? It is true, it consists of only about 20 students. But what do numbers matter ? Does not one man or woman who is egoless and divinely inspired influence millions and for centuries ? These children's lives are not only occupied with studies, work and play ; much of their time and thought is taken up by Kirtan and devotional music, by the reading of scriptures and of the lives of saints and sages, by ritual, japa and meditation. There is practically no time or opportunity for gossip and quarrelling, for idle chattering, the display of fashion or any of the vain pursuits that drain so much of the energy of most children and grown-ups. We see the sparkling eyes and the quiet happiness on these girls' faces. We hear them laugh and sing whilst they are about their work in the house or in their tiny garden. The Brahmacharinis seem possessed of an inward richness, of a sense of inner security and poise which is very rare with the very young and even at an advanced age. We have begun to wonder whether this unassuming, insignificant little school may not perhaps prove to be a very significant educational experiment ?

* * * *

Last March on the eve of Mataji's departure for Brindaban, a devotee came to inform Her that somewhere at Banaras a beautiful large *Vigraha* of Gopal, made of black stone was kept in the house of its *pujari*, its owner living at Pakistan. Since the latter had for the last three years been unable to send money for the *Puja*, the priest was eager to find another home for the *vigraha*, failing which he had decided to immerse it in the Ganges, as he could no longer afford the expense for the *Puja*. On hearing the story it was generally felt that it might be a good idea to take the *vigraha* to the new Ashram at Brindaban. A Brahmachari was sent for the image. But there were difficulties. The *Pujari* hesitated to part with the image without the formal consent of its owner ; moreover, he wanted the expenses incurred for the worship during three years, refunded. The Ashramites declared that there was no object in spending money on the *vigraha* and the matter was left at that.

However, on Mataji's arrival at Banaras on August 9th, a message was sent to Her by the priest that he was now willing to hand over the image to Her Ashram free of charge. At once Mataji sent Brahmachari Raghunath Das Goswami in Her own car to bring 'Gopal' to the Ashram. As soon as the *vigraha* arrived, it was exhibited to everyone on the elevation of the terrace. Kirtan was sung and incense burnt. Mataji Herself put a couple of garlands round *'Gopal's* neck. Every night during the *Jhulan*-week Gopal was placed on the swing in the girls' hall and was present during their artistic performances described above. At *Janmastami* the image was the object of the Puja at the *Chandi Mandap* during both nights. On *Janmastami* day came the blind wife of the *Pujari*, in whose house the image had been worshipped for the last 31 years. With tears in her eyes she related a number of details, connected with the *vigraha*. Once one of her relatives dreamt that Gopal was not satisfied with the worship offered to him. Later her son dreamt that Gopal said: "Do not remove me from Banaras!"

On the morning after *Janmastami*, before the *Vigraha* was finally given a place in the room adjoining the *Annapurna Temple* of the Ashram, photos were taken of Mataji together with the image.* At Ranchi during the recent *Durga Puja* a lady from Calcutta was struck with surprise when she saw the pictures. She is a great admirer of Sri Ramana Maharshi and had never worshipped Gopal. Four years ago, however, she had a strange dream, which she related to Mataji when she met Her two years later. She dreamt that she was sitting on a terrace overlooking the Ganges, when a small boy of very dark complexion came up to her and stood on her lap. She asked him who he was and he pointed to a shrine nearby, saying: 'The one who lives in there and I are one and the same. Worship me!' He then changed into a tiny baby and lay in her lap. On seeing the photos of the stone image of Gopal, the lady recognized with certainty the black little boy of her dream. She felt strangely moved. Accompanying Mataji to Banaras and seeing the *vigraha*, she confirmed the correctness of her impression and also verified that the place where she had sat in her dream had similar surroundings as the Ashram terrace. She was evidently profoundly touched and expressed the desire to arrange for a special *puja* for Gopal. It was celebrated on Oct 10th, before Mataji left for Brindaban and everyone present partook of the *prasad.*

---

* See picture facing page 225.

This is only one example of the innumerable strange things that constantly happen round Mataji. To comprehend the reasons why She does or says anything, is far beyond our limited capacity of understanding.

* * * *

There was yet another new feature at *Janmastami* this year. The customary plastic representation of the principal scenes of Sri Krishna's early life at Gokula, Brindaban and Mathura was, at Mataji's suggestion, arranged in the open air. The small garden that has grown up where the *Mahayajna* was celebrated from 1947-50, proved an ideal site. The elevation erected over the place where the sacrificial fire (*Yajna Kunda*) had been kept, provided a natural *'Mount Govardhana'*; the *Rasa lila* was staged under the tree near Mataji's kitchen, the river *Yamuna* made to flow through the two little ponds and the black snake placed in one of them, while 'Mathura' was on the terrace across the path. Although slightly disturbed on one day by a short shower of rain, the charm of this miniature 'Brindaban' amidst trees and creepers was undeniable.

After the Puja late at night on August 21st, Mataji went round showering rose-petals on all the trees and plants and on all people present, saying. 'All the trees and plants are *Gopal,* everyone is *Gopal* to-day.'

The next morning the *'Nandotsava'* was observed. It is a sequel to *Janmastami,* full of frolics and laughter, the rejoicing of the cowherds over the birth of Sri Krishna. Some of the children of the *Kanyapith* dressed up as *Gopas* and *Gopinis,* carrying on their heads large earthen pots containing curds, danced round Mataji, who was seated on their closed verandah. But gradually Mataji and all of them came outside with their cymbals and drums and pots of curds, and collecting at 'Brindaban' sang Kirtan with ever increasing enthusiasm moving round *'Mount Govardhana'*. Mataji led the Kirtan for a while, rousing everybody to join in the chorus. When Mataji sings it always is more than a mere song. All women present began to take part in the circumambulation, whilst the men stood watching from a slight distance. Suddenly someone with great force banged down a pot of curds. It broke into a thousand pieces, its precious contents splashing in all directions. This is part of the celebration. Does it signify the breaking of the shell of the ego, that imprisons each one of us? If only it had really happened! ........ Many scrambled to pick up a piece of the earthenware and marked each other's foreheads with the sacred curd. Now pot after pot was handed to Mataji who distributed curds in large quantities, turning right and left, backwards and forwards with great smartness and swiftness to satisfy the clamouring crowd. Her face was beaming. She was obviously quite oblivious of the pushing and the noise, of being wedged in between women and children — and all the while the Kirtan was mounting to ever higher waves of rapturous joy. At last everyone had received his share of the curds, — and to be sure it was not only curds that we got! The Kirtan calmed down and was brought to an end. Everyone prostrated. Mataji went inside, followed by the girls with their musical instruments. A few Brahmacharis came out and began to take down the canvas roofing and to dismantle ***"Brindaban."*** Some of us stood around as in a dream, still under the spell of the *'Nandotsava'*. Then we remembered that we were in Bhadaini, Banaras and that it was lunch-time. Strange! Where had we been all the morning?...............

* * * *

From August 16th to 19th, between Jhulan and Janmastami, Mataji had visited Vindhyachal accompanied by Dr. Pannalal and a very few others. On returning, the party halted at Chunar.

We have to remind our readers of an incident mentioned in Bhaiji's book ***'Mother as Revealed to Me'*** (***Matri Darshan***). In September 1927 Mataji took the train to Jaipur from Chunar. When Bhaiji came to see Her off at the station, She indicated to him a certain spot near the hillock on which the fort is built and told him: "Go there on your way from the station. You will find a garland of hibiscus flowers (***Java Kusum***) there. Take it with you and preserve it carefully." Bhaiji did as he was told. When Mataji returned to Chunar She saw the garland. Later, when She went to Dacca, it was found that Brahmachari Kamalakanta who daily used to offer a garland of hibiscus flowers to the image of Kali, had forgotten to do so on the day Bhaiji found the garland at Chunar. From where the garland came and whether it was connected with the one left unused at Dacca is a puzzle which we cannot solve.*

Some two or three years ago, when Dr. Pannalal motored to Vindhyachal with Mataji, She showed him the place at his request and Kirtan was sung there by some Bhaktas who happened to be present.

A few months ago Dr. Pannalal's son-in-law was transferred to the region of Mirzapur and Banaras as conservator of forests of the Eastern Division of the U. P. Dr. Pannalal had for some time been eager to plant some trees, a *Panchavati*†, at that memorable spot at Chunar. His son-in-law agreed to arrange for it and he secured Mataji's consent to be present Herself at the ceremony on the afternoon of August 19th. The function took full two and a half hours. Vedic Hymns and other sacred texts were chanted. Brahmachari Kamalakanta, who had forgotten to offer the garland at Dacca in 1927 and who now stays at Vindhyachal, took active part in the ceremony. Mataji gave suggestions throughout. It was pouring with rain and everyone was drenched. Dr. Pannalal felt very remorseful at having been the cause of what he considered an ordeal to Mataji. He was very gloomy even the next morning at Banaras, but Mataji called him and laughing merrily, said, "Pitaji, would you believe it, it did not hurt *me* at all to be drenched to the skin; on the contrary my *rheumatic pain* has considerably improved due to this prolonged rain bath. Don't feel sorry, everything happened exactly as it should have."

* * *

On the evening of August 22nd, the day of the *Nandotsava*, Mataji left Banaras for New Delhi, where on the 26th the inauguration of a new Ashram at a colony called "*Chandraloka*" 8 to 10 miles from New Delhi, took place in Mataji's presence. Sri Haribabaji Maharaj also came for the occasion.

For many years the devotees of Delhi had been trying to build an Ashram for Mataji. A plot of land was purchased, but they were unable to raise sufficient funds for a building. However, when recently a devotee very generously donated another piece of land, the previously acquired plot could be sold and the money used to start building. A few rooms were ready for the use of Mataji and Her party during Her sojourn in August. A circular Satsang hall in the centre of the Ashram is planned. It had then come up to plinth level.

---

* The garland is even now being preserved in the Banaras Ashram.

† Banyan, Ashvatha, Bel, Ashok, Amloki. A seat under a cluster of these five trees is supposed to be very auspicious for meditation.

An all-night Kirtan was held in the new Ashram. Many women attended, who had never before stayed up for a whole night in this way. To their own amazement they felt so inspired that they were not aware of any fatigue.

One day the High Commissioner of Pakistan, Raja Gaznaffar Ali Khan came for Mataji's Darshan and seemed profoundly impressed.

On August 30th Mataji left Delhi for Kanpur, remaining there for half a day only. At 3 A. M. the train passed through Ettawah. Even at that most inconvenient hour a large number of devotees came to the station with offerings.

Mataji's party, headed by Didima, reached Banaras on Sept. 1st night, but Mataji Herself went on to Calcutta. She passed through Mogal-Sarai without informing the bhaktas at Banaras. Putting up at Dum-Dum She went straight to the hospital to see one of Her old devotees, Sri Manmohan Ghosh, the architect of the greater part of the Banaras and Brindaban Ashrams. It is largely due to his skill, hard work and rare artistic sense that the Banaras Ashram is considered to be one of the most beautiful and imposing structures on the river front. Manmohanda is one of those unusual people, who never speak about their devotion or crowd round Mataji. Yet in his quiet way he has by his actions given ample proof of his sincerity and wholeheartedness. Several months ago he fell seriously ill and had to repair to Calcutta to seek medical aid. In the course of his treatment one of his legs unfortunately had to be amputated. When Mataji suddenly appeared in his room at the hospital, he was almost beside himself with happiness. Forgetting his condition he tried to advance towards Her and literally fell into Her arms. He clasped Her with both hands, as if never to let Her go again. He and his wife cried for joy and tried their best to persuade Mataji to stay for another day, but She was in a hurry to get to Banaras and left the same evening, reaching the holy city on the 3rd morning, after two nights in the train. It was only after Mataji left the hospital at noon, that people at

Calcutta were informed of Her flying visit. She gave Darshan at the Ashram at Ballygunj before boarding the train.

* * * *

The Anandamayi Ghat, upon which the Banaras Ashram is erected, was in a more or less precarious condition ever since the high flood in 1948. Although large scale repairs were being carried out every winter for the last three years, a number of cracks periodically appeared in the Satsang hall and some engineers expressed their doubts as to its safety. Some 20 months ago Mataji declared that She would not enter the hall for one whole year. Mataji never gives reasons for what She does. Anyhow, the hall was emptied of carpets, pictures, fans etc. and locked. Thereafter the Satsang had to be held in other parts of the Ashram, which are not nearly so spacious or convenient. According to some engineers the hall was for some time even in danger of collapsing and falling into the Ganges. It was a sad prospect that the beautiful hall in which Mataji had sat day after day for several years whenever at Banaras, and which is associated with so many unforgettable, inspiring memories, might have to be abandoned to the river. Luckily this danger seems now to have passed for good. It was therefore decided that the hall should be restored and reopened for general use on the ocasion of the *Srimad Bhagavata Jayanti*, which has become an annual function at the Ashram and it was held this year from 5th to 13th Sept. Dr. Pannalal was instrumental in calling a Pandit from Brindaban, a young man *in his late* twenties, who in spite of his comparative youth is a remarkable expert in the reading and expounding of the *Srimad Bhagavata.* He delighted the very large audience not only by his learning, but even more by his melodious voice and great sense of humour. A loudspeaker was installed in the courtyard of the Ashram, so that the Ashramites who were busy with housework, as well as the overflow of visitors who could not find places in the hall, were able to listen to the talks from anywhere on the premises. A *Bhagavata Saptah* is nothing unusual in Mataji's Ashrams, nevertheless everyone was agreed that this one was a specially successful and enjoyable function.

* * * *

As soon as it was brought to completion, on Sept. 13th evening, Mataji motored to Vindhyachal for a night and from there to Allahabad.

Usually She visits this town round about that time of the year, at the request of Sri Gopal Thakur, to attend certain ceremonies connected with the installation of the image of the Goddess *Durga* in preparation for *Durga Puja.* On the 16th night She was back at Banaras. The day of the 17th was spent at Vindhyachal, where the District Magistrate of Mirzapur and his family had lunch at the Ashram. Again on the 19th afternoon Mataji returned to Vindhyachal for a couple of hours, accompanied by Sri Gopinath Kaviraj and others. In the morning She had been present at a feast given yearly to one hundred sadhus at the Banaras Ashram, on the anniversary of Sri Akhandanandaji's* *Maha samadhi.*

On Sept.22nd a large party inclu- Didima and Didi left the Banaras Ashram for Ranchi, to assist with the preparations for the forthcoming Durga Puja, whereas Mataji Herself proceeded to Calcutta and paid another visit to Manmohanda, who is still ailing. On the 24th morning She arrived at Puri and after a stay of barely two days travelled from there directly to Ranchi.

* * * *

About a year ago Dr. P. R. Ghosh, a young dentist of Ranchi was building a new house for himself. When meeting Mataji last November during the *Samyam Mahavrata* at Calcutta, he was so impressed that he decided to offer the house to Mataji as an Ashram. Thereupon the devotees of Ranchi approached Mataji with the urgent request to inaugurate the new Ashram on the occasion of Durga Puja. Although other plans were already under consideration, they were scrapped in favour of Ranchi. Invitations went to bhaktas all over India. But the people of Ranchi, who had no experience in arranging a gathering of such magnitude, started getting nervous. They were wondering whether they would be able to raise the necessary funds and to manage efficiently such a huge and elaborate function. But Didi reassured them, and by Mataji's grace everything worked out without a hitch. Whatever was needed turned up invariably at the right time.

The whole town seemed to be interested. The large pandal erected in the open space near the Ashram was mostly packed and yet there was pindrop silence. Mataji knows the art of converting every half-hearted on-looker into an active and enthusiastic participator. During the Puja one group sang Kirtan, another was engaged in Japa, a third in *Devi Bhagvata Path* and yet others sat absorbed in silent meditation. Whoever approached the pandal was startled by the overwhelming atmosphere of a Divine Presence.

---

* Didi's father.

*Durga Puja* is supposed to have been performed for the first time by Sri Rama as a thanks giving for his victory over Ravana. Mataji therefore suggested that the reading of the whole of the *Rāmāyana* should be accomplished during the *Navaratri*, along side with the Puja. Some Sannyasis and Brahmacharis took turns in the chanting. Moreover, in the evenings of the four main days of the Puja, certain portions of the Rāmāyana were recited and expounded in a most lively, dramatic manner by a famous expert, who kept his listeners spellbound for hours together.

On October 8th Mataji left for Banaras, from where She proceeded to Brindaban on the 10th at the request of Sri Hari Babaji Maharaj. On the 14th She was once again in the train, travelling to Hoshiarpur where She stayed at the *Sachchidanandashram*, returning to Brindaban on the 24th in time for the *Dipavali* festival.

By the middle of November Mataji is expected to reach Bombay, where the fourth *Samyam Saptaha Mahavrata* will be observed at the Sri Lakshmi Narayan Temple, Santa Cruz, from 18th-24th November.

# List of Publications from Shree Shree Ma Anandamayee Ashram

## B 2/94, BHADAINI, BANARAS.

| No. | Name of Books | Language | Author | Price | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matri Darshan .. .. | Bengali | Bhaiji | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Matri Darshan .. .. | Hindi | " | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Matri Darshan .. .. | Gujrati | " | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Matri Darshanam .. .. | Sanskrit | " | 1 | 8 | 0 |
| 5. | Mother as Revealed to Me (English Version of Matri Darshan) | English | | 1 | 12 | 0 |
| 6. | Sadvani .. .. .. | Bengali | Bhaiji | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Sadvani .. .. .. | Hindi | | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Sadvani . .. | English | " | | | |
| 9. | Sri Sri Ma Anandamayi | Bengali I | Gurupriya Devi | 2 | 0 | 0 |
| 10. | Sri Sri Ma Anandamayi | " II | " | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Sri Sri Ma Anandamayi | " III | " | 2 | 0 | 0 |
| 12. | Sri Sri Ma Anandamayi | " IV | " | 2 | 0 | 0 |
| 13. | Sri Sri Ma Anandamayi | " V | " | 2 | 0 | 0 |
| 14. | Sri Sri Ma Anandamayi | " VI | " | 2 | 0 | 0 |
| 15. | Sri Sri Ma Anandamayi | " VII | " | 2 | 0 | 0 |
| 16, | Sri Sri Ma Anandamayi | " VIII | " | In Press | | |
| 17. | Sri Sri Ma Anandamayi | Hindi I | " | 2 | 0 | 0 |
| 18. | Sri Sri Ma Anandamayi | " II | " | 2 | 0 | 0 |
| 19. | Ma Anandamayi | English | Devotees | 3 | 8 | 0 |
| 20. | Mother as seen by Her Devotees | " | " | In Press | | |
| 21. | Matri Lila Sankirtan | Bengali | " | 0 | 4 | 0 |
| 22. | Matri Lila Sankirtan | Hindi | " | 0 | 5 | 0 |
| 23. | Akhanda Mahayajna | Bengali | Gurupriya Devi | 2 | 8 | 0 |
| 24. | Akhanda Mahayajna | Hindi | " | 2 | 8 | 0 |
| 25. | Ma Anandamayi Upadeshamrita | Bengali | " | 1 | 8 | 0 |
| 26. | Ma Anandamayi Upadeshamrita | Hindi | " | In Press | | |

## PHOTOS & BLOCK PRINTS OF SRI SRI MA

1. Photo Print Rs. 15/- (mounted)
2. " " Rs. 10/ "
3. " " Rs. 5/ each
4. " " Rs. 3/ each
5. " " Rs. 1/8/- each
6. " " Re. 1/- each
7. " " As. -/8/- each

8. Block Print Re. 1/- each Seashore
9. " " Re. 1/- each Chuda
10. Bengali Album Rs. 2/- each
11. " " Rs. 1/8/- each
12. English Album Rs. 2/- each
13. " " Rs. 1/8/- each

# ĀNANDA VĀRTĀ

FEBRUARY

1955

VOL. II ✿ NO. 4

आनन्दमयी संघ
ॐ मा

# Contents

Page No.

1. মাতৃবাণী ... ... ... ... 292
2. শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজকৃত ব্যাখ্যাসহ ... 294
3. আনন্দিনী– শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি .. ... ... 301
4. অজপা রহস্য—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ... ... 302
5. বৃন্দাবনে বারো দিন—পাঁচ-ভূতের লেখা ... ... ... 308
6. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত .... ... 313
7. মন্ত্র-বিজ্ঞানের এক দিক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ... 319
8. আদিগুরু দত্তাত্রেয়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ .... ... 326
9. मातृ-वाणी .... .... .... 328
10. श्री श्री माँ की अमरवाणी—महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज कृत व्याख्या सहित.... 330
11. धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्य्य मयी श्री श्री आनन्दमयी माँ—स्वामी स्वतन्त्रानन्द .... 338
12. अजपा रहस्य—महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज .... .... 344
13. राँची में सतसंग—श्री वीरेश्वर गाँगुली ... ... ... 352
14. आदी गुरु दत्तात्रेय—महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज ... 356
15. Matri Vani .... ... ... 360
16. Mataji's Amara Vani ... ... .... 363
17. Mother's Transcendence—Nalini Kanta Brahma ... 371
18. The Holy Mother Anandamayi as I have known Her—Bireshwar Ganguly ... 376
19. Diary Leaves—Atmananda ... ... .... 382
20. Notes and Comments ... ... ... 387

---

Price : Rs. 1/8/-

Annual subscription ( for four issues ) India Rs. 4/- Foreign Rs. 5/-

*Printed & Published by*—Brahmachari Kamal Bhattacharjee for
Shree Shree Anandamayee Sangh, Banaras, at the Kamala Press, Godhowlia, Banaras.

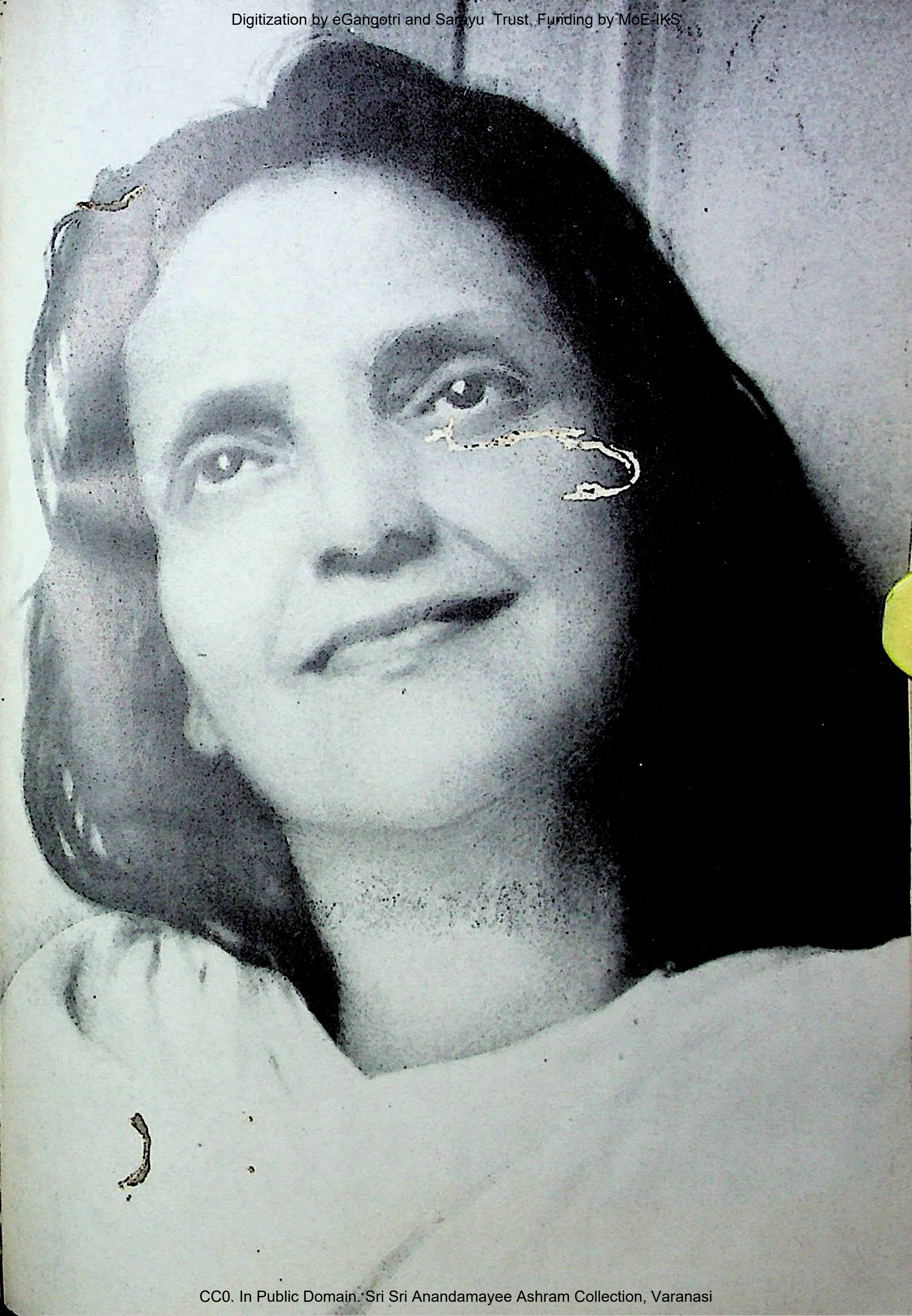

# ĀNANDA VĀRTĀ

হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।

VOL. II FEBRUARY 1955 No. 4

## —মাতৃ-বাণী—

( বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীমা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন উহার সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন )

( ৫৪ )

বাবা মাকে জানাইয়া দে—যা'র যা'র কর্ম্মসংস্কার নিয়ে সে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুস্থ, অসুস্থ সংসারে আছেই। বাবা মা ত এত দেখিয়া আসিতেছে। ধৈর্য্য ধরিতে হইবে। এত চঞ্চল ও অস্থির হইলে শান্ত মাথায় যত্ন চলিবে কি করিয়া? মন খারাপে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে অস্বাস্থ্যের দিক্‌টাই ত বাড়িয়া যাইবে। ভগবানের সব। তিনি দিয়াছেন সেবা করিতে। যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাওয়া। যাঁহার সকল তাঁহার উপর নির্ভর রাখার চেষ্টা। বাবা মা কি জানে না যে ব্যস্ত হইলে কোন কাজ ভাল হয় না? ব্যস্ততা মানে মনের অশান্ততা। চিন্তা আসাটা ত স্বাভাবিক, পিতামাতা ত। কিন্তু বিচার করিবার চেষ্টা করিতে হয়। সবই যে তাঁহার, ব্যবস্থাও তাঁহারই। নিজেরা চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারিলে ত সকলেই ইচ্ছামত সব করিয়া লইত। কাজেই যাঁর সব তাঁর উপর নির্ভর রাখার চেষ্টা। যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন।

( ৫৫ )

উহার এত মন খারাপ কেন? অনিত্য সংসার—তার জন্য এত ভেবে মন খারাপ করা কেন? কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাওয়া, বীর ধীর হইয়া। তিনিই সব করাইতেছেন এইটি মনে রাখা। তিনি যা' করাইবেন তা'ই ঠিক। তাঁ'র হাতের যন্ত্রবৎ নিজকে রাখার চেষ্টা। এত চিন্তা করা না।

( ৫৬ )

খান্নার মহাত্মা ত্রিবেণীপুরী মহারাজের দেহত্যাগ হইলে তাঁহার পরম ভক্ত কৃষ্ণানন্দ অবধূতজীকে মা লিখিতেছেন—"মিলন রূপসে বিরহ রূপসে খুদহী স্বয়ং"।

( ৫৭ )

দীক্ষার প্রয়োজন আছে কি না ইহার উত্তরে মা বলিলেন, "দীক্ষার প্রয়োজন হইলে সময় মত হইয়া যায়। ভগবৎ চিন্তাতে থাকার চেষ্টা। যা' প্রয়োজন তিনি সময় মত করেন এই বিশ্বাস রাখা।"

( ৫৮ )

ভগবৎ নাম এবং ভগবৎ চিন্তা ব্যতীত পৃথিবীতে শান্তির আশা নাই। কর্ত্তব্যকে প্রধান করে' নেওয়া। যিনি সর্ব্বদুঃখ হরণ করেন, যেখানে রাম, সেখানে আরাম। যেখানে রাম নাই সেখানে ব্যারাম।

( ৫৯ )

ভগবানের নাম করা—যে নাম ভাল লাগে। সেবা ভাব নিয়া দিন কাটান।

( ৬০ )

ভগবানের নাম নিয়ে থাকা। ধীরে ধীরে সময় চলে যাচ্ছে।

( ৬১ )

সত্যানুসন্ধান দ্বারা মানুষ উর্দ্ধে যেতে পারে। ইহাই কর্ত্তব্য মনে করবার চেষ্টা করা।

( ৬২ )

ভগবৎ চিন্তাদ্বারাই শান্তির আশা আছে। তাঁহার উপর সর্ব্বপ্রকার আশা রাখা।

( ৬৩ )

যাঁহার ধ্যান কর্‌লে ভগবৎ বুদ্ধি জন্মায় তাহাই করা কর্ত্তব্য।

# শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্ কৃত ব্যাখ্যাসহ

## সাত

প্রঃ—ক্ষণের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ বল, বুঝিতে পারি না।

মা—যে ক্ষণ নিয়ে যে জন্ম নিয়েছে সেটা ভোগ করে যাচ্ছে। আর সাধন করে যে ক্ষণটা পেল সে ক্ষণ তাকে সর্ব্বক্রিয়ার পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ কর্ম্ম পূর্ণ করে দিচ্ছে। ধর না, প্রাকৃত মানে যে এগুলির মধ্যে আছে। গুণ মানে যাহা গুণ কষা যায়, গুণ হয়। কারণ এ স্থান ত নিত্য নয়। কালে প্রাকৃত জগতের যা বোধ, তাহা ক্ষণস্থায়ী বোধ। কারণ এদিকে দেখতে গেলে নষ্ট হয়। বৈরাগ্যে জ্বালাতে পারে, ভাব-ভক্তিতে গলাতে পারে, যা জ্বলবার যা গলবার। আবার যে ক্ষণে গলে না, জ্বলে না—নিত্য। সেটি ধরবার জন্য চেষ্টা আর কি। আরে, এই সেই, ও আলাদা কোথায়? যখন ধারায় ধরা পড়ে যাবে। বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীত তার নিকট আলাদা কোথায়? তোমার দেওয়ালের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে জিনিষ আনা (যোগীর দৃষ্টান্তে)। দেওয়াল থেকেও দেওয়াল নাই, না থেকেও দেওয়াল আছে—যেখানে ঐ প্রকাশ। পর্দ্দার ওপারে বস্তু, সামনে পর্দ্দা। পর্দ্দা পূর্ব্বে ছিল না, আগেও থাকবে না,—উপস্থিতও নাই। এই রূপটাও। ধর না, যে যোগে পর্দ্দার আড়াল তার কর্ম্মের বাধা দিতে পারে না এই দেখাটাও সেই প্রকার হয়। আবার যে দেখতে পারে তার কাছে গতি স্থিতি ভিন্ন থেকেও ভিন্ন নেই, ওখানে সবই সম্ভব। আর সব সময় সব কথা বলবার খেয়াল হয় না। এ সব যে চমৎকার রাজ্য। এই যে ক্ষণ, বিকৃত ক্ষণ পাচ্ছ, মহাক্ষণে এই স্থিতি অস্থিতি যা কিছু, থেকেও নাই এবং আছে। আবার সেই মহাক্ষণ খণ্ডক্ষণ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হ'বে না।

## আট

আজ রাত্রিতে আবার ক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় মা বলিলেন—

মা—ক্ষণ মানে সময়, কিন্তু তোমাদের এ সময় নয়। সময় মানে স্ব-ময়। যেখানে স্ব ছাড়া আর কথাই নাই।

প্রঃ—গতির মধ্যে স্থিতি, স্থিতির মধ্যে গতি, এটা কি?

মা—বীজ মাটীর সঙ্গে যেই যুক্ত হল, অর্থাৎ মিলল, সেই মুহূর্ত্তে যে স্থিতি। এই স্থিতি হ'ল আর অঙ্কুরিত হওয়ার দিকে চলল। চলাটা ত গতি? গতি মানে এক জায়গায় নাই। আবার জায়গায়ই ত ছিল। আর ছিল মানে আছে। গাছটা যত বড় হ'য়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা জায়গায়ই আছে—সাময়িকও আছে। আবার পাতাটা বড় হ'য়ে যাচ্ছে, ঝ'রে যাচ্ছে, এক জায়গায় নাই। আছে আর নাই, একটা গাছেই ত। গাছে ফল আছে, তাই দেবে। দেবে মানে দেয়, উপমা ত সর্ব্বাঙ্গীন হয় না।

আবার ক্ষণের প্রসঙ্গে মা বলিলেন—

মা—সব সময়ই ত ক্ষণ। যেমন একটি গাছে অনন্ত গাছ, অনন্ত পাতা, অনন্ত গতি, অনন্ত স্থিতি, তেমন একটি ক্ষণের মধ্যে অনন্ত ক্ষণ,

অনন্ত ক্ষণের মধ্যে একটা ক্ষণ। দেখ এখন গতি স্থিতি ঐ ক্ষণেই। তা হ'লে ক্ষণের প্রকাশ কথাটি আসে কেন? আসে এই কারণে, যেমন তোমার যে আলাদা আলাদা ভাব, ভিন্ন বোধে ত? তাই ভিন্ন আছে তোমার কাছে। এই যে তোমার কাছে ভিন্নত্ব রয়েছে, অর্থাৎ তুমি যে সৃষ্ট হয়েছ, সে সময়ে অর্থাৎ যে ক্ষণে সেই অনুযায়ী তোমার প্রকৃতি, তোমার চাওয়া, পাওয়া, পুষ্টি, জিজ্ঞাসা— সব। সেইজন্য তোমার জন্মের ক্ষণ আলাদা, তোমার মায়ের ক্ষণ আলাদা, তোমার পিতার ক্ষণ আলাদা, আলাদা প্রকৃতি স্বভাব। তোমাদের যার যার লাইন অনুযায়ী এমন সময় এমন ক্ষণ পেতে হ'বে, যে যোগে তুমি যুক্ত রয়েছ তার প্রকাশ হওয়া অর্থাৎ মহাযোগ প্রকাশ হওয়ার জন্য। মহাযোগ মানে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোমাতে, তুমি তাহাতে, আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব'লেও কোন প্রশ্ন নাই। আছে নাই, নাই-ও না, আছেও না, তারো আগে, যা' বল তাই। সেই যে রূপেই হউক প্রকাশ হওয়া। যেই ক্ষণটা, যে সময়টা পেলে তুমি নিজেকে জানতে পারবে। তোমার নিজেকে জানা মানে তোমার পিতামাতা যে ক্ষণে প্রকাশ সেটাও পেয়ে যাবে। শুধু পিতামাতা নয়—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমগ্র। যে ক্ষণের সূত্র ধ'রে এই হয়। নিজেকে জানা ত তোমার শরীরটাই জানা নয়,- যেখানে পরম পিতা, পরম মাতা, পরম বন্ধু, পরম পতি, আত্মা যা নিত্য আছে, পরিপূর্ণ প্রকাশ হওয়া। যেমন যেক্ষণে জন্ম হয়েছে, তুমি জান না, আর যে ক্ষণটি পেলে 'আচ্ছা আমি এই'। যে মুহূর্ত্তে, যে ক্ষণটায় তুমি, 'আচ্ছা আমি এই' ব'লে নিজেকে পেলে সেই মুহূর্ত্তে তুমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পেয়ে গেলে। যেমন একটী বীজ পেয়ে গেলে অনন্তটি গাছ পাওয়া গেল। কাজেই সেই ক্ষণটি পাওয়া যে ক্ষণটি পেলে পাওয়ার বাকীর প্রশ্ন থাকে না।

অভাব আর স্বভাব এক জায়গায়ই—একমাত্র ঐ-ই। অভাবটা স্বভাবটা কি? তিনিই। কেন না একটা বীজই ত সেই গাছ, সেই বীজ, সেই রকমারীটি ঐ-ই ত। অভাব দিয়ে অভাব পূরণ করছ, তাই অভাব যাচ্ছে না এবং অভাববোধও যাচ্ছে না। সেই অভাববোধের যখন জাগরণ হয়, তখনই খাঁটি জিজ্ঞাসা। সেই অভাববোধটা আপনা বোধের অভাব হয় তাই খাঁটি জিজ্ঞাসা আসে, এটি জেনে রেখ। দুই বল, এক বল, অনন্ত বল, যে যা বল সব ঠিক।

---

# ব্যাখ্যা

## সাত

**১। বিকৃত ক্ষণ ও মহাক্ষণ—**

ক্ষণের কথা পূর্ব্বে কিছু কিছু বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ক্ষণ একই, তাহারই মধ্যে সর্ব্বক্ষণ রহিয়াছে। যাহাকে মহাক্ষণ বলা যায় তাহাও তাহাতেই এবং যাহাকে মা কোন কোন স্থানে বিকৃতক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও তাহাতেই। মূলে ক্ষণ এক ভিন্ন দুই নাই। এইজন্যই যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন "এক এব ক্ষণঃ, তস্মিন্ একস্মিন্নেব ক্ষণে সর্ব্বং জগৎ পরিণামম্ অনুভবতি।" অর্থাৎ একই মাত্র ক্ষণ, দ্বিতীয় ক্ষণ বলিয়া কিছুই

নাই। সেই একই ক্ষণে নিখিল জগৎ অনন্ত প্রকার পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। মানুষের যখন জন্ম হয়, অর্থাৎ মাতৃগর্ভে যখন মনুষ্যসত্তার প্রথম সঞ্চার হয় অথবা দেহপুষ্টির পর মাতৃগর্ভ হইতে মনুষ্য যখন ভূমিষ্ঠ হয় সেই ক্ষণটিকে মনুষ্যজীবনের মূল ক্ষণ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। উহা অত্যন্ত মূল্যবান্, কারণ উহাই তাহার সমগ্র জীবনের নিয়ামক। প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত জীবনের মধ্য দিয়া ঐ একটি ক্ষণেরই বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া চলিতে থাকে। ঐ মূল ক্ষণটিতে সমগ্র জগতের আপেক্ষিক সম্বন্ধমূলক সত্তাটি নিহিত রহিয়াছে। উহাতে যে সকল শক্তি নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকে জীবনের পথে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ তাহাদেরই অভিব্যক্তি হয়। বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ ও পুষ্প-ফলাদি যাবতীয় সম্ভার অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে, তদ্রূপ ঐ একটি ক্ষণের মধ্যেই বিস্তারপ্রাপ্ত সমগ্র জীবনের যাবতীয় বৈচিত্র্য নিহিত থাকে। যাহাকে আমরা কাল বলিয়া ব্যাখ্যা করি তাহা যোগীর দৃষ্টিতে ঐ ক্ষণেরই কল্পিত বহুত্বমূলক বিস্তার মাত্র। ঐ ক্ষণটিকে সম্যক্ প্রকারে আয়ত্ত করিতে পারিলে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট সমগ্র জীবন ও উহার অন্তর্গত কর্ম্ম ও ভোগবৈচিত্র্য সবই আয়ত্ত হয়। এইটি পূর্ণ সত্তার দিক্ হইতে অর্থাৎ প্রাকৃত গুণময় এবং অনিত্য প্রকাশের দিক্ হইতে বলা হইল। পক্ষান্তরে সাধকের সাধনবলে ও সমুদিত সৌভাগ্যের প্রভাববশতঃ যে ক্ষণটি আবির্ভূত হয় সেইটি মহাক্ষণ। উহাই তাহাকে তাহার পূর্ণতার পথে সাথীরূপে চালনা করে। ঐ ক্ষণের স্পর্শ লাভ হইলে মনুষ্যের নিকট নিত্যসত্যের প্রকাশ হয় এবং তাহার সকল ক্রিয়া পূর্ণতায় পর্য্যবসিত হয়। ঐ সময়ে মনুষ্যের নিকট তাহার নিজের স্বরূপ হইতে পৃথক্ কিছুই থাকে না অর্থাৎ সবই তখন এক অদ্বৈতরূপে প্রতিভাত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যেখানে পার্থক্যের কোন ভান থাকে না সেখানেও পার্থক্যের স্ফুরণ স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। ঐ অবস্থায় মহাসত্য—বিকল্পহীন, অখণ্ড, অবাধিত সত্য—আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া ভেদ ও অভেদের মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে না। তখন ভেদের মধ্যেও স্পষ্ট অভেদ দেখিতে পাওয়া যায় এবং অভেদের মধ্যেও অনন্ত বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে পরস্পরের সহাবস্থান অসম্ভব হইলেও অখণ্ড প্রকাশের স্ফুর্ত্তি হইলে এই অসম্ভবও সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ হয়। এইজন্যই পার্থক্য বা ভেদও যেমন সত্য, অভিন্নতা ও সাম্যও তেমনি সত্য। প্রকৃত মহাসত্য তাহাই যাহাতে এই বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত দুইটি খণ্ডসত্যের সমন্বিতরূপে একই মহাসত্য নিজেকে নিজে প্রকাশ করে। বিকৃত ক্ষণ ও মহাক্ষণের ইহাই পার্থক্য।

### ২। মহাপ্রকাশের মহিমা -

যোগীর নিকট আবরণ থাকিয়াও থাকে না অর্থাৎ জাগতিক জীবের দৃষ্টি যেখানে আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় যোগীর নির্ম্মল দৃষ্টি সেখানে আবরণ দেখিতে পায় না। পক্ষান্তরে লৌকিক দৃষ্টিতে যেখানে কোন প্রকার আবরণ অনুভূত হয় না যোগী সেখানেও আবরণ সৃষ্টি করিতে পারে। এই যে আবরণের মধ্যে অনাবৃত ভাব এবং অনাবৃত মুক্ত স্বরূপের মধ্যেও আবরণের সৃষ্টি, ইহার উভয়েরই মূল ঐ মহাপ্রকাশের মহিমা। পর্দ্দা অথবা আবরণ এই প্রসঙ্গে দুই দিক্ হইতেই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান বা দৃষ্টিশক্তি এবং কর্ম্ম বা ক্রিয়াশক্তি, এই দুইদিক্

হইতেই আবরণ থাকা অথবা না থাকার কথা বলা হইতেছে। আগমে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে মূলতঃ জ্ঞান ও ক্রিয়াতে কোন ভেদ নাই। প্রাধান্য অনুসারে এবং বক্তার বিবক্ষা অনুসারে ভেদ কল্পনা করা হয় মাত্র। কিন্তু যাহা অখণ্ড চৈতন্য তাহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়ই রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, দুই-ই সেখানে অভিন্ন। সুতরাং সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে জ্ঞানের আবরণ আলাদা এবং এই আবরণের অপসারণও ক্ষেত্রভেদে আলাদা আলাদা। কারণ জ্ঞানের আবরণ অপসারিত হইলেও খণ্ডদৃষ্টির সম্মুখে কর্ম্মের আবরণ বজায় থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে কর্ম্মের আবরণ কাটিয়া গেলেও স্থূলদৃষ্টিতে জ্ঞানের আবরণ থাকিতে পারে। কিন্তু মহাক্ষণের স্পর্শ হইলে অর্থাৎ মহাপ্রকাশের উদয় হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মের আপাতপ্রতীয়মান বিরোধ কাটিয়া যায় বলিয়া আবরণ নিবৃত্তি-ও মূলে একই। তাই একই সঙ্গে উভয় আবরণ নিবৃত্ত হইয়া যায়। তাই এইদিক্ হইতে মা বলিয়াছেন, “যে যোগে পর্দ্দার আড়াল তার **কর্ম্মের** বাধা দিতে পারে না এই দেখাটাও সেই প্রকার হয়।” শুধু তাহাই নহে, লৌকিকদৃষ্টিতে গতি ও স্থিতি পরস্পর বিরুদ্ধ, থাকেও তাহাই। কিন্তু মহাপ্রকাশের এমনি মহিমা যে গতিতে স্থিতি অথবা গতিই যে স্থিতি তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে স্থিতিতে গতি বা স্থিতিই যে গতি তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। মা বলিয়াছেন, “যে দেখতে পারে তার কাছে গতি স্থিতি ভিন্ন থেকেও ভিন্ন নেই। ওখানে সবই সম্ভব।” যে দেখিতে পারে না অর্থাৎ যাহার সম্যক্ দৃষ্টি উৎপন্ন হয় নাই, সে গতিতে গতিই দেখে এবং স্থিতিতেও স্থিতিই দেখে। কিন্তু গতিতে স্থিতি দেখিতে হইলে অথবা গতিকে স্থিতিরূপে দেখিতে হইলে মহাপ্রকাশের স্পর্শ আবশ্যক। কারণ বিরুদ্ধের মধ্যে অবিরুদ্ধের দর্শন মহাপ্রকাশ ভিন্ন হইতে পারে না। বস্তুতঃ অবিরুদ্ধ ও অখণ্ডসত্তার বক্ষের উপরেই বিরুদ্ধ খণ্ডসত্তা খেলা করিতেছে। লৌকিক দৃষ্টি স্বভাবতঃই খণ্ডসত্তা দেখিতে পায়। খণ্ডসত্তা অপূর্ণ। কিন্তু অপূর্ণতাও পূর্ণের বুকে নিত্য বিকাশ পাইয়া থাকে। তাই পূর্ণদৃষ্টির উদয় হইলে সর্ব্বব্যাপক মহাসত্তা ত দেখা যায়ই, পরন্তু তাহার অন্তরালে অপূর্ণ খণ্ডসত্তাও দেখা যায়। উহাই অবিরোধী সত্তা। তাহার অভাব কোথাও নাই এবং হইতেও পারে না। এইজন্য এই মহাসত্তার সাক্ষাৎকার হইলে জাগতিক সর্ব্বপ্রকার বিরোধ বিরুদ্ধ থাকিয়াও অবিরুদ্ধ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অতএব যাহার পূর্ণ সত্য দর্শনের শক্তি জন্মিয়াছে তাহার নিকট কোন বিরোধই বিরোধ নহে অর্থাৎ উহা সকলের নিকট বিরোধরূপে প্রতীত হইলেও তাহার নিকট অবিরোধরূপেই প্রতীত হয়। ইহার একমাত্র কারণ ঐ মহাপ্রকাশের মহিমা। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ অবিরুদ্ধদর্শী পুরুষকে বুদ্ধিমান্, যুক্তযোগী এবং কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

> **“কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।**
> **স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥”**

ইহার তাৎপর্য্য এই—যে কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিতে পারে সেই বুদ্ধিমান্, তাহাকেই যুক্তযোগী বলা উচিত। তাহার পক্ষে দেখা ও করাতে কোন পার্থক্য থাকে না, অর্থাৎ এই প্রকার দেখিতে পারিলেই যাবতীয় কর্ম্ম করা হইয়া যায়। এইরূপ দর্শন প্রাপ্ত হইলে কিছুই করিবার অবশিষ্ট থাকে না। সেটি নিত্যপ্রাপ্ত

মহাযোগীর অবস্থা। কারণ তখন কিছুর সঙ্গেই তাহার ব্যবধান থাকে না। মহাক্ষণের প্রকাশ ধরা যায় বলিয়া প্রকাশের মহিমায় অসম্ভবও তখন সম্ভব হয়, অঘটনও ঘটিয়া থাকে। তাই মা ঐ স্থিতিকে "চমৎকার রাজ্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "মহাক্ষণে এই স্থিতি অস্থিতি থেকেও নাই এবং আছে।" শুধু তাহাই নয়, মহাক্ষণ ও বিকৃতক্ষণের যে ভেদ তাহাও তখন থাকে না। কারণ ঐ অখণ্ডে খণ্ডরূপে কিছু নাই বলিয়া খণ্ডও সেখানে উহার সহিত অভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

## আট

### ১। ক্ষণ ও সময়—

মা বলেন, "ক্ষণ মানে সময়, কিন্তু তোমাদের এ সময় নয়। সময় মানে স্ব-ময়, যেখানে স্ব ছাড়া আর কথাই নাই।" মায়ের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ক্ষণের তত্ত্বটি আরও অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। সাধারণতঃ সময় বা কালের কল্পিত ক্ষুদ্রতম অংশকে ক্ষণ বলা হয়। যোগী সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি আছে, যে সময়ে একটি পরমাণু একটি প্রদেশ ত্যাগ করিয়া প্রদেশান্তর আশ্রয় করে সেই ক্ষুদ্রতম কালের অবয়বকে ব্যবহারের ভাষাতে ক্ষণ বলে। বাস্তবিক ইহা পরিভাষা মাত্র। চিন্তাশীল দার্শনিকগণ কেহ কালকে অখণ্ডদণ্ডায়মান ও নিত্য স্বীকার করিয়া ক্ষণকে তাহারই একটি কল্পিত অংশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই এই অবয়ব-বিভাগ কল্পনা করা সম্ভবপর হইয়াছে। কারণ নিষ্ক্রিয় সত্তাতে বিভাগ থাকে না। ইহা একপক্ষের মত। অন্য পক্ষ ক্ষণকেই মূলসত্তারূপে গ্রহণ করিয়া কালকে তাহা হইতে আবির্ভূত বৌদ্ধসত্তা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, অর্থাৎ কালের অস্তিত্ব বুদ্ধিতত্ত্ব পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয়। যেখানে বুদ্ধির ক্রিয়া থাকে না সেখানে বৌদ্ধপদার্থ কালেরও অস্তিত্ব থাকে না। সেই অবস্থাটি বাস্তব সত্য। যেখানে পূর্ব্বাপর ভাগ নাই, একমাত্র সত্তা বিরাজ করে তাহাই ক্ষণ। দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন বলিয়া ক্ষণ ও কাল সম্বন্ধে এই প্রকার বিভিন্ন কল্পনা উত্থিত হয়। ইহা ছাড়া আরও বহু প্রকার কল্পনা আছে। এই স্থানে উহার আলোচনা অনাবশ্যক। মা বলেন, ক্ষণ বলিতে সেই মহাসত্তাকে বুঝিতে হইবে যেখানে স্ব ভিন্ন অপর কোন অস্তিত্ব অনুভূত হয় না অর্থাৎ যেখানে এক ভিন্ন দ্বিতীয় কোন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। সেই মহাপ্রকাশময় সত্তাই সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মূলে নিজ স্বভাবে বিরাজ করিতেছেন। বস্তুতঃ তাহাই সকল পদার্থের স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ অর্থাৎ নিজরূপ। ক্ষণ বলিতে এই স্ব-ময় ভাবটিকে বুঝিতে হইবে। ইহা যে ভাব বা ভাবাতীত তাহাও ঠিক বলা যায় না,—বস্তুতঃ যেখানে বিভাগ নাই এবং পূর্ব্বাপরের বিরোধ নাই সেই পরম অদ্বয় স্বপ্রকাশ এবং স্বসংবেদ্য স্থিতিটিই স্ব। মহাক্ষণের ইহাই তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে ক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে ইহা তাহারই প্রকারান্তরে প্রকাশ।

### ২। মহাযোগ কাহাকে বলে—

এই যে ক্ষণের আলোচনা করা হইল ইহা হইতেই মহাযোগের তত্ত্বটিও কিছু কিছু ধারণা করা যাইতে পারিবে। প্রত্যেক মনুষ্যই নিজ নিজ ধারায় চলিয়া থাকে। কিন্তু যে ধারাতেই যে চলুক তাহাকে তাহারই আপন ধারা অনুসারে এমন একটি ক্ষণ পাইতে হইবে যাহা দ্বারা সে যে সর্ব্বত্র সর্ব্বসত্তার সঙ্গে সমভাবে যুক্ত রহিয়াছে এই মহাসত্যের প্রকাশ সম্ভবপর হয়। ইহারই নাম মহাযোগের প্রকাশ।

ক্ষণ মূলে এক হইলেও ব্যক্তিগত ধারার ভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন সাধকের নিকট বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই প্রকাশ যদি বাস্তব প্রকাশ হয় তাহা হইলে ইহা মহাপ্রকাশরূপে ফুটিয়া উঠে। খণ্ডভাব হইতে অখণ্ডভাবের উন্মেষ, ইহাই ক্ষণের মুখ্য পরিচয়। ধারা পৃথক্ হইলেও ধারাগত পরিণামের পূর্ণ পর্য্যবসান এই মহাপ্রকাশের উদয়। এই মহাপ্রকাশই বস্তুতঃ মহাযোগের প্রকাশ। যোগ নিত্যসিদ্ধ, উহা সাধনের ফল নহে এবং কোনও ক্রিয়ারই পরিণামও নহে। উহা ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে গেলে অব্যক্তরূপে বর্ণনীয়, কিন্তু উহা আছে, উহাকে গঠন করিতে হয় না। ক্ষণের সম্বন্ধ পাইলেই ঐ অব্যক্ত অথচ চিরব্যক্ত মহাপ্রকাশ সাধকের নিকট স্বপ্রকাশরূপে ফুটিয়া উঠে। তখন দেখা যায় এই মহাযোগ সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুর সহিত, শুধু তাহাই নহে, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ যাবতীয় অবস্থার সহিত এবং অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সর্ব্বপ্রকার কালের সহিত অভিন্নরূপে নিত্য সম্বন্ধ। শুধু তাহাই নহে। এই মহাপ্রকাশে সৎ ও অসৎ এর বৈকল্পিক ভেদও অস্তমিত হইয়া যায়। এই স্থিতিতে বিরোধ থাকিয়াও অবিরোধের সহিত একাকার হইয়া প্রকাশ পায়। মা এই অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন, "ইহা আছে, নাই, নাইও না, আছেও না।" অর্থাৎ ইহাকে সৎ বলিলেও হয়, অসৎও বলা চলে, আবার সৎও বলা চলে না, অসৎও বলা চলে না, সবই একই সময়ে। মার এই বর্ণনা হইতে শূন্যবাদী বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনের প্রসিদ্ধ কারিকাটি মনে পড়ে। "চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ।" অর্থাৎ যাহা প্রকৃত তত্ত্ব তাহাকে আছে বলিয়া বর্ণনা করা যায় না, নাই বলিয়াও বর্ণনা করা যায় না এবং একই সময়ে আছে এবং নাই এই উভয় প্রকারেও বর্ণনা করা চলে না এবং এই উভয় প্রকারের অতীত কোন প্রকার কল্পনা করিয়াও তাহার নির্দ্দেশ করা চলে না। ব্যবহার ভূমিতে বলিতে গেলে কোন না কোন একটি ধারা ধরিয়া বর্ণনা করিতে হয়। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই চতুর্ব্বিধ প্রকারের কোন প্রকারেই তাহার স্বরূপের পরিচয় দেওয়া যায় না। নাগার্জ্জুনের ন্যায় প্রাচীন বৈদান্তিকগণও এই জাতীয় বহু কথা বহু স্থানে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক সত্য এই, যেখানে পূর্ণ অদ্বয় স্বরূপের কথা বলা হইতেছে সেখানে এক পক্ষে যেমন কিছুই বলা যায় না ইহা সত্য, তেমনি অন্য দিক্ হইতে দেখিতে গেলে উহাকে যে যে-ভাবে বলিতে চায় সে সেইভাবেই বলিতে পারে এবং সেই বলাও সত্য বলিয়া গ্রাহ্য। তাই মা বলেন যে উহা "যে যা' বলে তা'ই"। মহাযোগ উহারই প্রকাশ মাত্র।

আমরা পূর্ব্বে মহাক্ষণ ও বিকৃত ক্ষণের কথা বলিয়াছি। বিকৃত ক্ষণ তাহাই যাহা আমার খণ্ডজীবনকে নিয়মিত করে। এই কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ ক্ষণ মূল অবিদ্যারূপ গাঢ় অন্ধকারময় অজ্ঞানের ক্ষণ। তখন 'আমি' প্রকাশিত হয় অথচ প্রকাশের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নিজের উপলব্ধিতে থাকে না। এইজন্যই এই ক্ষণ হইতে জীবনের যে ধারাটি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাতে যতই জ্ঞানের বিকাশ হউক না কেন, নিজের স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয় না। সাধনার ফলেই হউক অথবা উভয়ের সম্মিলিত প্রভাববশতঃই হউক যখন মহাক্ষণকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রভার ন্যায় একটি

ক্ষণের মধ্যে অখণ্ডভাবে, ক্রমবিবর্জ্জিতভাবে, সমগ্র মহাসত্তারূপী নিজ প্রকাশটিকে নিজ স্বরূপ বলিয়া চিনিতে পারে। এই অবস্থাটি নিজেকে নিজের 'আশ্চর্য্যবৎ' দর্শন করা, যাহার কথা গীতাতে আত্মসাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই আত্মদর্শন। ইহা ক্রমশঃ হয় না, খণ্ডভাবেও হয় না এবং কালের মধ্যেও হয় না। এই সমগ্র অক্রম সাক্ষাৎকার স্ব-প্রকাশময় আত্মারই সাক্ষাৎকার। এই অবস্থায় দ্বিতীয় কিছু দর্শনীয়রূপে অবশিষ্ট থাকে না। এইজন্যই এইভাবে নিজেকে জানিলে বা দর্শন করিলে দ্বিতীয়বার কিছু জানিবার বা দর্শন করিবার থাকে না। একেই অনন্ত এবং অনন্তেই এক, ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়। তাই বলা হয়, নিজেকে পাইলেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পাওয়া হইয়া যায়।

৩। অভাব ও স্বভাব –

যাহা অভাব তাহাই স্বভাব। মূলে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। বৈচিত্র্য যতই থাকুক, তাহা যে একেরই বিলাস, শুধু বিলাস নহে, একই, তাহার প্রকাশই যথার্থ প্রকাশ। জীবের অভাব মিটে না ইহা সত্য। ইহার একমাত্র কারণ এই যে জীব অভাব দিয়াই অভাব মিটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু ইহা প্রকৃত পথ নহে। স্বভাব না পাইলে, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, অভাব মিটিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত অভাব বোধ জাগে না বলিয়াই অভাবের দ্বারাই অভাব মিটাইবার চেষ্টা করা হয়। তীব্র অভাবের বেদনা জাগিয়া উঠিলে তাহা হইতেই আপন আপন স্বভাবের সাড়া পাওয়া যাইবে। অভাব-বোধ উদিত হওয়াই অভাব বোধ-নিবৃত্তির একমাত্র হেতু। ইহা যত তীব্রভাবে হইবে ততই স্বভাবের উপলব্ধি নিকটবর্ত্তী হইবে। তৃষ্ণা পানীয় জলের অভাব সূচনা করে ইহা সত্য, কিন্তু চিত্ত অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া শুধু এই জলের অভাবের দিকে স্থাপিত হইলে এবং উহা তীব্র হইলে এই তীব্র অভাবের বোধের ফলেই আপনা-আপনি পানীয় জল আবির্ভূত হইবে, হইতে বাধ্য। কাহারও নিকট চাহিবার প্রয়োজন নাই। কারণ মূলে যাহা অভাব তাহাই স্বভাব। কিন্তু বোধ থাকা চাই। এই জন্য মা বলেন, অভাব যাহা স্বভাবও তাহাই, মূলে বিরোধ ত কোথাও নাই, অথচ ব্যবহার ভূমিতে পরিপূর্ণ বিরোধ রহিয়াছে। প্রকাশ খুলিয়া গেলে দেখা যায় বিরোধের মধ্যে বিরোধের অতীত মহাসাম্য বিদ্যমান রহিয়াছে। মিলনের মধ্যে বিরহ এবং বিরহের মধ্যে মিলন যে দেখিতে শিখিয়াছে সেই প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ অর্থাৎ অদ্বৈত দৃষ্টিই দৃষ্টি, ইহাই চরম সত্য। অর্থাৎ সবই মূলে এক। তা'ই মা বলেন, "তুই বল, এক বল, অনন্ত বল, যে যা' বল সবই ঠিক।" অর্থাৎ সকলই বিকল্প। তাই যাহা বলা চলে না, যাহা চিন্তার অতীত, তাহা আবার সর্ব্বপ্রকারে বলাও চলে, চিন্তাও করা যায়। ইহা এমনই অদ্ভুত বস্তু। ইহাকে জানিবার ইচ্ছাই প্রকৃত জিজ্ঞাসা। প্রকৃত অভাব বোধ না জাগিলে এই প্রকার জিজ্ঞাসা উদিত হইতে পারে না।

# আনন্দিনী

**শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি**

( ১ )

এই ধরণীর ধূলার বুকে
সঞ্চিত যে রসের ধারা,
কান পেতে মোর বুকের মাঝে
শুনি তারই প্রবাহিনী ঃ
—সেই ধারাতেই তোমায় চিনি—
মোর আনন্দে আনন্দিনী ॥
মমতা মোর বুকের মাঝে
অকারণের গুঞ্জরণে
মনকে ভেজায় অনায়াসে—
সেও ত তোমার প্রবাহিনী ঃ
—তারই মাঝে তোমায় চিনি—
মা গো আমার আনন্দিনী ॥
জীবন মরণ মেঘের মত
বর্ষা নামায় ধরার বুকে ;
তারই মাঝে গভীর স্রোতে
ছোটে জীবন-প্রবাহিনী ঃ
—সেই বেদনায় তোমায় চিনি—
চিরদিনের আনন্দিনী ॥
নূতন করে বারে বারে
আমার আশায়, ভালবাসায়,
জীবন ভরে ভরে ওঠে
অপরূপের প্রবাহিনী ঃ
—সেই আনন্দে তোমায় চিনি—
মা গো আমার আনন্দিনী ।

( ২ )

যেমন অরূপ রাত্রি তোমার
তেমনি অশেষ দিন—
যেমন ছন্দঃমুখর জীবন,
তেমনি ছন্দঃহীন ।

আনন্দধন বুকের মাঝে
তোমার গোপন ছন্দেঃ বাজে
মনের মাঝে গুঞ্জরিয়া
বেড়ায় রাত্রি দিন ।

অশান্তরে শান্ত করো
হে আনন্দময়,
মর্ম্মরিত ছন্দে করো
জীবন ছন্দময় !

এই যা কিছু আমার আছে
এনেছি সব তোমার কাছে,
ছিন্ন করো সংশয়েরি
বাঁধন সুকঠিন ।

# অজপা রহস্য

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

উপনিষদে হংস যোগের বা অজপা-সাধনের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই যোগের প্রভাবে প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান জন্মে। ইহাই হংস-জ্ঞান। যে সকল যোগী এই পদ্ধতি অনুসারে অজপা সাধনে অগ্রসর হয় তাহাদিগকে প্রথমে সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া বাম গুল্ফ দ্বারা গুদস্থান আবেষ্টন পূর্ব্বক পূরক ক্রিয়া করিতে হয়। এইভাবে মূলাধারে বায়ু সঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহার পর নিজের শক্তি অনুসারে আকুঞ্চন-ক্রিয়া দ্বারা মূলাধার হইতে ঐ বায়ুকে উঠাইতে হয়। এই পর্য্যন্ত ক্রিয়া সিদ্ধ হইলে প্রাণ ও অপানের সাম্য স্থাপন আবশ্যক হয়। প্রাণ ও অপান সাম্যভাবাপন্ন হইলে মূলাধারস্থিত ত্রিকোণে যে অগ্নি আছে তাহাকে উঠাইয়া প্রাণ ও অপানের সহিত যুক্ত করিলেই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়া উঠে। কুণ্ডলিনীর জাগিবার পর ঐ জাগ্রৎ-কুণ্ডলিনী দ্বারা ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে হয়। এই গ্রন্থিভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত ষট্‌চক্রের প্রথম চক্র মূলাধারে অর্থাৎ চতুর্দ্দলে প্রবেশ করিবার সামর্থ্যই জন্মে না। কমলে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ কমলের যে একটি বিন্দু অথবা তুরীয় ভূমি আছে তাহাকে ধ্যান করিতে হয়। ইহার নাম বিরাটের ধ্যান। এই ধ্যানের ফলে ঊর্দ্ধগতি জন্মে। তখন ষড়্‌দল স্বাধিষ্ঠান চক্রকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া দশদল মণিপুরে গমন করিতে হয়। তখন আবার গ্রন্থিভেদের আবশ্যকতা হয়। এই গ্রন্থির নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। ইহা অনাহত চক্রের নীচে অবস্থিত। ইহাকে ভেদ করিতে না পারিলে হৃদয় চক্রে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ঐ চক্রস্থ মধ্যবিন্দুতে তুরীয় ধ্যান আবশ্যক হয়। ইহা সূত্রাত্মার ধ্যান। এই সময় সবিকল্প সমাধির উদয় হয়। অনাহত অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ চক্রে প্রবেশ করিবার মার্গে স্তনবৎ লম্বমান দুইটি মাংস খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। তখন পার্শ্বস্থ দুইটি পথ ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধে প্রবেশ করিতে হয়। সেখানে প্রাণ নিরুদ্ধ হয়। ইহার পর তৃতীয় বা অন্তিম গ্রন্থি ভেদ করিয়া আজ্ঞা-চক্রে উঠিতে হয়। এই গ্রন্থিটির নাম রুদ্রগ্রন্থি। ইহা আজ্ঞা চক্রের নীচে অবস্থিত। আজ্ঞাতে প্রবেশ করিবার পর ওখানকার বীজ বা তুরীয়ের ধ্যান আবশ্যক হয়। যোগী এই পর্য্যন্ত মার্গ অতিবাহিত করিতে পারিলে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিনটি তেজকে অথবা তিনটি বিন্দুকে মিলিত করিতে-সমর্থ হয়। তখন এই তিনটি তেজের পার্থক্য থাকে না। তিনটি মিলিয়া একটি মহাতেজের বিকাশ হয়। ইহার ফলে সহস্রার হইতে ক্ষরিত অমৃতের আস্বাদন করিবার অধিকার জন্মে। তখন যোগী অজর ও অমর পিণ্ড লাভ করিয়া সহস্রারশোভী ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। সেখানে তুর্য্য বা তুর্য্য-তুর্য্যের অপরোক্ষ দর্শন ঘটে। তুর্য্য বলিতে চতুর্থকে বুঝায়। যাহার উপর তিন মাত্রা আরোপিত হয় তাহার নাম তুর্য্য। যখন এই

অবস্থার অনুভব হয় তখন নিজেকে ত্রিমাত্র বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু তুর্য্য-তুর্য্যে মাত্রা লুপ্ত হইয়া যায়। ইহাই অমাত্র পরিস্থিতি। এই সাক্ষাৎকারটি ক্ষণিকের জন্য না হইয়া সদাকালীন হওয়া আবশ্যক। তুর্য্যে কিঞ্চিৎ সাকার ভাব থাকে। কিন্তু তুর্য্য-তুর্য্যে সাকার ভাব মোটেই থাকে না। ইহা প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, এক ও অদ্বয়। পরমহংস অবস্থা ইহারই নামান্তর। তুর্য্য-তুর্য্যের স্বগত অংশ হইতে তুর্য্য উদ্ভূত হয়। ইহাকে যোগিগণ কোটি সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহার বর্ণনা চলে না। তুর্য্যের সহিত অভিন্ন ধরিয়া লইয়া এইরূপ বর্ণনা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা বর্ণনার অতীত।

## ( ৬ )

অজপা যে আত্ম-মন্ত্র ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় জীবাত্মা বস্তুতঃ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, এই মহাতত্ত্বই এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য। এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা আত্মা, শক্তি স ও বীজ হ। এই মন্ত্রের দুইটি ভাব—একটি শক্তি ও অপরটি বীজ। তাই ইহা শিবশক্তি-ঘটিত।

বিদ্যা বা সংবিদ্রূপিনী শক্তিই মন্ত্রাত্মা 'স' কারের বাচ্যার্থ। সেইরূপ উক্ত শক্তির প্রতিপাদ্য নিষ্কল পরশিবই 'হ' কারের প্রতিপাদ্য। শব্দাত্মক শক্তি ও বীজ অর্থাৎ স ও হ এই সকল ও নিষ্কল স্বরূপেরই প্রতিপাদন করে। সত্যজ্ঞানাদি লক্ষণ নিরুপাধিক স্বপ্রতিষ্ঠ অন্তরাত্মরূপী চৈতন্যই পরশিব। 'অহং' শব্দ অন্তরাত্মা অথবা প্রত্যগাত্মাকে বুঝায় বলিয়া উহার দ্বারা পরশিবেরই প্রকাশ হইয়া থাকে। এই শিব স্বরূপ নিজের মায়ার দ্বারা যখন নিজেই নিজের প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্‌ভাবন করেন তখন ঐ প্রতিযোগীটি তাঁহার দ্বিতীয় হয় ও উহাকে শক্তি বলা হইয়া থাকে। অজপা মন্ত্রে যে 'সঃ' কার আছে তাহা এই শক্তিকেই বুঝাইয়া থাকে। এই মন্ত্র সেইজন্য শিব ও শক্তি উভয়াত্মক, কারণ 'হ' পুরুষের এবং 'স' প্রকৃতির বাচক। প্রপঞ্চসারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

হ কারঃ পুরুষঃ প্রোক্ত স ইতি প্রকৃতির্মতা।
পুং-প্রকৃত্যাত্মকো হংসঃ তদাত্মকমিদং জগৎ॥

শিব-শক্ত্যাত্মক অর্দ্ধনারীশ্বর অর্থাৎ শক্তিযুক্ত পরমেশ্বর নিরন্তর ঐ পরশিব স্বরূপকে ধ্যান করেন ও ঐ মন্ত্র জপ করেন।

## ( ৭ )

দ্বাদশ দল হৃৎ-কমলের মধ্যে চারিটি দলের সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন সম্বন্ধ হয় না—হংস ঐ চারিটি দলকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রাণ-অপান উপাধিযুক্ত জীবকেই এই স্থলে হংস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই হংস যদিও উক্ত চারিটি দলকে স্পর্শ করে না তথাপি ইহা বাকী আটটি দলে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে। জীবের চিত্তে যে প্রতিক্ষণে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয় তাহা সকলেই জানেন। আপাততঃ বিনা কারণে এই সকল ভাব চিত্তে কেন যে নিরন্তর উদিত হয় অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন জীব তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারে না। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে এই সকল ভাব বা বিকল্পরাশি সংখ্যায় অনন্ত হইলেও স্থূলদৃষ্টিতে আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যোগিগণ বলেন যে জীব ভ্রমণকালে যখন যে দল স্পর্শ করে বা যখন যে দলে প্রবিষ্ট হয় তখন তাহার অনুরূপ ভাবই তাহার চিত্তে উদিত হয়। পূর্ব্বদিকের দল হইতে ঈশান কোণের দল পর্য্যন্ত মোট আটটি দল আছে জানিতে হইবে। শাস্ত্রকারগণ ও অনুভবসিদ্ধ

মহাজনগণ দল বিশেষের সহিত ভাব বিশেষের সম্বন্ধ সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে কাহারও কাহারও সহিত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মতভেদের অবসর রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাব ও রসের সাধকগণ এই বিজ্ঞান অনুসরণ করিয়া আপন আপন সাধন পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। কমলের মধ্যে দল ও কর্ণিকা এই দুইটি প্রধান অংশ। বায়ু যখন দলে সঞ্চরণ করে তখন চিত্ত চঞ্চল হয় এবং বহির্মুখ থাকে। ঐ সময়ে বাসনা প্রভৃতির প্রভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়, কিন্তু যদি বায়ু দল ত্যাগ করিয়া মধ্য বিন্দু বা কর্ণিকাতে প্রবেশ করে তাহা হইলে নিজের অতিরিক্ত বিষয়ে অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়। কেশরে বায়ু-সম্বন্ধ বশতঃ জাগ্রৎ দশার বিকাশ হয়। তখন অহঙ্কার কার্য্য করে পূর্ণ মাত্রাতে। বায়ু কর্ণিকাতে প্রবিষ্ট হইলে অহঙ্কার অর্দ্ধ-বিকশিত অবস্থাতে পরিণত হয়। এইটিই স্বপ্ন-দশা। বিন্দু বা কর্ণিকার অন্তঃস্থিত শূন্যে বায়ুর প্রবেশ হইলে সুষুপ্তি দশার উদয় হয়। তখন অহঙ্কার থাকে না। ইহাকেও অর্থাৎ এই শূন্যকেও অতিক্রম করিতে হয়। তখন আর কমলের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। তখনকার অবস্থার নাম তুরীয়। ইহাই সাক্ষাৎকারের অবস্থা। তখন হংস প্রত্যগাত্মার সহিত অভিন্ন পরমাত্মার স্বরূপে প্রকাশিত হয়। হংসের উপর নাদের ক্রিয়া থাকে। তাহার ফলে মন ধীরে ধীরে নিজেকে হারাইতে থাকে। চরম অবস্থাতে উন্মনী ভাবের উদয় হয়। এইটি তুরীয়াতীত অবস্থা। এই তুরীয়াতীত স্থিতিও সাধিষ্ঠান ও নিরধিষ্ঠান ভেদে দুই প্রকার। সাধিষ্ঠান স্থিতিতে দেহ থাকে, কিন্তু ত্রিতাপের পীড়া থাকে না। এই অবস্থায় নাদ বা অর্দ্ধমাত্রা থাকে। কিন্তু যখন দেহ থাকে না তখন নাদও থাকে না—তখন নাদ প্রত্যগাত্মার সহিত অভিন্ন পরমাত্মাতে অথবা হংসেতে লীন হয়। এইটি প্রতিযোগিহীন অদ্বৈত ব্রহ্ম অবস্থা।

শ্বাস-প্রশ্বাসই আত্মমন্ত্র। নিশ্বাস 'স' কার বা ত্বং পদার্থ এবং উচ্ছ্বাস বিন্দুর সহিত আকাশ বীজ 'হং' কার। ইহা তৎ-পদার্থ। পুনঃ পুনঃ এই উভয়ের যোগেই স্ফুরিত হয় আমি। ইহারই নাম তত্ত্বমসি। অজপার ইহাই স্বরূপ-রহস্য।

## ( ৮ )

অজপা সাধন সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল, কিন্তু এই সাধনায় ব্রতী না হইলে, ইহার রহস্য সহজে বোধগম্য হয় না। জপের সংখ্যা না রাখিলেই যে অজপা হয় ঠিক তাহা নহে, অথবা সংখ্যা না রাখিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জপ করিলেই যে অজপা হয় তাহাও নহে। বাচিক, উপাংশু অথবা মানসিক যে কোন ক্রমে বদ্ধ থাকিলেও অজপা হয় না। অথচ প্রত্যেক সাধন ক্রিয়ারই একটা না একটা ফল অবশ্যই হইয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে মহাজনগণ নামকে 'চৈতন্য-রসবিগ্রহ' ও 'চিন্তামণি' রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহা খুবই সত্য কথা। নাম শুধু লৌকিক আকাশ-ধর্ম্ম শব্দ মাত্র নহে। উহা চেতন এবং পূর্ণ জীবনীশক্তি সম্পন্ন। উহা ভগবানের অনুগ্রহে বা গুরু কৃপাতে নিজের বলেই চলিতে থাকে। উহা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় বাক্ যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়াও নিজ শক্তিতেই কার্য্য করে। অহঙ্কার-বিমূঢ় জীব নিজের চেষ্টাতে অথবা নিজের ইচ্ছাতে ভগবানের জাগ্রৎ নাম জপ করিতে পারে না, কারণ চিন্ময় নাম স্বতন্ত্র। সদ্‌গুরুর অনুগ্রহ প্রাপ্ত সাধক শুধু দ্রষ্টা হইয়া এই প্রকার নামের খেলা দেখিতে থাকে এবং

শ্রোতা হইয়া নিরন্তর ইহার অনুগমন করিতে থাকে। অজপার ইহাই রহস্য যে স্বভাব হইতেই জপের ক্রিয়া হয়—নিজেকে কিছুই করিতে হয় না। নিজে ক্রিয়ার পৃষ্ঠভূমিতে থাকিয়া শুধু ঐ খেলার দ্রষ্টারূপে অবস্থান করে।

এইজন্যই সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক শক্তি-সঞ্চার সর্ব্বপ্রথমেই আবশ্যক হয়। অবশ্য ইহা বাহির হইতেও হইতে পারে এবং সৌভাগ্য থাকিলে ভিতর হইতেও হইতে পারে। তা ছাড়া, যতটা সম্ভব মন হইতে পৃথক্ ভাবে থাকিয়া প্রকৃতির খেলা দেখিতে হয়। কল্পনা মনের ধর্ম্ম বলিয়া উহা সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করিতে হয়। সত্য স্বয়ংপ্রকাশ—উহা নিজের আলোকে নিজেই প্রকাশিত হয়। মন অথবা কল্পনা-শক্তি উহাকে আবৃতবৎ অথবা খণ্ডিতবৎ করিয়া রাখে মাত্র। শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক, তেমনই উহার সঙ্গে নাম গ্রথিত হইয়া গেলে উহার ক্রিয়াও স্বাভাবিক হয়। কেহ কেহ জপ সহকারে প্রাণের নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়াও অভ্যাস করিয়া থাকেন। প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই বদ্ধ প্রাণকে মুক্ত প্রাণরূপে পরিণত করা সম্ভবপর হয়। কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টকের উদ্ধার হয়, তেমনই প্রাণকে বদ্ধ করিলেই অবাধিত মুক্ত প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রাণায়ামের ক্রিয়ায় দেহাত্মবোধ সহজেই কাটিয়া যায় এবং বাহ্য-স্মৃতি ও দেহ-সংস্কার লুপ্ত হয়। ঐ সময়ে চৈতন্যময় প্রবাহশীল একমাত্র নামের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ঐ প্রাণের নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গতভাবে নবদ্বার রুদ্ধ করিতে হয়। একবার প্রাণ বায়ুর অন্তর্মুখ আকর্ষণের পর সাধারণ বায়ুর অন্তঃপ্রবেশ বন্ধ করিতে হয়। নামের জীবন্ত প্রবাহে মনকে সংলগ্ন করিতে হয়, এবং নিজের সামর্থ্য অনুসারে ঐ অন্তরাকৃষ্ট বায়ুকে ধারণ করিতে হয়। বাহ্য জগতের সংস্কার ও দেহাত্মবোধ লুপ্ত হইয়া গেলে আধ্যাত্মিক মার্গের প্রধান প্রতিবন্ধক দূর হইয়া যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে: শ্বাস-প্রশ্বাস যখন বিক্ষেপ-রূপে পরিগণিত হয় তখন শ্বাস-প্রশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া নাম সাধনার সার্থকতা কি? ইহার উত্তর এই—শ্বাস-প্রশ্বাস যে বিক্ষেপ তাহা সত্য এবং যে স্থানে যাইয়া স্থিতি নিতে হইবে উহা শ্বাস-প্রশ্বাসহীন, মনের চাঞ্চল্যহীন, সুশান্ত, পরম স্থান। কুম্ভকের অবস্থাতে ঐ পরম স্থানে প্রবেশ লাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন না করিয়া সে স্থানে স্থিতিলাভ করা যায় না। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিতে না পারিলে প্রকৃত কুম্ভক হইতেই পারে না; কারণ ইন্দ্রিয় দ্বার খোলা থাকিলে মনের চঞ্চলতা অবশ্যম্ভাবী এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের চঞ্চলতাও স্বাভাবিক। জ্ঞানের দ্বার নিরুদ্ধ হইলে বাহ্য-স্মৃতি লুপ্ত হয় ও স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসও অস্বাভাবিক ও অশান্তিকর বলিয়া মনে হয়।

কোন কোন মহাত্মা অজপা সম্বন্ধে বলেন যে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হইলে তালুমুল হইতে নাভি পর্য্যন্ত একটি আকর্ষণ-বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার অনুভব হয়। ঐ অবস্থা না হইলে প্রকৃত অজপা ক্রিয়া হইতে পারে না।

### ( ৯ )

আমরা সাধারণতঃ মনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছি। বস্তুতঃ আমি যে মন হইতে পৃথক্, মনের সাক্ষী ও মনের নিয়ামক তাহা আমরা সর্ব্বদাই ভুলিয়া থাকি। ইহার ফলে মনের সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদ ভাব অত্যন্ত গাঢ় হইয়া পড়ে। সেইজন্য অনেক সময় কার্য্যক্ষেত্রে মনই

আমি হইয়া বসে। এইরূপ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের সহিত মন লিপ্ত হইয়া যায়—মন ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। তখন অভিমান জাগিয়া উঠে অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ভাব উদিত হয়। নিজে কর্ম্মের কর্ত্তা সাজি বলিয়া সুখ দুঃখের ভোগ রূপ বোঝা নিজেকেই বহন করিতে হয়। সাংসারিক বদ্ধ জীবনের ইহাই স্বরূপ।

কিন্তু মন হইতে নিজেকে কতকটা বিবিক্ত করিতে পারিলে মনও ইন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে বিবিক্ত হইতে পারে। ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সঙ্গে প্রাণের খেলার সম্বন্ধ রহিয়াছে। জ্ঞানের ব্যাপারও প্রাণের খেলা, কর্ম্মের ব্যাপারও প্রাণের খেলা। প্রাণই বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে খেলা করিতেছে—ইহাই প্রকৃতির খেলা মন যদি তটস্থ হইয়া এই খেলা দেখে তাহা হইলে ঠিক হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তাহা হয় না। মন খেলা দেখিয়া নিজেই খেলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু অজ্ঞানের প্রভাবে খেলা-ভাব ঢাকা পড়ে অর্থাৎ নিজে কর্ত্তা সাজিয়া অভিনয় করে, সাক্ষিভাবে অভিনয় দর্শন করে না। তাই রসও পায় না। প্রাণ খেলিতেছে, তার সংসর্গে মনও খেলিতেছে। মনের অশান্তি বা চঞ্চলতার ইহাই রহস্য।

সকল অশান্তির মূল কারণ এই যে আমি দ্রষ্টা নহি। আমি দ্রষ্টা হইলেই বিনা চেষ্টাতেই মন নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইবে। মন তখন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। তখন উহাতে প্রাণের খেলা আরোপিত হয়। মন ঐ খেলাতে ভাবের আরোপ করে, আমি দ্রষ্টা হইয়া তাহা দেখি। মন সত্ত্ব স্বরূপ—তাহার মধ্য দিয়া দেখিলে আত্মার তটস্থ ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিয়াও আত্মা অভিনেতা অভিনেত্রী হইতে নিজের ভেদ ভুলিয়া যায়, অর্থাৎ উহাদিগকে আপন করিয়া লয়। অথচ নিজে প্রেক্ষকই থাকে। মন মধ্যস্থ না থাকিলে এই প্রকার স্থিতি হইতে পারে না।

এই যে মনের কথা বলা হইল ইহা শুদ্ধ মন বা শক্তি। পরমাত্মার পক্ষে যাহা শক্তি, জীবাত্মার পক্ষে তাহাই মন। শুদ্ধ মন যোগমায়ার পরিণতি এবং অশুদ্ধ মন মলিন মায়ার পরিণতি। করা, করান, দেখা ও দেখান, সর্ব্বত্রই ইহার আবশ্যকতা আছে।

খেলা করে প্রাণ, প্রকৃতি ( শুদ্ধ ও অশুদ্ধ )। এখন ইহাই আবশ্যক যে মন যেন ঐ খেলা দেখে, অর্থাৎ আমি নিজে সাক্ষী থাকিয়াও শুদ্ধ মনের যোগে যেন উহা দেখি। সাক্ষী না থাকিলে শুদ্ধ মনকে পাওয়ার কোন উপায় নাই। তখন যাহা পাওয়া যায় তাহা মলিন মন, যাহা খেলায় জড়িত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও জড়িত করে। মনকে বাদ দিলেও আত্মা দ্রষ্টাই থাকে, কিন্তু সেই অবস্থায় আত্মা যা কিছু দেখে নিজের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন দেখে। তাহাতে লীলা দর্শন হয় না। যদিও মূলে সেই নিজেকে-নিজে-দেখা অবশ্যই থাকে, তথাপি লীলা দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ ভেদ থাকা আবশ্যক। তাই রসাস্বাদনের জন্য স্বচ্ছ মন অপরিহার্য্য। এই মন হয় তখন দর্পণ, যাহাতে স্বভাবের খেলা প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই নাম ভাবের খেলা। শুদ্ধ মনকে বাদ দিলে ভাবাতীত স্থিতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে রসাস্বাদ থাকে না—থাকে শুধু অনন্ত ও অবাধিত আত্মদৃষ্টি।

মনোময় বা সত্ত্বময় স্তরেই খেলা হয়, দেখে আত্মা। এই খেলা অনন্ত—দেখিতে দেখিতে দেখার শেষ পাওয়া যায় না। আবার দেখিতে দেখিতে বিশ্রামও আসে। তখন ভাবাতীতে স্থিতি হয়। সাক্ষী যিনি আছেন তিনি থাকেন বিশ্রামের সাক্ষী। বিশ্রামের

সাক্ষী যে, খেলার সাক্ষীও সেই। বিশ্রামের সাক্ষী নিকুঞ্জ-বিহারের দ্রষ্টা এবং খেলার সাক্ষী কুঞ্জ-লীলার দ্রষ্টা। সাক্ষী কিন্তু একই।

আত্মা ভাব-রঞ্জিত হইয়া প্রাণের খেলা দেখে। অর্থাৎ সহৃদয় না হইলে খেলা দেখিলেও রসের অনুভব হয় না। তার নিজের কাছে কোন খেলাই খেলা নয়। আত্মা ভাব-রঞ্জিত না হইয়া বিশুদ্ধ দ্রষ্টা ভাবে মনকে দেখিলে মন নিষ্ক্রিয় হয় বলিয়া প্রাণের খেলা আর তখন থাকে না।

আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবাহ এই প্রাণের খেলা। নিরন্তর অধঃ-উর্দ্ধে এই খেলা চলিতেছে। শিব হইতে শক্তি পর্য্যন্ত এবং পুনরায় শক্তি হইতে শিব পর্য্যন্ত এই প্রবাহ চলিতেছে। শিব-শক্তির বিচ্ছেদ বা বিরহ কালে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকে। তখনই এই প্রবাহ চলে। শ্বাসের ক্রিয়া ইহারই নামান্তর। যখন শিব-শক্তির মিলন সংঘটিত হয় তখন এই প্রবাহ থাকে না—শ্বাসের ক্রিয়াও থাকে না, একটি পরম শান্তভাবে স্থিতি হয়।

শিব-শক্তির বিচ্ছেদ অবস্থাতে আত্মা মনে এবং মন প্রকৃতিতে বা প্রাণে জড়িত থাকে। আত্মা স্ব-বলে দ্রষ্টা হইয়া যদি মনকে দৃশ্য করে তাহা হইলে মনও তটস্থ হইয়া প্রাণের খেলা দেখিতে পারে। এইজন্য মনকে শ্বাসের গতির নিরীক্ষণ কার্য্যে সংলগ্ন করিতে হয়, এবং নিজে মনের পৃষ্ঠভূমিতে নীরবে অবস্থান করিতে হয়। সাধারণতঃ মন শ্বাসের সঙ্গে ও প্রাণের সঙ্গে সঞ্চালিত হয়। তাই শ্বাস চলে। কিন্তু মন যখন শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে না চলিয়া উহার গতি নিরীক্ষণ করিতে থাকে তখন আমিও উদাসীন হই এবং ঐ সঙ্গেই শ্বাসের গতিতেও মন্দতা আসিয়া পড়ে।

ইহারও একটি পরাবস্থা আছে। উহা অদ্ভুত রহস্য। যখন শিব-শক্তির মিলন হয়, যখন প্রাণ ও অপানের যোগ হয়, যখন বায়ু স্তম্ভিত হয়, সমগ্র বিশ্ব স্থগিত হয়, কালের গতি নিরুদ্ধ হয়, পরম শান্তির উদয় হয়, তখন সেই মহাস্থিতিতেও ভিতরে ভিতরে একটি ব্যাপার চলিতে থাকে। হংস অবস্থা হইতে ইহা পরমহংস অবস্থার উন্নয়ন। ইহাকেই আত্মরমণ বলে। ইহা নিজের সঙ্গেই নিজের বিহার। দ্বিতীয় ত তখন কিছু নাই—শিব-শক্তি তখন মিলিত। মিলিত হইলেও তাহাতে অন্তঃক্রিয়া আছে। শিব ও শক্তির এইটি পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট স্বরূপ। ইহা অতি গুপ্ত। আগম বলেন, এই অনুত্তর অক্ষররূপী পরমেশ্বর নিজের অঙ্গভূত ও নিখিল প্রপঞ্চলয়াত্মক বিমর্শশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট বা প্রতিবিম্বিত হন, তারপর ঐ বিমর্শশক্তি নিজের অন্তঃস্থিত প্রকাশময় প্রতিবিম্বে অনুপ্রবিষ্ট হয়। আত্মারাম অবস্থার ইহাই পূর্ব্বাভাস।

# বৃন্দাবনে বারো দিন *

২৩।১০।১৯৫৪—৫।১১।৫৪

### পাঁচ-ভুতের-লেখা

## ১

### একাধারে শ্যামা-শ্যাম

এই সেই বৃন্দাবন—শ্যামসুন্দরের লীলাভূমি। আজ শ্যামাপূজা। এই শুভলগ্নে এই পুণ্যভূমিতে উপস্থিত মা—একাধারে শ্যামা-শ্যাম।

ভক্তের সাধ হয়—

“শ্যামা তোরে শ্যাম সাজায়ে দেখি আয়
পীত ধড়া শিখী-চূড়া কেমনে মানায়।”

মা বৃন্দাবনে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রমটির শিরায় শিরায় প্রাণের প্রবাহ উচ্ছল হ’য়ে উঠেছে। মায়ের সব আশ্রমগুলিতেই যেন এই রকমটিই ঘটে থাকে।

বৃন্দাবন আশ্রমের বারান্দায় মা

আশ্রমগুলি এক একটি ডে-লাইট-এর ( Day-light ) মত। ডে-লাইট পাম্প-এর ( Pump ) অভাবে নিষ্প্রভ, নির্ব্বাপিতপ্রায় থাকে; হাওয়া পেলেই পূর্ণজ্যোতিতে দীপ্ত হ’য়ে ওঠে। আশ্রমগুলিও তেমনি মায়ের অনুপস্থিতিতে শূন্য, নিষ্প্রভ থাকে; “মা আসছেন”—এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নাড়ীর স্পন্দন সতেজ হয়ে ওঠে। যতোদিন মা থাকেন, আশ্রমটি সেই পর্য্যন্ত প্রাণের সংবেগে অক্ষুণ্ণ, উচ্ছল থাকে—নিশিদিন মহোৎসব, অনাবিল আনন্দের ধারা-বর্ষণ। সার্থক মায়ের নাম—আনন্দময়ী।

## ২

### বৃন্দাবনের; আশ্রম “একটি হাঁ-র ভিতরে সবাই”

—ইতি মা।

বৃন্দাবনের নব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রমটি সব দিক দিয়ে চমৎকার। রেল ষ্টেশনের নিকটেই কম-বেশী আট বিঘে জমির উপর আশ্রম;

---

* “ক্ষিতি”. “বারি”, “অনল” “সমীর”, “ব্যোম”, “রূপ”, “রস”, “স্পর্শ” ইত্যাদি ছদ্ম-নাম দিয়ে যে-সব ভাই-বোনের কথা লেখা হয়েছে এই ডায়ারিতে, তাদের মধ্যে কোন্‌টী কে তা’ জানা অনাবশ্যক। নাম-পরিচয়-নিরপেক্ষ ভাব-ধারার আস্বাদনেই আনন্দ

যাদের ছদ্ম-নামগুলি সংকলিত হয়েছে পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র ইতাদি প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে, তাদের লক্ষ্য মা— যিনি প্রকৃতির মধ্যে থেকেও প্রকৃতির বাইরে। মাকে না পেলে সন্তানের চলে না। সন্তান না হ’লে মায়ের-ও চলে না। আমাদের মতন “পাচ-ভূত” না থাকলে, “মা” ব’লে ডাকবে কে?

অনেক ইংরেজী শব্দ এই ডায়ারিতে আছে। তা’র অধিকাংশই কোনও না কোনও সময়ে মায়ের মুখ থেকে পেয়েছি, মাতৃ-প্রসাদের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি।

জমির এক সীমান্তে পুরানো এক শিব মন্দির। রাজপথের শোভাবর্দ্ধন ক'রে রয়েছে আশ্রমের বিরাট গেট; গেট দিয়ে ঢুকে, বেশ কিছুদূর এসে, পৌঁছালাম আশ্রমের দোতলা বাড়ীতে। জমি থেকে পর পর কয়েকটি ধাপ উঠে গেছে একটি চাতাল পর্য্যন্ত। "ভজনালয়ে"র কোল দিয়ে দুটি বারান্দা দু' দিক থেকে এসে মিলেছে সেই চাতালে—দুই প্রান্তে দুটি স্তম্ভ; স্তম্ভের পাদদেশে হাতীর মাথা—সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতীক।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মা চলেছেন আশ্রমের সামনের রাজপথ দিয়ে। সঙ্গে আছে "ক্ষিতি" ও "রস"। আশ্রমের সেই চাতালটিতে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে "বারি", "অনল", "সমীর", "ব্যোম", "রূপ", "গন্ধ", "ধ্বনি", "স্পর্শ", "মন", "বুদ্ধি" ও "অহংকার" ইত্যাদি মায়ের ছেলে-মেয়েরা। তাদের মুখে পড়েছে বিজলী বাতির আলো।

বাইরে তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার,—সূচীভেদ্য, নিবিড় রহস্যরাশি। সেই চাতালের স্তম্ভ-পরিচ্ছিন্ন প্রবেশ-পথ থেকে আলো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে রাজপথ পর্য্যন্ত,—যেখানে মা রয়েছেন। যেন অন্ধকারের বুক চিরে শুভ্র আলোকধারা মায়ের চরণে ভূ-লুণ্ঠিত প্রণাম জানাচ্ছে।

"বারি", "অনল" ইত্যাদি যা'রা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাতালে, তাদের দেখে মনে হয় যেন সংসারের সকল ব্যথা এবং অন্তরের সকল মলিনতা ও সংকীর্ণতা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে, মায়ের দিব্য দর্শনে। মুখ-ভরা তাদের নির্ম্মল হাসি, চোখের দীপ্তিতে রয়েছে পুলকের স্পর্শ। তা'রা মা'র আশ্রয়ে এসেছে কিনা!

এই দৃশ্য দেখে, দূর থেকে মা হঠাৎ বলে উঠলেন "দ্যাখো, দ্যাখো, দেখা যাচ্ছে যেন একটি মুখের হাঁ-র ভিতর সবাই রয়েছে।" মা'র এই কথা শুনেই "ক্ষিতি"র মনে পড়ে গেল বিশ্বরূপদর্শনের কথা—গীতার একাদশ অধ্যায়। অর্জ্জুনের অভিজ্ঞতা আলোচনা ক'রে "রস"-এর মন ভরল না। শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, সে মা'র কথায় বুঝল—"হাঁ" মানে তো মায়ের কোল। এই অনুভূতির মধ্যে পুঁথির বুলি নেই, আছে সরল বিশ্বাস।*

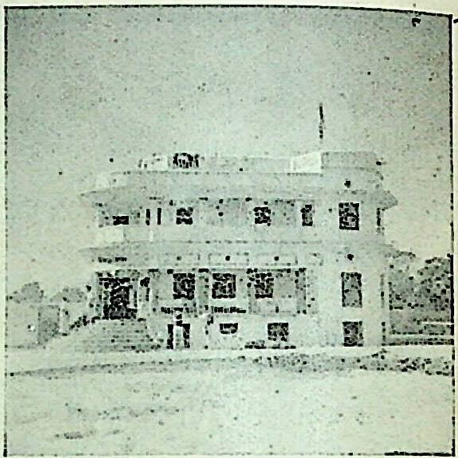

"দ্যাখো, দ্যাখো, দেখা যাচ্ছে যেন মুখের একটি হাঁ-র ভিতর সবাই রয়েছে।"

## ৩

## ব্রজ-ভূমি

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে মা বল্‌লেন একদিন "ব্রজভূমি নিত্যলীলার স্থান।" এই ব্রজভূমির আকাশে বাতাসে আনন্দের স্পর্শ। সকাল-সন্ধ্যা রাখাল বালক বাঁশী হাতে ক'রে গরুর পাল নিয়ে চলেছে,—মনে পড়ে যায়, সেই গোষ্ঠবিহারের ছবি। পরিচিত যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হ'লে

---

* পরে মা বলেছিলেন—দালানের কোনের যে সিঁড়ি উঠে গড়নটা রয়েছে, তা' দেখায় একটা মুখের হাঁর মতো—কতলোক আসছে যাচ্ছে তার ভিতর দিয়ে।

এদেশের লোক প্রথম সম্ভাষণ করে, "রাধে রাধে"; উত্তরও সেই "রাধে রাধে"। পথে-প্রান্তরে ময়ূর নেচে বেড়াচ্ছে। অনতিদূরে, যমুনার শীর্ণ জলধারা বিস্তীর্ণ বালুরাশির বুক চিরে চলেছে অনন্তের, অদৃশ্যের সন্ধানে,—দ্বাপরের কতো পুণ্যস্মৃতি বহন ক'রে।

আশ্রমের দোতলা বাড়ীর ছাদে উঠলে, যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল দিগন্ত-বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তর; দিক্‌প্রান্তে ঘন-সন্নিবিষ্ট নীল বনরেখা।

বারান্দায় বসে বসে সারাদিন দেখা যায় দলে দলে পুণ্যকামী যাত্রী চলেছে তীর্থদর্শনে; কিম্বা ফিরছে দর্শন ক'রে,—চোখেমুখে তাদের পরিতৃপ্তির হাসি। মা বললেন "এদের দর্শনেও সুফল"।

## ৪

## মা'র কোনও কাজ নেই?

মাকে আজ দেখছি বড়ই ব্যস্ত। যাঁর কোনও কাজই নেই, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি সব কাজের মধ্যে,—কখনও রান্নাঘরে, কখনও ভাঁড়ার ঘরে, কখনও ভজনালয়ে। অনেক সন্তান হঠাৎ এসে পড়েছে অনেক দূর দূরান্তর থেকে,—পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান ইত্যাদি কত দেশের কত লোক হাজির হয়েছে এই আশ্রমে। তাদের বাস ও আহারাদির ব্যবস্থা করতে হবে। তাই বুঝি মা সুগৃহিণীর ভূমিকায় "কাজ-কাজ-খেলা"র খেয়ালে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইন্সপেক্‌শান্ (inspection) ক'রে, এ ঘর থেকে ও ঘর!

"মন", "বুদ্ধি", "অহংকার" ইত্যাদি মায়ের সন্তানরা আশ্রমের যে ঘরে উঠেছিল সে ঘরটিতে অল্প জায়গা, অনেক মানুষ, অজস্র মাল। মেঝের উপর প'ড়ে রয়েছে আধ-খোলা গোটা কয়েক হোল্ড-অল্ (Hold-all); আর ছোট-বড় অগণিত বাক্স পড়ে রয়েছে, আবর্জ্জনার মতন—কোথাও স্তূপীকৃত, কোথাও বিক্ষিপ্ত; যেন আমাদেরই সংস্কার-সংকুল চিত্তবৃত্তির আবিল প্রতিচ্ছবি।

মা ঢুকলেন সেই ঘরে; আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের চেহারা গেল ফিরে। এলোমেলো ভাবে ছড়ানো জিনিসগুলিকে গুটিয়ে, গুছিয়ে সাজানো হ'ল মায়ের নির্দ্দেশে। তার ফলে ঘরে জায়গা হ'ল, শোভা হ'ল এবং পদে পদে হোঁচট্ খাবার ভয়ও দূরে গেল।

এতো অল্প জায়গাতে এত বেশী মাল এমন সুন্দরভাবে সাজানো যে সম্ভব—তা' কারো মাথায় আসেনি। মা'র উপস্থিতিতেই কিন্তু সব কিছু হয়ে গেল বিদ্যুৎবেগে। একেই বলে মাতৃকৃপায় এক নিমেষে যুগান্তর। এইটুকুই জীবের একান্ত কাম্য।

মা করালেন সব-ই। অথচ কিছুর মধ্যেই মা নেই। প্রতি পদেই পরামর্শ করছেন এর সঙ্গে, ওর সঙ্গে, তার সঙ্গে; যেন সবার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছেন,—এই রকম ভাব। মায়ের এ-ও একটি খেলা!

## ৫

## অস্তগামী সূর্য্য ও মা

একদিন গোধূলি লগ্নে জয়পুরের রাজার মন্দিরের সামনে দিয়ে মা চলেছেন একটি টাঙ্গাতে। দূরে, পশ্চিম দিকে, কালো বন। অস্তগামী সূর্য্যের স্তিমিত প্রভায় পশ্চিমের আকাশে সিঁদুরের রঙ। হাসিমুখে ধরণীর শেষ নমস্কার গ্রহণ ক'রে দিবাকর সেদিনের মতন চলেছেন অস্তাচলে।

প্রকৃতির এই পরিবেশের মধ্যে মা। মায়ের ড়া-বাঁধা কালো-চুলের কোলে বিশ্ব-ভুবন-আলো-করা মুখখানি, আয়তনয়ন দুটি ঢুলু ঢুলু, মুখে মৃদু মধুর হাসি। অস্তগামী সূর্য্যের বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ ক'রে হয়তো বা মা মনে মনে বলছেন, "যাওন নাই,

আস গিয়া"। সেই নীরব সন্ধ্যাতে নীল নির্ব্বাক আকাশের দিকে তাকিয়ে হয়তো বা মা ইঙ্গিত করছেন যে সূর্য্যদেব যেখানেই যান, ঐ আকাশের মধ্যেই তো থাকতে হবে। স্নিগ্ধ-বিরাট ঐ কৃৎস্ন গগনও যে মায়েরই অঙ্কজল "একাংশেন স্থিতং"।

### ৬

### যা'র লীলা তা'রই বাণী,—"বাঁশী এখনও বাজে"

"গুরুকুল মার্গ" ধ'রে গাড়ী ক'রে চলেছেন মা। পাশ দিয়ে ধূলো উড়াতে উড়াতে একপাল গরু নিয়ে চলে গেল এক রাখাল বালক—হাতে তার বাঁশী। "অনল" জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা মা, আমরা এখন যেখানে রয়েছি, ঠিক এই জায়গাতেই কি শ্রীকৃষ্ণ কখনও এমনিভাবে বাঁশী বাজাতে বাজাতে গরু চরিয়েছিলেন?'

মা জবাব দিলেন, সস্নেহ দৃষ্টিতে "অনল"-এর দিকে তাকিয়ে, "বাঁশী এখনও বাজে; এখনও গোরু চরান; এখনও চরান; এখনও সে-লীলা কোনও কোনও ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

"অনল" ইতিহাসের ছাত্র। সে খবর রাখে খণ্ডকালের কাহিনীর। মা'র উত্তরের মধ্যে রয়েছে নিত্য কালের লীলা। কৌতূহল মেটাবার জন্য "অনল" জানতে চেয়েছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা —যা' জ্ব'লে উঠে, নিভে যায়। মার কাছ থেকে সে পেয়ে গেল শাশ্বত সত্যের বাণী—যা' ফুরায় না। এ-বাণী মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি-র বাণী নয়; যা'র লীলা তা'রই বাণী।

### ৭

### "সাধন-উদ্যান"

আশ্রমের বাগানের আদিপর্ব্ব শেষ হয়েছে; উদ্যোগ পর্ব্ব চলেছে। উদ্যান-পথ হয়েছে; উদ্যান বলতে বিশেষ কিছু হয়নি এখনও। উদ্যান পথের গা-ঘেঁষে একটি কুলগাছ প্রবল প্রাণবেগে বেড়ে চলেছে। তার স্পর্দ্ধিত, অবাধ গতি দেখে মনে হ'ল—প্রশ্রয় পেলে এই গাছ ভবিষ্যতে পথের কণ্টক সৃষ্টি করবে; সুতরাং একে উচ্ছেদ করা-ই মঙ্গল। কুলত্যাগ করেছিলেন ব্রজের গোপীরা। আমাদের আশ্রমের সাধন-উদ্যানে কুলের মোহ কেন? অ-কূলে প'ড়ে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে, আমাদের মা কূল দেন, কোল দেন।*

বাগানে তমাল ও কদম গাছের চারা বসানো হয়েছে। মিলন-মাথুরের কতো পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত এই সব গাছ। "বুদ্ধি" বললে শ্রীমদ্ভাগবতে নাকি তমাল গাছের নাম নেই। "মন" বললে "না থাক; কৃষ্ণ কালো তমাল কালো তাই তো তমাল ভালবাসি। রাধা নামের উল্লেখ-ও তো নেই ভাগবতে; তাই ব'লে কি রাধা-নামে-সাধা-বাঁশী বাজেনি?" "রস" বলে "ভাগবতে থাক্ আর না থাক্, আনন্দময়ী আশ্রমে রাধা-ও আছে, তমাল-ও আছে।" "ধ্বনি" গান গায়ঃ—

"তমাল ডালে ময়ূর দেখে বলে ঐ যে চূড়া।"

### ৮

### "আনন্দময়ী তপোবন"

"গন্ধ"-র মনের সাধ—বৃন্দাবনলীলার সঙ্গে

---

* এই ডায়ারী মা'র কাছে প'ড়ে শোনান হয়েছিল। হাসতে হাসতে মা বলেছিলেন সব কুলগাছগুলি একত্র বসিয়ে দিয়ে বেড়ার মতন করা হবে। তার পরে মা বললেন কাঁটা যা'তে না ফোটে গা —.

"এর ভিতরে যে যাবে
খড়ম প'রে কুল খাবে",

পরক্ষণেই মা হাসতে হাসতে বললেন "আরে কবিতা হয়ে গেল যে!"

সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান লতা-বৃক্ষ সংগ্রহ ক'রে আশ্রমের বাগান সাজাতে হবে। এই প্রস্তাবে মা বিশেষ উৎসাহ দিলেন। কথা প্রসঙ্গে মারই প্রেরণাতে পঞ্চবটীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গেল বাগানের পশ্চিম প্রান্তে।

গাছের তালিকা করতে গিয়ে প্রথমে-ই মনে পড়ে তুলসী, যা'র অপর অপর নাম—'বৃন্দা', 'হরিপ্রিয়া', 'বিষ্ণুবল্লভা'। ১০৮টি তুলসী-চারা দিয়ে কেয়ারী করলে কেমন সুন্দর হয়—বৃন্দাবনে বৃন্দা-বন।

রাস-লীলা-রত শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হওয়াতে গোপীরা পাগলের মতন ঘুরেছিলেন বনে বনে, "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" ব'লে। তাঁদের বিরহ-কাতর সেই অন্বেষণের সাক্ষী ছিল অশ্বত্থ, প্লক্ষ, বট, কুরুবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, চূত, পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, নীপ ইত্যাদি।

মালতী, মল্লিকা, জাতিকা, যুথীকাকে তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন "শ্রীহস্তের ছোঁয়া দিয়ে তোমাদের প্রীতি সঞ্চার ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে যেতে কি তোমরা দেখেছ?"

গাছের তালিকা করতে গিয়ে আর-ও মনে পড়ে কতো নাম—পদ্ম, কুন্দ, মন্দার, অর্জ্জুন। লীলার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে এই সব গাছ-পালা। এদের সেবা করা সৌভাগ্যের কথা। মায়ের খেয়াল হ'লে অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাবো ব্রজভূমিতে "আনন্দময়ী তপোবন"; আর দেখতে পাবো ধ্যান-সমাহিত পঞ্চবটী—মায়ের আশীর্ব্বাদপূত, মায়ের স্নেহচ্ছায়াশ্রিত।

—ক্রমশঃ

---

# শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

## তৃতীয় খণ্ড *

( শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল )

### ( ১ )

### শ্রীশ্রীমায়ের কলিকাতা ও ঢাকা আগমন।

১৩৪৪ সনের জ্যৈষ্ঠের পর শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয় এক বৎসরেরও অধিক কাল পরে, ১৩৪৫ সনের ২৯শে আশ্বিন তারিখে। এই সুদীর্ঘ সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের পরিবেশের মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। ১৩৪৪ সনের জ্যৈষ্ঠের শেষভাগে মা আলমোড়া হইতে কৈলাস অভিমুখে রওনা হন। তাঁহার সঙ্গী ছিলেন বাবা ভোলানাথ, জ্যোতিষবাবু, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, খুকুনী দিদি এবং শ্রীযুক্ত প্রাণকুমার বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান টুনু প্রভৃতি। বাবা ভোলানাথ এবং খুকুনী দিদির মুখে এই যাত্রার অনেক কথাই শুনিয়াছি। মানস সরোবরের তীরে পৌঁছিয়া নাকি শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বাবুর তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, এবং শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি না লইয়াই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মা তাঁহার সন্ন্যাসের নাম মৌনানন্দ পর্ব্বত দেন। ১০ই শ্রাবণ ধারচুলা হইতে খুকুনী দিদি এক পত্রে আমাকে জানান যে জ্যোতিষ বাবু পীড়িত, আর সকলেই ভাল ভাবে কৈলাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পীড়িত অবস্থায়ই জ্যোতিষ বাবুকে লইয়া আলমোড়া ফিরিয়া আসা হয় এবং ঐখানে ২রা ভাদ্র শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে "মা" এই নাম উচ্চারণ করিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি সকলকে মা নাম কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন এবং নিজেই নাম ধরাইয়া দিতেছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের যে বিবরণ শুনিয়াছি তাহা যতিদিগেরও কাম্য।

জ্যোতিষ বাবুর দেহত্যাগের পরদিন শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং তিনি ক্রমে গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া পড়েন। দুই তিন দিন পর তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলেই তাঁহাকে নিয়া সকলে দেরাদুন রওনা হন। দেরাদুন আশ্রমে আসিয়া মা কিছুদিন কেবলমাত্র জল পান করিয়া রহিলেন। পরে ফলের রস এবং শেষে অন্ন-পথ্য করিলেন।

ইহার পর শ্রীশ্রীমায়ের পরিবেশের মধ্যে দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন দাদা মহাশয়ের মৃত্যু। ঐ বৎসর পৌষ মাসের ১লা তারিখে কলিকাতায় এই ঘটনা হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে শ্রীশ্রীমা কাছে ছিলেন না ; ২৫শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে দেখিয়া ৺তারা পীঠে ফিরিয়া যান। দাদা-মহাশয়ের মৃত্যুকালে মা কাশীর পথে রেলগাড়ীতে ছিলেন।

ইহার পরের ঘটনা বা দুর্ঘটনা হইতেছে বাবা ভোলানাথের দেহরক্ষা। ১৩৪৪ সনের চৈত্র মাসে পূর্ণ কুম্ভ উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা হরিদ্বারে ছিলেন।

---

* শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গের প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড অনেক দিন হয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। উহার তৃতীয় খণ্ড "আনন্দ-বার্ত্তায়" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। —লেখক।

তাঁহার বহু ভক্ত ঐ সময় ঐস্থানে সমবেত হন। মহানন্দে সকলে কুম্ভ স্নান করেন। বাবা ভোলানাথ প্রত্যহ নগর কীর্ত্তনে বাহির হইতেন। কুম্ভের পর মা হরিদ্বার হইতে দেরাদুনে যান এবং কয়েকদিন পরে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবাবুকে সন্ন্যাস গ্রহণ করাইবার জন্য তাঁহার সহিত বাবা ভোলানাথকে কনখলে পাঠাইয়া দেন। সম্ভবতঃ এই যাত্রায়ই বাবা ভোলানাথ বসন্ত রোগের বিষ দেহে গ্রহণ করিয়া যান। তিনি যখন দেরাদুনে ফিরিলেন তখন বিষক্রিয়া পূর্ণ ভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রীশ্রীমা খুকুনী দিদি প্রভৃতিকে দেরাদুন হইতে অন্যত্র পাঠাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত যোগেশ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকজন সেইখানে ছিলেন। শ্রীযুক্ত ভূপতি বাবুর অভিপ্রায় অনুসারে মায়ের ভক্ত এবং বসন্ত রোগের সুচিকিৎসক কবিরাজ শিবশঙ্কর সেন মহাশয়কে ঢাকা হইতে টেলিগ্রাম করিয়া নেওয়া হয়। কিন্তু তাহার চিকিৎসা এবং শ্রীযুক্তা সুশীলা মাসীমাতার সযত্ন শুশ্রূষা সকলই নিষ্ফল করিয়া ১৩৪৫ সনের ২০শে বৈশাখ, শুক্রবার রাত্রি বেলায় বাবা ভোলানাথ মর দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া গেলেন। মৃত্যুকালে শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গলহস্ত বাবা ভোলানাথের ব্রহ্মতালুর উপর স্থাপিত ছিল।

শুনিয়াছি মৃত্যুর চারি পাঁচ দিন পূর্ব্ব হইতে বাবা ভোলানাথ শ্রীশ্রীমাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন, এবং "মা আমাকে ক্ষমা কর" বলিয়া মিনতিও করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর ইহাও প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে ভোলানাথ মানস সরোবরের তীরে শ্রীশ্রীমার নিকট হইতেই সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীদিগের প্রথানুসারেই বাবা ভোলানাথের সলিল সমাধির ব্যবস্থা হইয়াছিল, এবং হরিদ্বারের গঙ্গায় তাঁহার দেহ অর্পিত হইয়াছিল।

বাবা ভোলানাথের মৃত্যুসংবাদ যখন ঢাকায় পৌঁছিল তখন ঐখানে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব চলিতেছিল। ঐ সংবাদ পৌঁছামাত্র বাবার শিষ্য এবং ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিষাদের এক ঘন ছায়া পড়িয়া গেল। তাঁহারা সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা যেন অতি আপনজন হারাইয়া নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ বাবা ভোলানাথের বাহ্যিক ব্যবহার সময় সময় রূঢ় হইলেও তাঁহার প্রাণটি ছিল অতি সরল এবং কোমল। লোকের শোক দুঃখ দেখিলে তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন এবং উহা দুর করিবার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের নিকট জেদ করিতে থাকিতেন। সাক্ষাৎ ভাবে মার কাছে কাহাকেও বড় একটা আবদার করিতে দেখি নাই। এ কাজ ছিল বাবা ভোলানাথের। বিপদে, আপদে তিনিই আমাদিগকে আশ্বাস দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন। আমাদের দুঃখে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি হইতে আমরা কখনও বঞ্চিত হই নাই। তাই বাবা ভোলানাথের অভাবে আমরা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

১৩৪৫ সনের পূজার বন্ধে আমি সপরিবারে কলিকাতা ছিলাম। এই সময় অনুসন্ধান করিয়া শ্রীমতী ভ্রমর ঘোষের নিকট অবগত হই যে মা ২৯শে আশ্বিন, ( ইং ১৬।১০।৩৮ ) রবিবার কলিকাতা পৌঁছিবেন এবং রসা রোডে দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ে অবস্থান করিবেন। শ্রীমতী ভ্রমর ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে ছিল। সে বিদ্যালয়ের সেক্রেটারির অনুমোদন গ্রহণ পূর্ব্বক মায়ের এবং তাঁহার সঙ্গীয় ভক্তদের বাসস্থান এবং আহারাদির

বন্দোবস্ত ঐ বিদ্যালয়েই করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ বিদ্যালয়টি আমাদের কলিকাতার বাসভবনের খুব নিকটে বলিয়া আমার পক্ষে খুব সুবিধা হইয়াছিল।

২৯শে আশ্বিন দিল্লীমেলে শ্রীশ্রীমা কলিকাতা পৌঁছিলেন। মাকে অভ্যর্থনা করিতে ষ্টেশনের প্লাটফরমে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। ভক্তগণ মাকে গাড়ীতেই পুষ্পমাল্যে ঢাকিয়া ফেলিলেন। এবং "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কী জয়" রবে ষ্টেশন কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিলেন। আমি লোকের ভিড় ঠেলিয়া মায়ের কাছে যাইতে পারিলাম না, দূর হইতেই মনে মনে প্রণতি জানাইলাম।

শ্রীশ্রীমা দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ে পৌঁছিয়া হাতমুখ প্রক্ষালন করিবার পর বেলা প্রায় দশটার সময় দোতলার হল ঘরে আসিয়া বসিলেন। এই সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং আমি কবে কলিকাতা আসিয়াছি এবং কতদিন এখানে থাকিব ইত্যাদি প্রশ্ন মা করিলেন। বেলা এগারটার সময় মাকে বিশ্রামাগারে লইয়া যাওয়া হইল। শ্রীশ্রীমায়ের শরীর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই অসুস্থ ছিল বলিয়া হরিদ্বার হইতে তাঁহার সঙ্গে ডাঃ পন্থ (অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন) আসিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থানুসারে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত সাক্ষাতের সময় বেলা আটটা হইতে বারটা এবং বিকাল চারটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ একটা ব্যবস্থার যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ এবারে কলিকাতায় মাকে দেখিতে ও তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য সহস্র সহস্র লোক আসিয়াছিল। তাহাদের ব্যাকুল আগ্রহে মা ডাক্তারের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই মাঝে মাঝে ছুটিয়া বাহির হইতেন এবং সকলকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতেন।

## সিমলার ভক্তদের অধিবাস কীর্ত্তন

বিকাল প্রায় ৫॥ টার সময় মাকে বিশ্রামাগার হইতে বাহিরে আনা হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভজনস্তোত্র আরম্ভ হইল। কিন্তু উহা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই কিছুক্ষণ ভ্রমণের জন্য মাকে মোটর গাড়ীতে বাহিরে লইয়া গেল। বেড়াইয়া আসিয়া মা কীর্ত্তন-স্থলীতে গিয়া বসিলেন। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ এই উদ্দেশ্যেই সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল—ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপে রামধনুবর্ণ-বৈচিত্র্য; স্তম্ভে স্তম্ভে কারুকার্য্যখচিত রেশমের আবরণ; একদিকে মায়ের বসিবার আসন এবং উহার সম্মুখে প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে পুষ্পরথসদৃশ একটি নাতি-উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া উহাতে শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীমা প্রভৃতির ছবি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে এবং উহার মধ্যস্থলে শ্রীশ্রীমায়ের আসনের দিকে মুখ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। এবার মায়ের সঙ্গে সিমলা হইতে কয়েকটি কীর্ত্তনামোদী ভক্ত আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের উৎসাহে ও প্রেরণায় এবার কলিকাতায় এই "নাম যজ্ঞের" আয়োজন করা হইয়াছিল।

মা কীর্ত্তন আসরে আসিয়া নিজাসনে উপবেশন করিলে পরদিনের অহোরাত্র কীর্ত্তনের অধিবাসের ব্যবস্থা হইল। প্রথমে পূর্ব্বোক্ত যুগল মূর্ত্তির সম্মুখে ধূপ ও পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া ভক্তগণ গলে পুষ্পমাল্য ধারণ ও কপাল চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ,
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।"

এই পদ গান করিতে করিতে কীর্ত্তনমঞ্চ পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লোকের ভিড় বশতঃ

সকলে মাকে দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়া মা নিজ আসনের উপর দাঁড়াইলেন। মায়ের মূর্ত্তি উজ্জ্বল হাস্যময়ী। মুখে অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। গলে মনোরম মালা। যে ঐ মূর্ত্তি দেখিল সেই মুগ্ধ হইল। মা কীর্ত্তনের তালে তালে হাতে তালি দিয়া গায়কদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও উৎসাহে নৃত্য করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মাকে বিশ্রামাগারে লইয়া যাওয়া হইল। কীর্ত্তনও ধীরে ধীরে বন্ধ হইল।

### নামযজ্ঞ ও শ্রীশ্রীমায়ের ভোগ।

পরদিন ( ৩০শে আশ্বিন ) সকাল বেলা প্রায় নয়টার সময় আসিয়া দেখিলাম যে মা তখনও বাহিরে আসেন নাই। খুকুনী দিদি আমাকে ডাকিয়া মায়ের ঘরে লইয়া গেলেন। আমি মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “মা, তুমি কি ঢাকা যাইবে না ?” মা বলিলেন, “উহা তোমরা স্থির কর। এ দেহের ভার তোমাদের উপর দেওয়া হইয়াছে।” ডাঃ পন্থকে দেখাইয়া বলিলেন, “বাবাজীর সহিত তুমি ঢাকা যাওয়ার বিষয় আলাপ কর।” পরে নিজেই ডাঃ পন্থকে বলিলেন, “এতদূর হইতে কলিকাতা আসা হইয়াছে, যদি ঢাকা যাওয়া না হয় তবে সেখানকার লোকের মনে কষ্ট হইবে।” ডাঃ পন্থ আমাকে ঢাকার আবহাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পথের সুবিধা অসুবিধার কথাও জানিয়া লইলেন। মায়ের হাবভাবে বুঝিলাম যে ঢাকা যাওয়া হইবে।

ইহার পর মা কীর্ত্তন স্থানে আসিলেন। ভক্তগণ খুব উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বেলা বারটায় ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দেখিলাম দোতলার হল ঘরে উহার আয়োজন করা হইয়াছে। ছয়খানি আসন পাতা হইয়াছে। উহার একখানিতে শ্রীশ্রীমা বসিয়াছেন, অন্য পাঁচখানি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস, গদাধর এবং অদ্বৈত আচার্য্যের উদ্দেশ্যে পাতা হইয়াছে। প্রত্যেক আসনে সম্মুখে ষোড়শোপচারে ভোগ সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আসনে আসনে পুষ্পমাল্য। ধূপ পঞ্চপ্রদীপ এবং কর্পূরাদি সম্মুখে জ্বলিতেছিল। খোল করতাল সংযোগে ভোগারতি ও কীর্ত্তন গান আরম্ভ হইল। ভদ্রমহিলাগণ ঘন ঘন উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। মা নিজ আসনে বসিয়া গ্রীবাখানি ঈষৎ বাঁকাইয়া স্মিতাননে সমস্ত দেখিয়াও যেন কিছুই দেখিতেছিলেন না। ভোগারতি শেষ হইলে তিনি সিমলার ভক্তদের এই শ্রদ্ধার আয়োজন প্রশংসা করিলেন।

ভোগ শেষ হইলে মাকে বিশ্রামের জন্য লইয়া যাওয়া হইল, কিন্তু বিশ্রাম ঘরেও লোকের ভিড় দেখিয়া মাকে মোটর গাড়ীতে কোন এক পার্কে লইয়া যাওয়া হইল।

বিকাল প্রায় পাঁচটার সময় মা ফিরিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় কীর্ত্তন আসরে গিয়া বসিলেন। মাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে বহুলোক সমবেত হইয়াছিলেন। এদিকে কীর্ত্তনও প্রাতঃকাল হইতে অবিরত চলিতেছিল। মা কীর্ত্তন স্থানে আসিলেই ভক্তদের উৎসাহ বাড়িয়া যায়। দূর হইতে সকলে মাকে দেখিতে পারেন না বলিয়া মা কিছুক্ষণ তাঁহার আসনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মায়ের পেছনে যে সকল মহিলা দাঁড়াইয়াছিলেন মা তাঁহাদিগকেও সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। পরে মা হঠাৎ কীর্ত্তন আসরে ভক্তগণের মধ্যে নামিয়া আসিলেন এবং হেলিয়া ঢুলিয়া হাতে তালি দিতে

দিতে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে কীর্ত্তন মঞ্চ পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। মায়ের মুখে মৃদুহাস্য ও সাবলীল অঙ্গভঙ্গী দর্শন করিয়া লোক সঙ্ঘ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। এই ভিড়ের মধ্যে মাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বামী অখণ্ডানন্দজী, খুকুনী দিদি এবং আরও কয়েকজন হাতে হাত দিয়া এক বেষ্টনী তৈয়ার করিলেন। কিছুক্ষণ পর মাকে ভিড় হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। মা কিন্তু বেশী দূর যাইতে পারিলেন না। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে সদর রাস্তায় যাইবার পথেই এলাইয়া পড়িয়া গেলেন। সকলে বিপদ গণিল। মার চারিদিকে লোকারণ্য, বাতাস চলাচলের পথ একেবারে বন্ধ। অগত্যা হাত-পাখার সাহায্যে বাতাস দেওয়া হইতে লাগিল এবং পার্শ্বস্থ ভক্তগণ মৃদু স্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলে মাকে মুক্ত বাতাসে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইল।

## শ্রীশ্রীমায়ের অযাচিত কৃপা

আহারের পরে রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় আমার অগ্রজ একবার কীর্ত্তনস্থানে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম। বালিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম শ্রীযুক্ত ব্রজেন গাঙ্গুলী মহাশয় অতি মধুরভাবে কীর্ত্তন চালাইতেছেন। আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া তাঁহার কীর্ত্তন শুনিলাম। রাত্রি প্রায় বারটার সময় বাসায় ফিরিবার উদ্দেশ্যে কীর্ত্তন আসর হইতে উঠিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি এমন সময় বিদ্যালয়ের দোতলার উপর কীর্ত্তন ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। উর্দ্ধে তাকাইয়া দেখি যে মা তাঁহার ঘরের সংলগ্ন বাহির বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কেহ মায়ের উপর টর্চের আলো ফেলাতে দেখিলাম ফুলের কঙ্কন, হার, মুকুট ইত্যাদি দ্বারা মাকে কৃষ্ণবেশে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া মা হাসিয়া উপর হইতে বলিলেন, “দেখ, এরা আমাকে কেমন সাজাইয়াছে! এখন যদি লজ্জা আসিয়া ডানে বাঁয়ে উঁকি মারে তবে আমি কি করিব?” তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। মা একে একে তাঁহার ফুলের সাজ খুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। মস্তক হইতে মুকুট খুলিয়া আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। উহা ভূমি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই আমি লুফিয়া লইয়া কপালে স্পর্শ করাইলাম, আর মনে মনে নিজকে খুব ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। দোতলায় যেখানে ভক্তগণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ইতঃপূর্ব্বে কীর্ত্তন করিতেছিলেন মা সেইদিকে তাঁহার হাতের ফুলের বাঁশি ছুঁড়িয়া দিলেন। নীচে আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম একটি বৃদ্ধ ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি মাকে দেখিয়া বলিলেন, “মা, এখন যাই। আজ এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও তোমার দেখা পাইলাম না।” মা তাঁহার ফুলের কঙ্কনটি ভদ্রলোকের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, “এইটি তুমি লও। ইহা তোমাকে মানাইবে ভাল।” ভদ্রলোকটি বোধ হয় মার কথা বুঝিতে পারিলেন না। কঙ্কনটি তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। আমি উহা কুড়াইয়া তাঁহাকে দিয়া বলিলাম, “মা, আপনাকে ইহা দিয়াছেন।” আনন্দে বৃদ্ধের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মাকে বলিলেন, “মা, তুমি আমাকে ইহা দিয়াছ নাকি? তবে আমি ইহা পরি? কাল আসিবার সময় ইহা পরিয়া আসিব।” মা ভদ্রলোকটিকে কঙ্কনটি দিবার

সময় বলিয়াছিলেন যে ইহা তাঁহাকে ভাল মানাইবে; পরে ভদ্রলোকটিকে প্রশ্ন করিলেন, "বল, তোমাকে ঐ কথা বলিলাম কেন ?"

ভদ্রলোক। তুমিই বল।

মা। পূর্ণ প্রকৃতি হইতে আর কি বাকী থাকে ?

আমরা কেহই মায়ের কথা বুঝিতেছি না দেখিয়া মা বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমরা ত সকলেই স্ত্রীলোক। পুরুষ মাত্র একটি। তাই নয় কি, বাবা ?"

ইহার পরেই মা বারান্দা হইতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরাও বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

—ক্রমশঃ

# মন্ত্র-বিজ্ঞানের এক দিক্

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

মন্ত্রের স্বরূপ কি, মনুষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ইহার স্থান কোথায়, মন্ত্র-সাধনের তাৎপর্য্য কি—এই সকল প্রশ্ন সাধারণতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রশ্নও যে উদিত না হয়—এমন নহে। এ বিষয়ের প্রকৃত সমাধান জানিতে হইলে মন্ত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক।

পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে নিজের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া বা বিন্দুর উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টিক্ষেপই চৈতন্যশক্তির সঞ্চার। দৃষ্টিপাতের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মহামায়া সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। বিশুদ্ধ জড়শক্তির নাম মহামায়া। যে সকল অণুরূপী জীব পূর্ব্বকল্পের সাধনা, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, বিবেকজ্ঞান প্রভৃতির ফলে অশুদ্ধ জড়শক্তি-রূপা মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু পরমেশ্বরের নিজ স্বরূপে উপনীত হইতে পারে নাই, তাহারা মহামায়ার গর্ভে বিদ্যমান থাকে। এই সকল জীবের অবস্থা সুষুপ্তিবৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। মায়া হইতে মুক্ত হওয়ার ফলে এই সকল জীবের যেমন অশুদ্ধ মায়িক দেহ অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, ও কারণ দেহ থাকে না, তেমনি কোন উচ্চতর বিশুদ্ধ দেহও থাকে না। ইহারা মায়ার উর্দ্ধে, মহামায়ার গর্ভে লীন থাকে। মায়াগর্ভে অবস্থান যে প্রকার, মহামায়ার গর্ভে অবস্থানও অনেকটা সেই প্রকার—উভয়ের মধ্যে শুধু আবরণগত পার্থক্য আছে। অপ্রাকৃত দিব্য-অবস্থা বা ভাগবত অবস্থা অত্যন্ত দুর্লভ। চৈতন্যের বিকাশ ব্যতীত তাহার আবির্ভাব ঘটে না। উহা পশুত্বের অতীত অবস্থা। মায়ার নিদ্রা এবং মহামায়ার নিদ্রা, উভয় স্থলেই পশুভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। পশুত্ব থাকা পর্য্যন্ত প্রকৃত জাগরণ কোথায়?

মহামায়ার বিশ্রান্তিকালে তদ্‌গর্ভনিহিত জীব-সকল সুষুপ্ত থাকে। উহাদের জীবত্ব পশুত্বমূলক। চৈতন্যের উন্মেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উহা তিরোহিত হয় না। ঐ সকল বিদেহ-কৈবল্য প্রাপ্ত অশুদ্ধ জীবের পক্ষে ভগবত্তা লাভের দুইটি অন্তরায় আছে। একটি আত্মার স্বরূপগত অণুত্ব বা পশুত্ব। ইহা অভিন্ন-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক চৈতন্যের স্বরূপের আচ্ছাদন, আর একটি মহামায়ার সম্বন্ধ। এই দুইটি আবরণ নিবৃত্ত হইলে শুদ্ধ ভগবত্তার অভিব্যক্তির পথ খুলিয়া যায়।

যখন সৃষ্টির আদিতে মহামায়াতে চৈতন্যশক্তির আধান হয়, তখন ঐ শক্তির ক্রিয়াবশতঃ মহামায়া ক্ষুব্ধ হইয়া কার্য্যোন্মুখ হয় এবং তাহাতে সুপ্তবৎ নিহিত অণুরূপী জীব-সকলও জাগিয়া উঠে। নিদ্রাকালে ঐ সকল জীব বিদেহ অবস্থায় মহামায়াতে লীন থাকে, কিন্তু মহামায়া ক্ষুব্ধ হওয়া মাত্রই উহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। দেহসম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোন অণু কখনও জাগিতে পারে না। তাই মহামায়ার ক্ষোভের ফলে ক্ষুব্ধ মহামায়া হইতে ঐ সকল অণুর

প্রয়োজনানুরূপ দেহ প্রভৃতি উৎপন্ন ও বিকশিত হয়। সুতরাং যখন তাহারা জাগিয়া উঠে, তখন আর তাহারা কেহই বিদেহ থাকে না—তাহারা মহামায়াজাত দেহ লইয়াই প্রকাশিত হয়।

মহামায়াতে চৈতন্যশক্তির আবেশ এবং ঐ সকল অণুতে চৈতন্যশক্তির সঞ্চার একই কথা, কারণ অণুসকল সুপ্ত অবস্থায় মহামায়ার সহিত অভিন্ন হইয়াই বিদ্যমান থাকে।

মহামায়ার গর্ভে অসংখ্য অণু বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাপ্রলয়ের অবস্থায় ইহারা সকলেই সমভাবে লীন থাকিলেও চৈতন্যশক্তির সম্পাতে সকলে সমভাবে প্রবুদ্ধ হয় না এবং হইতেও পারে না। কোন কোন অণুরই জাগরণ হইয়া থাকে—সকলের নহে। যদিও সকল অণুই মলবিশিষ্ট এবং চৈতন্য বা ভগবদনুগ্রহের আবশ্যকতা যদিও সকলেরই সমভাবে আছে তথাপি মলের পরিপক্কতা সকলের সমান নহে। যাহার মল যত বেশী পরিপক্ক তাহার মল তত বেশী পরিমাণে চৈতন্যশক্তির দিকে উন্মুখ হয়। মল অনাদি কাল হইতে আত্মাকে অণুরূপে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। অণুত্বই পশুত্ব—ইহা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে। আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম শিবত্ব বা পূর্ণ চৈতন্য। ইহা জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির অভিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ। মল অনাদি হইলেও আগন্তুক। ইহা দ্বারা ঐ স্বরূপ আচ্ছন্ন থাকে। তখন শিবরূপী আত্মা জীব বা পশুরূপে পরিণত হয়। এই মল কালশক্তি দ্বারা নিরন্তর পরিপক্ক হইতেছে। সৃষ্টিকালে পরিপাকের অন্য উপায়ও যে না আছে তাহা নহে, তবে প্রলয়কালে ঐ উপায় কার্য্য করে না। পরিপক্কতার এমন একটি মাত্রা আছে যাহা প্রাপ্ত হইলে ঐ সকল অণু আপনা হইতেই চৈতন্যশক্তির অভিমুখে উন্মুখ হয়। আকাশস্থ সূর্য্যের কিরণ সমুদ্রের উপরে এবং কতকটা তলদেশ পর্য্যন্ত পতিত হয়, কিন্তু যে সকল জীব ঐ কিরণের সীমারেখা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে না পারে, তাহারা আপাততঃ ঐ কিরণের ক্রিয়া হইতে বঞ্চিত থাকে। পক্ষান্তরে যাহারা ঐ কিরণের স্পর্শ প্রাপ্ত হয়, তাহারা উহার প্রভাবে জাগিয়া উঠে এবং আপন মলপাকের মাত্রানুরূপ বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিয়া শুদ্ধ জগতে সঞ্চরণ করিতে থাকে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অপক্কমল জীবসকলের সুষুপ্তি ভঙ্গ হয় না। সাধারণতঃ কল্পান্তরে তাহাও হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বলা বাহুল্য, এই স্থলে আমরা পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তির খেলার দিক্‌টার উল্লেখ করিলাম না। স্বাতন্ত্র্যশক্তির দিক্ হইতে বিচার করিলে মলের পরিপক্কতার উপরে চৈতন্যশক্তির সঞ্চার নির্ভর করে, একথা সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। এই স্থলে সাধারণ নীতির দিক্‌ই অনুসরণ করা হইয়াছে। যে সকল জীবের আলোকস্পর্শ হয় বলিয়া বলা হইল, তাহারা সকলেই পুরাতন জীব। তাহারা সংসারে পতিত হইয়াছিল এবং প্রত্যাবর্ত্তন মুখে মায়া পর্য্যন্ত তত্ত্বভেদ করিয়া দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া মহামায়ার মধ্যে 'কেবলি'-রূপে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মায়ারাজ্য ভেদ হইয়া থাকিলেও সম্পূর্ণরূপে বাসনা-মুক্তি হয় নাই, কারণ মায়াতীত বাসনা এখনও রহিয়াছে। মায়িক্ বাসনা ক্ষীণ করিবার জন্য মায়িক দেহ গ্রহণ করিয়া মায়িক জগতে কর্ম্ম করিতে হয়। দেহ গ্রহণ না করিলে বাসনা-ক্ষয় হয় না। মায়াতীত বাসনার ক্ষয় করিতে হইলে তদনুরূপ দেহ গ্রহণ করিয়া তাদৃশ কর্ম্ম সম্পাদন আবশ্যক। মায়িক বাসনা মলিন, কিন্তু মায়াতীত

বাসনা বিশুদ্ধ। কর্ত্তৃত্ব-অভিমানবশতঃ মায়িক জগতে কর্ম্ম হয় এবং ভোক্তৃত্ব-অভিমানবশতঃ মায়িক জগতে ভোগ হয়। কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মফল ভোগকেই মিলিত ভাবে সংসার বলে। কিন্তু মায়াতীত বাসনার স্থলে কর্ম্মের মূলেও ঠিক অহঙ্কার নাই এবং ভোগের মূলেও উহা নাই। এইজন্য উহাকে প্রকৃত সংসার বলা চলে না। সংসার বলিলে উহাকে শুদ্ধ সংসার বলা যাইতে পারে। এই মায়াতীত কর্ম্মই 'অধিকার' এবং মায়াতীত ভোগই প্রকৃত ভোগ বা 'সম্ভোগ'। এই অধিকার ও ভোগের অতীত অবস্থা 'লয়'।

এখন প্রশ্ন এই : মায়াতীত বাসনা বিদেহ অণুতে কি প্রকারে চরিতার্থ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, মায়াতীত বাসনা মায়াতীত দেহ দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। মায়িক বাসনার তৃপ্তি মায়িক উপাদান হইতে হয়, কিন্তু মায়াতীত বাসনার তৃপ্তি মায়িক উপাদান হইতে কি প্রকারে হইবে? এইজন্য যে মায়াতীত উপাদান আবশ্যক হয়, তাঁহার নাম মহামায়া। যখন চৈতন্যশক্তি মহামায়াকে স্পর্শ করে তখন পূর্ব্ববর্ণিত পক্কমল জীবসকল জাগিয়া উঠে এবং ক্ষুব্ধ মহামায়া হইতে রচিত দেহ অধিষ্ঠান করিয়া আপন আপন কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। মহামায়ার নামান্তর কুণ্ডলিনী শক্তি। পূর্ব্বোক্ত পক্কমল সকল জীবের দেহাদি কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে রচিত। ঐ সকল জীব তখন আর জীবপদবাচ্য থাকে না। তাহারা জীব হইয়াও ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন।

পরমেশ্বরের করুণাদৃষ্টিরূপ চৈতন্যশক্তির সঞ্চারের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহা বস্তুতঃ চিৎশক্তিরই ক্রিয়াশক্তি-রূপে উন্মেষ। চিৎশক্তির সক্রিয় ও নিঃক্রিয় দুইটি অবস্থা আছে। বস্তুতঃ অবস্থা দুইটি না হইলেও কার্য্যগত ভেদের জন্য কৃত্রিমভাবে দুইটি বলা হয়। নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে ক্রিয়ার অভাববশতঃ শক্তির সঞ্চার হয় না, সুতরাং এই শক্তিসঞ্চার বস্তুতঃ চিৎশক্তিময়ী ক্রিয়াশক্তির ব্যাপার। ইহারই নামান্তর দীক্ষা। পরমেশ্বর স্বয়ং ক্রিয়াশক্তির প্রবর্ত্তকরূপে চৈতন্যদাতা গুরু। পূর্ব্বোক্ত পরিপক্ক-মল জীব সৃষ্টির আদিতে ঐ দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মহামায়া হইতে উদ্ভূত বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিলে পরমেশ্বরের আদি শিষ্যরূপে শুদ্ধ জগৎ বা মহামায়িক জগতে স্থিতি লাভ করে। আমরা যে মায়িক জগতের সহিত পরিচিত তাহার সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারের চরম ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত হয়। ইহারা জীব হইয়াও ঈশ্বরকল্প, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বর হইতে ন্যূন। কারণ ইহাদের শুদ্ধ বাসনা আছে, পরমেশ্বরের বাসনা নাই। সমষ্টিভাবে সমগ্র জগতের কল্যাণ কামনা—ইহাই শুদ্ধবাসনার স্বরূপ। আপাততঃ মনে হইতে পারে, বিশুদ্ধ বাসনার অতীত হইতে পারিলেই বিশুদ্ধ ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ঐটি বিশুদ্ধ কৈবল্য অবস্থা, ভগবদবস্থা নহে।

সৃষ্টির প্রথমে পরমেশ্বরের চৈতন্যময়ী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে সকল জীব বিশুদ্ধ দেহ লাভ করে তাহারা সকলেই সমভাবাপন্ন নহে। তাহাদের মধ্যেও অবান্তর ভেদ আছে। এক হিসাবে সকলকেই এক স্তরের বলা অবশ্যই চলে; কারণ সকলের মধ্যেই চিৎশক্তির উন্মেষ রহিয়াছে। সকলেই শুদ্ধ বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ রাজ্যের অধিবাসী হইয়াছেন এবং ন্যূনাধিক ভাবে হইলেও সকলের মধ্যেই ক্রিয়াশক্তি জাগ্রৎ হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়াশক্তির বিকাশে তারতম্য আছে বলিয়া ইহাদের মধ্যে তারতম্য

লক্ষিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে শুদ্ধ জগতের চেতনবর্গের মধ্যে যে বৈষম্য লক্ষিত হয়, তাহার মূল ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তির তারতম্য। এই তারতম্য কেন হয়, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, অণু সকলেব মল সমানরূপে পরিপক্ক থাকে না বলিয়াই, ভগবৎশক্তি অর্থাৎ পরমেশ্বরের ক্রিয়াশক্তি সকলে সমানরূপে ধারণা করিতে পারে না। মল যে পরিমাণে পক্ক না হইলে, চিৎশক্তির স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তাহা শুদ্ধ রাজ্যের সকলেরই আয়ত্ত বা অধিগত হইয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু এই পরিপক্বতার তারতম্য আছে। তদনুসারে যেখানে পরিপক্কতা অধিক সেখানে ক্রিয়াশক্তির আবেশ অধিক মাত্রায় হয়। মল পরিপক্ক না হইলে ক্রিয়াশক্তি ধারণ করা যায় না। এইজন্য অপক্ক-মল অবস্থায়, ক্রিয়াশক্তির সঞ্চার মোটেই হয় না। তাই মলপাক না হইলে শ্রীগুরু কখনই জীবকে অনুগ্রহ করেন না।

পক্কমল অণুসকলের মধ্যে যাহাদের মল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিপক্ক, ক্রিয়াশক্তির আবেশ হইলে তাহাদের মধ্যে কর্ত্তৃভাবের উদয় হয়। বলা বাহুল্য, ইহা শুদ্ধ কর্ত্তৃত্ব। ইহাতে অহংকারের সম্বন্ধ থাকে না। ইহাদের নীচে বহু সংখ্যক পক্কমল অণু পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ভগবৎশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাহারা চৈতন্য লাভ করে। ইহাদের ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি অপেক্ষাকৃত ন্যূন বলিয়া ইহাদের মধ্যে কর্ত্তৃভাবের উন্মেষ না হইয়া করণভাবের উন্মেষ হয়। যে কয়েকজনের মধ্যে কর্ত্তৃভাবের উন্মেষ হয় তাহারা এক হিসাবে সজাতীয় হইলেও তন্মধ্যেও পরস্পর ন্যূনাধিক্য রহিয়াছে। তদ্রূপ কারণ শক্তিময় সমষ্টিতেও পরস্পরের মধ্যে উক্ত প্রকার ন্যূনাধিক্য রহিয়াছে, যাহারা কর্ত্তৃভাবাপন্ন তাহারা ঈশ্বরতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং যাহারা করণ ভাবাপন্ন তাহাদের অবলম্বন শুদ্ধ বিদ্যাতত্ত্ব। এই বিদ্যা মায়াতীত জ্ঞানস্বরূপ। যে কয়েকজন ঈশ্বরতত্ত্বে অবস্থান করে তাহারা ঈশ্বর অথবা গুরু; যাহারা বিদ্যাতত্ত্ব আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে তাহারা মন্ত্র অথবা দেবতা। এই সকল মন্ত্র ঈশ্বর অথবা গুরুর অধীন। ইহারা গুরুর দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া মায়িক জীবের উদ্ধারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহারা স্বতঃপ্রেরিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত জীবোদ্ধারে ব্যাপৃত হইতে পারে না, কারণ ইহারা করণ, কর্ত্তা নহে।

গুরু এবং দেবতা উভয়ই শুদ্ধদেহসম্পন্ন। পরমেশ্বরের অনুগ্রহলাভে উভয়ের মধ্যে নিজ স্বরূপ-জ্ঞান জাগিয়া উঠিয়াছে—নিজের শিবত্ববোধরূপ জ্ঞানের উদয় উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে হইয়াছে। তবে গুরু কর্ত্তৃভাব লইয়া এবং দেবতা করণভাব লইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া অন্য দিক্ হইতেও উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য রহিয়াছে। যদিও পরমেশ্বরের অনুগ্রহশক্তি উভয়ের মধ্যেই পতিত হইয়াছে, তথাপি ব্যক্তিগত বিকাশের দিক্ দিয়া তারতম্য অস্বীকার করা যায় না। যে সকল আত্মা তত্ত্বভেদক্রমে ঊর্দ্ধগতির ফলে মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা মলপাকের দরুণ ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইলে দেবতা পদে আরূঢ় হয়। ইহাদের নাম মন্ত্র। আত্মিক বিকাশ এতটা না হইলে প্রকৃত দেবত্বলাভ হয় না। মায়ার অন্তর্গত দেবতার কথা আমরা বলিতেছি না। মায়াতীত দেবতার একমাত্র শুদ্ধ দেহই থাকে; অশুদ্ধ দেহ থাকে না। কিন্তু গুরুর অবস্থা অন্য প্রকার। মল যদি অত্যন্ত পরিপক্ক হয় তাহা হইলে চৈতন্যশক্তির অবতরণ তাহাতে

অবশ্যম্ভাবী এবং মলপাকের তীব্রতা-বশতঃ কর্তৃভাবের আবেশ স্বাভাবিক। এই সকল অণু দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আচার্য্য-অধিকার লাভ করিয়া থাকে। তত্ত্বভেদক্রমে আত্মিক বিকাশ ইহাদের যতটাই হউক, তাহাই যথেষ্ট। যে যে তত্ত্বে অবস্থিত, গুরুপদে অধিরূঢ় হইলেও তাহার মায়িক দেহ সেই তত্ত্বেরই হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবদনুগ্রহের ফলে যে বিশুদ্ধ দেহ বা বৈন্দব দেহ প্রাপ্তি হয় তাহা গুরুপদবাচ্য সকল আত্মারই একপ্রকার। মায়াতত্ত্ব ভেদ না করা পর্য্যন্ত গুরু-মাত্রেরই তুইটি দেহ থাকে। তন্মধ্যে একটি গুরুদত্ত শুদ্ধ দেহ, যাহা মহামায়া বা কুণ্ডলিনীর উপাদানে গঠিত এবং অপরটি নিজ নিজ মায়িক দেহ। এই দ্বিতীয় দেহ জীবের ক্রমবিকাশের মাত্রা অনুসারে কোন-না-কোন মায়িক তত্ত্বে আশ্রিত থাকে; অর্থাৎ কাহারও মায়িক স্থূল দেহ পার্থিব, কাহারও জলীয়, কাহারও তৈজস, ইত্যাদি। দেহের বিকাশ বলিতে দেহের উপাদানকে নিম্নবর্ত্তী তত্ত্ব হইতে উর্দ্ধতত্ত্বে পরিণত করা বুঝায়। কার্য্যের গতি কারণের দিকে এবং কারণের গতি তাহার স্ব-কারণের দিকে। এই প্রকার পার্থিব দেহ জলীয়ে এবং জলীয় দেহ তৈজসে পরিণত হইতে পারে। ইহাই দেহের উপাদান-গত উৎকর্ষ। ভগবানের অনুগ্রহ লাভ এই তত্ত্বভেদরূপী উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে না। এই উৎকর্ষ প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের ফল। চৈতন্যশক্তির অবতরণ একমাত্র মলের পরিপক্কতার উপর নির্ভর করে। এইজন্য কেহ পৃথ্বীতত্ত্ব ভেদ না করিয়াও ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার কেহ মায়াতত্ত্ব অতিক্রম করিয়াও উহা প্রাপ্ত হয় না। তত্ত্বভেদের উপর শক্তির অবতরণ নির্ভর করে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, অণু মায়াতত্ত্ব ভেদ করিলেও যতদিন মলপাক করণভাবের অভিব্যক্তির উপযোগী না হয়, ততদিন উহার উপর ভগবানের অনুগ্রহশক্তি সঞ্চারিত হয় না। ঐ সকল অণুকে কল্লান্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। কারণ, দেবদেহের রচনা সৃষ্টি-সময়ে হয় না, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে হইয়া থাকে। যদি মায়াভেদ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তো কোন প্রশ্নই নাই। কারণ, মায়াভেদ না করা পর্য্যন্ত কোন আত্মাতে মলপাকবশতঃ ভগবানের শক্তিলাভ হইলেও দেবত্বের আবির্ভাব সম্ভবপর হয় না। মায়াভেদের পর যে সকল আত্মা মলপাকের ফলে ভগবদনুগ্রহ লাভের যোগ্যতা লাভ করে, তাহাদের উপর কল্লান্তরে শক্তির অবতরণ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কল্পে ঐ সকল আত্মা মহামায়াতে লীন থাকে।

সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, কোন বিশিষ্ট কল্পের আত্মা অনুরূপ মলপাক সত্ত্বেও সেই কল্পে দেবত্বলাভ করিতে পারে না। এমন কি, মায়াভেদ হইয়া গেলেও তাহা সম্ভবপর হয় না। তাহাকে মহামায়াতে কল্লান্তরের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতে হয়। কিন্তু পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে গুরু সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে। গুরুতে শক্তির অবতরণই প্রধান; অর্থাৎ যতটা মলপাক হইলে কর্ত্তৃভাবের আবেশ দীক্ষাকালে সম্ভবপর হয়, তাহা হইবেই। মায়াভেদ না করিলেও ক্ষতি নাই। এমন কি কোন নিম্নবর্ত্তী তত্ত্বে অবস্থান করিলেও ক্ষতি নাই। কারণ, গুরুভাবের অভিব্যক্তিতে জীবের স্বকৃত উর্দ্ধগতির মাত্রানির্দ্দেশ আবশ্যক হয় না। ঠিক ঠিক মল পরিপক্ক থাকিলে স্বীয় বিকাশের ফলে যে যেখানে আছে, সেখান হইতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়া শুদ্ধদেহ এবং

আচার্য্যের অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে। তবে যদি তাহার মায়াতত্ত্ব ভেদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নূতন সৃষ্টির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়।

সর্ব্বত্রই ইহা সত্য যে, দেবতা গুরুর অধীন। দেবতা স্বভাবতঃ মহামায়ার রাজ্যের অধিবাসী। কিন্তু গুরু মহামায়ার রাজ্যের অধিবাসী হইয়াও যুগপৎ মায়া রাজ্যের অধিবাসী হইতে পারেন। অবশ্য এই স্থলে সৃষ্টিকালীন গুরুর কথা বলা হইতেছে, যাঁহাদের মায়াদেহ এবং শুদ্ধদেহ দুইই আছে। সৃষ্টির অতীত গুরুদের কথা এখানে বলা হইতেছে না—তাঁহারা মায়াদেহ-বর্জ্জিত এবং বিশুদ্ধ বৈন্দব দেহসম্পন্ন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণে তত্ত্বভেদপূর্ব্বক উর্দ্ধগতির কথা বলা হইয়াছে। ইহা একটু পরিষ্কার করিয়া আলোচনা না করিলে কাহারও বোধগম্য হইবে না। এই জন্য সংক্ষেপে দুই-একটি কথা বলিতেছি। সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টির মূল উপাদান স্বরূপ একটি বস্তু থাকে। আপাততঃ ইহাকে জড় বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। ইহার এক দিক্ ( ভিতরের ) শুদ্ধ এবং অপর দিক্ ( বাহিরের ) অশুদ্ধ। যতদিন সৃষ্টির উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই ভিতর-বাহির বিভাগটি বুঝিতে পারা যায় না। এমন কি, এই অচিৎস্বরূপ মূল উপাদানটি যে আছে, তাহাও জানিতে পারা যায় না। কিন্তু যখন সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বরের দৃষ্টি শুদ্ধাংশের উপর পতিত হয়, তখন উহা জ্যোতীরূপে উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠে, শুদ্ধের বাহিরে অশুদ্ধ অংশটি ছায়া বা অন্ধকাররূপ ঐ জ্যোতিঃস্বরূপকে ঘিরিয়া থাকে। এই শুদ্ধাংশ বা জ্যোতিঃটি মহামায়া, বাহিরের ছায়াটি মায়া। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই উভয়ের মধ্যে একই অচিৎ-সত্তা রহিয়াছে। ইহা ক্ষুব্ধ হইয়া স্তরে স্তরে তত্ত্বরূপে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু এই সকল তত্ত্ব অচিতের মূল বিভাগ নহে। অচিতের মূল বিভাগ পাঁচটি কলা। ইহার মধ্যে শুদ্ধাংশে দুইটি এবং অশুদ্ধাংশে তিনটি কলা অবস্থিত। প্রত্যেকটি কলা অবান্তর ভাবে তত্ত্বরূপে অভিব্যক্ত হয়। তদনুসারে জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে পাঁচটি তত্ত্ব এবং মায়া বা ছায়া রাজ্যে একত্রিশটি তত্ত্ব অভিব্যক্ত আছে। পাঁচটি কলাই পর পর অধিকতর বহির্ম্মুখ। তদ্রূপ উহা হইতে অভিব্যক্ত তত্ত্বগুলিও উহারই ন্যায় পরপর অধিকতর বহির্ম্মুখ। যেখানে বহির্ম্মুখতার পরাকাষ্ঠা তাহার নাম পৃথিবী। তদ্রূপ যেখানে অন্তর্ম্মুখতার চরম সীমা, তাহার নাম শিব বা মহামায়া। বস্তুতঃ ইনিই কুণ্ডলিনীস্বরূপ। এই শিব শিব-নামে পরিচিত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে বিশুদ্ধ জড়-বস্তু। ইহারই নাম আদিতত্ত্ব বা বিন্দু। তত্ত্বাতীত শিব বা পরমেশ্বর ইহা হইতে পৃথক্।

এই তত্ত্বগুলি স্তরে স্তরে সাজানো আছে। বিশ্বের সর্ব্বত্রই এই ক্রমবিন্যাস দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি তত্ত্ব হইতে কতকগুলি ভুবনের আবির্ভাব হয়। ভুবনগুলি তত্ত্বের ন্যায় গুণ, ক্রিয়া, শক্তি প্রভৃতির বিকাশের তারতম্য অনুসারে অধঃ-উর্দ্ধ ভাবে পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছে। উর্দ্ধ প্রদেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম প্রদেশ পর্য্যন্ত এই সকল ভুবনের সমষ্টি জীবের নিকট বিশ্ব নামে পরিচিত। জীব আপন আপন অধিকার ও যোগ্যতা অনুসারে প্রতি স্তরেই বিদ্যমান আছে। জীব সৃষ্টিকালে অর্থাৎ বিশ্বমধ্যে অবস্থান কালে দেহযুক্ত হইয়াই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু প্রলয় অবস্থায় জীবের দেহ থাকে না। তখন জীব মায়াতে সাক্ষাৎ বা পরম্পরারূপে লীন

হইয়া সুষুপ্তবৎ অবস্থান করে, অথবা যদি কোন কৌশলে মায়াভেদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহামায়ার মধ্যে সুষুপ্তবৎ লীন থাকে। মায়ার মধ্যে যে ত্রিশটি তত্ত্ব আছে, তাহার প্রত্যেকটিকে এবং মায়াকে আশ্রয় করিয়া জীব আছে ও থাকিতে পারে। এই সকল তত্ত্বের মধ্যে জন্য-জনক ভাব অথবা অধঃ-ঊর্দ্ধ বিভাগ আছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তদনুসারে তত্ত্ববর্ত্তী জীবসমূহেরও শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ শ্রেণীবিভাগ তত্ত্বের আপেক্ষিক উৎকর্ষমূলক। উহা হইতে জীবের স্বকীয় উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রলয় জড়ের ক্রিয়াসাপেক্ষ—উহা জীবের সাধনার অধীন নহে। যখন উপাদানের মধ্যে বহির্ম্মুখ প্রেরণা আসে, তখন সৃষ্টির দিকে প্রবৃত্তি হয়। পক্ষান্তরে যখন উপাদানের মধ্যে সঙ্কোচ ভাব আসে তখন ঐ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া কেন্দ্রের দিকের আকর্ষণ বাড়িতে থাকে এবং চরম অবস্থায় মূল উপাদানরূপে কেন্দ্রে স্থিতি হয়।

অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে যে সকল জীব এই মূল উপাদান অতিক্রম [illegible]। শুদ্ধবিদ্যার নীচে অবস্থান করে তাহাদের মধ্যে মলপাকের তারতম্যে কেহ কেহ নবীন সৃষ্টিতে দেবভাবে আবির্ভূত হয়। ইহাদের দেহ বৈন্দব। অবতরণ মুখেও এক প্রকার দেবভাবের আবির্ভাব হয়। তাহারা স্বভাবতঃই মায়াতীত। তাই তাহারা শুদ্ধ হইলেও ক্রমবিকাশের নিয়মের অধীন নহে। তাহারা এক প্রকার অব্যক্তভাবাপন্ন। বলা বাহুল্য, উভয়ই মায়ার অতীত ভূমির কথা।

ঠিক এই প্রকার অশুদ্ধ অথবা মায়িক দেবতাও আছে। ইহার রহস্য বুঝিতে পারিলে শাস্ত্রবর্ণিত আজান দেবতা, কর্ম্মদেবতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার দেবতার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

# আদিগুরু দত্তাত্রেয়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

পরমাত্মা আত্মজ্ঞানের স্ফুরণকে গ্রাস করিয়া, নিজ স্বরূপে স্ব-স্ফুরণ লীন করিয়া, আনন্দময়, অনন্ত, অব্যয়, সংবিজ্ঞানময় সত্তা লইয়া নির্ব্বিকল্পরূপে স্থিতি লাভ করেন। এই নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মের জ্ঞানময় ও আনন্দময় যে প্রকাশ তাহাই গুণ-সাম্য। তাহাতে সকল গুণ, গুণকৃত সকল ভেদ এবং সকল কার্য্য ও করণ একাকার হইয়া উপসংহৃত হয়। জীববর্গ তখন আপন আপন অজ্ঞানে ফিরিয়া যায় ও মায়াতে নিদ্রিত হইয়া ব্রহ্মে প্রত্যাবর্ত্তন করে। আত্মজ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। আর ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন অবিদ্যা ক্ষয় হয় না। এইজন্য জীব ঐ প্রকারে ব্রহ্মে প্রত্যাগত হইলেও তাহার জীব-দশা নিবৃত্ত হয় না বলিয়া সৃষ্টিকালে সকলেই ঈশ্বর হইতে কারণ উপাধি প্রভৃতি দ্বারা নির্গত হয়।

মহাপ্রলয়ের কর্ত্তা পরমাত্মার রুদ্ররূপ। এই প্রলয়ের প্রকার এইরূপ—বিশ্বসংহার সময়ে যে প্রলয়-অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, তাহাতে রুদ্র ভয়ঙ্কর ভৈরব রূপ ধারণ করিয়া আনন্দ সহকারে নৃত্য করিতে থাকেন। তখন তাঁহার তৃতীয় নেত্র হইতে প্রচণ্ডবেগে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। ইহার দ্বারা তিনি নিজের অঙ্গে সমস্ত দেবতাবর্গকে ভস্মীভূত করিয়া অব্যক্তরূপে ঐ প্রলয়ের সাক্ষিভাব অনুভব করিতে থাকেন। তদনন্তর উহা ত্যাগ করিয়া আত্মস্ফুরণ বিলয়নপূর্ব্বক 'আমি আনন্দময় অখণ্ড একরস ব্রহ্ম' এইভাবে স্বরূপ-নিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। এই প্রলয় স্বরূপ-সর্ব্বজ্ঞত্বের অন্তরালে মায়ারূপ তমোগুণের কার্য্য বলিয়া ইহাতে মায়ারূপের সংহার হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে—এই প্রলয়ে যখন স্বরূপ-সর্ব্বজ্ঞত্বের লয় হয় তখন ইহাকে তুরীয় বলিবার যুক্তি কি? ইহার উত্তর এই—এই প্রলয়ের সাক্ষী পরমাত্মা প্রলয়ের অন্তে তাঁহার সাক্ষিভাব পরিহার করিয়া স্বরূপ-সর্ব্বজ্ঞত্ব অনুভব পূর্ব্বক আপনা-আপনি নির্ব্বিকল্প পদে স্থিত হন। তাহাই তাঁহার প্রকৃতি। পুরুষের যেমন বিনাশ নাই তেমনি প্রকৃতিরও বিনাশ নাই। প্রকৃতির সম্বন্ধবশতঃ তাঁহার স্বরূপ-সর্ব্বজ্ঞত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। এই অবস্থায় যে আনন্দময় জ্ঞানের স্ফুরণ হয় তাহাই গুণসাম্যরূপ মহামায়ার স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। এই মহামায়া-যুক্ত আনন্দময়ই সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা। তাঁহার যে নির্ব্বিকল্প নিষ্ঠার স্ফুরণ হয় তাহাই স্বরূপ-সর্ব্বজ্ঞত্ব। অতএব শুদ্ধ সত্ত্বে যাহা সূক্ষ্মভাব তাহাই গুণসাম্য অথবা ঈশ্বরের উন্মনী অবস্থা। ঐ গর্ভে সবই বিদ্যমান থাকে—যথাকালে উহা পূর্ব্ব প্রকারে ব্যক্ত হয় মাত্র। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এই প্রলয় স্বরূপ-সর্ব্বজ্ঞত্বের অন্তরে মায়া গর্ভে। এই জন্য ইহাতে মায়া, অবিদ্যা, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নষ্ট হয় না। এই ভেদ স্বরূপগত বলিয়া স্বগত ভেদ। অতএব মহাপ্রলয়ে স্বগতভেদ থাকে।

আত্যন্তিক প্রলয়—

কিন্তু যখন স্বগত-ভেদও বিলুপ্ত হয় তখন

আত্যন্তিক প্রলয় হয়। ইহার কোন কাল-নির্ণয় নাই। এই প্রলয়ে সংহার কার্য্যের কর্ত্তা রুদ্র নহেন, ব্রহ্মা বা বিষ্ণুও নহেন। জীব স্বয়ংই অর্থাৎ পরমাত্মাই এই প্রলয়ে সংহারক। ঐ অবস্থায় মায়া, অবিদ্যা ও জীব, ঈশ্বর প্রভৃতি ভেদ থাকে না। শুধু যে থাকে না তাহা নহে, আর কখনও উদিতও হয় না। 'তত্র ভাবোহপি ন ভাবঃ। সর্ব্বাভাবোহপি ন চ অভাবঃ। স ভাবাভাবয়োরপ্যভাবঃ।' অর্থাৎ সেখানে থাকে ইহাও বলা যায় না, থাকে না ইহাও বলা যায় না। সেখানে থাকা না থাকার প্রশ্ন নাই। ভাব চারি প্রকার—নাম, রূপ গুণ ও কর্ম্ম। অভাব পাঁচ প্রকার—প্রাগভাব, প্রত্যগভাব, অন্যোন্যাভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। ইহার প্রথম চারি অভাবে ভাবদোষ থাকে। অত্যন্ত অভাবই প্রকৃত অভাব। আত্যন্তিক প্রলয় ভাব ও অভাব উভয়ের অতীত।

### ( ৬ )

এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে জীববর্গের বিভিন্ন দেহ ঈশ্বরের অনুরূপ দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়া তাহাতেই অবস্থিত থাকে। ঐ সব জীব-দেহ অবসানকালে, ঈশ্বর-দেহে লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব জীব-দেহ ঈশ্বর-দেহ হইতে অভিন্ন। অবধূতগণ বলেন যে, প্রতি গৃহে বর্ত্তমান অন্ধকার সর্ব্বব্যাপী মহা-অন্ধকার হইতে ভিন্ন নহে। দীপরূপ উপাধিবশতঃ যে পৃথক্ পৃথক্ অন্ধকারের ভান হয়, দীপের অভাবে সেই ভান আর থাকে না। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে দীপ সত্ত্বেও অন্ধকারে ভেদ নাই। সেই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যগ্ জীবে বর্ত্তমান আত্মবিষয়ক অজ্ঞান সকল মায়া স্বরূপ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। অতএব বুঝা যায়, সর্ব্বত্র অজ্ঞানসহিত মায়াতত্ত্ব তমোময়রূপে একমাত্রই আছে।

এই প্রকারে জীববর্গের মহাকারণ-শরীর সকল মহামায়া হইতে অভিন্ন।

—ক্রমশঃ

# —मातृ-वाणी—

*[ विभिन्न समयों में विभिन्न लोगों के पत्रों के उत्तर में श्री श्री माँ ने जो उपदेश दिये हैं, उनका संक्षिप्त संकलन ]*

( ५४ )

पिताजी, माँ को जता दो कि अपने अपने कर्म-संस्कारों को लेकर हर एक ने जन्म ग्रहण किया है। स्वस्थता और अस्वस्थता संसार में आती ही रहती हैं। पिताजी, माँ तो इतना देखती आ रही हैं। धैर्य धरना चाहिये। इतना चञ्चल और अस्थिर होने पर शान्त मस्तिष्क से काम कैसे चलेगा ? मन के खराब होने से शरीर के अस्वस्थ होने पर अस्वस्थता ही तो बढ़ेगी। भगवान् के ही सब हैं। उन्होंने दिये हैं सेवा करने के लिए। यथासाध्य प्रयत्न किये जाना चाहिये। जिनके सब हैं उनके ऊपर निर्भर रहने की चेष्टा करनी चाहिये। पिताजी, क्या माँ नहीं जानती हैं कि व्यग्र होने से कोई काम उत्तम नहीं होता। व्यग्रता माने है मन की अशान्तता। चिन्ता होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि पिता माता ही तो ठहरे। किन्तु विचार करने की चेष्टा करनी चाहिये। सभी उनके हैं व्यवस्था भी उन्हीं की है। अपनी चेष्टा से यदि कुछ कर सकना सम्भव होता तो सभी इच्छानुसार सब कुछ कर लेते। इसलिए जिनका सब कुछ है, उनके ऊपर निर्भर रहने की चेष्टा करनी चाहिये। यथाशक्ति कर्तव्य का पालन करना चाहिये।

( ५५ )

उनका मन इतना खराब क्यों है ? संसार अनित्य है उसके लिए इतना चिन्तित होकर मन को खराब क्यों करना ? कर्तव्य पालन किये जाना चाहिये, धीर वीर होकर। वे ही सब कुछ करा रहे हैं इसका मन में ध्यान रखना चाहिये। वे जो करावेंगे वही ठीक है। उनके हाथ के यन्त्र के समान अपने को बनाने की चेष्टा करनी चाहिये। इतनी चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

( ५६ )

खन्ना के महात्मा त्रिवेणीपुरीजी का देहावसान होने पर उनके परम भक्त कृष्णानन्द अवधूतजी को माँ लिखती हैं—"मिलन रूप से और विरह रूप से खुद ही स्वयं हैं"।

( ५७ )

दीक्षा की आवश्यकता है या नहीं, इसके उत्तर में माँ ने कहा—"दीक्षा की आवश्यकता होने पर समयानुसार वह हो जाती है। भगवत्-चिन्तन में रहने की चेष्टा करनी चाहिये। जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसे वे समयानुसार पूर्ण करेंगे, यह विश्वास रखना चाहिये।"

( ५८ )

भगवन्नाम और भगवत्-चिन्तन के अतिरिक्त और किसी से पृथ्वी पर शान्ति की आशा नहीं है। कर्तव्य को प्रधान वना लेना चाहिये। जो सव दुःखों का हरण करते हैं वे राम जहाँ हैं, वहाँ आराम है। जहाँ राम नहीं हैं, वहाँ आराम का अभाव है।

( ५९ )

भगवान् का नाम लेना चाहिये—जो नाम अच्छा लगे। सेवाभाव लेकर दिन काटने चाहिये।

( ६० )

भगवान् का नाम लेते रहना चाहिये। धीरे धीरे समय चला जाता है।

( ६१ )

सत्य के अनुसन्धान द्वारा मनुष्य ऊपर उठ सकता है। यही कर्तव्य है, यह समझने की चेष्टा करनी चाहिये।

( ६२ )

भगवत्-चिन्तन के द्वारा ही शान्ति की आशा है। उनके ऊपर सब प्रकार की आशा रखनी चाहिये।

( ६३ )

जिनका ध्यान करने से भगवत्-बुद्धि उत्पन्न हो, वही करना कर्तव्य है।

# श्री श्री माँ की अमरवाणी

( महामहोपाध्याय श्रीयुक्त गोपीनाथ कविराज, एम्० ए०, डी० लिट्, कृत व्याख्या सहित )

## सात

( गतांक से आगे )

**प्रश्न**— आप क्षण के अन्दर सब क्षण कहती हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

**माँ**—जिस क्षण में जिसने जन्म लिया वह उसे भोग कराये जाता है और साधन करके जो क्षण मिला वह क्षण उसे सब क्रियाओं की पूर्णता की ओर ले जाता है। अर्थात् कर्मों को पूर्ण कर देता है। समझो न, प्राकृत के माने जो इन सबके मध्य में है। गुण माने जो गुणन किया जाय, वह गुण है। क्योंकि यह स्थान तो नित्य नहीं है। काल में प्राकृत जगत् की जो प्रतीति है वह क्षणस्थायी है। क्योंकि इधर अग्रसर होने पर वह नष्ट हो जाती है। वैराग्य जला देता है, भाव भक्ति गला देती है, जो जलने के योग्य है और जो गलने के योग्य है, उसको। जिस क्षण में गलता नहीं और जलता नहीं—वह नित्य है। उसे पकड़ने की चेष्टा करनी चाहिये, बस। अरे, यही तो वह है, वह पृथक् कहाँ है ? धारा में पड़ जाने के समय की वह बात है। वर्तमान, भविष्यत् और अतीत उसके निकट पृथक् कहाँ हैं ? दीवार के उस पार से हाथ बढ़ा कर वस्तु लाने के सम्बन्ध में योगी के दृष्टान्त से जो तुमने कहा था। जहाँ वह प्रकाश है, वहाँ दीवार के रहने पर भी दीवार नहीं है, न रहने पर भी दीवार है। पर्दे के उस पार वस्तु है, सामने पर्दा है। पर्दा पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं है। यह रूप भी है। समझो न, जिस योग में पर्दे का व्यवधान उसके काम में बाधा नहीं डाल सकता है, यह देखना भी उसी प्रकार का है। फिर जो देख सकता है, उसके निकट गति और स्थिति भिन्न रहते हुए भी भिन्न नहीं हैं, वहाँ सब कुछ सम्भव है। और सदा सब बातें कहने का ख्याल नहीं रहता। यह सब चमत्कार-राज्य है। जिस क्षण को तुम पाते हो, वह विकृतक्षण है, महाक्षण में यह स्थिति और अस्थिति जो कुछ है, रहने पर भी नहीं है एवं है भी। फिर उस महाक्षण और खण्डक्षण का कोई प्रश्न उठता ही नहीं।

## आठ

आज रात को फिर क्षण के सम्बन्ध में जिज्ञासा उठने पर माँ ने कहा—

**माँ**—क्षण का अर्थ है समय, किन्तु वह तुम लोगों का यह समय नहीं है। समय माने स्व-मय। जहाँ पर स्व के सिवा और कुछ भी नहीं है।

**प्रश्न**—गति में स्थिति और स्थिति में गति, यह क्या है ?

**माँ**—बीज मिट्टी के साथ ज्यों ही युक्त हुआ अर्थात् मिला, उस मुहूर्त में जो स्थिति है। यही स्थिति ठहरी। फिर अङ्कुरित होने की ओर चला।

चलना तो गति है। गति माने एक स्थान में न रहना। फिर स्थान में ही तो था। था माने है। पेड़ जितना बड़ा होता जाता है, प्रत्येक तो स्थान ही में है और अस्थायी भी है। फिर पत्तियाँ बड़ी होती हैं, गिरती हैं, एक स्थान में नहीं हैं। हैं और नहीं हैं, एक पेड़ में ही तो । पेड़ पर फल हैं, इसीलिए देगा। देगा माने देता है। उपमा तो सर्वाङ्गीण होती नहीं।

फिर क्षण के प्रसङ्ग में माँ ने कहा—

माँ—सारा समय हीं तो क्षण है। जैसे एक पेड़ में अनन्त पेड़, अनन्त पत्ते, अनन्त गतियाँ और अनन्त स्थितियाँ हैं वैसे ही एक क्षण में अनन्त क्षण, अनन्त क्षणों में एक क्षण है। देखो अब गति और स्थिति उस क्षण में ही हैं। ऐसी स्थिति में क्षण का प्रकाश यह बात कैसे उठी ? इस कारण उठी, जैसे तुम लोगों का जो भिन्न भिन्न भाव है, वह भेदज्ञान पर आधारित है न ? इसी लिए तुम्हारे निकट भेद है। यह जो तुम्हारे निकट भेद है अर्थात् तुम जो सृष्ट हुए हो उस समय में अर्थात् जिस क्षण में हुए उसी के अनुसार तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा चाहना, तुम्हारा पाना, तुम्हारी पुष्टि और जिज्ञासा—सब कुछ हैं। इसी लिए तुम्हारे जन्म का क्षण पृथक् है, तुम्हारी माँ का क्षण अलग है तथा तुम्हारे पिता का क्षण अलग है। अलग प्रकृति और स्वभाव है। तुम लोगों को अपनी अपनी लाइन के अनुसार ऐसा समय, ऐसा क्षण पाना होगा जिस योग से तुम युक्त रहे, उसका प्रकाश होने के लिए अर्थात् महायोग का प्रकाश होने के लिए। महायोग माने विश्व ब्रह्माण्ड तुम में है, तुम उसमें हो। फिर विश्व ब्रह्माण्ड कहने का भी कोई प्रश्न नहीं है। है नहीं, नहीं भी नहीं, है भी नहीं, उसके आगे जो कहो वही है। उसका, जिस रूप में हो, प्रकाश होना चाहिये। जिस क्षण को, जिस समय को पा लेने पर तुम अपने को जान सकोगे। तुम्हारा अपने को जानने का अर्थ है तुम्हारे पिता माता का जिस क्षण में प्रकाश हुआ, उसे भी तुम पा जाओगे। केवल माता पिता ही को नहीं, समग्र विश्व ब्रह्माण्ड को। जिस क्षण का सूत्र पकड़ कर यह होता है। अपने को जानना तो तुम्हारे शरीर को ही जानना नहीं है, जहाँ परम पिता, परम माता, परम बन्धु, परम गति, आत्मा या नित्य है, उसका परिपूर्ण प्रकाश होना उसका अर्थ है। जैसे जिस क्षण में जन्म होता है, उसे तुम जानते नहीं हो, फिर जो क्षण मिला, उसी को 'अच्छा मैं यही हूँ' यों मान लेते हो। जिस मुहूर्त में, जिस क्षण में तुमने 'वाह यही मैं हूँ' यों अपने को पाया, उसी मुहूर्त में तुम विश्व ब्रह्माण्ड पा गये। जैसे एक बीज पा लेने पर अनन्त वृक्षों की प्राप्ति हो गई। इसलिए उसी क्षण को प्राप्त करना चाहिये जिस क्षण की प्राप्ति होने पर शेष पाने का प्रश्न नहीं रहता है।

अभाव और स्वभाव एक स्थान में ही हैं—एकमात्र उसी में। अभाव स्वभाव क्या हैं ? वे ही हैं। क्योंकि एक बीज ही तो है, वही पेड़ है, वही बीज है, वही नाना प्रकार है, वही तो है। अभाव से अभाव की पूर्ति करते हो, इसलिए अभाव निवृत्त नहीं होता है एवं अभावज्ञान भी निवृत्त नहीं होता है। वह अभावज्ञान जब जाग्रत् होता है तभी विशुद्ध जिज्ञासा होती है। उस अभावज्ञान के माने हैं अपने ज्ञान के अभाव का अनुभव होना इसीलिए विशुद्ध जिज्ञासा होती है, यह जाने रहो। दो कहो, एक कहो, अनन्त कहो, जो जो कहो सब ठीक है।

# व्याख्या

## सात

### १—विकृतक्षण और महाक्षण—

क्षण के सम्बन्ध में पहले भी कुछ प्रकाश डाला गया है। वस्तुतः क्षण एक ही है, उसमें सब क्षण रहते हैं। जिसे महाक्षण कहा जाता है वह भी उसी में रहता है एवं जिसका कहीं कहीं पर माँ ने विकृतक्षण के नाम से उल्लेख किया है वह भी उसी में है। मूल में क्षण एक के सिवा दो नहीं हैं। इसी लिए योगभाष्यकार व्यासदेव ने कहा है "एक एव क्षणः, तस्मिन् एकस्मिन्नेव क्षणे सर्वं जगत् परिणामम् अनुभवति।" अर्थात् केवल एक ही क्षण है, दूसरा क्षण नहीं है। उस एक ही क्षण में सारा जगत् अनन्त प्रकार के परिणामों को प्राप्त होता है। जिस समय मनुष्य का जन्म होता है, अर्थात् माता के गर्भ में जिस समय मनुष्य के अस्तित्व का सञ्चार होता है अथवा देह की परिपुष्टि होने के अनन्तर माता के गर्भ से जिस समय वह भूमि पर आता है, वह क्षण मनुष्य-जीवन का मूल क्षण माना जाता है। वह अत्यन्त मूल्यवान् है, क्योंकि उसी का सम्पूर्ण जीवन पर नियन्त्रण रहता है। वास्तव में सम्पूर्ण जीवन में उसी एक क्षण की विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। उस मूल क्षण में सम्पूर्ण जगत् का आपेक्षिक सम्बन्धमूलक अस्तित्व विद्यमान रहता है। उसमें जो शक्तियाँ गुप्तरूप से विद्यमान रहती हैं जीवनपथ पर चलते चलते क्रमशः उन्हीं की अभिव्यक्ति होती है। जैसे वीज में वृक्ष और फूल, फल आदि सब सामग्रियाँ अति सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती हैं वैसे ही उस एक क्षण में ही विस्तार को प्राप्त हुए समग्र जीवन की सारी विचित्रताएँ विद्यमान रहती हैं। जिसका हम लोग काल के नाम से निर्देश करते हैं वह योगी की दृष्टि में उसी क्षण का कल्पित विस्तारमात्र है। यदि वह क्षण भलीभाँति स्वायत्त किया जा सके तो उससे सम्बद्ध सारा जीवन और उसके अन्तर्गत कर्म और भोगवैचित्र्य सब कुछ स्वायत्त हो जाता है। यह पूर्ण सत्ता की ओर से अर्थात् प्राकृत गुणमय एवं अनित्य प्रकाश की ओर से कहना हुआ। दूसरे पक्ष में साधक की साधना के प्रताप से तथा उदय को प्राप्त हुए सौभाग्य के प्रभाव से जिस क्षण का आविर्भाव होता है वह महाक्षण है। वही उसे उसके पूर्णत्व की ओर साथी के रूप में प्रेरित करता है। उस क्षण का स्पर्श होने पर मनुष्य के सामने नित्यसत्य का प्रकाश हो जाता है एवं उसकी सब क्रियाएँ पूर्ण हो जाती हैं। उस समय मनुष्य के सामने उसके निज स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं भासता अर्थात् उस समय सब कुछ एक अद्वैत के रूप में प्रतिभासित होता है एवं साथ ही साथ जहां पर भेद का कुछ भान नहीं रहता वहां भी भेद का स्फुरण स्पष्ट ही प्रतीत होता है अर्थात् उस अवस्था में महासत्य—विकल्प हीन, अखण्ड, अबाधित सत्य—अपना प्रकाश करता है, इसलिए भेद और अभेद में किसी प्रकार का द्वन्द्व नहीं रह सकता। उस समय भेद में भी स्पष्टतः अभेद दिखाई देता है एवं अभेद में भी अनन्त विचित्रताएँ निखर उठती हैं। विरुद्ध धर्मों के प्रभाव से परस्पर की एक अधिकरण में स्थिति का सम्भव न होने पर भी अखण्ड प्रकाश की स्फूर्ति होने पर यह असम्भवता भी भली भाँति सम्भव हो जाती है। इसी लिए पार्थक्य

अथवा भेद जैसे सत्य है वैसे ही अभेद और साम्य भी सत्य है। वास्तविक महासत्य वही है जिसमें विरुद्ध धर्माक्रान्त दो खण्ड सत्ताएँ समन्वित होकर एक ही महासत्य रूप अपने को अपने से प्रकट करती हैं। विकृतक्षण और महाक्षण में यही भेद है।

## २—महाप्रकाश की महिमा—

योगी के निकट आवरण रहते हुए भी नहीं रहता अर्थात् सांसारिक जीव की दृष्टि जहाँ आवरण से कुण्ठित हो जाती है योगी की निर्मल दृष्टि को वहाँ आवरण नहीं दिखाई देता है। दूसरे पक्ष में लौकिक दृष्टि में जहां किसी प्रकार का आवरण अनुभूत नहीं होता योगी वहां पर भी आवरण खड़ा कर सकता है। यह जो आवरण में अनावृत भाव है एवं अनावृत खुले हुए स्वरूप में भी आवरण की सृष्टि है इन दोनों की जड़ में उस महाप्रकाश की महिमा है। पर्दा अथवा आवरण इन दो के सम्बन्ध में दो प्रकारों से समझना चाहिये अर्थात् आत्मा का ज्ञान या दृष्टिशक्ति एवं कर्म या क्रियाशक्ति इन दो दिशाओं से ही आवरण रहने अथवा न रहने की बात कही जाती है। आगम में स्पष्ट निर्देश किया गया है कि मूलतः ज्ञान और क्रिया में कोई अन्तर नहीं है। प्रधानता के अनुसार तथा वक्ता की विवक्षा के अनुसार केवल भेद की कल्पना की जाती हैं। किन्तु जो अखण्ड चैतन्य है उसमें ज्ञान और क्रिया—दोनों रहते हैं। केवल यही नहीं दोनों ही वहां पर अभिन्न हैं। इसलिए सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ज्ञान का आवरण पृथक् है और उस आवरण की निवृत्ति भी क्षेत्र के भेद से पृथक् पृथक् है। क्योंकि ज्ञान के आवरण की निवृत्ति होने पर भी खण्ड दृष्टि के सामने कर्म का आवरण अक्षुण्ण रह सकता है। कर्म का आवरण निवृत्त होने पर भी स्थूल दृष्टि में ज्ञान का आवरण रह सकता है। किन्तु महाक्षण से सम्पर्क स्थापित होने पर अर्थात् महाप्रकाश का उदय होने पर ज्ञान और कर्म का आपाततः प्रतीयमान विरोध हट जाता है, इसलिए आवरण निवृत्ति के मूल में भी एक ही साथ दोनों आवरण निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए दोनों दृष्टियों से मां ने कहा है "जिस योग में पर्दे का व्यवधान उसके काम में बाधक नहीं हो सकता है यह देखना भी उसी प्रकार का है।" केवल यही नहीं, लौकिक दृष्टि से गति और स्थिति के परस्पर विरुद्ध होने पर भी वही हैं। किन्तु महाप्रकाश की ऐसी महिमा है कि गति में स्थिति अथवा मति ही स्थिति दिखलाई देती है। पक्षान्तर में स्थिति में गति अथवा स्थिति ही गति दिखलाई देती है। मां ने कहा है— "जो देख सकता है उसके निकट गति और स्थिति में भेद होने पर भी वे भिन्न नहीं हैं। वहां पर सब कुछ सम्भव है।" जो देख नहीं सकता है अर्थात् जिसकी सम्यक् दृष्टि खुली नहीं है, वह गति में गति ही देखता है एवं स्थिति में भी स्थिति ही देखता है। किन्तु गति में स्थिति यदि देखना हो अथवा गति को स्थिति के रूप में देखना हो तो महाप्रकाश का सम्पर्क आवश्यक है। क्योंकि विरुद्ध में अविरुद्ध का दर्शन महाप्रकाश के बिना नहीं हो सकता। वस्तुतः अविरुद्ध और अखण्ड-सत्ता के ऊपर ही विरुद्ध और खण्डसत्ता का खेल चलता है। लौकिक दृष्टि स्वभावतः ही खण्डसत्ता को देखती है। खण्डसत्ता अपूर्ण है। किन्तु अपूर्णता भी पूर्ण में ही नित्य विकसित होती है। इसीलिए पूर्ण दृष्टि का उदय होने पर सर्वव्यापक महासत्ता तो दिखलाई ही देती है, परन्तु उसके साथ ही साथ अपूर्ण खण्डसत्ता भी दिखाई देती है। वही अविरोधी सत्ता है। उसका अभाव कहीं भी नहीं है एवं हो भी नहीं सकता। इसलिए इस महासत्ता के दर्शन होने पर, सांसारिक सब तरह का विरोध-विरुद्ध रहकर भी अविरुद्ध के रूप में अभिव्यक्त होता है। अतएव जिसमें पूर्ण सत्ता के दर्शन की शक्ति पैदा हो गई

उसके निकट कोई भी विरोध विरोध नहीं है अर्थात् सब के लिए विरोध रूप से प्रतीति होने पर भी उसके लिए अविरुद्ध रूप में ही प्रतीति होती है। इसका एकमात्र कारण उस महाप्रकाश की महिमा ही है। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने इस प्रकार के अविरुद्धदर्शी पुरुष का बुद्धिमान्, युक्तयोगी तथा कृत्स्नकर्मकृत् के रूप में वर्णन किया है—

कर्मण्यकर्म यः पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः।
स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥"

इसका भावार्थ यही है कि जो कर्म में अकर्म देख सकता है और अकर्म में कर्म देख सकता है वही बुद्धिमान् हैं, उसी को युक्तयोगी कहना उचित है। उसके लिए देखने और करने में कोई अन्तर नहीं रहता है अर्थात् इस तरह देख सकने पर ही सब कर्मों का अनुष्ठान हो जाता है। इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त होने पर कुछ भी करने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता है। वह नित्यसिद्ध महायोगी है। क्योंकि उस समय किसी के भी साथ उसका व्यवधान नहीं रहता है। महाक्षण का प्रकाश गृहीत होने से प्रकाश की महिमा में असम्भव भी सम्भव हो जाता है, अघटित भी घट जाता है। इसी लिए मां ने उस स्थिति का चमत्कारराज्य के नाम से निर्देश किया है। उन्होंने कहा है "महाक्षण में यह स्थिति और अस्थिति रहने पर भी नहीं है एवं है भी।" केवल यही नहीं, महाक्षण और विकृत-क्षण का जो भेद है वह भी उस समय नहीं रहता है। क्योंकि उस अखण्ड में खण्ड रूप से कुछ नहीं है, इसलिए खण्ड भी वहाँ उसके साथ अभिन्न रूप से अपने को प्रकट करता है।

## आठ

### १—क्षण और समय—

मां कहती हैं, "क्षण माने समय, किन्तु तुम्हारा यह समय नहीं। समय माने स्व-मय, जिसमें अपने सिवा और कुछ भी नहीं है।" मां के इस संक्षिप्त विवरण से क्षण का तत्त्व और भी अधिक परिस्फुट हुआ है। साधारणतः समय अथवा काल का कल्पित सूक्ष्मतम अंश क्षण कहा जाता है। योगियों के सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है कि जिस समय एक परमाणु एक प्रदेश का त्याग कर अन्य देश का आश्रयण करता है समय के उस सूक्ष्मतम अवयव को व्यावहारिक भाषा में क्षण कहते हैं। वास्तव में यह परिभाषामात्र है। विचारशील दार्शनिकों में किन्हीं ने काल को अखण्ड दण्डायमान और नित्य मान कर क्षण को उसी का एक कल्पित अंश माना है। क्रिया का आश्रय लेकर ही इस अवयवविभाग की कल्पना का सम्भव हुआ है। क्योंकि निष्क्रिय सत्ता में विभाग नहीं रहता है। यह एक पक्ष का मत है। दूसरे पक्ष में क्षण ही मूल सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, उससे आविर्भूत काल की बौद्ध सत्ता मानी गई है अर्थात् काल का अस्तित्व बुद्धितत्त्वपर्यन्त ही स्वीकृत है। जहां बुद्धि की क्रिया नहीं रहती है वहां बौद्ध पदार्थ काल का भी अस्तित्व नहीं रहता है। वह अवस्था वास्तविक सत्य है। जिसमें पूर्वापर भाग नहीं है, एकमात्र सत्ता ही विराजमान रहती है, वही क्षण है। दृष्टिकोण के भेद से क्षण और काल के सम्बन्ध में इस प्रकार की भिन्न भिन्न कल्पनाएँ उठी हैं। इनके सिवा और भी अनेक प्रकार की कल्पनाएँ हैं। इस जगह उनकी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। मां कहती हैं, क्षण कहने से वही महासत्ता समझनी चाहिये जिसमें स्व से भिन्न दूसरी कोई सत्ता अनुभव में नहीं आती है अर्थात् जिसमें एक के सिवा दूसरी किसी सत्ता का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता है। वह महाप्रकाशमय सत्ता ही समग्र विश्व-प्रकृति के मूल में अपने स्वभाव से विराजमान रहती है। वस्तुतः वही सब पदार्थों का स्वरूप या स्वयंरूप अर्थात् निजरूप है। क्षण कहने से इसी स्वमय भाव को समझना चाहिये। वस्तुतः यह भाव या भावातीत है यह भी ठीक

ठीक कहा नहीं जा सकता है। वस्तुतः जहां विभाग नहीं है एवं पूर्वापर का विरोध नहीं है वही परम अद्वय स्वप्रकाश एवं स्वसंवेद्य स्थिति स्व है। महाक्षण का यही तात्पर्य है। पहले क्षण के सम्बन्ध में जो कहा गया है उसी की यह प्रकारान्तर से अभिव्यक्ति है।

## २—महायोग किसे कहते हैं—

यह जो क्षण की आलोचना की गई है उसी से महायोग का तत्त्व भी कुछ कुछ समझा जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी धारा में चला जाता है। किन्तु जिस धारा में जो चले, उसको अपनी धारा के अनुसार ऐसा एक क्षण पाना होगा, जिससे यह उपलब्धि हो जाय कि वह सर्वत्र सब सत्ताओं के साथ समान रूप से युक्त है। इस उपलब्धि का नाम ही महासत्य का प्रकाश है जिसका दूसरा नाम महायोग का प्रकाश है। क्षण मूल में एक होने पर भी व्यक्तिगत धाराओं के भेद से भिन्न भिन्न साधकों के निकट भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होता है। किन्तु यह प्रकाश यदि वास्तविक प्रकाश हो तो यह महाप्रकाश के रूप में प्रकट हो उठता है। खण्ड भाव से अखण्ड भाव का उन्मेष ही क्षण का प्रधान परिचय है। धारा भिन्न होने पर भी धारा के परिणाम का पूर्ण पर्यवसान इस महाप्रकाश का उदय है। यह महाप्रकाश ही वस्तुतः महायोग का प्रकाश है। योग नित्यसिद्ध है, वह साधना का फल नहीं है एवं किसी क्रिया का परिणाम भी नहीं है। यदि उसको व्यक्तिगत रूप से देखा जाय तो उसे अव्यक्त कहना पड़ेगा किन्तु अव्यक्त होने पर भी वह है, उसको बनाना नहीं पड़ता। क्षण का सम्पर्क प्राप्त होने पर ही वह अव्यक्त पर चिरव्यक्त महाप्रकाश साधक के निकट स्वप्रकाश रूप में प्रकट होता है। उस समय देखने में आता है कि यह महायोग समग्र विश्वब्रह्माण्ड के अणु परमाणु के साथ ही नहीं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण सब अवस्थाओं के साथ एवं अतीत, अनागत और वर्तमान सब कालों के साथ अभिन्न रूप में नित्य सम्बद्ध है। केवल यही नहीं, इस महा प्रकाश में सत् और असत् का वैकल्पिक भेद भी अस्तंगत हो जाता है। इस स्थिति में विरोध रह कर भी अविरोध के साथ अभिन्न होकर प्रकाशित होता है। माँ ने इस अवस्था के वर्णन के प्रसङ्ग में एक स्थान पर कहा है, "यह है, नहीं है, नहीं भी नहीं है और है भी नहीं है" अर्थात् इसे सत् भी कह सकते हैं, असत् भी कह सकते हैं और यह सत् भी नहीं कहा जा सकता है और असत् भी नहीं कहा जा सकता है, सब कुछ एक ही समय में। मां के इस वर्णन से शून्यवादी बौद्धाचार्य नागार्जुन की प्रसिद्ध कारिका याद आती है "चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः।" अर्थात् जो यथार्थ तत्त्व है उसका 'है' यों भी वर्णन नहीं किया जा सकता, 'नहीं है' ऐसा भी वर्णन नहीं किया जा सकता है एवं एक ही समय में है तथा नहीं यों दो प्रकार से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है एवं इन दो प्रकारों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की कल्पना करके भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। व्यवहारभूमि में यदि वर्णन करना हो तो किसी एक धारा का अवलम्बन करके ही वर्णन करना पड़ता है। किन्तु पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर इन चारों प्रकारों में से किसी प्रकार से भी उसके स्वरूप का परिचय नहीं दिया जा सकता। नागार्जुन के तुल्य प्राचीन वेदान्ती भी इस प्रकार का वहुत सी बातें वहुत से स्थलों पर कह गये हैं। किन्तु वास्तविक सत्य यह है कि जहां पूर्ण अद्वय स्वरूप की चर्चा हो रही है वहां एक पक्ष से जैसे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि यह सत्य है वैसे अन्य दृष्टि से देखने पर जो जिस भाव से कहना चाहता है वह उसी भाव से कह सकता है एवं वह कथन भी सत्य माना

जाता है। इसीलिए मां कहती हैं, उसे जो जो कहता है वह वही है। महायोग उसी का प्रकाशमात्र है।

हम पहले महाक्षण और विकृतक्षण की चर्चा कर चुके हैं। विकृतक्षण वही है जो हमारे खण्ड जीवन को नियन्त्रित करता है। यह बात भी पहले कही जा चुकी है। वह क्षण मूलाविद्यारूप गाढ़ अन्धकारमय अज्ञान का क्षण है। उस समय 'अहं भाव' प्रकाशित होता है सही, पर प्रकाश के साथ उसका कोई सम्बन्ध अपनी उपलब्धि में नहीं रहता है। इसी लिए इस क्षण से जीवन की जो धारा नियन्त्रित होती है उसमें चाहे कितना ही ज्ञान का विकास क्यों न हो, पर अपने स्वरूपज्ञान का उदय नहीं होता है। साधना से हो या कृपा से हो अथवा दोनों के सम्मिलित प्रभाव से ही हो जब महाक्षणप्राप्ति हो जाती है तब बिजली की क्षणिक प्रभा के तुल्य एक क्षण में अखण्ड रूप से क्रम के बिना साधक समग्र महासत्तारूपी अपने प्रकाश को अपने स्वरूप के रूप में पहचान सकता है। यह अवस्था स्वयं अपना 'आश्चर्यवत्' दर्शन करना है, जिसकी चर्चा गीता में आत्म-साक्षात्कार के प्रसङ्ग में की गय है। यही आत्म-दर्शन है। यह क्रमशः नहीं होता है, खण्ड खण्ड करके भी नहीं होता है एवं काल के मध्य में भी नहीं होता है। यह समग्र अक्रम साक्षात्कार स्वप्रकाशमय आत्मा का ही साक्षात्कार है। इस अवस्था में और कुछ भी दर्शनीय शेष नहीं रहता है। इसीलिए इस भाव से अपने को जानने पर अथवा देखने पर और दूसरा कुछ जानने या देखने को शेष नहीं रहता। एक ही अनन्त है और अनन्त ही एक है यह प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है, अपनी प्राप्ति होने पर ही विश्व ब्रह्माण्ड प्राप्त हो जाता है।

## ३ —अभाव और स्वभाव—

जो अभाव है वही स्वभाव है। मूल में एक के सिवा दूसरा नहीं है। वैचित्र्य चाहे कितना ही क्यों न रहे, वह एक का ही विलास है, केवल विलास नहीं एक ही है, उसका प्रकाश ही यथार्थ प्रकाश है। जीव का अभाव मिटता नहीं, यह सत्य है। इसका एकमात्र कारण यही है कि जीव अभाव से ही अभाव-निवृत्ति की व्यर्थ चेष्टा करता है। किन्तु वह वास्तविक मार्ग नहीं है। स्वभाव में प्रतिष्ठित हुए बिना अभाव कदापि नहीं मिट सकता। वास्तव में यथार्थ अभावज्ञान का जागरण नहीं होता, इसीलिए अभाव से ही अभाव को मिटाने की कोशिश की जाती है। तीव्र अभाव पीड़ा की जाग उठने पर उसी से अपने आप स्वभाव का पता मिल जायगा। अभावज्ञान का उदित होना ही अभावज्ञाननिवृत्ति का एकमात्र हेतु है। वह जितने ही तीव्र वेग से होगा उतनी ही स्वभाव की प्राप्ति सन्निकट होगी। प्यास पीने के जल के अभाव को सूचित करती है यह सच है, किन्तु दूसरी ओर ध्यान न लगा कर केवल इस जल के अभाव की ओर ध्यान लगाने पर एवं उसके तीव्र होने पर इस तीव्र अभाव के ज्ञान से ही अपने आप पीने के जल को आविर्भूत होने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। किसी के समीप याचना करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मूल में जो अभाव है, वही स्वभाव है। किन्तु बोध रहना चाहिये। इसीलिए मां कहती हैं, अभाव जो है स्वभाव भी वही है, मूल में विरोध तो कहीं भी नहीं है पर व्यवहारभूमि में पूरा विरोध रहता है। प्रकाश खुल जाने पर देखने में आता है कि विरोध में विरोध से परे महासाम्य विद्यमान है। मिलन में विरह एवं विरह में ही मिलन जिसने देखना सीखा है, वही यथार्थ में नेत्रवान् है। यानी यथार्थदर्शी है अर्थात् अद्वैतदृष्टि ही यथार्थ दृष्टि, वही

चरम सत्य है, अर्थात् सभी मूल में एक हैं। इसीलिए मां कहती हैं "दो कहो, एक हो, अनन्त कहो जो जो कुछ कहो सभी ठीक हैं।" अर्थात् सभी विकल्प हैं। इसीलिए जो कहा नहीं जा सकता, जो ध्यानातीत है उसे सब प्रकारों से कहना भी सम्भव है, उसका चिन्तन करना भी सम्भव है। वह ऐसी ही अद्भुत वस्तु है। उसे जानने की इच्छा ही यथार्थ जिज्ञासा है। यथार्थ अभावबोध के जागे बिना इस प्रकार की जिज्ञासा उदित नहीं हो सकती है।

ॐ

# धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्य्य-मयी

## श्री श्री आनन्दमयी माँ

*स्वामी स्वतन्त्रानन्द*

प्रारब्ध वश मुझे १९५४ में अल्मोड़ा जाना पड़ा। वहाँ मैं श्री श्री आनन्दमयी माँ के आश्रम में ठहरा। आश्रम का संचालन जिस ढङ्ग से होता है उसका स्वरूप देखने से ही मन अति प्राचीन औपनिषद कालीन उन आदर्शों की तरफ स्वयं आकर्षित हो जाता है जिनमें भारत की संस्कृति अध्यात्मवाद से ओत-प्रोत दिखाई देती है। अति पवित्र प्राचीन वर्णाश्रम धर्म के अनुसार छोटे छोटे बालक पढ़ते हैं जिनका पूर्ण प्रबन्ध माँ के परमप्रिय भक्त की तरफ से है। उस आश्रम में धार्मिक पवित्र आध्यात्मिक जीवन के साथ आधुनिक प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचारियों की दिनचर्या तथा संचालकों की कर्तव्यपरायणता देख कर प्रत्येक मानव की धार्मिक भावना अवश्य जाग्रत होगी। ब्रह्मचारी तथा अध्यापकों की चर्या का उल्लेख मैं नहीं करता, क्योंकि उसका दर्शन करके ही पूर्ण ज्ञान हो सकता है किसी लेख को देख कर नहीं। ऐसे तमाम आदर्शों की जननी जगद्वन्द्या विश्वप्रिया श्री श्री आनन्दमयी माँ है। भाग्यवशात् उसी समय जब कि मैं अल्मोड़े में था, माँ के जन्मोत्सव की तैयारी थी। वह थी शिलांग (आसाम) में, परन्तु सहसा शिलांग का प्रोग्राम न रहने से अल्मोड़े में मुझे जन्मोत्सव देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जन्मोत्सव को देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की भावनाएँ जाग्रत होने लगीं। जन्मोत्सव अल्मोड़े में होगा यह सुनते ही देश के कोने कोने से भक्त-मण्डल आने लगा। जिसमें बम्बई, कलकत्ता, राँची, इलाहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, देहरादून, जालन्धर, दिल्ली, बनारस, सोलन, नैनीताल, पटना आदि कितने ही स्थानों से माँ के भक्तगण आने लगे और चार पाँच दिनों में ही आश्रम भर गया। इतना ही नहीं, इङ्गलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, स्काटलैंड, चिली, जर्मनी, आस्ट्रेलिया और आस्ट्रिया के निवासी भक्तों ने भी उसमें भाग लिया। माँ का एक विशेषआकर्षण स्वभाव से ही अपनी तरफ खींचता है। आकर्षित होने वाले लोगों में वकील, बैरिस्टर, I. C. S., डाक्टर, इंजिनीयर, देश के प्रशासक, वैज्ञानिक, नेतृवर्ग, शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वान् महात्मा, संन्यासी, ब्रह्मचारी, धनी, भक्त, कर्मकाण्डी और उच्चकोटि के उपासक होते हैं। विशेषतः माँ की तरफ बुद्धिजीवी गणमान्य लोगों का आकर्षण देखा गया है। मैं सोचता हूँ कि आखिर माँ में इतना आकर्षण क्यों है? ध्यान देकर माँ को मैंने विशेष विभूति के रूप में देखा। ऐसी विभूति कभी कभी संसारी जीवों के कल्याण के लिए अवतीर्ण होती है। आस्तिक शास्त्रज्ञ पुरुष शास्त्रीय विवेचन करके माँ एक विशेषशक्ति है ऐसा स्वीकार करते हैं।

माँ का सत्संग करके मैंने देखा कि माँ धर्म ज्ञान, ऐश्वर्य तथा वैराग्य की प्रतिमा है।

माँ धर्म की साक्षात् प्रतिमा इसलिए है कि माँ के जीवन में जितने लोग आये हैं वे बड़े से बड़े नास्तिक होने पर भी माँ का थोड़े दिनों तक सत्संग करके उच्चकोटि के धार्मिक हो गये हैं। धर्म उस आचरण को कहते हैं जिसकी

निन्दा लोक और वेद में न हो। जो आचरण समाज और वेद में गर्हित हो, उसी को अधर्म कहते हैं। माँ के जन्मकाल से अब तक साथ रहने वाले वृद्धजन, जो माँ से उम्र में बड़े हैं, कहते हैं कि माँ का जीवन एक उच्चकोटि का धार्मिक पवित्र जीवन है। माँ के संपर्क में आने पर माँ के तेजोमय देह का दर्शन करते ही बाह्य वृत्तियाँ, जिनको विषय वासना कहना चाहिये, प्रायः लुप्त हो जाती । मैंने देखा है माँ के पास ऐसी आकर्षण शक्ति है जिससे आकृष्ट होकर उच्चकोटि के नागरिक स्त्री-पुरुष तरुण-तरुणी के रूप में आते हैं, परन्तु मजाल नहीं कि किसी की असत् प्रवृत्ति हो। माँ किसी को कुछ भी नहीं कहती परन्तु माँ के दरबार में, माँ की उपस्थिति में एक विशिष्ट अनुशासन रहता है जिससे साथ रहने वाले जन अपने को धार्मिक, पवित्र और कृतार्थ मानते हैं। यदि अन्दर कोई ऐसी चेतना कार्यसंचालन न करती तो भक्तसमुदाय या अन्य अपरिचित जन माँ के दर्शन से अकारण क्यों आकृष्ट होते ! माँ से बाह्य पदार्थ, जिनको हम धन, गृह, स्त्री-पुत्र, कीर्ति, नौकरी या अन्यान्य बहुत से नामों से पुकारते हैं जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, न मिलने पर भी माँ की सन्निधि में रहने की प्रेरणा बलात् होती है। इसका मुख्य कारण है माँ का पवित्र दिव्य धर्ममय जीवन। दिव्य जीवन ही सुख का हेतु है और सुख को प्राप्त करना प्रत्येक जीव को वांछित है। प्रवृत्तिमात्र में हेतु इष्टसाधनता ज्ञान है, माँ के प्रति भी मानवों की प्रवृत्ति देखते हैं, इष्टसाधनताज्ञान के बिना प्रवृत्ति नहीं बन सकती है, अतः किसी इष्ट पदार्थ का ज्ञान बलात् प्रवृत्त कराता है। कोई कहे कि माँ के पास जाने से किसी बाह्य पदार्थ की प्राप्ति होती है, यह भ्रम है, क्योंकि माँ जहाँ जाती है इतनी भीड़ होती है कि स्नान-भोजन का भी समय पर ठिकाना नहीं रहता है। जो लोग अपने घर में रहते हुए किञ्चित् भी असुविधा क्षुत्पिपासा सहन नहीं करते हैं, वे माँ के पास बरामदों में सोना, समय पर भोजन न मिलना, नहाने का ठिकाना न लगना आदि बाह्य दुःखों को सहर्ष सहन करके माँ के चरणों का त्याग नहीं करते हैं। अतः अवश्य अन्दर से कोई ऐसी अभौतिक प्रेरणा है जिससे मानवसमुदाय माँ की तरफ आकर्षित होता है। वह है माँ का साक्षात् धर्म का मूर्त रूप। माँ के एक पुराने भक्त से जिनको इस समय सहयोगी लोग योगेश ब्रह्मचारी कहते हैं, जिनका दूसरा नाम है योगेशदा जो ३० वर्ष से मां के साथी हैं, मैंने पूछा कि आप माँ के बहुत पुराने भक्त हैं माँ की कुछ विशेषताएँ मुझे बताएँ तो योगेशदा कहते हैं कि स्वामिन्! क्या बताऊँ ! आप सब जानते हैं। परन्तु मैं इतना कहूँगा कि मैं एक नौकरी करने वाला विषयी आदमी था, जो कभी भी इस तरफ आने वाला नहीं था। माँ की कृपा से थोड़े दिनों में मेरे हृदय का परिवर्तन हो गया।

योगेशदा ने कहा कि एक दिन अकस्मात् माँ ने आज्ञा की, "योगेश, तू नौकरी छोड़ और एक वर्ष तक बिना पैसे के और हजामत बनाए बिना भारत में विचरण कर और ठीक एक वर्ष बाद मुझसे मिलना इससे पहले मेरे पास नहीं आना।" माँ की आज्ञा होते ही मैंने ऐसा ही किया। एक वर्ष तक नौकरी से छुट्टी लेकर बिना पैसे के यात्रा करनी आरम्भ की। कश्मीर से कन्या कुमारी और अटक से कटक तक यात्रा करके मैं ठीक एक वर्ष में माँ के सामने उपस्थित हुआ और दाढ़ी मुड़ा कर पुनः सरविस आरम्भ कर दी। सज्जन पाठकगण ! आप समझें कि एक विषयवासना में पड़ा हुआ साधारण मनुष्य क्षण भर में इतना बड़ा त्याग करके अपने पूर्ण कर्तव्य का निर्वाह करता रहा और अन्त में सारे घरबार, सम्पत्ति को छोड़कर विरक्त होकर सदा के लिए माँ का अनुयायी तथा उच्चकोटि का साधक बना। इसका क्या कारण है ? विचार करके देखें तो माँ का रोमरोम धर्ममय है जिसके बल से पापी को भी

"धार्मिको भूयाः सत्वरं धार्मिको भवति" इस उक्ति के अनुसार यदि अपनी पूर्ण कृपा से माँ कह दे कि तू धार्मिक हो जा तो शीघ्र ही वह धार्मिक हो जाता है। पातंजल योगसूत्र के भाष्य में व्यासजी लिखते हैं कि उच्चकोटि की विभूति किसी पापी को कहे कि "धार्मिको भूया इति भवति धार्मिकः। स्वर्गं प्राप्नुहीति स्वर्गं प्राप्नोति। अमोघाऽस्य वाग्भवति।" ये सब बातें माँ में पूर्ण रूप से घटती हैं। यदि माँ का दिव्य शरीर धर्ममय न हो तो दूसरों को क्या धर्ममय कर सकता है? क्या खाँड़ स्वयं मधुर न हो तो दुग्धादि को कभी मधुर बना सकती है? अतः माँ स्वयं धर्ममय है, अतः अपने पूर्ण कृपाकटाक्ष से ही दूसरों को धार्मिक बना देती है।

माँ की सन्निधि में रहने से ज्ञात होगा कि माँ के साथ रहने वालों की चर्या कैसी है। दिन भर कोई न कोई कार्यक्रम चलता है जिसमें धार्मिक पवित्र आचार तथा अध्यात्मवाद की गम्भीर चर्चा होती है। चाहे वह कीर्तन हो, प्रवचन हो, चाहे माँ से प्रश्नोत्तर हो सभी में पवित्र धार्मिक उपासना, निष्काम कर्म और अखण्डाद्वितीय चिन्मात्र आत्मविषयक भावना ओत-प्रोत रहती है। इन सब बातों को देखकर तथा काशी में किये हुए तीन वर्ष तक अखण्ड चलने वाले गायत्री-यज्ञ को देखकर माँ का स्वरूप धर्ममय है, यह निर्विवाद सिद्ध है।

जो स्वयं अतीर्ण हो तो वह दूसरे को तार नहीं सकता। जैसे तुम्बी स्वयं यदि जल में न तरे तो अपने आश्रित किसी पदार्थ को तारने में समर्थ न होगी। इसी तरह स्वयं यदि धर्ममय न हो तो दूसरे को कभी भी धार्मिक नहीं बना सकता। हम देखते हैं कि बड़े बड़े नास्तिक पढ़े लिखे लोग मां के सामने आने पर कट्टर धार्मिक होते देखे गये हैं, जिनके सामने अपने को धार्मिक मानने वाले लोग निस्तेज हो जाते हैं। यदि माँ स्वयं धर्ममय न हो तो दूसरे को क्या धर्म मानने वाला बनायेगी? यदि जल स्वयं शीत स्पर्श वाला न हो तो दूसरों को क्या शैत्यार्पण कर सकता है? अतः माँ पूर्णतः लोक-वेद-सिद्ध-धर्ममयी है।

एवं माँ ज्ञानमयी है—

माँ का सहज बोलना भी गम्भीर अद्वैतवाद के ग्रन्थ पढ़ कर जो विशेष ज्ञान होता है इससे बढ़कर अनुभवपूर्ण अपना विशिष्टार्थ रखता है। माँ जब प्रश्न का उत्तर देती है तब कभी कभी उसमें आचार्य शङ्कर के अद्वैतवाद की पूर्ण झलक रहती है। जब १९५२ में माँ बम्बई पधारी थी, व्याख्यान-सभा में जाने पर हजारों की संख्या में उपस्थित मातृदर्शनार्थियों को देख कर मैंने पास बैठ कर माँ से प्रश्न किया, "माँ, यह सब क्या दीखता है?" माँ ने मुस्कुराते हुए अपनी अमर वाणी से कहा, "यह सब मेरा स्वरूप है जो नानारूप में भासता है। प्रतीयमान सारा जगत् मेरा स्फार है। यह मुझसे अतिरिक्त अपनी कोई पारमार्थिकी सत्ता नहीं रखता है। जो इसकी सत्ता है वह केवल प्रतीतिमात्र है।" सज्जनों! ये वाक्य मां के सहज ही निकले, न कि किसी ग्रन्थ को पढ़ कर। माँ बार बार कहती है कि इस शरीर ने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा। माँ का सहज बोलना अद्वैतवाद की परम काष्ठा के सिद्धान्त का निर्णीत अर्थ होता है जैसा कि मैंने कई बार देखा है। एक दिन माँ से मैंने कहा "माँ, तू अपने हाथों से क्यों नहीं खाती?" इसपर माँ कहती है, जितने शरीरों में लगे हाथ दीखते हैं सभी मुझे इस शरीर से सम्बद्ध दीखते हैं।" पाठको! सोचिए कि माँ की सर्वात्मभावना, जो आजानसिद्ध है, कैसी है? बाल्यकाल से बिना पढ़े लिखे ऐसे शब्द माँ के श्रीमुख से निकलते हैं जिनको भगवान् गीता में कहते हैं—

"सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥

योमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥"

अतः निर्विवाद है कि माँ का शरीर जब से आविर्भूत हुआ है, तभी से मैं नारायणरूप हूँ, मैं ब्रह्मरूप हूँ, ऐसी झंकार करता है । अतएव माँ तत्त्वज्ञानमयी है ।

एक भक्त ने हरिद्वार में पूछा, "माँ, भगवान् से या आत्मा से या ब्रह्म से कैसे मिला जाय ?" माँ कहती है "दूरत्वबुद्धि को दूर करो ।" ये सब बातें अद्वैत औपनिषद दर्शन जिसको शाङ्कर सिद्धान्त कहते हैं, उसके चरम निर्णयों से परिपूर्ण हैं । जो माँ के दिव्य शरीर में दिव्याद्वैतवाद की ज्ञानज्योति जगने का पूर्ण परिचायक हैं । उपनिषत् कहती है "दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्" अतः माँ स्वभाव से ही ज्ञानमयी है यह सिद्ध होता है । यदि माँ से कोई प्रश्न करता है कि मां ! मनुष्य को क्या करना चाहिए तो माँ तुरन्त उत्तर देती है कि अपने आपको पहिचानना चाहिये । आपको छोड़ कर दूसरी कोई वस्तु देखने योग्य नहीं है । सब वस्तु तुममें भरी है । तुमको छोड़ कर कुछ नहीं है ।

सज्जनो ! यह माँ का दिव्य सन्देश माँ के पूर्ण अद्वैतज्ञानमय स्वरूप का ज्ञापक है । माँ के समीप बैठ जाने पर अधिकारियों को थोड़ी देर अवश्य सर्वात्मभाव की झलक प्राप्त होती है, ऐसी अनुभूति बहुत भक्तों को हुई है । अतः माँ का पूर्णज्ञान निर्विवाद है और माँ ज्ञानमयी है । विशेष रूप से माँ के ज्ञानमय उपदेशों को श्रवण करने के इच्छुक दीर्घ काल माँ का सत्संग करेंगे तो अवश्य माँ के दिव्य ज्ञान द्वारा अपना कल्यांण कर सकेंगे और माँ के ज्ञानमय स्वरूप को पहचानेंगे ।

जैसे माँ ज्ञानमयी है वैसे ही माँ का विग्रह वैराग्यपूर्ण है । आप देखेंगे कि माँ की एक एक बात वैराग्यपूर्ण है साथ ही माँ का आचार व्यवहार सारा का सारा वैराग्य की सुगन्ध को छोड़ कर संसार में आसक्त विषयलम्पट पुरुषों को सहज ही संसार आसक्ति, विषयाभिनिवेशादि सांसारिक दुःखों से हटा कर परमानन्द-परमप्रेमास्पद, सर्व द्रष्टा-प्रत्यगात्मा की तरफ आकर्षित कर देता है । यदि स्वयं वैराग्य न हो तो दूसरों को वैराग्य का आचरण कराना अशक्य ही नहीं असम्भव है । मैं देखता हूँ कि माँ का अन्तिम तात्पर्य जो माँ के पवित्र उपदेशों में भरा रहता है उसका पर्यवसान वैराग्य में ही होता है । कितनी ही घटनाएँ इस निर्णय को सिद्ध कर देती हैं कि माँ की तात्पर्यभूमि वैराग्य पर विश्रान्त है । माँ ने एक बार सुनाया, "जब यह शरीर पूर्वी बंगाल के किसी स्थान पर था तब बहुत से लोग इस शरीर को कुलवधू के रूप में देखते थे । और जिनके साथ इस शरीर का विवाहसंस्कार हुआ था, उस भोलेनाथ ने एक बार कहा कि देखो तुमको लोग साक्षात् श्रीकाली का रूप मानकर आते हैं और समझते हैं कि हमारी आधि-व्याधि पीड़ा बीमारी हटा देगी । अतः आज एक बीमार आया है उसको तुम्हें अच्छा करना होगा । यदि तुमने उसे अच्छा न किया तो मैं संन्यास लेकर चला जाऊँगा । यों मुझे भय दिखाया । मुझे बहुत खुशी हुई कि यही तो मैं चाहती हूं । मैंने जोर से ताली बजाई और कहा कि बड़ा आनन्द होगा ।" इन बातों से ज्ञात होता है कि माँ का तात्पर्य्य पूर्ण वैराग्य में है अन्यथा कौनसी कुलवधू होगी जो अपने पति को संन्यास लेने के लिए प्रोत्साहन देगी । संन्यासका लिङ्ग वैराग्य की पराकाष्ठा का सूचक है । यदि माँ का वैराग्य की तरफ तात्पर्य न होता तो किसी भी ढङ्ग से संन्यास के लिए अपने परम भक्तों को प्रेरित न करती । माँ के अनुग्रह से जिनको पूर्ण वैराग्य हुआ उनसे माँ ने कहा कि संन्यास लो । अब तुम संन्यास के अधिकारी हो गये हो । अब तुम्हारा अन्य कोई कर्तव्य शेष नहीं है । माँ के सम्पर्क

में आये हुए जिन्होंने संन्यास लिया उनके नाम मैं नीचे देता हूँ।

श्री १०८ स्वामी अखण्डानन्द गिरिजी महाराज, स्वा० मौनानन्दजी पर्वत, स्वा० तिब्वतानन्दजी महाराज, स्वा० नारायणानन्द तीर्थजी, स्वा० स्वरूपानन्दजी। ये लोग पूर्वाश्रम में क्रमशः दीदी के पिताजी, ज्योतिश्चन्द्र राय (भाई जी), भोलानाथजी और नेपालचन्द्र चक्रवर्ती नाम से प्रसिद्ध थे। स्वा० स्वरूपानन्दजी के पूर्वाश्रम का नाम ज्ञात नहीं है, अतः नहीं लिखा। दीदी को भी माँ ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा दी है जिसकी उच्चकोटि केसंन्यास के साथ शास्त्रकारों ने तुलना की है। हाँ एक नाम का स्मरण नहीं रहा, स्वा० मुक्तानन्दगिरि, जो दीदी माँ कहलाती हैं, उन्हें भी माँने संन्यास दिलाया है। साथ ही इस जमाने में संन्यासी वर्ग से यदि कोई विशेष स्नेह करने वाली व्यक्ति है तो वह है श्री श्री आनन्दमयी माँ। इसके अतिरिक्त माँ ने असंख्य जिज्ञासुओं को विरक्त बनाकर उनका कल्याण किया है। जिनमें अनेक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ भी विद्यमान हैं। बहुत से नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं जो अपने और जगत् के कल्याण के लिए तत्पर हैं। ये कोई अशिक्षित भूखे लोग नहीं हैं, किन्तु उच्चकोटि की आधुनिक शिक्षा जिन्हें प्राप्त है ऐसे २० वीं शताब्दी के अनेक नवयुवक तथा नवयुवतियाँ हैं। जिनको देखकर प्राचीन ऋषिकुमारों की स्मृति अन्तःकरण में व्याप्त होती है।

इनके अलावा परम विरक्त पूज्य श्रद्धेय स्वामी परमानन्दजी महाराज, जो अन्यत्र संन्यास लेकर आजीवन माँ के चरणों में विद्यमान हैं। माँ ने भी इन्हें पूर्ण विरक्त समझ कर अपने चरणों में आश्रय दिया है। माँ ने उस वचनको सार्थक कर दिया है जिसे भगवान् ने गीता में कहा है।

"सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वा, सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥
कौन्तेय! प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।"

अतः इन सब बातों को देखने से मालूम पड़ता है कि माँ का तात्पर्य्य वैराग्य में है और माँ वैराग्यमयी है। माँ ने मुझसे एक बार कहा था, "बाह्य विषयों से, जिनमें द्रव्य, गेह, पुत्र, मित्र, कलत्रादि हैं, पूर्ण शान्ति नहीं मिल सकती। किन्तु वैराग्य से, इनके त्याग से, शान्ति का समुद्र उमड़ता है। योगसूत्र के भाष्य में भी व्यासजी लिखते हैं—

"ज्ञानवैराग्ये केनातिशय्येते ( योग. सू. ४-१० भाष्य )।

अर्थ :—ज्ञान और वैराग्य का अतिक्रमण दुनिया का कोई भी पदार्थ नहीं कर सकता है। अतः मैं माँ के जीवन का पूर्ण निष्कर्ष वैराग्य में देखता हूँ, अतएव माँ वैराग्यमयी है। माँ के वैराग्यरूप विग्रह के कुछ कणों को लेकर उपर्युक्त सभी संन्यासी तथा ब्रह्मचारी वैराग्य की मूर्ति बन गये हैं; अतः माँ स्वयं वैराग्यालय, वैराग्याकर सिद्ध होती है। माँ के समक्ष में नानारूप से जनता आती है। कोई विद्वान् है तो कोई मूर्ख है, कोई रूपवान् है तो कोई कुरूप है, कोई धनवान् है तो कोई दरिद्र है, कोई शासक है तो कोई शिष्य है और कोई स्त्री है तो कोई पुरुष आदि सभी एकत्र होते हैं। परन्तु किसी के आने और जाने में माँ हमेशा उदासीन रहती हैं। माँ को कोई कुछ खिला दे अथवा पिला दे तो खाती है पीती है। परन्तु माँ की स्वतन्त्र कोई चेष्टा नहीं होती है। इतना बड़ा औदासीन्य विना उच्च कोटि के जगद्धर्मिक मिथ्यात्व निश्चय के बिना अनुपपन्न है। अतः यह औदासीन्य माँ के ज्ञान रूप के साथ ही परं वैराग्य को सिद्ध करता है। इसी से माँ ज्ञानमयी, वैराग्यमयी है।

माँ ऐश्वर्यमयी भी है।

जैसे माँ का स्वरूप उपर्युक्त तीनों चीजों से पूर्ण है वैसे ही माँ उच्चकोटि के ऐश्वर्य से भरपूर है। माँ जहाँ ही पधारती है चाहे वह स्थान श्मशान के तरह भयंकर क्यों न हो, माँ के पधारते ही मंगलमय हो जाता है। जहाँ पर एक मनुष्य भी न दीखे, वहीं पर सहस्रों नर-नारियों का

ताँता बँध जाता है। वहीं पर उच्चकोटि के नागरिक स्त्री-पुरुष के रूप में आ जाते हैं। फिर वहीं पर नाना प्रकार के आध्यात्मिक भावों का प्रचार होता है। और किसी किसी स्थान पर सुन्दर आश्रम भी बन जाता है। जिस दिन माँ वहाँ से चली जाती है चाहे वह राजमहल हो, सुन्दर बगीचा हो, धर्मशाला हो, मन्दिर हो, कुछ दिनों के लिए श्मशान से भी अधिक औदासीन्य फैलाने वाला तथा जनशून्य दिखाई देता है। अतः माँ के तेजोमय विग्रह में कोई ऐसा निलीन ऐश्वर्य है जो अनायास जंगल में मंगल बरसाता है। यह तो एक लौकिक बात है, परन्तु माँ में बहुत से योगसम्बन्धी ऐश्वर्य हैं जो समाधि द्वारा प्राप्त होते हैं, दिव्य पारलौकिक भोग उनके सामने तुच्छ जान पड़ते हैं। जो विभूति समाधि ( योग ) द्वारा प्राप्त होती है वह मां को जन्मकाल से ही प्राप्त है। भाईजी की लिखी हुई "मातृदर्शन" नाम की पुस्तिका इन सब बातों की परिचायिका है। भाईजी लिखते हैं कि माँ के दिव्य शरीर से स्वभावतः ही अनेक योगविभूतियां प्रगट हो गई थीं। जिनका दर्शन अनेक भक्तों ने किया। दीदी माँ, भोलानाथजी तथा भाईजी को विशेष योगैश्वर्य देखने का विशेष अवसर मिला। भाईजी को माँ सर्वदा अष्टभुजा वाले रूप में दर्शन देती थी। इसके लिए "मातृदर्शन" देखना चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं कि सांसारिक भोग का मिलना ऐश्वर्य है, परन्तु यह धारणा ठीक नहीं है। सांसारिक भोग अत्यन्त मलिन हैं, इनका तो जिस मनुष्य के साथ सम्बन्ध होता है वह परमार्थ से गिर जाता है। सांसारिक भोग ऐश्वर्य नहीं, बल्कि दुःख है, मलिन और अदिव्य है जिसके भोग से जिज्ञासु अधोगति और घोर अन्धकार में जाता है। सांसारिक ऐश्वर्यों से भय, काम, क्रोध, रागद्वेष, अभिमान, मत्सर आदि दुर्गुण अनायास आते हैं जिनसे मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में निन्दित होता है। अतः ये ऐश्वर्य नहीं हैं, अपितु दुःख हैं। इन चीजों को उच्चकोटि के जन चाहते नहीं। ऐसे भोग तो माँ के चरणों में सदा रहते हैं जिनको ठुकराकर परमैश्वर्य में माँ मग्न रहती है। जो जन्म जन्म यत्न करके हजारों भूमण्डल के साम्राज्य को बेच करके भी अलभ्य हैं ऐसे ऐश्वर्यों से मां सदा घिरी रहती है और मां उससे परे ऐश्वर्याधिष्ठान बनी हुई अपने स्वरूप से कभी भी उतरती नहीं है, वही ऐश्वर्य ऐश्वर्य है। इस ऐश्वर्य्य की खान आनन्दमयी मां है, अतः मां ऐश्वर्यमयी है यह एक पूर्ण तथ्य है। इस तरह ज्ञान, वैराग्य, धर्म और ऐश्वर्य की प्रतिमा मां का स्वरूप जगत् के कल्याणार्थ विचरण करता हुआ संसारी जीवों को अपने दर्शन से अनायास पवित्र करता है।

इस समय मैं इतना ही कहकर अपना संक्षिप्त लेख समाप्त करता हूं।

# अजपा रहस्य

*महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज एम्० ए०, डी० लिट्०*

साधक-सम्प्रदाय में अति प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक साधनाओं में जप की महिमा की ख्याति चली आई है। वास्तव में सव प्रकार के आध्यात्मिक कर्मों में जप का स्थान वहुत ऊँचा है। यज्ञ विविध प्रकार के हैं एवं प्रत्येक यज्ञ का अलग अलग विशेष फल भी निर्दिष्ट है। किन्तु जपयज्ञ का माहात्म्य अन्यान्य यज्ञों की अपेक्षा वहुत अधिक चढ़ा बढ़ा है। श्रीमद्भगवद्गीता में यह स्पष्ट ही वतलाया गया है। जप के रहस्य एवं फलाफल का विवेचन इस लेख का विषय नहीं है। किन्तु मैं इस लेख में जपसाधना के चरम लक्ष्य अजपा-साधन के सम्वन्ध में प्राचीन महापुरुषों के पदचिह्नों का अनुसरण कर अपने अनुभव तथा बुद्धि के अनुसार यथाशक्ति संक्षेप में कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करूँगा। जप का यथार्थ रहस्य न जानने पर भी उसके सम्वन्ध में थोड़ा वहुत ज्ञान सभी साधकों को रहता है। किन्तु अजपा के सम्वन्ध में वहुत लोग प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। स्त्री और पुरुष, वालक और वृद्ध, भावुक और भक्तिहीन सभी अधिकारियों के लिए अजपासाधन उपयोगी है। भिन्न भिन्न युगों में विभिन्न सम्प्रदायों में यह साधना भिन्न भिन्न नामों से परिचित होती आई है। यह आध्यात्मिक साधना के क्रमिक इतिहास का विवेचन करने पर स्पष्ट ही ज्ञात हो सकता है।

एक दृष्टि से यदि देखा जाय तो यह अत्यन्त सरल साधना है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। वास्तव में कोई भी साधना इस से सरल नहीं हो सकती है। मनुष्य के देह धारण करने के वाद से अर्थात् माता के गर्भ से भूमि पर आने के समय से लेकर प्रयाण करने के समय तक सारे जीवन में जो स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास की क्रिया चलती है उसे मूल भित्ति मानकर अजपासाधना का अनुष्ठान होता है। उसके लिए न कोई विशेष उपकरण, न कोई कृत्रिम प्रक्रिया और न कोई विशेष अनुशासन ही आवश्यक है। श्वासोच्छ्वास क्रिया जैसे ज्ञात और अज्ञात रूप से सदा प्रवाहित होती रहती है श्वास-प्रश्वास के साथ सम्वद्ध अजपा क्रिया भी वैसे ही जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति सभी समयों में समानरूप से चलती रहती है। इस क्रिया का आरम्भ होने पर फिर यह चेष्टा अथवा मनोयोग की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही निरन्तर जारी रहती है। इसलिए एक प्रकार से वह अत्यन्त सरल साधना है, यह समझना कठिन नहीं है। किन्तु सरल होने पर भी यह साधना अत्यन्त गुप्त है एवं इसका जानना टेढ़ी खीर है। इसका फल अन्य कृत्रिम साधनाओं का सा नहीं है। निष्क्रिय परम सत्ता के हृदय को आश्रय कर जो क्रिया विश्व में निरन्तर चल रही है, अजपा मनुष्य-शरीर में उसी की केवल छाया है। यह स्वभाव की साधना है। प्रकृति में व्यष्टिभूमि तथा समष्टिभूमि में समानरूप से इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अजपाविज्ञान यदि भलीभाँति समझ में आ जाय

योगियों का कथन है कि जीव निरन्तर श्वास-प्रश्वास के वहाने इस हंसमन्त्र या अजपा-गायत्री का जप करता है। जीवमात्र ही जव इसे करता है, तब मनुष्य भी करता है यह कहना फजूल है। किन्तु अन्य जीवों से मनुष्य में भेद यह है कि मनुष्य अपने पौरुष द्वारा ऐसी सामर्थ्य अर्जित कर सकता है जिससे श्वास-प्रश्वास की इस स्वाभाविक गति में विपर्यय हो सकता है। अर्थात् मनुष्य साधना के वल पर 'हंसः' गति को 'सोऽहम्' गति में परिवर्तित कर सकता है। तव आत्मज्ञान का पथ खुल जाता है एवं इड़ा और पिङ्गला में संचार करनेवाले वायु की वक्र गति सुषुम्ना में सरल गति के रूप में वदल जाती है। सुषुम्ना व्रह्ममार्ग है। वायु इड़ा और पिङ्गला के मार्ग से हट कर जितना ही सुषुम्ना में प्रविष्ट होता है उतना ही विकल्प का शमन होता है। निर्विकल्प आत्मज्ञान का वन्द मार्ग धीरे धीरे खुलने लगता है। सुषुम्ना में प्रवेश किये विना वायु और मन की ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती एवं ऊर्ध्व गति के विना विकार का त्याग कर चित्त साम्यभाव में नहीं पहुँच सकता। योगी लोग जिसे कुम्भक कहते हैं वह इस ऊर्ध्वगति से क्रमशः सिद्ध होता है। वस्तुतः कुम्भक में गति नहीं रहती है, यह वात नहीं है। किन्तु उससे वक्रगति की निवृत्ति के साथ अन्तर्मुखी सरल गति की सूचना होती है। इस सरल गति से अन्त में गतिहीन अवस्था का आभास प्राप्त हो जाता है। जिसे हम लोग सांसारिक भाषा में प्राण-अपान का व्यापार कहते हैं, उसी को योगी की भाषा में हंसमन्त्र का उच्चारण समझना चाहिये।

इस प्रकार विषम गति के कारण की गवेषणा करने पर ज्ञात हो सकता है कि प्रकृति के भीतर ही इस विषमता का वीज निहित है। प्राण अपान को और अपान प्राण को निरन्तर खींचता है, किन्तु दोनों की स्वाभाविक गति परस्पर विरुद्ध है। प्राण जिस ओर संचार करता है अपान उसकी विपरीत दिशा में संचरण करता है। यदि वे अन्यनिरपेक्ष होते तो ऐसी स्थिति में विरोध की कोई सम्भावना नहीं रहती। किन्तु यह वात नहीं है। अपान के न रहने से प्राण का काम नहीं चलता, इसीलिए प्राण विरुद्ध दिशा में वहने वाले अपान को चाहता है और उसको खींचता है। वैसे ही प्राण के अभाव में अपान का भी काम नहीं चलता है, इसीलिए अपान प्राण को खींचता है। इससे स्पष्टतः प्रतीत हो सकता है कि यथार्थ साम्यावस्था से च्युत होने से ही दोनों में विरुद्ध गति का उदय हुआ है। इसलिए अनजान में प्राण और अपान विरुद्ध संचारी होकर भी अविरुद्ध साम्यभाव में ही फिर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। जव तक वह साम्यावस्था प्राप्त न होगी तव तक शान्ति की सम्भावना नहीं है। वद्ध जीव इन दो आकर्षणों के मध्य में पड़कर कभी उठता है और कभी गिरता है। वांये और दाहिने मार्ग में संचार करता है, उससे छुटकारा नहीं पाता। योगी का लक्ष्य इन दोनों विरुद्ध गतियों में समन्वय स्थापित करना है। सव प्रकारों की अध्यात्म-साधनाओं का यही उद्देश्य है।

इस विषम गति की दो दिशाएँ हैं। एक देहगत है और दूसरी कालगत। नाक के नथनों से श्वास वाहर की ओर प्रवाहित होता है एवं वाहर से वह भीतर की ओर लौटता है। इस वाहर जाने की एक निश्चित सीमा है। साधारण अवस्था में नाक के नथनों से वाहर की ओर वारह अंगुल तक यह गति

देखी जाती है। किन्हीं आगन्तुक कारणों* से कभी एक ही व्यक्ति की श्वासगति में गति की कुछ कमी भी हो जाती है। वैसे ही प्रकृति-वैचित्र्य से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के श्वास की गति में भी कुछ कुछ अन्तर रहता है। गति का विस्तार जितना अधिक हो, बहिर्मुखता और काल का प्रभाव भी उतना अधिक जानना चाहिये। संयत जीवन के अभ्यास से क्रमशः इस बहिर्गति का ह्रास होता है। यह देहगत विषम गति का विवरण।

कालगत विषमता दूसरे प्रकार की है। एक निर्दिष्ट समय की श्वाससंख्या द्वारा इस वैचित्र्य का पता लगता है। इस प्रसङ्ग में श्वास कहने से पूरक और रेचक दोनों लेने चाहिये। साधारण रूप से एक मिनट में संसारी स्वस्थ पुरुष के पन्द्रह श्वास-प्रश्वास होते हैं। किन्तु इस क्षेत्र में भी आगन्तुक कारणों से और प्रकृति-भेद से इनमें कुछ विलक्षणता दिखलाई देती है। वह नगण्य है। संयम और अभ्यास के प्रभाव से यह संख्या धीरे धीरे घट जाती है। यह श्वासगति में कालगत विषमता का विवरण है। यह कहना फजूल है कि श्वास की बाह्योन्मुखता और संख्या में परस्पर सम्बन्ध रहता है। साधारण रूप से बाह्य-गति यदि बारह अङ्गुल हो तो संख्या पन्द्रह मानी जाती है। योगाभ्यास अथवा विशिष्ट शक्ति के प्रभाव से बाह्य गति के घट जाने पर संख्या भी उसके अनुसार घट जाती है। अर्थात् श्वास का देश और काल के साथ सम्बन्ध समानरूप से एक ही साथ ह्रास को प्राप्त होता है। बाह्य गति के एक अङ्गुल कम होने पर संख्या सवा कम होती है तथा दो अङ्गुल कम होने पर संख्या ढाई कम होती है। अन्त में जब बाह्यगति के बारहों अङ्गुल शून्य में परिणत हो जाते हैं तब संख्या भी पन्द्रह से शून्य में परिणत हो जाती है। अर्थात् श्वास का दैशिक और कालिक सम्बन्ध एक ही समय विच्छिन्न हो जाता है एवं रेचक और पूरक रूप व्यापार शान्त हो जाते हैं। इसी का नाम कुम्भक है, जिससे पूरा समाधान का मार्ग खुलता है। यह समाधान ही स्थिति है। तभी पूर्वोक्त विक्षेप की निवृत्ति होती है, उससे पहले नहीं होती।

प्राणों की बाह्यगति या संख्या में न्यूनता आने के साथ ही साथ नाना प्रकार की अलौकिक शक्तियों का विकास होता है। पहले कामनात्याग होता है। प्राणों की चञ्चलता से ही वासना पैदा होती है। प्राणों में शान्ति आना आरम्भ होने पर चित्त में क्रमशः निष्कामता प्रकट होती है। निष्कामता की अभिव्यक्ति के बाद आनन्द की अभिव्यक्ति स्वाभाविक है। गीता में भगवान् ने कहा है—'अशान्तस्य कुतः सुखम्।' शान्ति के उदय के बिना वास्तविक सुख का आविर्भाव नहीं होता। इसके उपरान्त वाक्‌सिद्धि, दूरदृष्टि, आकाशगमन, छाया-नाश यहाँ तक कि निर्वाणप्राप्ति तक हस्तगत होती है। यही शास्त्र का सिद्धान्त है।

प्राणों की बाह्यगति की निवृत्ति साधना का उद्देश्य है। जिस प्रकार के चिन्तन और आचरण द्वारा इस बाह्यगति की वृद्धि होती है वह साधन-क्षेत्र में

---

* कहा गया है कि भोजन और बोलने में बहिर्गति बढ़ जाती है—छह से बारह अंगुल तक, चलने में वृद्धि होती है—बारह अंगुल से छब्बीस अंगुल तक तथा तेजी से दौड़ने में तीस से बयालीस अंगुल तक वृद्धि होती है। सबसे अधिक गति होती है स्त्री-संगम में—तिरपन से तिरसठ अंगुल तक।

वर्जनीय है। अन्ततः इन सब विषयों में संयम का अभ्यास अत्यावश्यक है।

( ४ )

अजपासाधना के रहस्य और प्रक्रिया के सम्बन्ध में महापुरुषों ने गुरुपरम्परा से प्राप्त पद्धति का अनुसरण कर भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न प्रकार के विवरण प्रकाशित किये हैं। साधक की योग्यता और अधिकार गत विशिष्टता का यदि विचार किया जाय तो इनमें से प्रत्येक की सार्थकता आसानी से समझ में आ सकती है।

योगियों के समाज में अजपा की कुण्डलिनी से उत्पन्न हुई प्राणधारिणी प्राणविद्या के रूप में ख्याति है। श्येन (वाज) जैसे ऊपर आकाश में उड़ने पर भी डोरी से बँधा होने पर नीचे पृथिवी की ओर आकृष्ट होता है वैसे ही प्राण और अपान की क्रिया के वशीभूत जीव ऊपर और नीचे की ओर गमनागमन करता है। कुछ आचार्य कहते हैं, तत्पदवाच्य परमात्मा हंसविद्या के प्रथम अवयव 'हं' कार द्वारा वर्णित हैं एवं त्वंपदवाच्य प्रत्यक्चैतन्य अथवा खेचरीबीज द्वितीय अवयव 'सः' कार द्वारा द्योतित होता है। प्राणी-मात्र के हृदय में जो अव्याकृत आकाश है, उसमें लिङ्गशरीर विद्यमान रहता है। उसके प्रतिलोमरूप से हंस की गति होती है। शास्त्र में लिखा है—'सःकारो ध्यायते जन्तुर्हंकारो जायते ध्रुवम् ।' 'सः' अथवा जीव अपने जीवत्व का त्याग कर 'सोऽहं' शब्द के लक्ष्य प्रत्यक् आत्मा से अभिन्न परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं रहता है। जो साधक अपने आत्मा का ध्यान करता है उसके लिए हकारात्मक परमात्मभाव की प्राप्ति सुलभ होती है।

दूसरे मत में हंस कहने से प्रत्यक् आत्मा अथवा व्यष्टितुरीय समझना चाहिये एवं परमहंस शब्द परमात्मा अथवा समष्टितुरीय का बोधक है। व्यष्टितुरीय और समष्टितुरीय का परस्पर योग होने पर हंसयोग सम्पन्न होता है। यही अजपा का तत्त्व है।

तीसरे मत में साधक की बुद्धि और साधनशक्ति के न्यूनाधिक्य के अनुसार अजपातत्त्व के सम्बन्ध में विविध प्रकार के दृष्टिकोणों का अङ्गीकार है। मन्दबुद्धि, मध्यमबुद्धि और उत्तमबुद्धि साधक की दृष्टि में जो भेद है, उसकी अधोलिखित विवरण से स्पष्टतः प्रतीति हो जायगी। जिसकी ज्ञानशक्ति उज्ज्वल नहीं है, जो अतिसूक्ष्म तत्त्व का ग्रहण नहीं कर सकता, उसका नाम मन्दबुद्धि है। इस प्रकार का साधक हकार से पुरुष और सकार से प्रकृति को समझता है। इसलिए उसकी दृष्टि से हंसयोग कहने पर पुरुष और प्रकृति का योग प्रतीत होता है। किन्तु जिसकी बुद्धि उसकी अपेक्षा तीक्ष्ण है अर्थात् जो मध्यबुद्धि है, उसकी दृष्टि के अनुसार हकार से अपान का संचार और सकार से प्राण का संचार प्रतीत होता है। मुख्य प्राण जिस समय पराङ्मुख होकर लौटता है उस समय उसे प्राण न कह कर अपान कहा जाता है। इसलिए हंस-विद्या का रहस्य मध्यम साधक की दृष्टि में प्राण और अपान के संयोग के सिवा और कुछ नहीं है। किन्तु जो साधक उत्तमबुद्धिसम्पन्न है, उसकी दृष्टि और भी सूक्ष्म है। वह प्रकृति और पुरुष के सम्बन्ध अथवा प्राण और अपान के सम्बन्ध का त्याग कर आत्मस्वरूप की ओर लक्ष्य रखता है। वह साधक अजपामन्त्र के पूर्व भाग 'अहम्' को जीवात्मा का वाचक

और उत्तर भाग 'सः' को शक्ति का वाचक समझता है।

अधिकार भिन्न होने से अजपा-जप का विधान भी भिन्न है। निम्नश्रेणी के अधिकारी तालु, ओष्ठ आदि दैहिक उच्चारण-यन्त्र के द्वारा अजपा-जप का सम्पादन करते हैं। इन सब साधकों का चित्त पूर्णरूप से संस्कृत अथवा संशोधित नहीं रहता है। इसी लिए ये लोग देहगत क्रिया का अवलम्ब न किये बिना जप नहीं कर सकते। किन्तु जो लोग मध्यम श्रेणी के अधिकारी हैं उनका चित्त अधिक संस्कृत रहता है। इसलिए उन्हें अजपा-जप करने के लिए तालु आदि की किसी प्रकार की क्रिया आवश्यक नहीं है। उनका अधिकार ऊँचा है, इसलिए उनका विधान भी पृथक् है। उनके लिए दैहिक उच्चारण की आवश्यकता नहीं है। यदि हो भी तो वह अन्य प्रकार की होती है। उनको भावना करनी पड़ती है कि अजपामन्त्र का 'सः' अंश प्राण रूप में एवं 'हं' अंश अपान रूप में अपने शरीर में सदा अनुस्यूत रहता है। 'हम्' शब्द के साथ अपान वृत्ति का साम्यमूलक सम्बन्ध रहता है। इसी लिए हंकार अपान वृत्ति को सूचित करता है। वैसे ही सःकार प्राणवृत्ति की सूचना करता है। 'सः तथा हम्' मन्त्र के ये दो भाग प्राण और अपान वृत्ति के रूप में अपने शरीर में सदा ही क्रिया कर रहे हैं। इस प्रकार की निरन्तर क्रिया ही अजपा-जप है। प्राण और अपान रूप में विद्यमान यह मन्त्र जिसे साधक गुरुमुख से प्राप्त करता है 'अजपन्नपि' अर्थात् तालु आदि का व्यापार न करने पर भी उसमें प्राणापान रूप मन्त्र अनुस्यूत रहता है, इसलिए सर्वदा उसका जप चलता रहता है। इसी लिए इस हंस-मन्त्र को अजपा-विद्या कहते हैं। वाचिक जप की अपेक्षा यह अनुसन्धानरूप जप अधिक प्रबल एवं अधिक फलप्रद हैं। फिर इस जप के साथ आस्तिकता, गुरुभक्ति, श्रद्धा आदि सद्गुणों का भी सामवेश रहने पर बल की वृद्धि होती है। यह मध्यम अधिकारी की चर्चा है। किन्तु उत्तम अधिकारी के लिए अजपा का विधान अन्य प्रकार का है। यह कहना व्यर्थ है कि उच्च अधिकारी का चित्त श्रवण, मनन आदि के अभ्यास से अत्यन्त विशुद्ध रहता है। इस प्रकार के साधकों की धारणा होती है कि अजपा-मन्त्र का पूर्वार्द्ध 'अहम्' जीव का बोधक है, जो जाग्रत् आदि विभिन्न अवस्थाओं का साक्षी है। अपने को सुखी या दुःखी अनुभव किया जा सकता है, इसलिए ज्ञात होता है कि 'अहम्' पदार्थ जीव का वाचक है। किन्तु मन्त्र के उत्तरार्द्ध में जो 'सः' पद है वह उनके मत में शक्ति का वाचक है। यह शक्ति वास्तव में सम्पूर्ण विश्व के कारण परमेश्वर का नामान्तर है। इसलिए संसारी रूप में प्रतीयमान 'अहम्' ही वास्तविक रूप में 'सः' अथवा परमात्मा है। यही अजपा-जप का तात्पर्य है।

## ( ५ )

योगियों के समाज में अजपा-प्रक्रिया के सम्बन्ध में और भी बहुत से विधान दिखाई देते हैं। उनमें से किसी किसी का श्रुति आदि शास्त्रग्रन्थों में उल्लेख है। दृष्टान्त के रूप में दो एक का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है—

इस मत में सबसे पहले केवल कुम्भक के द्वारा ऐसी एक अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है जिसमें रेचक और पूरक कुछ भी नहीं रहते। उस समय श्वास-

प्रश्वास का वेग शान्त रहता है। उस अवस्था में नाभिकन्द में प्राण और अपान की साम्यावस्था प्रतिष्ठित होती है। इधर सहस्रदल कमल से निरन्तर जो पीयूष धारा बहती हैं उस समय उसे पान करने का अवसर मिलता है। प्राण की चञ्चल अवस्था में उस अमृत के पान की सम्भावना नहीं रहती। जिस समय योगी प्राण और अपान की समता प्राप्त कर शान्ति से बैठता है और पूर्व-वर्णित अमृत उसे प्राप्त होता है उस समय उसका कर्तव्य है कि उस अमृत का स्वयं पान न कर उसके द्वारा नाभिस्थ ज्वलन्त महादेव का अभिषेक करे और साथ ही साथ 'हंसः' 'हंसः' कह कर हंस-मन्त्र की आवृत्ति करे। इसलिए देह में प्रत्यक्यज्ञ करने की आवश्यकता होती हैं। यही आध्यात्मिक सूर्यग्रहण है। देहतत्त्ववेत्ता योगी जिस समय देह में उत्तरायण और दक्षिणायन नामक दो अयनों और विषुवों के दर्शन करते हैं उस समय वे देह में स्थित होकर ही सकल और निष्कल बिन्दु के साक्षात्कार का लाभ करते हैं। प्राणवायु इड़ा से पिङ्गला में संचार करता है एवं पिङ्गला से इड़ा में लौटता है। ये दो उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्राण का मूलाधार में प्रवेश एक विषुव तथा उसका मस्तक में प्रवेश दूसरा विषुव है। विषुव कहने से ठीक उसी अवस्था की प्रतीति होती है जिसमें दिन और रात्रि की समानता होती हैं। देह में भी इन दो बिन्दुओं में साम्य प्रकट होता है। इसी लिए इनको विषुव कहते हैं। योगी का कर्तव्य है मन्त्र के साथ (मन्त्रयुक्त) या केवल (अमन्त्र) प्राणायाम के द्वारा अर्थानुसन्धान करते हुए प्रणव और हंसमन्त्र का उच्चारण और प्रणव का अर्थभूत जो हंस है उसका सोऽहं के रूप में अनुसन्धान। यह ऐक्यानुसन्धान ही नमस्कार—योग का रहस्य है। अजपा का तात्पर्य इसी में निहित है। इसके अनन्तर मुद्राधारण अपने आप ही हो जाता है। इस मुद्रा को चिन्मुद्रा कहते हैं। प्रचलित भाषा में इसी का नाम शाम्भवी या खेचरी मुद्रा है। इस मुद्रा का तात्पर्य यही है कि अपने से भिन्न और कुछ भी नहीं है, इस बोध में स्थिति। आत्मा के अर्चन की प्रशस्त पद्धति है—सर्वदा 'सोऽहमस्मि' रूप से ध्यान में मगन रहना। इसका नाम प्रत्यक्ष योग है। उस समय प्राणवायु पिङ्गला मार्ग से कुण्डलिनी में पवेश करता है। यही आध्यात्मिक सूर्यग्रहण है।

क्रमशः

# राँची में सत्सङ्ग

### श्री वीरेश्वर गांगुली एम० ए०

[ राँची में श्री श्री माँ का जो नवीन आश्रम स्थापित हुआ है, उसमें इस वर्ष माँ की शुभ संनिधि में शारदीय दुर्गोत्सव ससमारोह सम्पन्न हुआ। उस उत्सव में कई दिन बहुत से भक्त श्री श्री माँ के दर्शन करने आये एवं उनमें से कुछ लोगों ने माँ से अध्यात्म विषय में विविध प्रश्न भी किये। उन प्रश्नोत्तरों का थोड़ा सा अंश अध्यापक श्रीयुक्त वीरेश्वर गाङ्गुलीजी ने संकलित कर हमारे पास भेजा है। उसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए हम आनन्दवार्ता के इस अङ्क में प्रकाशित कर रहे हैं।—सम्पादक। ]

प्रश्न—माँ, यथार्थरूप से प्रश्न कब किया जाता है?

उत्तर—जब जिज्ञासा होती है।

प्रश्न—जिज्ञासा किसकी?

उत्तर—आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में।

प्रश्न—प्रश्न के भीतर ही क्या उत्तर रहता है?

उत्तर—हाँ, बहुधा रहता है?

प्रश्न—अच्छा मां, यह जो तुम्हारे सामने बतासों का प्रसाद रखा है, यह प्रसाद पाने से क्या वह प्रसाद प्राप्त होता है?

उत्तर—प्रसाद तो एक ही है। जिसी प्रसाद से प्रसन्नता प्राप्त हो केवल वही प्रसाद है।

प्रश्न—उस प्रसाद का अधिकार प्राप्त करने में क्या यह प्रसाद सहायक होता है?

उत्तर—हां, इस प्रसाद को पाते पाते असली प्रसन्नता प्राप्त हो जायगी।

प्रश्न—वह प्रसादप्राप्ति की अवस्था कैसी है?

उत्तर—वह अवस्था समझी नहीं जा सकती। समझने से बोझा* बढ़ता है न, इसीलिए।

प्रश्न—समझने से यदि बोझा बढ़ता है तो सब लोग पढ़ना, सुनना क्यों करते हैं?

उत्तर—अरे, समझे नहीं। दुनिया दो को लेकर है न। उसी दूसरे को समझाने के लिए पढ़ने की जरूरत होती है। यह शरीर इसी तरह की अटपट बातें करता है। तुम लोगों ने लिखना-पढ़ना सिखाया नहीं है न, वह जो तुम क्या एक शास्त्र का वचन कहते हो, "ऊर्ध्वमूलमधःशाखम्।" मस्तक मूल है, जानने का स्थान है। पेड़ की जड़ से जैसे जल सींचा जाता है वैसे ही मस्तक समझने की जगह है। वहीं पर सबको धारण करने वाली शक्ति है। इसीलिए यह शरीर कहता है, "देखो, तुमने तो एक वस्तु जानी। जो पहले जानी वह नहीं। विशेष विशेष रूप से क्रमशः जानना पड़ता है। सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान अलग अलग होने पर भी मूल में दोनों एक ही हैं, इसलिए मस्तक से ही दोनों को समझना होता है। दूसरा ज्ञान प्राप्त होने पर फिर एक बोझ* बढ़ गया। जब ज्ञानाज्ञान के पार होंगे तब ठीक ज्ञान होगा। त्रिपुटी अर्थात् तीन पोटलियों के गये बिना असली तत्त्व समझ में नहीं आता। वे नित्य स्वयप्रकाश हैं।

प्रश्न—मां, "आवृत्तिः सर्वशास्त्राणां बोधादपि गरीयसी।" क्यों कहा जाता है? अर्थात् ज्ञान की अपेक्षा

---

* बूझ धातु का अर्थ है—समझना। बङ्गला में बोझा शब्द का भार अर्थ भी होता है। बुद्धि के अतीत ब्रह्म का साक्षात्कार बोध से ही होता है। तदतिरिक्त समझना आदि बोझा है, यह अभिप्राय है।

सब शास्त्रों के पुनः पुनः पाठ को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है ?

उत्तर—यह एक स्थिति की बात है। पढ़ना केवल पढ़ने के लिए नहीं है। बार बार पढ़ने से असली तत्त्व प्रकट हो उठता है। बहुत बार पढ़ने और चिन्तन करने से मूल तत्त्व समझ में आ जाता है। किन्तु असली बोध जो है, उसकी अपेक्षा पढ़ना श्रेष्ठ नहीं है। इसी लिए मैं किसी एक स्थिति की दृष्टि से कहती हूँ।

प्रश्न—ज्ञान, भक्ति और कर्म इन तीनों में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है ?

उत्तर—सबका एक मार्ग नहीं है। अपने अपने गुरु जो मार्ग बतला दें। यद्यपि अन्त में वही एक पद प्राप्त होगा।

प्रश्न—'मन्त्रशक्ति' क्या कुछ है ?

उत्तर—है। उसकी क्रिया होगी ही। उच्चारण की क्रिया निश्चित है।

प्रश्न—क्या मन्त्र का शुद्ध उच्चारण होना आवश्यक है ?

उत्तर—किसी किसी जगह स्पष्ट उच्चारण झङ्कार है। उसके होने पर उसी दिशा से फल की प्राप्ति होगी। कोई यदि भक्तिभाव के साथ अशुद्ध उच्चारण करता है तो भी फललाभ होता है। भक्तिभाव फल उत्पन्न करता है। पूर्ण फल के लिए दोनों ही आवश्यक हैं—शुद्ध मन्त्रोच्चारण और भावभक्ति। नीलमणि*, वह 'जगड्ढिपाय' की कथा कहो तो।

तब नीलमणि ने संक्षेपतः कथा कही—"एक वैष्णव भक्त 'जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमः' न कह कर "जगड्ढिपाय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमः" कहता था एवं श्रीकृष्णपूजा के समय उसके रोमाञ्च, शरीरकम्प, अश्रु, कृष्णदर्शन आदि होते थे। एक दिन एक संन्यासी अतिथि उसका गलत उच्चारण सुन कर संशोधन कर गये कि जगड्ढिपाय नहीं होगा जगद्धिताय होगा। उनके कथनानुसार वह भक्त जगद्धिताय कह कर प्रणाम करने लगा, किन्तु पहले की तरह भाव फिर हुआ नहीं। तब तो उसके मन में महा दुःख हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर एक वैष्णव साधु आये। उनके निकट उस भक्त ने सारा हाल सुनाया। साधु ने पूछा, अच्छा, 'जगड्ढिपाय' कहने से तुम क्या समझते हो ? भक्त बोला, जगड्ढिपाय माने जगत् को जो कृष्ण दीमकों के स्तूप ( बांबी ) के समान ढके हुए हैं। कृष्णरूप दीमकों के स्तूप ( बांबी ) के मध्य में हम लोग निश्चिन्त होकर निवास करते हैं। यह कहते कहते श्रीकृष्ण के अङ्गस्पर्श का अनुभव कर भक्त आनन्दाश्रुओं की वर्षा करने लगा। तब साधु ने कहा, तुम जिस मन्त्र का उच्चारण करते थे वही ठीक है, उसी को करो। उसके बाद से भक्त के फिर वे ही सात्त्विक भाव के लक्षण दिखाई देने लगे।'

यह किस्सा कहने पर फिर मां बोलीं, परन्तु यदि उच्चारण और भाव दोनों ही ठीक हों तो पूर्ण अनुभूति होगी। उस भक्त का दोनों में से एक अपूर्ण था, इसलिए 'जगद्धिताय' कहने से कृष्णमूर्ति का दर्शन बन्द हो गया। भाव भक्ति से यदि गल जाय अथवा जल जाय तो जो भी क्यों न कहो सत्य का निश्चय ही प्रकाश हो जायगा। प्रेम की दिशा में गल जाना और ज्ञान की दिशा में विवेकाग्नि से जल जाना। दोनों ही दिशाओं में अन्त में स्वरूप का प्रकाश

---

* 'नीलमणि' लेखक ( श्रीयुक्त बीरेश्वर गांगुली ) का पुकारने का नाम है।

होगा ही। शुद्ध भाव के उस तरह प्राप्त होने पर—सम्पूर्ण गल जाने पर, पूर्ण प्रकाश होगा ही। मन्त्र है न, इसीलिए। मन्त्र के माने हैं मन का जो त्राण करे। इस शरीर की, छोटी सी लड़की की, अटपटी भाषा में 'मन्तर' के माने हैं 'मन तोर' मन तुम्हारा (है)। जिसका जप करने से मन तुम्हारा हो जाता है। समझे कि नहीं—यह कह कर माँ हँसते हँसते लोटपोट हो गईं। भक्तवृन्द भी आनन्द से हँसने लगा। २९–९–५४ रात्रि।

प्रश्न—माँ, ध्यान और जप के बिना केवल नामकीर्तन से क्या काम चल सकता है?

उत्तर—वहां सब सम्भव है। नामकीर्तन करते करते सब कुछ हो सकता है।

प्रश्न—कीर्तन के समय मन चञ्चल नहीं रहता। पर जप करते समय विविध चिन्ताएँ क्यों आती हैं।

उत्तर—कीर्तन सम्मिलित रूप में होता है न। स्वर, ताल, सुन्दर शब्द सब एक भाव से होते हैं अर्थात् सबके सहयोग से एक ही भाव का प्रकाश होता है।

इसी समय एक भक्त के श्री श्री मां से हिन्दी में बोलने के लिए अनुरोध करने पर मां हिन्दी में बोलने लगीं।

सीधी बात यह है कि नाम कीर्तन सुर, ताल और शब्द सब मिलाये जाते हैं। मन का स्वभाव है रसीली वस्तु को पकड़े रहना। इस कारण कीर्तन में मन लगता है। किसी किसी का जप में भी मन लगता है। अपने अपने संस्कार के अनुसार जप अथवा कीर्तन में मन लगता है।

प्रश्न—कीर्तन से क्या जीवात्मा का उद्धार हो सकता है!

उत्तर—यदि ठीक तरह कर सको तो—नाम से सब कुछ हो सकता है। भगवान् स्वयं नाम के स्वरूप से—अक्षर (अर्थात् जिसका क्षय नहीं होता है) रूप से हैं। नाम का संग करना ही भगशन् का संग करना है। उनका स्वभाव है अपने को प्रकाश करना। इसलिए नामकीर्तन अन्तिम मंजिल तक पहुँचाने में निश्चय ही सहायक होगा।

प्रश्न—कुछ लोग नाम करते करते शान्ति का अनुभव करते हैं। वे क्या उस समय शान्तभाव से रह सकते हैं?

उत्तर—हाँ, हाँ, निश्चय रह सकते हैं।

प्रश्न—अर्जुन के तुल्य श्रीभगवान् को मित्र रूप में प्राप्त न कर सकने पर भी क्या दूसरों के लिए निष्काम कर्मयोग की धारा सम्भव है?

उत्तर—भगवान् के राज्य में सब सम्भव है।

प्रश्न—भगवान् किसी किसी के ऊपर क्यों कृपा करते हैं?

उत्तर—भगवान् की कृपा सभी के ऊपर है। भिन्न भिन्न रूप से कृपा प्रकट होती है। जो भगवान् को जिस रूप से चाहता है उस पर वे उसी भाव से कृपा करते हैं। जिसे विषय की आकांक्षा होती है उसे विपय-भोग रूपी कृपा प्राप्त होती है। सकाम कृपा अर्थात् विषय भोगरूपी कृपा एक प्रकार की है और दूसरे प्रकार की कृपा से अमृत की ओर गति होती है। सबके ऊपर कृपा है। जैसे मां के पांच बालक पांच प्रकार का खाना पाते हैं—वार्ली, पुलाव और मिठाई। जिसको जैसा आवश्यक तथा हजम होता है। संसार में भी भिन्न भिन्न प्रकार की कृपा प्राप्त होती है। किसी को अनुग्रहरूप में, दयारूप में, किसी को निग्रहरूप में, शासन रूप में और किसी को कर्म फल के क्षय रूप में कृपा प्राप्त होती है।

प्रश्न—भगवत्-चर्चा के समय रुलाई क्यों आती है ?

उत्तर—यह बहुत ही अच्छी बात है। भगवान् हैं आत्मा अथवा प्राण। विरह होने से रुलाई आती है। अथवा प्रेमाश्रु आते हैं। साधारण दृष्टि से रुलाई आना भाग्य की बात है। अच्छी बात है। वास्तविक विरह न होने पर भी अच्छी बात है।

प्रश्न—कर्मफलभोग क्या संस्कार के अनुसार भोगना पड़ता है ?

उत्तर—हां। वह अग्नि जब तक नहीं लगती तब तक भोगना पड़ता है।

प्रश्न—उस अग्नि के लगने का उपाय क्या है ?

उत्तर—उनकी भावना या उनका चिन्तन ही एक प्रकार का उपाय है और दूसरे प्रकार का उपाय है सत्संग करना—यात्री लोगों का संग करना। ३०-९-५४ रात्रि।

# आदिगुरु दत्तात्रेय

*महामहोपाध्याय श्रीयुक्त गोपीनाथ कविराज, एम्० ए०, डी० लिट्*

( पूर्व अङ्क से आगे )

## ( २ )

दत्तात्रेय की स्वनिर्मित दत्तसंहिता की बात पहले ही कही गई है। वह ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है। किन्तु उसका सारांश, जिसका सुमेधा ऋषि ने संकलन किया था, मिलता है। अवधूतगीता और जीवन्मुक्तिगीता दत्तात्रेय द्वारा उपदिष्ट हैं यह बात प्रसिद्ध है। ये दो ग्रन्थ अनेक भाषाओं में मुद्रित होकर प्रकाशित हुए हैं। पहला ग्रन्थ ८ अध्यायों में और दूसरा २३ अध्यायों में पूर्ण हुआ है। उनके अतिरिक्त काथबोध नाम की एक पुस्तक है, जो सजनि नाम के आचार्य की रचना कही जाती है। उसमें दत्तात्रेय के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। उस नाम से और भी एक ग्रन्थ मिला है— वह भी दत्तात्रेय-सम्प्रदाय का प्रामाणिक ग्रन्थ है। उसपर नीलकण्ठ चतुर्धर की प्रकाश नाम की टीका है। वह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। उनके सिवा 'अद्वैत-श्रुतिसार' नामक एक उत्कृष्ट हस्तलिखित ग्रन्थ का पता मुझे लगा था। वह दत्तात्रेय-सम्प्रदाय का श्रेष्ठ दार्शनिक ग्रन्थ प्रतीत होता है। उस ग्रन्थ में १६ अध्याय हैं, एवं प्रत्येक अध्याय के अन्त में एक पुष्पिका है, उसमें रचयिता का नाम नहीं है। किन्तु ग्रन्थकार ने 'श्रीमद् आदिगुरु दत्तात्रेय दिगम्बर चरणानुचर' कह कर अपना परिचय दिया है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है।

जो भारतीय धर्मसम्प्रदाय के इतिहास, साधना तथा सिद्धान्त के सम्बन्ध में विवेचन करने प्रवृत्त होंगे, उन्हें दत्तात्रेय के सम्बन्ध में उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का समान आदर से ग्रहण करना होगा। Wilson, अक्षयकुमारदत्त, फरकुहर आदि किन्हीं ने भी दत्तात्रेय के सम्बन्ध में आलोचना नहीं की। सामग्री का अभाव ही इसका प्रधान कारण प्रतीत होता है।

किंवदन्ती है कि चौदहवीं शताब्दी में एक ब्राह्मण संन्यासी ने दत्तात्रेय के नाम से एक सम्प्रदाय चलाया। निजाम राज्य के गङ्गापुर नामक स्थान के साथ और नरसोवाचीवादि स्थान के साथ उनका सम्बन्ध है। उनके शिष्य गङ्गाधर सरस्वती ने गुरुचरित्र नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें दत्तात्रेय की जीवनी लिखी है।

मानभवगण भी दत्तात्रेय को अपने सम्प्रदाय का आदि पुरुष मानते हैं। वर्तमान युग में परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री वासुदेवानन्द सरस्वती सद्गुरु दत्तात्रेय के एक सिद्ध भक्त हुए हैं। दत्तगुरु के आदेश से उनके द्वारा निर्मित शिक्षात्रय नामक संस्कृत ग्रन्थ में दत्तगुरु के माहात्म्य की चर्चा प्रसङ्गतः कुछ की गई है। वह ग्रन्थ हाल में ही पूना से प्रकाशित हुआ है।

## ( ३ )

हम प्रस्तुत निबन्ध में श्रुतिसार के आधार पर दत्तगुरु के दार्शनिक सिद्धान्त का विश्लेषण कर विवेचन् करने की चेष्टा करेंगे। बाद में प्रकाशित अन्य ग्रन्थों की आलोचना की जायगी।

अवधूत-मत में परमेश्वर की आत्मस्वरूप में स्थिति पूर्णानन्दमय, प्रज्ञानमय और विकल्पहीन है। इस अवस्था का पूर्णब्रह्म के रूपमें वर्णन कर सकते हैं। इस अवस्था में शुद्धज्ञान मात्र का स्फुरण रहता है। वास्तव में एकमात्र स्वप्रकाश आत्मा ही अपने में आप ही विराजमान रहते हैं। यह ब्रह्म की स्वरूप अवस्था है। 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार अपना स्वरूपज्ञान इस अवस्था में नहीं रहता है। केवल यही नहीं, इस अवस्था में अपने स्वरूप का अस्फुरण अथवा अज्ञान भी नहीं रहता है। वस्तुतः यह अवस्था ज्ञान और अज्ञान दोनों से ही परे है।

सृष्टि के सङ्कल्प के साथ साथ परमेश्वर स्वतन्त्रता सें उक्त आनन्दमय निष्ठा का त्याग कर, वस्तुतः त्याग न करके भी त्याग का स्वांग रचकर, प्रज्ञान अथवा स्व स्वरूपज्ञान का अवलम्बन करते हैं। उस समय वे 'मैं ब्रह्म हूँ' यों अपने को जानते हैं। एक प्रकार से यदि देखा जाय तो यही सृष्टि की आदि अवस्था है। यह जो 'मैं' बोध के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान है, इसी का नाम महामाया है। यही उनका महाकारण शरीर है। पूर्ण ब्रह्मस्वरूप वस्तुतः महामाया के अतीत है। उसमें देहकल्पना नहीं है। किन्तु महाकारण देह के साथ साथ सृष्टि की सूचना होती है। यह सृष्टि की उन्मुखावस्था है। यह विशुद्ध ब्रह्मावस्था नहीं है, शुद्ध माया के साथ ब्रह्म की योगावस्था अथवा शबल अवस्था है। परब्रह्म का यह निज स्वरूप-ज्ञान स्वरूप-सर्वज्ञत्व के नाम से अवधूतसमाज में प्रसिद्ध है। यही महामाया है। वह उनके स्वरूप के आवरण के रूप होने के कारण उनके शरीररूप से कल्पित है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीन शरीरों के उत्पन्न होने के अनन्तर यह उनके साक्षी रूप में विद्यमान रहता है।

यह महामाया-शरीर अथवा महाकारण-शरीर अर्थात् पूर्ण ब्रह्म के सर्वेश्वरत्व मायामय विशुद्ध सत्त्व का परिणाम है, जो एकमात्र स्व स्वरूप को प्रकाशित करता है। जब नाद से इस महाकारणशरीर की अभिव्यक्ति होती है तब इसी से प्रणवपुरुष उत्पन्न होते हैं। इसीलिए उसको प्रणव-पुरुष का बीज कहा जाता है। यह विशुद्ध सत्त्व प्रणव-पुरुष का चौथा पाद है, जो योगियों के समाज में अर्धमात्रा के रूप में परिचित है।

इसके अनन्तर सृष्टि के अधिक विकास के लिए परमेश्वर अपने में अपने को तिरोहित करते हैं, अर्थात् स्वयं . चैतन्यमय रह कर भी अपने में अपने को भूल जाते हैं—अपने स्वरूप की ओर उस समय उनका ध्यान मानो नहीं रहता है। वस्तुतः अपने स्वरूप की अनुसन्धानावस्था पूर्ववत् अकुण्ठित ही रहती है। यद्यपि उनका नित्य स्वरूपज्ञान विद्यमान रहता है तो भी उनमें अचिन्त्यरूप से स्वरूप का ध्यान जाग उठता है। इसी का नाम अव्यक्त अथवा ईश्वर का मायाशरीर है। इस माया शरीर में जब उनकी पूर्वापर वृत्ति लीन हो जाती है तब उस अवस्था को प्रलय कहा जाता है। इस शरीर और इस अवस्था के अभिमानी तथा प्रकाशक जो है वह परमेश्वर की रुद्रमूर्ति है। ये तीन अप्रकाश या तमोमय हैं। यह तमोगुण प्रणवपुरुष का तृतीय पाद है अथवा 'म्'-कार माया-शरीर या कारण-शरीर के नाम से सर्वत्र परिचित है।

अवधूत-मत में भगवान् के मायाप्रधान ज्ञान को महत्तत्त्व कहते हैं। वह अव्यक्त और निर्विकल्प है।

वह अहंकार में परिणत होकर क्रमशः कर्ता, करण और कार्य का रूप धारण कर तथा देवता रूप का अवलम्बन कर अपने को प्रगट करता है। यह अविकल्प और व्यक्त अवस्था है। इस अवस्था में आकार, अवयव और सगुण-भाव का उदय होता है। यही परमात्मा का सूक्ष्म शरीर अथवा हिरण्यगर्भ है। परमात्मा जब प्रलयावस्था से उठते हैं तब इस हिरण्यगर्भ नामक सूक्ष्म शरीर में ही उनकी स्थिति होती है। यह निद्रा से जागने की अनुकूल अवस्था है। हिरण्यगर्भदेह के अभिमानी कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता परमेश्वर की विष्णुमूर्ति है। इसीलिए कहा जा सकता है कि हिरण्यगर्भ-शरीर, स्थिति और विष्णु माया-प्रधान सत्त्व अथवा स्फुरण हैं। यह प्रपञ्चोन्मुख अवस्था है। विशुद्ध सत्त्व जब तम के द्वारा अथवा तम का अवलम्बन कर अपने को प्रगट करता है तब यह मायिक सत्त्व उत्पन्न होता है। प्रपञ्चज्ञान इसी का नामान्तर है। मायिक-सत्त्व प्रणव-पुरुष का दूसरा पाद अथवा 'उ' कार है।

हिरण्यगर्भ प्रपञ्चोन्मुख होने से एवं गुण-क्रिया के स्वभाव से कर्ता, करण और कार्य के स्वभाव से उनका स्फुरण होता है तथा कार्य के अन्वय से वे पाञ्चभौतिक शरीर धारण करते हैं। इस रूप अथवा देह में चौदह भुवन विद्यमान हैं। यह भगवान् का विराट् रूप कहा जाता है। परमेश्वर इस अवस्था में 'विश्व' कहलाते हैं। यह स्थूल शरीर के अभिमानी अथवा कर्ता भगवान् की ब्रह्मा रूप मूर्ति है। विराट् शरीर, उत्पत्ति और ब्रह्मा क्रियारूप और रजोगुण हैं, ये प्रणवपुरुष के प्रथम पाद या अकार हैं। भगवान् के इस स्थूल विराट् शरीर में चतुर्दशभुवनरूप ब्रह्माण्ड विद्यमान रहता है। इस देह की नाभि से पैर के तलवे तक सात पातालों एवं मस्तक तक सात स्वर्गों की कल्पना की गई है। उदर में वडवानल, दाढ़ों में यम और पेट में सात सागर विद्यमान हैं।

भूमण्डल को चारों ओर से घेर कर क्रमशः जल, तेज, वायु, आकाश, अहङ्कार और महत्तत्त्व के मण्डल विद्यमान हैं। इनमें भीतरी मण्डल से बाहरी मण्डल क्रमशः दशगुना अधिक बड़ा है। पृथ्वीतत्त्व को इस तरह सात आवरणों से घिरा हुआ, भीतर में पोपला और अण्डाकार समझना चाहिये। इस पृथ्वीतत्त्व में सूक्ष्म २५ तत्त्व अभिव्यक्त हैं। उनमें पाँच तत्त्व कर्ता के रूप में काम करते हैं, पन्द्रह करण के रूप में काम करते हैं और शेष पाँच वासनामय विषयों के रूप में काम करते हैं—जिनके गुणकल्पित कार्य स्थूल विषय अथवा पञ्चमहाभूत हैं। इस अण्ड में पाञ्चभौतिक कीचड़ उत्पन्न होता है। वह भीतर स्थित जल से सन कर साथ रहने वाली अग्नि के ताप से सूखता है एवं बाह्य दृष्टि से प्रतीत होता है। इसीलिए स्थूल शरीर को योगी लोग 'घट' कहते हैं। उसमें वायु भीतर रहता है एवं वह भीतर से खोखला है। स्थूल विषयों के ज्ञान के लिए बाहर की ओर उसमें छेद हैं।

परमेश्वर का सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ है, उसमें पूर्वोक्त पाँच कर्ता और करण हैं—अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार—ये पाँच कर्ता हैं। ये सब सत्त्वस्वरूप, ज्ञानमय और परम सूक्ष्म हैं। ये अण्ड में रह कर भी असङ्ग होने के कारण उससे पृथक् हैं। कान आदि पाँच ज्ञान-करण, वाणी आदि पाँच कर्मकरण तथा प्राणादि पाँच वायु की चेष्टा के करण हैं। सब मिला कर पन्द्रह करण हैं। ये पूर्वोक्त पाँच कर्ताओं से वस्तुतः पृथक् नहीं हैं।

कर्ता और करण रूपी तत्त्व ज्ञानरूप हैं। ये अव्यक्त और स्थूलांश के आश्रय होने से स्थूलांश से विलक्षण हैं। अन्तःकरण या सत्त्व के अधिष्ठाता विष्णु हैं, मन या रजः-सत्त्व के अधिष्ठाता चन्द्रमा हैं, बुद्धि या रज के अधिष्ठाता ब्रह्मा हैं, चित्त या रजस्तम के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ हैं एवं अहङ्कार और तम के अधिष्ठाता रुद्र हैं। १५ करणों के भी अधिष्ठाता हैं। जैसे—श्रोत्र की दिशाएँ, त्वक् के वायु इत्यादि।

वास्तव में स्थूल अथवा सूक्ष्म देह महत्तत्त्व के अभिव्यक्त रूप हैं। अर्थात् भगवान् के अव्यक्त और माया-प्रधान निर्विकल्प ज्ञान से ये प्रकट होते हैं। यह बात पहले कही जा चुकी है।

(क्रमशः)

The house on the sea beach at Juhu where Mataji and the ladies participating in the 'Samyam Mahavrata' were put up.

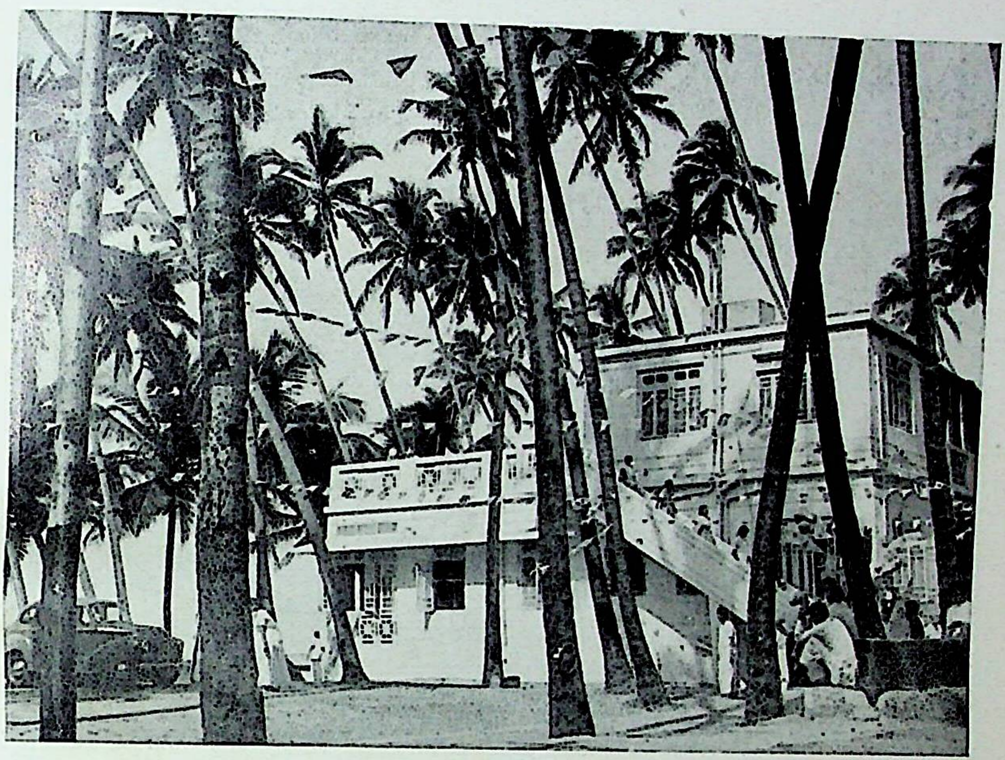

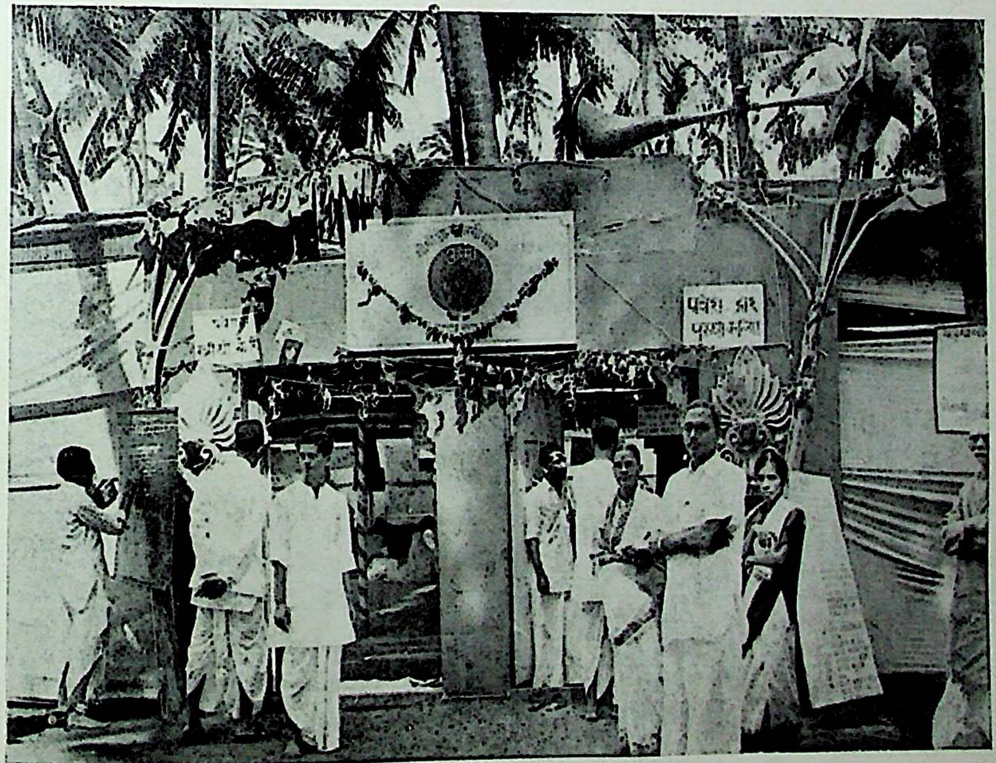

Entrance to the pandal in which Satsang was held at Juhu.

Mahatmas addressing the audience during the 'Samyam Mahavrata' held at Juhu, Bombay from Nov. 18th—24th, 1954

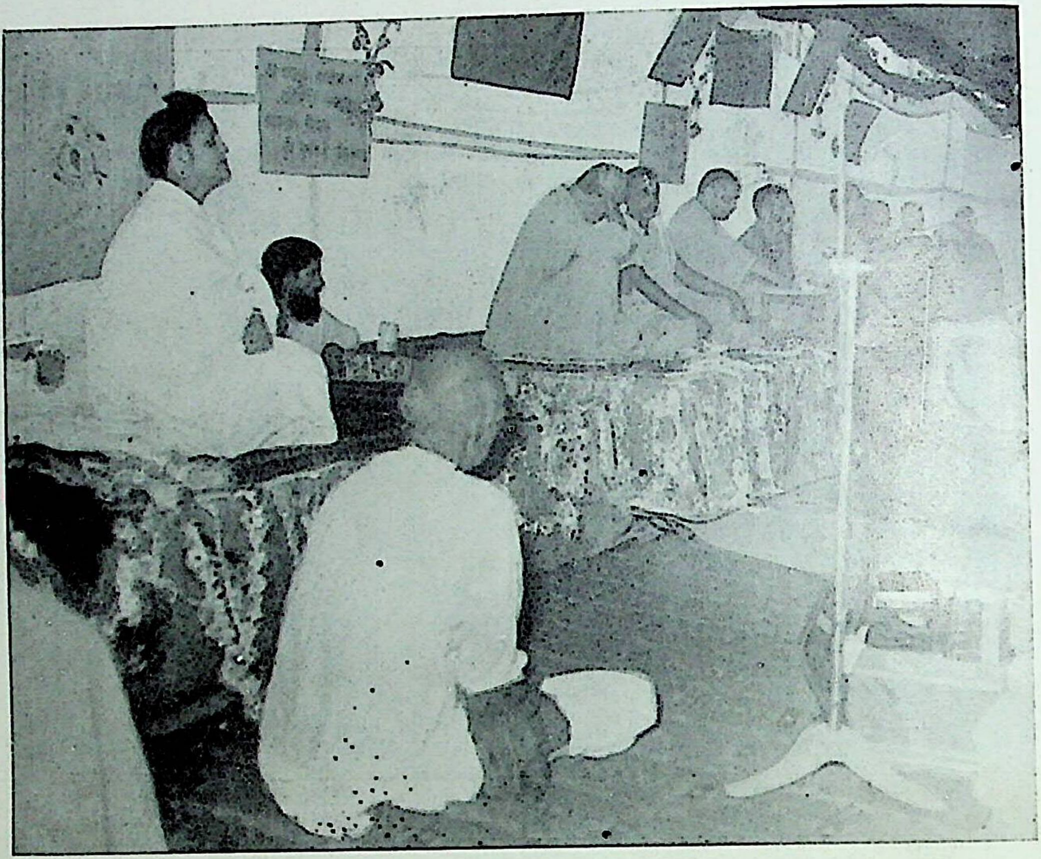

"Of Thee alone must be the spoken word,

All else is but futility and pain."

# MATRI VANI

( *Replies to letters from different people at different times.* )

## On Various Subjects.

### 9.

Explain to the parents that everyone is born conditioned by his actions in former births. In this world health and ill-health are bound to alternate. Have the parents not experienced sufficient proof of this ? They will have to resort to patience. When they are so agitated and upset, how can they cool-headedly attend to all that is required of them ? Depression itself may cause sickness and will in any case tend to aggravate the diseased condition. Everything is His. He has afforded them this opportunity for service. One has to do one's duty to the limit of one's capacity and try to rely on Him who is the Lord of all.

Do not the parents realize that no work can be done well while in such a state of excitement ? To be agitated is to be confused. That they should feel anxious is but natural — are they not the parents ? Nevertheless it is necessary to use discrimination : everything is His and what has befallen them is also His dispensation. Were it possible to create circumstances by one's own volition, everyone would arrange matters according to his liking. As it is, one should endeavour to depend on Him to whom everything belongs, and for the rest do one's duty to the best of one's ability.

## 10.

Why should he feel so very disheartened ? Why make himself so miserable by excessive worry over the fleeting things of this world ? Let him be brave and calm in the performance of his duty, bearing in mind that it is God who causes everything to happen ; whatever He allows to take place is exactly the right thing. One must strive to become an instrument in His Hands and cease from worrying so much.

## 11.

When the Mahatma of Khanna* Sri Triveni Puri Maharaj left his body, Mataji sent the following message to his great bhakta Sri Krishnanandaji Avadhuta. "Under the semblance of union and under the semblance of separation abides He, the Supreme Himself."

## 12.

To the enquiry whether *diksha* (initiation by Mantra) is necessary or not, Mataji replied :

"When *diksha* is necessary it comes about at the appointed moment. One should try to keep one's mind on the thought of God and have firm faith that at the right time He will do all that is needful."

## 13.

Without the name and the remembrance of God there is no hope of peace on earth. Let duty come first and foremost.

In *Ram*, who is the dispeller of all sorrow, there is *aram*—rest and ease; where *Ram* is not is *vyaram*—discomfort and disease.

---

* A small town in East Punjab.

14.

Invoke God's name — whichever of His names you prefer — and spend your days in a spirit of service.

15.

Let His name be ever with you ; imperceptibly, relentlessly time is creeping away.

16.

It is through the search after Truth that man can elevate himself. This he should regard in the light of a duty.

17.

Only by the remembrance of God may peace be expected. Set all hopes on Him.

18.

It is incumbent on man to contemplate that which kindles awareness of God.

# Mataji's Amara Vani

## (6)[*]

*(Continued from the previous issue.)*

*Question :* How am I to grasp this ?

*Mataji* : It is for the Guru to point out the method ; he will show you the way to understanding and instruct you as to your *sadhana*. It is for you to keep on practising it faithfully ; but the fruit comes spontaneously in the form of Self-revelation. The power to make you grasp the Ungraspable duly manifests through the Guru. Where the question : "How am I to proceed ?" arises, fulfilment has obviously not yet been reached. Therefore never relax your efforts until there is Enlightenment : let no gaps interrupt your attempt, for a gap will produce an eddy, whereas your striving must be continuous like the flowing of oil — it must be sustained, constant, and unbroken stream.

That you have no control over the body's need of food and sleep does not matter, your aim should be not to allow any interval in the performance of your *sadhana*. Do you not see how, whatever you require in the way of food and sleep, each at its own appointed hour, is without exception an ever recurring need ? In exactly the same manner must you aspire at uninterruptedness where the search after Truth is concerned. Once the mind in the course of its movement has felt the touch of the Indivisible — if only you can grasp that moment !—in that Supreme Instant all moments are contained and when you have captured it, all moments will be yours.

Take for example the moments of confluence[†] (*Sandhiksana*) at dawn, midday and dusk, in which the power inherent in the contact-point where coming and going meet, becomes revealed. What you call electric light or electricity in general is nothing but the union of two opposites : thus does Supreme

---

[*] The Bengali original appeared in 'Ananda Varta', Vol. II, No. 3.

[†] Sandhiksana ( सन्धिक्षण ) means the moment of transition from one period to another in the flux of time. The two periods represent two conflicting movements or currents in the flow of time, while the moment or *ksana* represents the neutral point of relative stability between these two periods. In the last resort this point is eternal and holds within itself the secret of all that exists or is possible in creation.

Being flash forth at the moment of conjunction. Actually IT is present at every single moment, but you miss it all the time. Yet this is what you have to seize — it can be done at the point of juncture where the opposites melt into one. Nobody is able to predict when for any particular individual this fateful Moment will reveal itself; therefore keep on striving ceaselessly.

Which exactly is that great Moment depends for each one upon his particular line of approach. Does not the moment at which you are born determine the rule and the course of your whole life? Similarly what is important is the Moment at which you enter the current which is the movement of your true being, the Going Forth, in other words the Great Pilgrimage. Unless this happens perfection cannot be attained. This is why for some disciples the Guru fixes special times for *sadhana*, such as dawn, dusk, midday and midnight; these are the four periods usually prescribed. It is the duty of the disciple conscientiously to carry out the Guru's orders, which vary according to the temperament and predisposition of the aspirant. The same method does not suit everyone. The average person can have no knowledge of the particular combination of factors necessary to bring to completion the hitherto neglected facets of his being; for this reason it is essential to obey the Guru's instructions. That decisive Moment is bound to manifest as soon as by your attitude as well as your actions you are ready for it. Therefore try to follow closely the path indicated by the Guru and you will see how everything just happens spontaneously.

Within the twenty-four hours of the day some time must be definitely dedicated to God. Resolve if possible, to engage regularly in *Japa* of a particular Name or Mantra while sitting in a special posture and gradually add to the time or the number of repetitions. There is no need for a daily augmentation. Fix the rate and the interval at which you will increase, say weekly or fortnightly. In this way try to bind yourself to the Quest of God; wherever you may be, take refuge in Him, let Him be your goal. When by virtue of this endeavour you become deeply immersed in that "current" and devote ever more time to it, you will be transformed and your appetite for sense enjoyment will grow feeble; thus you are reaping the fruits of your accumulated efforts. In this connection you may also come to feel that the body is liable to depart at any time, that death may arrive at any moment.

Just as there is ever new creation in the universe, so also does your mental and psychological reaction to it undergo constant change. If you proceed in the manner indicated you will observe that as a result your outer interests will gradually fall away and your vision turn inward. The more ardent your pursuit, the vaster the possibilities that will open out for you, and in proportion to your advance suffering will diminish and not increase again. It is also said, is it not, that *Karma* is extinguished by *Karma* — that is to say the effects of past actions are neutralized by counter actions. Indeed, if it be anyone's destiny this may be achieved in a very short time.

Look, even when the body is not given food, it does not stop the assimilation of nourishment ; we are told that in such cases it starts consuming its own flesh. Therefore just as you keep your body well nourished, so must you take equally good care where your spiritual well-being is concerned and then only will you flourish in that respect. Who can tell at what moment the flame of illumination will be set ablaze ? For this reason continue your efforts steadily without flagging. Gradually you will get more and more deeply absorbed in Him — He and He alone will take possession of your thinking and feeling : for the mind ever seeks that which gives it proper sustenance and this cannot be provided by anything save the Supreme Being Himself. Then you will be carried away by the current that leads to your Self. You will discover that the more you delight in the inner life, the less you feel drawn to external things. In consequence the mind becomes so well nourished with the right kind of food, that at any moment the realization of its identity with the SELF may occur.

As regards *Laya* ( the dissolution of the mind ), if you mean its dissolution into THAT, then what you said was correct. *Jada Samadhi*, which is like a trance, where the mind is in a kind of stupor, is not what is wanted. On the contrary, you have to realize what the mind is, *who* it is. The mind subsides into THAT — is this what you intended to express ? *Laya* may signify either that the mind has nowhere to go to, in other words can no longer find its way and hence subsides into latency ; or else it merges into THAT, which is Self-revelation, and consequently there can be no possibility of a separate existence of the mind. Where Self-effulgence is — how can the question as to whether the mind gets dissolved or not, arise at all ?

This has been replied to from the standpoint from which you asked. You began by enquiring how meditation on a particular part can lead to meditation on the whole Surely, the whole is contained in the part ; it is in order to arrive at the realization of this truth that you have to follow the Guru's instructions which are instinct with his power.—The aforesaid gives but a faint idea of only one aspect of the whole matter.

Again, look, there are instances when one loses consciousness while sitting in meditation. Some people have found themselves swooning away, as it were, intoxicated with joy, remaining in this condition for quite a long time. On emerging they claim to have experienced some sort of divine bliss. But this is certainly not Realization A stage exists in meditation, where intense joy is felt, one is as if submerged in it. But who is it that gets submerged ? The mind of course. At a certain level and under certain circumstances this experience may prove an obstacle. If repeated time and again one may stagnate at its particular level, and thereby be prevented from getting a taste of the Essence of Things.

Once genuine contemplation (*Dhyāna*) has been established, worldly attractions lose all their appeal. In the event of an experience of anything pertaining to Supreme Reality or to the Self, one does not say, "where have I been ? I did not know anything for the time being" ; there can be no such thing as "not knowing." If it is possible to describe in words the bliss one has experienced, it is still enjoyment and therefore a hindrance. One must be fully conscious, wide awake. To fall into a stupor or into yogic sleep will not take one anywhere.

After real meditation worldly pleasures become unalluring, dull, entirely savourless. What does detachment ( *vairāgya* ) signify ? When every single object of the world kindles as it were the fire of renunciation, so as to make one recoil as from a shock. Then there is inward and outward awakening. This however does not mean that detachment implies aversion or contempt for anything of the world — it simply is unacceptable, the body refuses it. Neither dislike nor anger will arise. When dispassion becomes a living inspiration, one begins to discriminate as to the true substance of the world, until finally the knowledge of its illusoriness arises with the glowing certainty of direct perception. Each and everything belonging to the world seems to burn — one cannot touch it. This also is a state that may ensue at a particular time.

At present what you enjoy does not impress you as being short-lived; rather does it appear to make you happy. But to the extent that the spirit of detachment is roused, the relish of such pleasures will die down, for are they not fleeting ? In other words death will be recognized as death. Now that you are advancing towards that which is beyond time, the semblance of happiness brought about by mundane things is being consumed. As a result the question : "What actually is this world ?" will arise. So long as the world seems enjoyable to you, such a problem will not present itself. Since you are progressing towards that which transcends time, all that belongs to time will begin to appear to you in its true light.

If after coming down from the state of contemplation you are capable of behaving as before, you have not been transformed. When there is real meditation, which evokes indifference to the world, you will begin to pine keenly for the Divine, you will hunger for It and realise that nothing transient can appease this hunger or satisfy you.

How am I to make it clear to you, father ? People come to this body and tell of their sons and daughters having got into a car and driven away without even looking up to see whether their father and mother were weeping at the parting. They are quite unmoved by their parents' grief. You see, this is precisely what it is like at a certain stage on the Path ; wordly enjoyment cannot possibly touch you. You feel : "Those whom I had believed to be my very own are merely related to me by flesh and blood, what is that to me ?" Nobody deliberately puts his hand into fire or treads on a snake ; in exactly the same manner you just glance at the objects of sense and turn away. Then you will get into the current that takes you in the opposite direction, and later when you have become detached even from detachment, there is no more problem of detachment or non-detachment—what is, is THAT. Some say, by sustained effort one may attain to Enlightenment. But is it true that effort can bring about Enlightenment ? Is Illumination dependant on action ? The veil is destroyed and when this has been accomplished THAT which IS stands revealed. What is known as the fruit of effort is nothing but the illumination of the particular aspect towards which the effort was directed. UNVEILED LIGHT (*Niravaran Prakash*) is He Himself, the Eternal.—The Guru knows which is the right line of approach for any individual.

*Question* : At times we feel that sense objects really exist, at other times that they are merely ideas. Why does one and the same thing appear so different on different occasions ?

*Mataji* : Because you are in the grip of time[*]. You have not yet reached the state where everything is perceived as the Self alone, have you ? Herein lies the solution of the whole problem. "To feel" is excellent, provided your feeling gives impetus to the Supreme Quest ; for nothing is ever wasted. What you have realized even for a second will at some time or other bear fruit. In this wise what water, air, the sky, etc. are and hence what creation is, the knowledge of the real character of each element flashes into your consciousness one by one — just like buds bursting open. Flowers and fruits come into existence only because they are potentially contained in the tree. Therefore you should aim at realizing the One Supreme ELEMENT (*Tattwa*) which will throw light on all elements.

You asked about sense objects : an object of sense ( *vishaya* )[†] is that which contains poison, is full of harm and drags man towards death. Whereas freedom from the world of sense objects, ( *Nirvishaya* ) where no trace of poison remains, means immortality.

*Question* : But something of the burning pain of renunciation is still left over ?

*Mataji* : What is it that produces the sensation of burning ? A sore surely ! Because of it there is inflammation ; but whose sore is it ? Unless there is a sore there can be no smarting. Therein lies the deception : so long as Reality is not revealed the sore will persist. If the inflammation is a healing process, it is of course beneficient. A patient who becomes unconscious is not aware of his agony — you can see how man is drowned in pleasure, loss and affliction — this surely is not what is wanted ! This is the way of the world with its never-ending conflicts.[‡] Can you tell why one feels anguish ?

*The Questioner* : One is pulled in two directions, towards God as well as towards sense enjoyment—this causes anguish.

---

[*] A play upon words : *Samaya*=time. *Sva-maya*=everything is perceived as the Self.

[†] *Vishaya*=sense object, *Vish*=poison, *hai*=is.

[‡] *Saṅgsar*=world, *sangshay*=conflict.

*Mataji* : You have a desire to give up, but you cannot let go, such is your problem. Let the desire awaken in your heart, its stirring is a promise that the time is coming when you will be able to give up.

You obtain a coveted object, but still you are dissatisfied, and if you fail to get it you are also disappointed. The disillusionment you experience at the fulfilment of your wish is wholesome ; but the torment of the unfulfilled hankering after the things you could not secure drives you towards that which is of death, towards misery.

*The Questioner* : The hunger of the senses can never be appeased, the more one gets, the more one wants. The fulfilment of worldly desire only begets greater longing.

*Mataji* : This world is itself but an embodiment of want and hence the heartache due to the absence of fulfilment must needs endure. This is why it is said that there are two kinds of currents in human life : the one pertaining to the world in which want follows upon want, the other of one's true being. It is the very nature of the former that it can never end in fulfilment, on the contrary the sense of want is perpetually stimulated anew. Whereas the latter aims at bringing to completion the activities of one's true being, at establishing man in his divine nature. Thus if he endeavours to fulfil himself by entering the current of his true being, this current will eventually lead him to the perfect poise of his own true being.

*Question* : And the anguish of not having found, the anguish of the absence of God ? I have no wish for sense pleasures, but they come to me. I am compelled to experience them.

*Mataji* : Ah, but the anguish of not having found God is salutary. What you have eaten will leave a taste in your mouth. You wear ornaments because you wish to and so you have to bear their weight. Yet this weight is fated to fall off, for it is something that cannot last, can it ?

*Question* : Are there instances when an Enlightened person may be in ignorance ?

*Mataji* : You call a person enlightened and in the same breath say he may be subject to ignorance ? Such a thing, father, is quite impossible. There is however a state of attainment which is not maintained at all times, where what you suggest may apply, but never in a case of final Realization. In whatever way you may perceive an Enlightened Being, He remains what He is. How can there be a possibility of ignorance in what is termed Knowledge Supreme ? When you speak of ignorance with reference to a Realized man it is an example of Supreme Knowledge being mistaken for ignorance. Therefore you also talk of ascent and descent. Since there is no question of a body for one who is liberated, how can there be rising up and coming down ? Nevertheless there is a state of achievement in which ascent and descent do exist, really and truly.

# Mother's Transcendence

By

Dr. Nalini Kanta Brahma, Ph. D.

Mother very often says, "All theories are true". Her devotees accept the statement merely because it comes from the lips of the Mother; but a questioning remains in the hearts of most of them. It is the purpose of the present article to show that the statement of the Mother is philosophically quite sound. Mother's statement is not merely a general remark like that of Herbert Spencer when he says that there is 'a soul of truth in things erroneous'; neither is it exactly identical with Ramanuja's contention that there is no error at all. Mother wants to emphasise that everything is true in its own place and that as soon as the particular standpoint from which a theory is formulated is correctly perceived, its truth becomes at once clear. Mother lives constantly on the transcendental plane from which everything is seen at its proper perspective. The supremely transcendent experience is alone competent to reconcile all apparent contradictions and to harmonise all partial experiences into the unity of a complete system. The Vedantism of Shankara declares that it has no quarrel with any system of philosophy and is ready to take all systems of philosophy at their proper worth. From the tanscendental height it occupies, the Advaita Vedanta can see the respective positions which the other philosophical systems occupy and can thoroughly understand that their differences are due to their different angles of vision which are inevitable because of the differences in their respective positions. Comprehension means a thorough grasp and a perfect vision of all different positions and aspects, and it is this perfect vision that alone can explain all differences and resolve all contradictions. To see the worth and validity of all partial aspects, that is, to realise the partial aspects as *partial* and not complete determinations of Reality, is not possible at any stage; short of perfect vision. The Advaita Vedanta in its perfect realisation sees the truth of everything and declares '*sarvam khalvidam Brahman*' and has '*avirodha*' and '*samanvaya*' or harmony with every philosophical system.

Mother may be called a perfect Advaitin in the sense that She lives on the supremely transcendent level which rises above the differences of all lower positions and simultaneously perceives the relative truth embodied in them.

The apparent contradiction between the two famous vedantic statements '*Sarvam Khalvidam Brahman*' or 'Everything is Brahman' and '*neti neti*' or 'Nothing is Brahman', has puzzled not only almost all western thinkers but has misled many Indian commentators as well. To a perfect Advaitin like the Mother, the two statements not only involve no contradiction but describe the really transcendent character of the Vedantic Absolute. All that there is has arisen out of Brahman;—Brahman is the source and substratum of everything. Brahman is all-pervading and has no limitation either in space or in time. Nothing can fall outside Brahman. There are many who suppose that Brahman and the world are opposed to each other, so that when Brahman shines the world is bound to disappear and conversely, so long as the world appears Brahman does not manifest itself. I have met many devout Advaitins, or rather people who claim to be staunch Advaita Vedantins, who sincerely believe that when Brahman is realized, the world does not and cannot appear at all. I have pointed out to them that this conception of *Jivanmukta Jnanis* would do away with the fonndation of Advaita Vedanta. If the world does not appear at all, how is it possible for the *Jivanmuktas* to teach their pupils and to light the candle of Knowledge in the hearts of the devout seekers ? How are we to explain the wandering of Shankaracharya throughout the length and breadth of India and his conquering of the followers of other systems of philosophy and his establishment of the four *maths* in the four corners of India ? I was surprised to hear from one of the misled Vedantins that Shankaracharya was not to be regarded as a real *jnanin* who had reached the goal. If the world does not appear at all, *vyavahara* or the leading of daily life becomes impossible; on this supposition the *Jnanin* must either be dead the moment he attains to Knowledge or is to live as lifeless matter (*jada*). The Jivanmukta is to keep the flame of Knowledge burning and it is through him that the light of Knowledge is kindled in the hearts of other seekers of Knowledge. If he is dead or is to continue as lifeless matter, the supreme purpose for which the highest Truth becomes revealed in him will be lost, the mighty achievement, the culmination, the reaching of the goal, be absolutely in vain. If the light of knowledge that becomes kindled in him does not enlighten other hearts but becomes extinguished with him, the *jnana* line cannot continue and this interpretation of Advaitavada becomes suicidal. Moreover, *Isvara* (God) who must be supposed to be possessing perfect Knowledge from eternity creates, maintains and rules the entire universe. If God's Knowledge or realisation of the Highest Truth (Brahman) does not prevent Him from performing the greatest *vyapara* of maintaining and ruling the universe, why should the Jivanmukta be supposed to be incapable of performing any worldly action (*vyapara*) after the realisation of Brahman ? It is an entire misconception to hold that Brahman and the world are opposed to each other. If Brahman excludes the world, then Brahman itself becomes limited by the world and becomes finite. Brahman cannot be in opposition to anything. Its infinitude and all-pervasiveness do not allow anything to remain outside it. The Brahman that is supposed to exclude the world is a limited Brahman existing in the imagination of the pseudo - vedantist and is not the Brahman preached in the Upanishads.

The reality of Brahman reduces the world to an unreal appearance. Brahman and the world cannot be simultaneously *real*. The finite is taken to be real so long as the Infinite is not realised ; but as soon as the Infinite is realised, the finite demanding a finis or a clear boundary in space and time, is bound to be perceived as false. When Reality is perceived to be transcending all limitations of space and time, when spirit, the naked spirit, is seen to have no touch of matter and to have no connection with matter, division in space and time seems to be impossible and absurd, and the *reality* of the finite seems to be a contradiction in terms. If space and time divisions are imparted by the mind, if these are figments of the imagination, if these are superimpositions, they cannot characterise Reality. If the unbounded Freedom, the limitless Infinitude be the Reality, the finite bounded by limitations of space and time cannot also be real. The world is reduced to the level of *false* (*mithya*) appearance as soon as Brahman is realised. The appearance of the world is not only not barred but is from one standpoint a necessary step in the realisation of true Advaitism. The *mithyatva* (falsity) of *dvaita* (the dual world) has got to be perceived if one is to realise the true *Advaita* position. The *mithya* and the *asat*, the false and the non-existent, are not identical. The *mithya* appears, the *asat* does not appear. The world appears but is perceived as false. Hence the world is *mithya* and not *asat*. Those who think that the world does not appear at all to the Jivanmukta confuse the *mithya* with the *asat*. They forget that the Advaita Vedanta is based on the *mithyatva* of the world and not on its *asatta* (non-existence). How can its falsity be realised if the world does not appear at all ? The contradiction that is supposed to exist between Brahman and the world for the pseudo-advaitin is between Brahman and the reality of the world. But it is to be remembered that to the Jivanmukta the world appears not as real but as unreal false appearance. There is no antagonism between the Real Brahman and the *false* world. If the world is perceived to be real, then only the contradiction arises. There is no antagonism between the Real and the Unreal because both do not claim to be real or at least of a reality of the same order. If Brahman is *paramartha sat*, the world is *vyavaharika sat*. If Brahman is absolutely real, the world is only relatively real. A relative reality is as good as unreality, because even the erroneous is relatively real. To the man in error, the erroneous appears as real and is thus relatively real. To the Jivanmukta everything is Brahman ; he perceives Brahman everywhere. Brahman is all-pervading and infinite. It is Brahman that assumes all names and forms and appears as the various things of the universe. The supremely transcendent Reality appears in the garb of different names and forms which are mutually exclusive. The wide differences of the infinite multiplicity and variety cancel one another and point towards the Supremely Transcendent which is above all difference and duality. *Rūpam rūpam pratirupo babhuva tadasya rūpam praticakshanayā.* He who has realised Brahman sees Brahman everywhere and the statement that everything is Brahman is a truism to him. Again, it is also very true that nothing is Brahman. The names and forms do not belong to Brahman. If a particular name or a particular form belongs to Brahman, how can another name or another form which is contradictory to it belong to Brahman also ? The Relative has value only in relation to its particular position ; it is not applicable to the Absolute. The particular divisions of space and time do not apply to the unbounded Freedom. What is limited cannot describe or manifest the unlimited, the Infinite. Hence nothing of the universe can give us any idea of Brahman. This is the truth embodied in the 'neti neti'.

To the perfect *jnanin*, '*Sarvam khalvidam Brahma*' and '*neti neti*' are identical statements, both describing the transcendence of the Absolute. Mother constantly says that God is in every man and woman and also advises all Her devotees to be in constant remembrance of God. God is in all, God is all, it is true, but before one realises God, it is only blasphemy to regard God and man as identical. The bounded and the unbounded cannot be identical. The finite and the Infinite cannot be the same. But it is also to be remembered that there is nothing outside of the Infinite and that the finite is nothing but an appearance of the Infinite, nothing but a self-imposition and self-assumption. The finite is the Infinite itself. Hence it is very, very true that the finite is and is not the Infinite, that Brahman is all this and is not anything of all this. Mother's statement that everything is true is philosophically quite sound.

# "The Holy Mother Anandamayi as I have known Her"

By

**Prof. Bireshwar Gangoly, M.A.,**

*Bihar Educational Service.*

I met the Holy Mother Anandamayi for the first time at Patna on the 17th February, 1951. She was sitting in the midst of devotees who were singing devotional songs. She appeared to be in a meditative mood. I have since come to know that for Her there are no changing moods ; She always abides in a state which is beyond all changes. I went there because a colleague of mine, who had introduced me to Sri Aurobindo's works, had informed me of the Holy Mother's stay at Patna. It was pure disinterested curiosity which had led me there. I did not expect much from an almost illiterate woman, who laid so much stress on "Kirtan", i. e. devotional music in chorus. Though She had been staying at Patna for about a week, I had because of my intellectual vanity, not cared to go and ask Her any questions on philosophy. I was convinced that nothing more than what was to be found in books could be said by or learnt from anybody. I was however eager to find, if possible, the ideal non-attached man spoken of by Aldous Huxley. It seemed totally with the concept of '*Sthita-Prajna*' of the Gita. The lives of Sri Ramakrishna, Sri Aurobindo and Sri Ramana Maharshi had convinced me that a non-attached *Brahmajnani* was possible even in these days of industrial civilisation, nay, in fact the salvation of our industrial civilisation which according to Dr. Joad, has lost the values of life, lay in the leadership of society by such non-attached ideal human beings. I have not had the good fortune to meet Sri Aurobindo or Sri Ramana Maharshi. Could it be, I thought, that fate had at last moved to retrieve my fortune and I was going to have Darshan of a *Brahmajnani*, an event at which, all unknown to me, my whole life-impulse had been aiming.

The uproarious Kirtan, however, disappointed me, as I was of the opinion that such terrible noise must be a positive hindrance to meditation, which is considered the best method of communion with God. After an hour's severe trial, which was relieved only by the Divine Grace of the beautiful face of the Holy Mother, just as I was on the point of leaving, I fell into a sort of trance — almost the first of its kind in my life, and experienced a state of ecstasy, which was broken at about 10 P. M. by a sweet call from the Holy Mother. I felt a sense of great relief and perfect repose when I woke up, and looking at the face of the Holy Mother I found a touch of the Beyond in Her. By that time I had returned to my senses and thought that I might have been under a hypnotic spell. I pulled myself together and got back my critical mood. However before I could put any question to Her, She asked me to narrate my experience. By that time everybody had left Her room and so without any hesitation I related to Her my strange physical, intellectual, emotional and possibly spiritual experience. What astonished me was the way She made definite and explicit what I had groped for in my narration. Ultimately she wound up the whole description by saying that She also had had similar experiences in Her childhood — such is Mother's way to encourage a child. I was naturally anxious to know from Her the correct interpretation of such experiences.

What followed was a masterly discourse on Yoga. It seemed to me that Her knowledge far excelled that of Patanjali's "Yoga Sutra" in matters of detail, or of Blavatsky's "The Voice of Silence" in sense of realism. I bowed down to Her in love and respect and came away a changed man. Out of the ashes of my philosophical knowledge full of doubts and difficulties was born a devotion that knows no doubt, no break. Her very presence, aglow with a sublime radiance, was sufficient proof that there was a divine Mother, upholding and protecting the Universe. The presence of Mother in the midst of a Kirtan now assumed a completely new meaning to me, namely of a Being, standing beyond the 'Kirtan' and yet presiding over it. The necessity of seeking inferential proofs for such feelings was gone and it seemed to me as though I had an intuitive glimpse of the Lord of the Gita.

Since then I have paid many visits to Her Ashrams at Banaras and Vindhyachal, and it would take one long chapter to write down every single event or idea that has struck me as something full of spiritual significance. Apart from the indescribable devotional atmosphere of the 'gnostic collectivity' around Her, reminding one of the Divine atmosphere created by Devarshi Narada of the Puranas or Lord Chaitanya of Bengal wherever they went, the most pleasing and astonishing thing about Her personality is that it offers a wonderful reconciliation of all religious and philosophical views and theories. She does not only resolve conflicts theoretically, but can actually satisfy the contending parties that they are all perfectly correct from their relative angles of vision. I have attended several conferences of philosophers and religious men in India, and always found them unsatisfactory and disappointing. On several occasions when I had the misfortune of offending somebody holding the view of Vedanta of a school other than that of Shankaracharya, the Holy Mother intervened and like Sri Ramakrishna Paramhansa Deva of Dakshineshwar proved to the entire satisfaction of everybody present that there are as many ways of understanding Truth as there are accepted theories. At the outset I used to think that She reconciled those views in order to please all Her children who are groping in the dark. But no, Her cosmic consciousness enables Her to identify Herself with everyone and thus realize as well as explain the truth according to the particular view held.

Mother often speaks in the terminology of pure monistic Vedanta. It seemed a little strange to me that one who appeared to be immersed in Bhakti and dedicated to this cult based on pure Dualism, should repeatedly speak in terms of the Upanishad such as "only Brahman is true", 'the world is an illusion' or "Thou art That", etc.—concepts which form the very corner stone of Absolute Monism. The theory of three levels of consciousness hinted at by Sir J. Woodroffe and P. N. Mukhopadhaya in their 'The World as Power' seemed to suggest a solution. The three levels correspond to three stages, the state of the *Brahmajnani* who sees one in the many, the state of the ordinary man who sees nothing but the many and mid-way between those two levels of consciousness lies the intermediary plane of consciousness through which a Yogi has to pass. The conflicting statements of many Realized souls who got glimpses of the timeless, spaceless, absolute Brahman and yet had occasion to speak in terms of pluralism can probably be explained by the hypothesis, viz. that they — the Realised Souls, so to say, come to other planes to meet the needs of men.

And yet doubt assails when one proceeds to apply this theory to

MOTHER, from whom Truth flows as its source. In Her case the criterion of Truth as propounded above does not exist.

On the lower pragmatic planes of consciousness the apparent multiplicity has its relative importance, and it is through strenuous efforts or by the grace of the Divine that one can transcend the lower levels of consciousness. In the beginning the Yogi gets temporary glimpses of Truth which cannot be described in language, but the goal of the Yogi is to reach the state of a Maha Yogi, who always lives in absolute Consciousness. Whether we adopt the path of *tapasya*, i.e. deliberate and strenuous efforts at Yoga or that of surrender to the Divine, we have got to get away from this sordid worldly consciousness by annihilating the composite elements in our being. So from an embodied consciousness, in which the conscious Purusha or Soul has been enslaved, we shall ultimately come to a bodiless consciousness, or realise the Purusha free from Prakriti or Lower Nature consisting of body, mind, ego etc. Perhaps *sadhana* ends there and the free soul waits for its final deliverance by the Grace of the Divine Mother, the *Ishwara-Shakti*, when the Divine spark merges in the Infinite.

Mother Anandamayi reminds us of the *summum bonum* of human existence and re-enforces the truth of all the scriptures that we are greater than ourselves, that we are purer than we seem to be, that we are by nature Divine, and that we must realize the Divine in this very life. This body is the temple of the Divine Mother, let it not be made into the devil's work-shop. By surrendering to the Mother we keep our shrine ready for the expression of the Divine within. The Divine pervades all existence, material as well as spiritual. Hence it is the sacred duty of physical-vital-mental man to evolve into a gnostic being, who also functions on the intuitive plane and on the plane of unconditioned joy. Sit near Mother Anandamayi and Her joy will touch you, invade you and you will forget, at least for the time being, that there are things like cares and anxieties in life. Such a temporary infusion of joy may make you ultimately mad for Joy Absolute and a life of sadhana may begin.

Put an abstruse metaphysical question to the Holy Mother, and see how spontaneously, without any effort, without the use of inferential processess, She convinces you. Once I had a serious difference of opinion with a qualified monist and after spending a whole night arguing with him I approached Mother in the morning, and She asked me, "By accepting which of the different schools of Vedanta can you accommodate the other schools most conveniently ? I replied "Advaita Vedanta." She said, "Oh then his qualified monism can also be reconciled to your pure monism. Why did you then quarrel with him all night long ? My son, you have as yet only intellectually approached the truth of pure monism. Had you actually realised the Truth, you would also have realised the relative truth of Mr. X. from the angle of vision of Mr. X. Mr. X may not have had the vision of the One, but if you have come to It, you should accommodate the many in the One which contains the many."

The Holy Mother does not like a philosopher of one school to try and coerce others into submission. Rather does she encourage him to support the view point of other seekers, when he is in their company. A devotee, having blind faith should stick to his blind faith. But a philosopher or a teacher, who knows the different theories of different schools of thought, should make an attempt to explain in the most logical way any particular view, held dear by a particular group of devotees. Once I had to suffer for my dogmatism in this connection. During the last Dol Purnima Day ( the full moon day of the Bengali month of Falgun, in which Lord Chaitanya was born), the Holy Mother was present, when at a religious conference at Brindaban, I delivered a speech on the message of Sri Chaitanya. It was well received. When I was requested to give another discourse the next day at the same conference, I began to explain the fundamentals of the "Synthesis of Yoga" by Sri Aurobindo, which lays special stress on work without attachment as sacrifice to the Lord, in view of the fact that free India needed Divine workers more than hermits living in seclusion or in Ashrams. The source of the thesis of Karmayoga as developed by Sri Aurobindo and as explained by me on that occasion, is what Lord Krishna preached to Arjuna in the Gita. And though everyone present in the audience was a devotee of Lord Krishna, most of them disliked my speech, because of the exuberance of my words. There was such a violent reaction that some learned pandits complained to the Holy Mother about my speech. I of course tried to justify myself, but ultimately became convinced that my talk had been an inopportune one. I was simply amazed to find in Mother a first class logician with a wonderful sense of realism. She convinced me that not only the philosophical basis of life at Brindaban was quite different from that of other places, but also that an attempt at Divine work by ordinary sadhakas, who have not attained to a certain stage, would lead not to "Karma-Yoga" but to "Karma-bhoga", that is to say, the Sadhaka at initial stages may just rationalise his ordinary actions, which have been dictated by his lower nature. Hence some sadhakas, at some periods of their sadhana may require exclusive recourse to devotion after abandoning works of life. I was reminded of a reference to that effect by Sri Aurobindo himself in his "The Synthesis of Yoga." I came home and after self-scrutiny I discovered that there is much unnecessary compromise with work in my life ; there is a huge gap, a make-belief, a sort of rationalisation of work that I cannot help doing. There has on many occasions been a slow imperceptible replacement of the Lord of Sacrifice by the Magnified Ego, and I believe it is the Grace of Mother alone, which will help me to annihilate the Ego completely and enthrone Vasudeva, the Divine, in its place, so that ultimately all my work of life, work of love and work of knowledge may be offered to the Lord of Sacrifice, to the Absolute, and not to Prakriti, the lower nature. It is in order to kill such great illusions that we require conscious efforts at surrendering to the will of the Mother, who by Her Grace can surely show us the Light.

# DIARY LEAVES

ATMANANDA

## ( 3 )

"Never let your mouth be empty, keep *misri* ( sugar-candy ) in it at all times — namely the *misri* of God's name. No bitterness will then have a chance of accumulating." This is one of Mataji's ever recurring sayings.

Once She visited a town after an absence of two or three years. She noticed that one of Her bhaktas kept a dainty little silver box with him, which he opened occasionally to take something out and put into his mouth. "What do you keep in this box ?" asked Mataji. "When you came here last," was the reply, "you told me to keep *misri* in my mouth at all times. I have religiously been carrying out your advice; this is why I got this little silver box." Mataji laughed : "Oh, is that it ? You see real sweetness can be got from God's name only. What I meant was that you should never remain without the remembrance of God. Nevertheless," She added, becoming quite serious, "you have done well to practise faithfully what you understood, for thereby you have learnt a great lesson, which is to keep one thing in mind at all times. It will come in useful when you change over to the *misri* I meant".

* * *

When the Satsang was over an old man was taking leave. "It is getting late," he said, "I must be going home." "Late indeed," agreed Mataji, "there you are right ; but go to your real home, not to the Dharmasala". The gentleman had no inkling of what Mataji was driving at. "I am not staying in any Dharmasala, I have my own house here". Mataji shook Her head and smiled : "Do you call this home ? You won't be able to stay there for ever. Your days are counted and when your time is over you have to leave. I call it Dharmasala. There are rules and regulations, you may remain for a while and then you have to quit. But this body tells you to find your real home from which nobody can drive you out, which is not of this world.

Dive deep and unearth your real wealth, find your real home in God who is your own Self."

* * *

"Mataji, what is the use of doing sadhana, japa, meditation, ceremonies and all the rest ? We go on practising for years ; but whether we get anywhere by all this exertion and self-denial we do not know. Does it bring us nearer to Reality ?" This is a very common question and I have heard Mataji reply something like this :

"When you wash your clothes you have to apply soap. It is of course true that the clothes will not be clean unless the soap is rinsed off again. But can dirt be removed without soap ? The thought of God is the soap that in the end has to be washed away by the purifying waters of the Ganges of Supreme Knowledge (*jnana ganga*). Don't worry about results. In business you give and you get something in return. This is called a bargain, but it is no real gain. If you adopt this sort of mercenary attitude you will not get anywhere. Never leave off your practice until there is Illumination. You must be adamant in your pursuit. The remembrance of God is like a flame. In whichever direction it is blown, there it will burn up whatever gets into its way. According to your actions you will reap the fruits. No effort is ever wasted. Good works and bad works will yield their harvest in great abundance — for He is extremely generous. Perhaps you will argue : 'I want to be a king, but my wish is not granted.' You get exactly what is due to you—nothing less and nothing more. When a pitcher full of water has a hole, however small, all the water will leak away. This is how it is with you : your concentration is never complete, there is a break in it, you do not want anything with your whole being.

"A dose of poison kills a man. But the objects of the senses act like slow poison, gradually they push you towards death. So long as you are worldly-minded you get a 'return-ticket', you remain bound to the round of birth and re-birth, repeating the same kind of experience over and over again.

"God is immortal. If you aspire to find Him you become a pilgrim on the path to immortality. Try to keep company with the pilgrims of this path and you will realize your Self as the Immortal."

* * *

A great number of people approach Mataji with the following question : "I do not know how to meditate, neither do I feel inclined to do so. I cannot find much interest in spiritual things, but the hum-drum of daily existence has also little charm. What is the solution ?"

"What this little child would recommend for you", replies Mataji, "is to sit under a tree." ( Mataji always speaks of Herself as a little child ). "But there are no trees where I live," a lady once retorted and on another occasion someone said : "Under a tree ? What kind of tree ? A peepal tree ?" "Yes, a peepal tree," said Mataji. "By tree I mean a real saint. A saint is like a tree. He does not call anyone, neither does he send anyone away. He gives shelter to whoever cares to come, be it a man, woman, child or an animal. If you sit under a tree it will protect you from the inclemencies of the weather, from the scorching sun as well as from pouring rain, and it will give you flowers and fruit. Whether a human being enjoys them or a bird tastes of them matters little to the tree ; its produce is there for anyone who comes and takes it. And last but not least it gives itself. How itself ? The fruit contains the seeds for new trees of a similar kind. So by sitting under a tree you will get shelter, shade, flowers, fruit and in due course you will come to know your Self. This is why I say, keep Satsang, take refuge at the feet of the Holy and Wise, keep close to them and you will find all you need."

"It is not so easy to get Satsang," people often contradict, "there is no great saint in my town or village." "If you can't get the company of living Sages," is Mataji's counsel, "read books about them or written by them, that is to say study sacred texts and above all try to remain in the Presence of God by the constant remembrance of one of His Names. If you do this you are sure to find a living Guru who will guide you."

* * *

When Mataji visited Meerut on Nov. 6th, 1954, the following conversation took place :

*A Sannyasini* : How is it that diversity has developed out of oneness ?

*Mataji* : Developed ? It is there.

*The Sannyasini* : Is it then nothing more than an appearance ?

*Mataji* : Your question itself contains the answer.

---

*Question* : How can we get Self-realization ?

*Mataji* : Not by anything. 'Something' means a little. By doing something you will get something which is not worth anything. God is Wholeness, Totality. When the clouds fade away He stands revealed. In very truth there is One Self, duality has no real existence. *Durbuddhi*, evil-mindedness and stupidity arise from the conception of duality — mine and thine. As a result there is *durgati*, hardship and misery and *durbodh*, difficulty in understanding. The two, the pairs of opposites, (*dvandva*) are nothing but blindness (*andha*).

* * *

Here are two questions and answers from Bombay, during the Samyam Vrata.

*Question* : God has given us the sense of "I", He will remove it again. What need is there for self-surrender ?

*Mataji* : Why do you ask ? Just keep still and do nothing.

*Question* : How can one possibly keep still ?

*Mataji* : This is why self-surrender is necessary.

---

*Question* : God lavishes His Grace on some and not on others. How can one speak of equality and justice ?

*Mataji* : He does according to His pleasure.

*Question* : Why should His pleasure be to our cost ?

*Mataji* : Where there is 'mine' and 'thine' it appears as you complain. Actually He claps His own hands and hears Himself the sound—just the one SELF.

* * *

Mataji is very emphatic about the importance of obeying the Guru's orders implicitly without criticism.

"Be very careful whom you accept as your Guru. Don't be in a hurry. Take your time over it and use your intelligence. But once you have accepted a Guru it is irrevocable and you must surrender completely. If you fail in this, I maintain you have not accepted him as your Guru."

Several years ago some Westerners came to Mataji and had a discussion with Her, which throws an interesting sidelight on this question. One of them asked :

"How can I get Self-realization ?"

*Mataji* : "He is Self-effulgent, it is not you who can bring it about."

"Still, should we not make an effort ?"

"Yes, the Self is hidden by a veil, you have to wear it down by your own exertion."

"What is the process by which this can be accomplished ?"

"Do you really want Self-realization ?"

"Of course, I do !"

"Then are you prepared to do exactly as I tell you without letting your judgement interfere ?"

Here the gentleman became thoughtful and hesitated. He evidently was feeling uncomfortable.

Mataji smiled at him encouragingly. At last he said :

"I regard Sri Ramana Maharshi as my Guru, but I have not met Him as yet. I intend going to Tiruvannamalai shortly." "Then you must do exactly as He instructs you," said Mataji, "but do you really want Self-realization ?" "Certainly ; have I not come all the way to India for this purpose ?" "For this and nothing else ?" questioned Mataji once more. "For this and nothing else," confirmed the seeker. Three times Mataji had repeated the question and three times the response had been the same. Mataji became very serious. Her voice was definite and powerful when She spoke : "If this be so, if you want Self-realization and nothing else, it does not matter whether you do as I tell you. If you really want this one thing only, you *will* find a way, there is no doubt about it."

# NOTES AND COMMENTS

With the next issue, the Birthday Number, the Ānanda Vārtā enters a new phase of its existence. A number of our subscribers have expressed their wish for separate editions in Hindi and Bengali, keeping the English portion in common. We have therefore decided to bring out two editions for each issue, one Bengali-English, the other Hindi-English. Since the volume of the magazine will remain more or less the same as hitherto, but be divided between two languages instead of three, there will consequently be much more reading-material for each language. We feel sure that our readers will greatly welcome this change.

Unless subscribers inform the Managing Editor to the contrary, all Bengali subscribers will receive the Bengali-English edition and all the others in India as well as abroad the Hindi-English one.

* * *

In our last report about Mataji's movements it was mentioned that She left Brindaban for Hoshiarpur on October 14th, 1954, returning to Brindaban on October 24th for Divali. On Her way to Hoshiarpur She halted for a few hours at the Savitri Devi Ashram at Jullundur and again on Her way back stayed there from Oct. 20th to 22nd. Both times the High Commissioner of Pakistan came to pay his respects to Her. From there She proceeded to Khanna, a small town in the Punjab where one of the very great Saints of our time, Sri Triveni Puri Maharaj spent the greater part of his life. When at Shivaratri 1952 we had his last *darshan* at Hardwar, he looked hale and hearty in spite of his advanced age. We were looking forward to meeting him again at Khanna, where Mataji's birthday was to be celebrated the following May. Unfortunately he left his mortal frame a few weeks before the function began. His great devotee Sri Krishnanandaji Avadhuta with his usual energy and enthusiasm had at once set to work and managed not only to complete all the elaborate arrangements for the celebrations, but also in an incredibly short time got a beautiful *Mahasamadhi Mandir* erected for the departed sage. It was up in its main structure so that perpetual Kirtan could be held there day and night throughout the birthday celebrations. This time Mataji found the *Mandir* completed to the last touch. As on the former occasion Sri Avadhutaji himself saw to all preparations for the stay of Sri Mataji, Sri Haribabaji and their parties. Everyone was amazed to see how perfectly every minute detail had been thought out; one could not help wondering at the remarkable efficiency and foresight in all practical matters displayed by a Sannyasi of so many years standing. One day the Deputy High Commissioner of Pakistan came for Mataji's *darshan*. Inspired by Her presence he went into some kind of ecstasy, began to perform *Namaz* and recited from the Koran for nearly three hours. He was expected at Jullundur the same evening, but cancelled his journey, so as to enjoy a few more hours of Mataji's company and remained at Khanna over night. He felt that to have met Mataji was a unique and momentous event in his life.

From Khanna Mataji motored to Delhi on October 24th and left for Brindaban the same afternoon in time for the *Divali* Festival. The Deputy Minister of Agriculture for the U. P., Sri J. P. Rawat, who had met Mataji first at the Kumbh Mela and again during Her birthday celebrations at Almora, was eager to arrange for a celebration of *Annakut* in Mataji's presence at Govardhan. People had already gathered from far and near, when at the 11th hour he himself was compelled to cancel the function due to the sudden death of Minister Kidwai. He expressed his regret by phone and later in person. *Annakut* was observed at Brindaban.

On Nov. 5th Mataji proceeded to Delhi from where She made a short trip to Meerut on the 6th, returning to Delhi on the 7th, and to Karanvas on the 8th. Some years ago Swami Nirmalanandaji, a Sannyasi of repute, had requested Her to visit his beautiful Ashram on the banks of the Ganges at Karanvas. Mataji stayed there for one night and the Swamiji in his turn passed the following day at Mataji's Ashram at Chandraloka, Delhi. On Nov. 12th Mataji went back to Brindaban from where She took the Mail to Bombay on the 13th, alighting there on the 14th morning. The *Samyam Mahavrata* had been fixed for Nov. 18th to 24th.

Ever since Sri S. N. Sopori, a devotee of Mataji, had been transferred to Bombay, he had been trying to persuade Mataji to bless this city with a longer visit than the usual two or three days. When his proposal to celebrate Her last birthday there did not materialize, he offered to arrange for *Samyam Vrata* in November. Many of us shook our heads, puzzled at his enterprise and courage. How could a secluded place large enough for such a function be found in an overcrowded city like Bombay! At first the Lakshmi Narayan Temple at Santa Cruz was thought of as a suitable site for the Satsang, while visitors were to be distributed at various places round about. But the hall was found far too small for the purpose and besides there was the problem of space to cook in and for meals. The situation looked none too hopeful when about a fortnight before the function was to begin, Sri Sopori approached Sri B. K. Shah, the General Manager of the New India Assurance Co. Ltd., who fortunately knew a way out of the difficulty. He very kindly offered to make available two beautiful bungalows situated in a palmgrove directly on the sea beach at Juhu. They had been lying vacant for 5 or 6 years due to some litigation, and happened to be at his disposal. It is true the palmgrove had grown into a regular jungle and moreover there had been a murder in or near the compound a few months previous, the body of the victim having been found in a tank on the estate. The houses were known as "*bhuta* bungalows*" and people felt afraid to go near them after dusk. However Sri Shah at once deputed a contractor to cut down the jungle and see to all the necessary repairs. The bungalows although well-built and comfortable, with mosaic flooring, several good bathrooms etc. were in a sorely neglected condition. It seemed quite a miracle to put them into working order in the course of a few days and in addition to this to construct a room for Mataji on the roof of one of the bungalows, as She will not enter a house where families have lived. The room was beautiful and comfortable although it consisted chiefly of cardboard and matting, the materials having been procured from a film studio. A pandal for Satsang measuring 75 x 100 ft. was erected, tastefully decorated and fitted up with lights, loudspeakers, etc. — in fact everything was thought out and provided for in a truly perfect manner. A few flats had also been rented in the close vicinity, and thus the unbelievable actually happened : in the outskirts of the congested city which is suffering from acute shortage of accommodation, about 100 visitors were put up without crowding, enjoying comforts they had never expected, besides a wonderful view over the open sea and lofty palmtrees overhead swaying in the gentle cool breeze. It is no exaggeration to say that the place was ideal. Many of us were soon secretly wishing we could stay on after the *Samyam Week*, when lo and behold Mataji extended Her sojourn up to Dec. 4th night, instead of leaving on Nov. 25th as originally contemplated. Although on the first day Mataji did see a shadowy human form hovering about, which might well have been the ghost of the murdered man, the haunted place turned out to be an abode of happiness, harmony and peace, quite like an Ashram. Many things that happen around Mataji have a deep significance and the places specially connected with Her have often been found to have a remarkable history. To mention only a few examples: Just recently a temple of *Sri Vindhyavasini* about 1000 years old has been excavated at the very gate of Mataji's Ashram at Vindhyachal. It is believed that this was the original temple which had been destroyed during the Mohammedan invasion centuries ago, whereas the new temple is about two miles away.

---

* ***Bhuta*** **means ghost.**

Those who have read Bhaiji's book "Mother as Revealed to Me"* will call to mind that the Dacca Ashram was built on a site where, as Mataji told Bhaiji, some Sannyasis had lived long ago and he himself had been one of them. Actually bones and skeletons were unearthed when the foundations were dug. — When digging the ground on which the Banaras Ashram stands two Shiva Lingas came to light, which are now kept in the Annapurna Temple of the Ashram. In Bombay Mataji was heard to say: "Do you think it is by mere chance that this function is being held here and in no other spot?"

It would amount to unnecessary repetition to write about the *Samyam Vrata* itself, as elaborate reports of the first three *Samyam Weeks* at Banaras, Vindhyachal and Calcutta have appeared in the pages of this magazine.† Moreover invitations with its detailed programme, diet, rules and regulations were sent to all our subscribers. Suffice it to say that the whole function was a great success in every respect.

Sri Haribabaji Maharaj, Sri Krishnanandaji Avadhuta, Sri Swatantranandaji, Sri Chakrapaniji and the Mahant and Sannyasis of the Vile Parle Sannyasashram, were present and gave illuminating and inspiring discourses. The last item of the daily programme 'Conversation with Mataji' was no doubt the most popular one. Although Juhu is about 12 miles distance from the heart of the city, often 20-30 cars were parked in the compound, while the greater part of the congregation came by train and bus.

---

* Matri Darshan.

† See Ananda Varta Vol. I. No. 2, & Vol. I No. 5

*Samyam Vrata* was observed simultaneously in all Sri Anandamayi Ashrams. We are happy to state that reports have been received from a great number of devotees who kept the *Samyam Vrata* in their own homes, many of them choosing Class A for their diet, taking delight in submitting to the Spartan regime, as they derive great benefit from it. Amongst other things it gives them an opportunity of freeing themselves from old habits such as smoking, chewing pan, drinking tea, etc.

From the outset the Bombay bhaktas had been eager to arrange for a *Bhagavata Saptaha* to follow the *Samyam Vrata*. Nothing had been decided. At the urgent request of the Mahant and the Sannyasis of the Vile Parle Sannyasashram, (where Mataji had stayed two years before) the *Bhagavata Saptaha* was held at the Sannyasashram. Everyone remained at Juhu where the morning and evening Satsang was continued, but every afternoon Mataji used to be present at Vile Parle for the Hindi exposition of the *Srimad Bhagavata*.

On Dec. 4th Mataji travelled to Bhimpura. The Ashram there is in a beautiful, secluded spot near Chandod, on an elevation at the apex of the bend of the river, with a wonderful view of the surrounding hills. The river Narbada is supposed to be as holy as the Ganges. Since ancient times many sadhakas and saints have practised austerities along its banks. Some of us went by boat to see the places where the Rishis Sukadeva and Vyas are said to have resided, and at Vyas we were shown the room where many years before the Ashram was built, Mataji had spent some time. At present also there are a number of Ashrams in the vicinity. Mahatmas and Mahants came daily to see Mataji and in turn invited Her and Her party to their own places. The villagers of Bhimpura are *Bheels*, a tribe who practise an original kind of Kirtan which they combine with the playing of cymbals and rhythmic movements of the whole body. Every evening they came and performed in the Ashram hall and on the last day the whole of the village, men, women and children were invited for dinner. Whenever Mataji visits Bhimpura Her bhaktas from Rajpipla (a town close by) leave their homes in order to camp in the Ashram grounds and act as extremely generous and attentive hosts to anyone who happens to come. On these occasions the place that is usually so solitary teems with life.

On Dec. 10th Mataji journeyed to Ahmedabad, putting up as usual in a specially constructed room in the garden of Sri K. C. Munshaw who always makes excellent arrangements for Her and Her party. This time a *Bhagavata Saptaha* was held in Gujerati in commemoration of his mother who had recently passed away. The spacious, beautifully decorated pandal could not hold the audience and had to be enlarged during the second half of the week. Mataji used to be present for about an hour each at both the morning and afternoon sessions. She also accepted invitations to several Ashrams, schools and private houses in Ahmedabad. The night of Dec. 20th and the following day were spent at the house of Sri Mukund Madhav Thakur. At the Kirtan in his garden Mataji delighted the large audience by singing for quite a long time.

On the next night Mataji entrained for Bhopal, where She was the guest of the I. G. P., Sri S. N. Aga, an old devotee. Her very short visit of one night and half a day was extraordinarily well organized and made the most of. All the state officials from the Nawab, the Chief Minister and Chief Commissioner down to the last constable came to pay homage to Mataji. On the morning of the 23rd She was taken round the city and received with due honours at the residences of the Nawab and of every one of the chief officers.

On Dec. 24th She arrived in Banaras after an absence of over three months. From Dec. 26th—30th the Gita Jayanti was celebrated by Sri Gopal Thakur, who every year comes from Allahabad for this occasion.

On Jan. 5th, 1955 Mataji left for Rajagriha, where a small Ashram consisting of two rooms had only just been built. The day before Mataji's arrival *Griha Pravesh Puja* had been duly performed. Rajagriha, now a small town about 50 miles from Patna, was long ago one of the six chief cities of India and at the time of the Buddha's death had 18 large monasteries. The Lord Buddha went to Rajagriha after renouncing and again soon after Enlightenment. King Bimbisara entertained Him and His monks at the palace and gifted Veluvana to the order. It is said that Lord Buddha spent several rainy seasons there and also one winter and one summer. After His death the King collected various relics and built a large Stupa over them.

Rajagriha is also well-known for its hot springs that have cured many from all sorts of rheumatic pains, skin diseases and other ailments.

One of the extraordinary things about Mataji is that She hardly ever has a bath, generally not more than two or three times a year. At Rajagriha however she bathed in the hot springs on three nights.

On Jan. 17th Mataji returned to Banaras. In previous issues mention has been made of Didi's ( Gurupriya Devi ) ill-health. Sri Haribabaji Maharaj who has deep sympathy for the suffering of others has been showing much concern at her indisposition. Being a great saint he believes in God's Name as the panacea for all evils including illnesses and has been anxious to effect or at least speed up Didi's cure in this way. Already at Brindaban he induced his followers to arrange for special kirtans and the reading of scriptures with this purpose in view. At his advice the "*Chandi*" was chanted a hundred times (*Shata Chandi Patha*) by ten Brahmins at the Chandi Mandap of the Banaras Ashram from Jan. 19th to 29th, followed by a *yajna* on the 30th. Sri Haribabaji came in person from Bombay and stayed for about seven days. He was present when a new *Anushthan* was started on the 31st, namely *Rudrabhisheka* recited by twelve Brahmins for eleven days, followed by another *Yajna* on February 11th.

On Jan. 27th Mataji motored to Allahabad for two nights and a day, to be present at the *Saraswati Puja* on *Vasant Panchami* day. She went to Vindhyachal on February 12th for three days and She is expected to remain at Banaras over Shivaratri, after which She will most probably visit Brindaban.

It has been announced at Bombay that the next *Samyam Vrata* will be held at Delhi.

---

# ANANDA VARTA

## CONTENTS.

**Vol II.** **MAY 1954 — FEBRUARY 1955.** **No 1 to 4**

### Bengali Section

1. মাতৃবাণী … … … 1, 101, 195, 292
2. শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী—শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজকৃত ব্যাখ্যাসহ …. 3, 104, 198. 294
3. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত … 15, 313
4. অমলার মহাপ্রয়াণ—নিরঞ্জন … … 20
5. আদিগুরু দত্তাত্রেয়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ … 24, 130, 326
6. প্রয়াগ মহাকুম্ভে মা আনন্দময়ী—জনৈক ভক্ত … … 30
7. মা বলেন "যা আছে তাই"—দাদু … … 35
8. আরোপ সাধন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ … 120
9. শ্রীশ্রীমা কাহাকেও দীক্ষা দেন কিনা—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত … 211
10. অজপা রহস্য—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ … 215, 302
11. রাঁচীতে সৎসঙ্গ—শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলী … … 223
12. বাল-গোপাল—শ্রীমতী রাণী মজুমদার … … 226
13. আনন্দিনী—শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি … … 301
14. বৃন্দাবনে বারো দিন—পাঁচ ভূতের লেখা … … 308
15. মন্ত্র-বিজ্ঞান—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ …

### Hindi Section

1. मातृवाणी … … … 37, 133. 229, 328
2. श्री श्री माँ की अमरवाणी—श्री गोपीनाथ कविराज कृत व्याख्या सहित 39, 136, 232, 330,
3. श्री श्री माँ आनन्दमयी और संयम की वाणी—श्री विभुपद कीर्ति … 54
4. भक्तों के प्रति निवेदन—राजमाता आनन्दप्रिया … … 57
5. जन्मोत्सव—योगी भाई … … 154
6. आदि गुरु दत्तात्रेय—महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज … 158, 356
7. आरोप साधन—महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज … 246
8. धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्य्य-मयी श्री श्री आनन्दमयी माँ—स्वामी स्वतन्त्रानन्द 338
9. अजपा रहस्य—महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ कविराज … 344
10. राँची में सत्सङ्ग—श्री वीरेश्वर गांगुली … … 352

# ANANDA VARTA

## CONTENTS ( Contd. )

### ENGLISH SECTION

1. Matri Vani .. 63, 161, 255, 360
2. Mataji's Amara Vani .. 66, 165, 259, 363
3. Greetings from a European—Richard Lannoy .. 77
4. Guru Sanga—S. S. Cohen .. 82
5. Mother's Grace Divine—Ganga Ch. Das Gupta .. 85
6. The Supreme Teacher I found in
   Sri Sri Ma Anandamayi—Atmananda .. 93
7. Birthday Celebrations at Almora—Kali Prasad .. 171
8. At Mataji's Camp on the Day of the Kumbh Disaster—A Devotee 177
9. Sri Sri Ma Anandamayi—S. C. Mitter .. 183
10. Yantram-what it means ?—Swami Pratyagatmananda .. 263
11. The Golden Orange—Richard Lannoy .. 267
12. Mother's Home is the Heart—Kenneth Grant .. 273
13. Mother's Transcendence—Nalini Kanta Brahma .. 371
14. The Holy Mother Anandamayi as I have known her—Bireshwar Ganguli 376
15. Diary Leaves—Atmananda .. 185, 276, 382
16. Notes and Comments .. 97, 191, 282, 387

# List of Publications from Shree Shree Ma Anandamayee Ashram

## B 2/94, BHADAINI, BANARAS.

| No. | Name of Books | Language | Author | Price | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matri Darshan .. .. | Bengali | Bhaiji | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Matri Darshan .. .. | Hindi | ,, | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Matri Darshan .. .. | Gujrati | ,, | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Matri Darshanam . . | Sanskrit | ,, | 1 | 8 | 0 |
| 5. | Mother as Revealed to Me (English Version of Matri Darshan) | English | ,, | 1 | 12 | 0 |
| 6. | Sadvani .. .. .. | Bengali | Bhaiji | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Sadvani .. .. .. | Hindi | ,, | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Sadvani .. .. .. | English | ,, | | | |
| 9. | Sri Sri Ma Anandamayi | Bengali I | Gurupriya Devi | 2 | 0 | 0 |
| 10. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, II | ,, | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, III | ,, | 2 | 0 | 0 |
| 12. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, IV | ,, | 2 | 0 | 0 |
| 13. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, V | ,, | 2 | 0 | 0 |
| 14. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, VI | ,, | 2 | 0 | 0 |
| 15. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, VII | ,, | 2 | 0 | 0 |
| 16. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, VIII | ,, | In Press | | |
| 17. | Sri Sri Ma Anandamayi | Hindi I | ,, | 2 | 0 | 0 |
| 18. | Sri Sri Ma Anandamayi | ,, II | ,, | 2 | 0 | 0 |
| 19. | Ma Anandamayi | English | Devot[illegible] | 3 | 8 | 0 |
| 20. | Mother as seen by Her Devotees | ,, | ,, | In Press | | |
| 21. | Matri Lila Sankirtan | Bengali | ,, | 0 | 4 | 0 |
| 22. | Matri Lila Sankirtan | Hindi | ,, | 0 | 5 | 0 |
| 23. | Akhanda Mahayajna | Bengali | Gurupriya Devi | 2 | 8 | 0 |
| 24. | Akhanda Mahayajna | Hindi | ,, | 2 | 8 | 0 |
| 25. | Ma Anandamayi Upadeshamrita | Bengali | ,, | 1 | 8 | 0 |
| 26. | Ma Anandamayi Upadeshamrita | Hindi | ,, | In Press | | |

## PHOTOS & BLOCK PRINTS OF SRI SRI MA

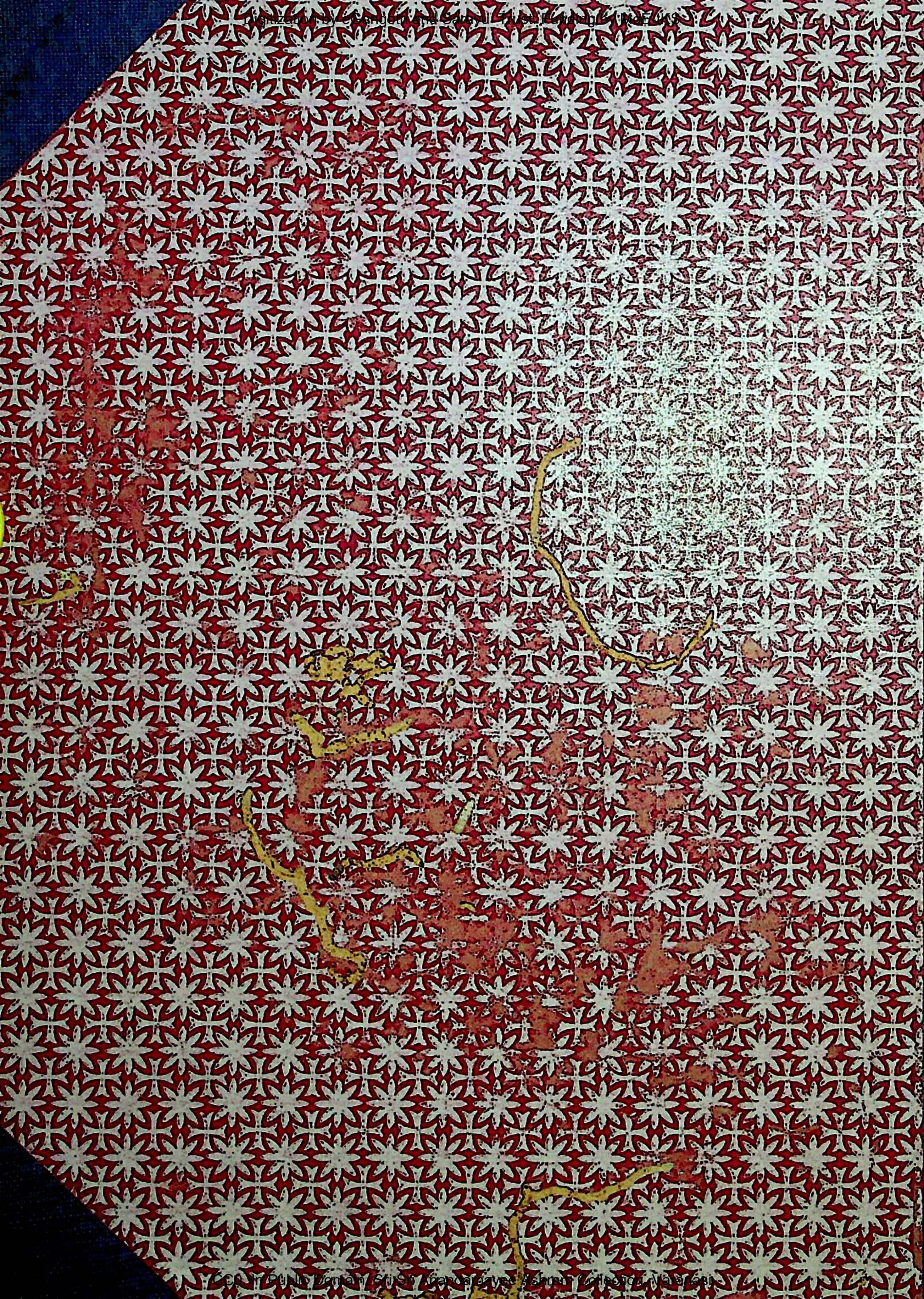| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Photo Print Rs. 15/- (mounted) | 8. | Block Print Re. 1/- each Seashore |
| 2. | ,, ,, Rs. 10/ ,, | 9. | ,, ,, Re. 1/- each Chuda |
| 3. | ,, ,, Rs. 5/ each | 10. | Bengali Album Rs. 2/- each |
| 4. | ,, ,, Rs. 3/ each | 11. | ,, ,, Rs. 1/8/- each |
| 5. | ,, ,, Rs. 1/8/- each | 12. | English Album Rs. 2/- each |
| 6. | ,, ,, Re. 1/- each | 13. | ,, ,, Rs. 1/8/- each |
| 7. | ,, ,, As. -/8/- each | | |